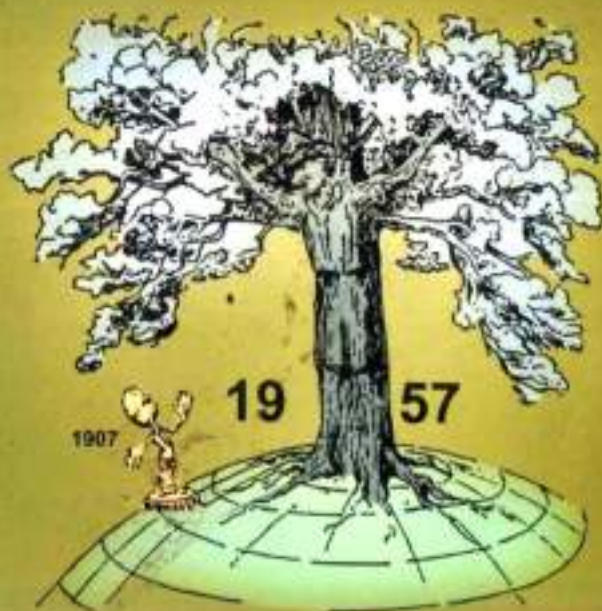


বালকদের স্কাউট শিক্ষা

(SCOUTING FOR BOYS)



বয় স্কাউট সমিতি-ঢাকা



বালকদের স্কাউট শিক্ষা

উড়্ জ্ঞাফটের সাহায্যে সং নাগরিক হওয়ার উপযোগী
একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ

লর্ড ব্যাডেন-পাওয়েল অফ গিলওয়েল রচিত
(স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা)



"সারা বিশ্বের স্কাউট ভাই ভাই"
বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সংকল্প

পূর্ব পাকিস্তান বয় স্কাউট সমিতি কর্তৃক স্কাউট প্রেস, ৬৭/এ, পুরানা পল্টন, রমনা, ঢাকা
হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

বালকদের স্কাউট শিক্ষা SCOUTING FOR BOYS

গ্রন্থনায়	: লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল
বাংলা অনুবাদ	: স্কাউটার এম ওয়াজেদ আলী
পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা	: স্কাউটার এ এফ এম আবদুল হক
হত্ব	: বাংলাদেশ স্কাউটস
সম্পাদনা	: প্রোগ্রাম বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস
প্রকাশনায়	: প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস
বই পর্যালোচনা	: জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস
সহযোগিতায়	: জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসাইন জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ স্কাউটস
প্রচ্ছদ	: বালকদের স্কাউট শিক্ষা বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে নেয়া
প্রকাশকাল	: জুন ২০০৮
বাংলাদেশ স্কাউটস	: ISBN - 984 - 32 - 1620 - 8
মুদ্রণ	: তিব্বী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৫০৪১২, ৯৫৫৩৩০৩
মূল্য	: ১৩০.০০ টাকা।

FOREWORD

We are very happy to be able to Present the first Bengali edition of the 'SCOUTING FOR BOYS' This, we hope, will remove a long-felt want.

We are grateful to Scouter Wajid Ali for translating the book and to Scouter A. F. M. Abdul Huq for revising the manuscript. We cannot praise them too much for their labour.

We are infinitely grateful to the ASIA FOUNDATION for their collaboration in financing the publication. No word would be adequate to express our appreciation of this gesture.

We thank the International Bureau of Scouting for kindly according us permission to translate the book.

This is a maiden venture. We are conscious that the publication suffers from various deficiencies. We only hope that this would mark a beginning for better performance in the future. We shall welcome constructive criticisms of the book.

67/A, Purana Paltan,
Dacca.

June 21, 1957.

Azizul Huq

Hony. Provincial Secretary,
on behalf of the
East Pakistan Boy Scouts Association

মুখবন্ধ

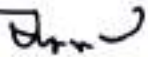
স্কাউটিং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি অরাজনৈতিক শিক্ষামূলক যুব আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল স্কাউটিং প্রবর্তন ও প্রসারের জন্য কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখায় কার্যক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে আলাদা আলাদা-বই রচনা করেন। স্কাউট শাখার বিষয়বস্তু অবলম্বনে ১৯০৮ সালে তিনি রচনা করেন স্কাউটিং ফর বয়েজ বইটি। সারাবিশ্বে স্কাউটিং প্রসারের জন্য ব্যাডেন পাওয়েল এর লেখা আকর্ষণীয় বইগুলির কোন বিকল্প নেই।

স্কাউট বয়সী বালক বালিকারা স্বভাবতই আকর্ষণীয় ও বৈচিত্রময় রোমাঞ্চকর কার্যক্রম পছন্দ করে। আর স্কাউটিং হচ্ছে মুক্তাঙ্গনের কার্যক্রম। মুক্তাঙ্গনে খেলাচ্ছলে স্কাউটিং শেখানোর জন্য বিপি রচিত স্কাউটিং ফর বয়েজ বইখানা সারাবিশ্বে দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলন ও অনুসরণ করা হচ্ছে।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বয় স্কাউট এসোসিয়েশন ১৯৫৭ সালে স্কাউটিং ফর বয়েজ বইখানা বঙ্গানুবাদ করে “বালকদের স্কাউট শিক্ষা” নামে প্রকাশ করেন। স্বাধীনতাগতের বাংলাদেশে বইটি আর পুনঃমুদ্রণ করা হয়নি। বইটির চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে তা পুনঃমুদ্রণ করে প্রকাশ করা হল।

পূর্বে স্কাউটদের স্তর ছিল কচি কদম বা টেন্ডারফুট, দ্বিতীয় শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী ইত্যাদি। সময় ও চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন সেগুলো হচ্ছে সদস্য, স্ট্যান্ডার্ড, প্রোগ্রেস ও সার্ভিস স্তর। তাছাড়া বইটির প্রথম মুদ্রণের সময় মুদ্রণজনিত ত্রুটির কারণে কিছু বানান ভুল ছিল। অনুবাদের কোন কোন স্থানে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। বর্তমান পুনঃমুদ্রণের সময় প্রচলিত বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষায় বইটি সাধু ভাষায় মুদ্রণ করা হল।

“বালকদের স্কাউট শিক্ষা” নামে বইটি বঙ্গানুবাদ করেন স্কাউটার ওয়াজেদ আলী এবং পাভুলিপিটি সম্পাদনা করেন স্কাউটার এ এফ এম আবদুল হক। বইটির তৎকালীন প্রকাশনা এবং বর্তমান পুনঃমুদ্রণের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটি পড়ে স্কাউট ও ইউনিট লিডারগণ উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।


(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ স্কাউটস।

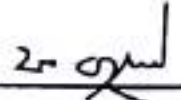
বাণী

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ১৯০৭ সালে ব্রাউসী দ্বীপে পরীক্ষামূলকভাবে স্কাউটিং শুরু করার পর এর বিষয়বস্তু অবলম্বনে ১৯০৮ সালে স্কাউটিং ফর বয়েজ বই খানা প্রকাশ করেন। যা স্কাউটিংয়ের মূল টেকস্ট হিসেবে পরিচিতি।

স্কাউটিং মুক্তাঙ্গনের শিক্ষা, প্রকৃতির উদার পরিবেশে আনন্দময় খেলাধুলা ও শিক্ষার মাধ্যমে বালকদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সকল কলাকৌশল তিনি এই বইটিতে সন্নিবেশিত করেছেন। বইটিকে মূলপাঠ্য হিসেবে ভিত্তি করে পরবর্তীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্কাউট প্রোগ্রাম তৈরি ও এই সংক্রান্ত বই-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। সময় ও চাহিদার প্রেক্ষিতে স্কাউটিংয়ের মূল পাঠ্য হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় বইখানা মুদ্রিত হয়েছে।

তৎকালীন পাকিস্তান আমলে ১৯৫৭ সনে পূর্ব পাকিস্তান বয় স্কাউট এসোসিয়েশন কর্তৃক স্কাউটিং ফর বয়েজ বইটি বহানুবাদ করে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে বইটি আর পুনঃমুদ্রণ করা হয়নি। দেশে সকল স্তরের ইউনিট লিডার ও স্কাউটদের চাহিদা মেটানোর জন্য বইটি পুনঃমুদ্রণ করা হল। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে বইটি যেভাবে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল তাতে কিছু বানানের রীতি সংশোধন করে হুবহু প্রকাশ করা হলো।

বইটি স্কাউটদের যথাযথ কল্যাণ সাধন করবে বলে আমরা আশাবাদী। বইটি পুনঃমুদ্রণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।



(মুহঃ ফজলুর রহমান)
প্রধান জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
পূর্ববচন	...	(ক)
সূচনা-বিশ্বভ্রাতৃত্ব সংকরণ	...	(গ)
স্কাউট প্রতিশ্রুতি ও স্কাউট আইন	...	(ঙ)
বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিজ্ঞা ও আইন	...	(ঠ)
প্রথম অধ্যায়-স্কাউটের কাজ		
তাঁবু-জলসা কাহিনী	১	স্কাউটের কাজ ১
" " "	২	স্কাউটেরা যাহা করে ১০
" " "	৩	স্কাউট হওয়া ২২
" " "	৪	স্কাউটের উপদল ৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায়-তাঁবু অভিযান		
তাঁবু-জলসা কাহিনী	৫	মুক্ত স্থানে জীবনযাত্রা ৪৯
" " "	৬	সাগর ও বিমান স্কাউট ৭৮
" " "	৭	সংকেত ও আদেশ ৮৬
তৃতীয় অধ্যায়-তাঁবু জীবন		
তাঁবু-জলসা কাহিনী	৮	অটবিকতা (পাইয়োনিয়ারিং) ৯৯
" " "	৯	তাঁবু বাস ১২৪
" " "	১০	তাঁবুতে রান্নার কাজ ১৫২
চতুর্থ অধ্যায়-সংকেত অনুসরণ		
তাঁবু-জলসা কাহিনী	১১	সংকেত পর্যবেক্ষণ ১৬০
" " "	১২	পদচিহ্ন অনুসরণ ১৮০
" " "	১৩	সংকেত পাঠ বা অনুমান ১৯৫

পঞ্চম অধ্যায়-বনক্রিয়া

তাঁবু-জলসা কাহিনী	১৪	গোপনাভিযান	২০৯
" " "	১৫	জীবজন্তু	২২১
" " "	১৬	গাছ-গাছড়া	২৪৩

ষষ্ঠ অধ্যায় - সহনশীলতা

তাঁবু-জলসা কাহিনী	১৭	শক্তি সঞ্চয়ের উপায়	২৪৮
" " "	১৮	স্বাস্থ্যপ্রদ অভ্যাস	২৬৫
" " "	১৯	রোগ প্রতিরোধ	২৭৫

সপ্তম অধ্যায়-বীরের ন্যায় আচরণ

তাঁবু-জলসা কাহিনী	২০	অপরের প্রতি বীরের ন্যায় আচরণ	২৮৫
" " "	২১	আত্ম-শাসন	৩০৫
" " "	২২	আত্মোন্নতি	৩১৭

অষ্টম অধ্যায়-জীবন রক্ষা

তাঁবু-জলসা কাহিনী	২৩	দুর্ঘটনার প্রতিকারের জন্য উপস্থিত হওয়া	৩২৯
" " "	২৪	দুর্ঘটনা ও উহার প্রতিবিধান	৩৩৫
" " "	২৫	পরোপকার	৩৪৭

নবম অধ্যায়-নাগরিক হিসাবে আমাদের কর্তব্য

তাঁবু-জলসা কাহিনী	২৬	নাগরিকত্ব	৩৬৫
"বি পি"র জীবন কথা			৩৬৯
কাউট প্রধানের শেষ বাণী			৩৭৭

পূর্ব বচন

এক সময় আমিও ছিলাম এক বালক। বালক বয়সে আমি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পাইয়াছি তখন যখন আমার চার ভাইয়ের সহিত ইংল্যান্ডের সমুদ্রোপকূলে সাগর স্কাউট হিসাবে জলবিহার করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে তখন আমরা সাগর স্কাউট ছিলাম না— কারণ তখনও সাগর স্কাউট আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু আমাদের একটি নিজস্ব পালের নৌকা ছিল যাহাতে আমরা সব রকম আবহাওয়ায় থাকিতাম এবং ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইতাম। সুবিধা অসুবিধা নির্বিশেষে আমরা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতাম।

তারপর ছাত্র জীবনে অবসর কালে আমি বনে বনে অনেক স্কাউটের কাজ করিয়াছি। যথা খরগোশ ধরিয়া 'রান্না করা, পাখী পর্যবেক্ষণ করা, পশুদের পদানুসরণ করা ইত্যাদি। পরে যখন সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেই তখন ভারত ও আফ্রিকার জংগলে বৃহৎ পশু শিকার করিয়া এবং ক্যানাডার জংগল-বাসীদের সংগে বাস করিয়া অশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। তারপর দক্ষিণ আফ্রিকার অভিযানসমূহে আমাকে প্রকৃত স্কাউটের কাজ করিতে হয়।

আমি এই বিচিত্র জীবন এত গভীরভাবে উপভোগ করি যে আমার মনে হইতে থাকে যে দেশের ছেলেরা এই আনন্দের স্বাদ হইতে বঞ্চিত হইবে কেন? প্রত্যেক বালক, যাহার ধর্মনীতে সতেজ লাল রক্ত প্রবাহিত হয়, অভিযান ও মুক্ত হাওয়ার জীবনের জন্য অধীরভাবে আগ্রহান্বিত এই কথা আমি জানিতাম। কিভাবে তাহা করিতে হয় দেখাইবার জন্যই এই পুস্তকখানা আমি লিখিয়াছি।

তোমরা সকলেই এমন আগ্রহের সহিত ইহা গ্রহণ করিয়াছ যে বর্তমানে কেবল শত সহস্র নয় বরং ত্রিশ লক্ষের অধিক স্কাউট রহিয়াছে সারা দুনিয়ায়।

অবশ্য হঠাৎ কেহ অভিজ্ঞ বনবাসী হইতে পারে না। জংগলের অধিবাসীরা যেসব কঠিন কাজ করে এবং যে প্রণালী অবলম্বন করে তাহা অন্ততঃ আংশিকভাবে শিক্ষা না করিয়া উহা কিভাবে করিতে হয় এই পুস্তক পাঠে তার ইংগিত পাইবে

এইভাবে শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত নিজে নিজেই তুমি উহা শিক্ষা করিতে পারিবে।

ক্রমে দেখিতে পাইবে যে সক্ষম ও কর্মপটু বয়স্কাউট হওয়ার উদ্দেশ্য কেবল অভিযান ও আনন্দ লাভই নয় বরং তোমার আদর্শ জংগলবাসী, আবিষ্কারক ও সীমান্তবাসীদের ন্যায়, নিজেকে দেশের সেবা এবং প্রয়োজন মত লোকের সাহায্য করিতে প্রস্তুত করাও বটে। মহত্তম লোকেরা এইরূপ সেবক হওয়ার জন্য অধীর।

প্রকৃত স্কাউটকে অপর বালক এবং বয়স্করা সকলেই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরূপে গণ্য করে, -সে এমন লোক, যে কর্তব্য পালনে কখনও পরানুখ হইবে না তাহা যতই সংকটজনক ও বিপদসংকুল হউক না কেন; এমন লোক, যে সর্বদাই প্রফুল্ল ও হাস্যময় তার মুশকিল যতই কঠিন হউক না কেন। এইরূপ উত্তম স্কাউট তৈরির জন্য যাহা কিছু দরকার তাহা সবই আমি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। কাজেই, "অগ্রসর হও" পুস্তকটি পাঠ কর। ইহার শিক্ষা কার্যে পরিণত করার অভ্যাস কর। আশা করি স্কাউটরূপে আমি যেমন আনন্দ লাভ করিয়াছি তোমরা অন্ততঃ তার অর্ধেক আনন্দ পাইবে।

ব্যাডেন পাওয়েল
বিশ্বের প্রধানতম স্কাউট

সূচনা

বিশ্বভ্রাতৃত্ব সংস্করণ

বালকদের স্কাউট শিক্ষা

ব্যাডেন পাওয়েলের Scouting for Boys বা বালকদের স্কাউট শিক্ষা প্রথমে ১৯০৮ সালের জানুয়ারী হইতে মার্চ পর্যন্ত ছয়টি পাক্ষিক খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডগুলি সম্পাদিত ও সামান্য পুনঃসজ্জিত হইয়া ১৯০৮ সালের মে মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

পুস্তকখানা তৎক্ষণাৎ বৃটিশ দীপপুঞ্জ বালকদের কল্পনা উদ্বুদ্ধ করে এবং পরে বিশ্ববিজয় অভিযানে বাহির হয়। বহু বিদেশী ভাষায় ইহা অনুবাদ হয় এবং অনেক দেশের বালকেরা এই নূতন কর্মসূচী গ্রহণ করে। স্কাউটদের বিশ্বভ্রাতৃত্ব ধীরে ধীরে রূপ গ্রহণ করিতে থাকে।

১৯০৮ সালে সেই তারিখ হইতে Scouting for Boys, উহার তর্জমা ও সংকলনের লক্ষ লক্ষ কপি বাহির হইয়াছে এবং প্রায় সমুদয় সভ্য দেশের বাল্য জীবন প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এই পুস্তকের ভিত্তিতে গঠিত স্কাউট আন্দোলন এরূপ উচ্চ মর্যাদা লাভ করিয়াছে যে অন্য কোন যুব-আন্দোলন ইহার নিকটস্থ হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তির সংগে সংগে আমরা অনেকেই অনুভব করিয়াছি যে সততা, বদান্যতা, পরোপকার ও আত্ম-নির্ভরতার যে সহজ সত্যগুলি ব্যাডেন পাওয়েল তাঁহার পুস্তকে এরূপ প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা জগতের কাছে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন আছে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই Scouting for Boys পুস্তকের এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

মার্কিন বয় স্কাউট সংঘের জাতীয় স্কাউট ক্রিয়া পরিচালক উইলিয়াম হিলকোর্টের (William Hillcourt) মনেই প্রথমে এই পরিকল্পনার উদ্ভব হয়। তাঁহার এই পরামর্শ ডঃ এলবার্ট কে ফ্রেটওয়েল চীফ স্কাউট এক্সিকিউটিভ, ডঃ লোর্ন ডব্লিউ বার্কলে আমেরিকান বয় স্কাউটের প্রকাশনা বিষয়ক জাতীয় পরিচালক এবং লেডি ব্যাডেন পাওয়েল আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। বৃটিশ বয় স্কাউট এসোসিয়েশন এবং বয় স্কাউটের আন্তর্জাতিক দফতর ও অন্যান্য সকলে এই প্রস্তাব সাদরে সমর্থন করেন। হিলকোর্ট উহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

ব্যাডেন পাওয়েল Scouting for Boys পুস্তকের যে সর্বশেষ সংস্করণ স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন তাহার উপর নির্ভর করিয়াই বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করা হইয়াছে। তবে বিশ্বভ্রাতৃত্ব সংস্করণের জন্য বি-পি নিজে যেভাবে উহা প্রস্তুত করিতে चाहিতেন ঠিক সেইভাবেই উহা প্রস্তুত করিবার বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। নিছক জাতিগত প্রসংগের উর্ধ্বে উঠিয়া আন্তর্জাতিক প্রভাবকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কাজেই যেসব বিশেষ বৃটিশ কার্য প্রণালী বিলাতের বাহিরে সহজে বোধগম্য নহে তাহা সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হইয়াছে। বালক শ্রোতাকে সর্বদাই মনে রাখা হইয়াছে—বি-পি যেমন चाहিতেন।

ব্যাডেন পাওয়েল অংকিত যে দুই শত চিত্র এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হইল তাহা তাঁহার বহু পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। একটি মাত্র পুস্তকে প্রধান স্কাউট অংকিত চিত্রাবলির ইহাই বৃহত্তম নির্বাচিত সমাবেশ।

এই সংস্করণের সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সমস্ত পরিশ্রমের জন্য মার্কিন স্কাউট সংঘের উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিগণের কাছে কৃতজ্ঞ। তাছাড়া পুস্তকটি প্রকাশনার জন্য সি আর্থার পিয়ারসন এক সন তাৎক্ষণিকভাবে অনুমতি দেয়ায় তাহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

বিশ্বের প্রধান স্কাউট, যিনি ১৯০৭ সালে Scouting for Boys লিখিয়াছিলেন, ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিয়া আবার তাঁহার বাস্তব দূরদর্শিতার পরিচয় দেনঃ

“শান্তির আশীষ ও তৎসঙ্গে সকলের জন্য সুখ ও সমৃদ্ধি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা মানুষের নিজের উপরই নির্ভর করে।

“তাহার প্রথম পদক্ষেপ হইবে হিংসা, ঘেঁষ ও ঈর্ষার পরিবর্তে শুভেচ্ছা, পরমতসহিষ্ণুতা, সত্য ও ন্যায়ের মনোভাব সৃষ্টি করা।

“আজিকার বালকেরা অল্পদিনের মধ্যেই স্ব স্ব দেশের বয়স্ক নাগরিকে পরিণত হইবে। আমার মনে হয় স্কাউট হিসেবে আমাদের কাছে এক অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত। আমরা স্কাউটিং এর মাধ্যমে সকলকে বিবেক, বুদ্ধি, উদারতা, প্রেম ও সেবার দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতে পারি।

“সৌভাগ্যক্রমে আমাদের আন্দোলন পরস্পরের আন্তরিক পরিচয়, সমঝোতা ও সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে এক বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বে পরিণত হইয়াছে।

স্কাউট জগতে বিশ্বভ্রাতৃত্বের অর্থ ইহাই।

জে, এস, উইলসন

পরিচালক—

বয় স্কাউটের আন্তর্জাতিক দফতর

স্কাউটের প্রতিশ্রুতি

বৃটিশ বয় স্কাউট সংঘ

আমি আত্মমর্যাদার দোহাই দিয়া প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে আমি

- ১। আল্লাহর প্রতি ও রাজার প্রতি আমার কর্তব্য পালন করিতে
- ২। সর্বদা অন্যের সাহায্য করিতে
- ৩। স্কাউট আইন মানিয়া চলিতে

সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

স্কাউট আইন

বৃটিশ বয় স্কাউট সংঘ

- ১। স্কাউটের আত্মমর্যাদা নির্ভরযোগ্য।

যদি কোন স্কাউট বলে 'আমার আত্মমর্যাদার দোহাই, ইহা এই প্রকার। তাহার অর্থ উহা বাস্তবিক সেইরূপ অত্যন্ত গুরু-গঞ্জীর হলফ করিয়া বলিলে যেক্রপ হইত, সমভাবে যদি কোন স্কাউটার কোন স্কাউটকে বলেন, 'এই কাজ সমাধা করিবার জন্য আমি তোমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করিতেছি' তাহা হইলে সেই আদেশ পালন করিতে সে স্কাউট প্রাণপণ চেষ্টা করিতে বাধ্য। তাহার কার্যে কোন বাধাই সে সহ্য করিবে না।

যদি কোন স্কাউট মিথ্যা বলিয়া বা তাহার মর্যাদার উপর ন্যস্ত কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন না করিয়া, বিশ্বাস ভংগ করে বা মর্যাদা নষ্ট করে— তাহা হইলে স্বীয় স্কাউট নিদর্শন (ব্যাজ/ Badge) ফিরত দিবার আদেশ তাহাকে দিতে হইবে। সে উহা পরিধান করিবার অধিকার আর কখনও পাইবে না। তাহাকে স্কাউট হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে।

- ২। স্কাউট তাহার রাজার প্রতি, দেশের প্রতি, স্বীয় স্কাউটার, পিতামাতা, নিয়োগকর্তা ও অধীনস্থদের প্রতি অনুগত।

সুখে, দুঃখে, আপদে বিপদে, সর্বদাই দুশমন এমন কি কুৎসাকারীর বিরুদ্ধেও সে তাহাদিগকে সহায়তা ও রক্ষা করিবে।

- ৩। স্কাউটের কর্তব্য পটু হওয়া এবং অন্যকে সাহায্য করা।

সবকিছুর আগে তাহাকে স্বীয় কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে, যদিও ইহাতে

তাহার আনন্দ, আরাম বা নিরাপত্তা বিসর্জন দিতে হয়। দুইটি কাজের কোনটা করিবে স্থির করা মুশকিল হইলে সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিবে-“কোনটা আমার কর্তব্য?” অর্থাৎ “অপরের জন্য কোনটা শ্রেষ্ঠ!” এবং সেইটাই করিবে। যে কোন সময় জীবন রক্ষা বা আহত লোকের সাহায্য করিতে সে প্রস্তুত থাকিবে। এবং প্রতিদিন অন্ততঃ একটি লোকের কোন উপকার করিতে সে সাধ্যমত চেষ্টা করিবে।

৪। স্কাউট সকলের বন্ধু এবং সামাজিক শ্রেণী নির্বিশেষে প্রত্যেক স্কাউটের ভাই।

পরিচয় না থাকিলেও এক স্কাউটের সহিত অপর স্কাউটের দেখা হইলে তাহার সহিত অবশ্য কথা বলিতে এবং যে কোন প্রকারে তাহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে হইবে; হয় সে যে কাজ করিতেছে তাহা সমাধা করিতে অথবা তাহাকে খাদ্য প্রদান করিতে বা যথাসাধ্য তাহার অন্য অভাব দূর করিতে। স্কাউট কখনও ‘স্নব’ (Snob, উন্মাসিক) হইবে না। দরিদ্রকে হীন চক্ষে দেখা বা নিজে দরিদ্র হইলে ধনীকে ঈর্ষা করা উন্মাসিকতার পরিচায়ক (এইরূপ ব্যক্তিকে Snob বলে)। স্কাউট অপরকে যে অবস্থায় পায় সেইভাবেই গ্রহণ করে এবং সাধ্যমত তাহাকে উন্নত করিতে চেষ্টা করে।

“কিম” কে বলা হইত-“সারাবিশ্বের ক্ষুদ্র বন্ধু।” প্রত্যেক স্কাউটের চেষ্টা হইবে এই উপাধি লাভ করিবার।

৫। স্কাউট মাত্রেই ভদ্র।

অর্থাৎ সে সকলের প্রতি নম্র ও বিনয়ী-বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং বিকলাংগের প্রতি। সাহায্য বা ভদ্র ব্যবহার করিয়া সে কিছুতেই পুরস্কার গ্রহণ করিবে না।

৬। স্কাউট প্রাণীদের বন্ধু।

যতদূর সম্ভব সে প্রাণীদিগকে যত্ননা হইতে রক্ষা করিবে এবং অনর্থক কোন প্রাণীকে হত্যা করিবে না। কারণ ইহারাও খোদার সৃষ্ট জীব। খাদ্যের জন্য এবং অনিষ্টকর প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ নয়।

৭। স্কাউট বিনা প্রশ্নে পিতামাতা, দলনেতা বা স্কাউট মাস্টারের আদেশ পালন করে।

সে যদি এমন আদেশও পায় যাহা তাহার পছন্দ নয় তবুও সৈনিক বা নাবিকের মত সে অবশ্যই তাহা পালন করিবে। যেমন সে ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেনের আদেশ পালন করে। ইহা তাহার কর্তব্য বলিয়াই সে যেমন করিয়াই

হটক উহা পালন করিবে। আদেশের বিরুদ্ধে তাহার কিছু বক্তব্য থাকিলে উহা পালন করিবার পরে তাহা সে ব্যক্ত করিতে পারিবে। কিন্তু আদেশ পাওয়া মাত্র পালন করিতে হইবে। ইহাই নিয়মানুবর্তিতা।

৮। স্কাউট সকল বিপদে ধীর ও প্রফুল্ল থাকে।

কোন আদেশ পাইলেই সাগ্রহে ও প্রফুল্ল মনে তাহা পালন করিবে, অলস বা দায়-সারা ভাবে নয়।

স্কাউট কষ্টে পড়িয়া কখনও অভিযোগ করে না; পরস্পরের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে না বা পরাজিত হইলে অসন্তোষ প্রকাশ করে না; বরং শীস দিতে এবং হাস্য করিতে থাকে।

যখন তুমি রেলগাড়ী ধরিতে পার নাই; কিংবা কেহ তোমার পায়ের কড়া মাড়াইয়া দেয় (অবশ্য কড়া জাতীয় কিছু স্কাউটের থাকা উচিত নয়) অথবা অন্য কোন বিরক্তিকর অবস্থায় পড়, তৎক্ষণাৎ তুমি জোর করিয়া হাসিবে এবং শীস দিয়া একটা সুর ভাঁজিবে তাহা হইলেই মেজাজ ঠিক হইয়া যাইবে।

৯। স্কাউট মিতব্যয়ী

অর্থাৎ সে সাধ্যমত প্রত্যেকটি পয়সা বাঁচায় এবং উহা ব্যাংকে জমা রাখে যাহাতে বেকার অবস্থায় পড়িলে নিজেকে পালন করিতে পারে-অপরের গলগ্রহ হইতে না হয়; অথবা কেহ অভাবে পড়িলে তাহার সাহায্য করিবার মত টাকা নিজের হাতে থাকে।

১০। স্কাউট চিন্তায়, কথায় ও কাজে নির্মল।

অর্থাৎ যে নির্বোধ যুবক অশ্লীল কথা বলে সে তাহাকে হীন মনে করে এবং সে নিজে কলুষিত বাক্য, চিন্তা ও কার্যে রত হইবার প্রলোভনকে কঠোরভাবে দমন করে।

স্কাউট পবিত্র, নির্মল-হৃদয় এবং বীর্যবান।

স্কাউট হলফ বা প্রতিশ্রুতি (মার্কিন স্কাউট)

আমি আত্ম-মর্যাদায় নির্ভর করিয়া সংকল্প করিতেছি যে আমি আল্লার প্রতি ও দেশের প্রতি আমার কর্তব্য পালন করিব এবং স্কাউটের আইন মানিয়া চলিব
সর্বদা অপরের সাহায্য করিব
নিজের দেহকে সবল, মনকে সচেতন ও চরিত্রকে নির্মল রাখিব।

স্কাউট আইন

১। স্কাউট বিশ্বাসযোগ্য

স্কাউটের আত্মমর্যাদা নির্ভরযোগ্য। তাহার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করা সত্ত্বেও যদি কোন স্কাউট মিথ্যা কথা বলিয়া, প্রতারণা করিয়া বা প্রদত্ত কাজ সঠিকভাবে না করিয়া বিশ্বাস ভংগ করে তাহা হইলে তাহার স্কাউট নিদর্শন (Badge) ফিরত দিতে নির্দেশ দেওয়া হইবে।

২। স্কাউট অনুগত।

যাহাদের প্রতি আনুগত্য প্রয়োজনীয়; যথা- স্কাউট নেতা, গৃহ, পিতামাতা এবং স্বদেশ, স্কাউট তাহাদের সকলের প্রতি অনুগত।

৩। স্কাউট সহায়শীল

যে কোন সময় জীবন রক্ষা, আহত লোকের সাহায্য এবং গৃহ কর্মে অংশগ্রহণ করিতে স্কাউট প্রস্তুত থাকিবে। দৈনিক কাহারও অন্ততঃ একটি উপকার সে অবশ্য করিবে।

৪। স্কাউট বন্ধুভাবাপন্ন

সে সকলের বন্ধু এবং প্রত্যেক স্কাউটের ভাই।

৫। স্কাউট মাত্রই ভদ্র

সে সকলের প্রতি বিনয়ী বিশেষতঃ নারী, শিশু, বৃদ্ধ, দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি। সাহায্য বা ভদ্র ব্যবহার করিয়া সে কখনও পারিশ্রমিক বা পুরস্কার গ্রহণ করিবে না।

৬। ঝাউট দয়াশীল

সে প্রাণীদের বন্ধু। সে বিনা প্রয়োজনে কোন জীবকে হত্যা বা আঘাত করিবে না বরং সমস্ত নিরীহ প্রাণীকে বাঁচাইতে ও রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।

৭। ঝাউট আদেশ পালক

ঝাউট পিতামাতা, ঝাউট শিক্ষক, দলনেতা এবং সমস্ত বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করে।

৮। ঝাউট প্রফুল্ল-চিত্ত

যখনই পারে তখনই সে হাস্য করে। দ্রুত ও প্রফুল্ল চিত্তে সে আদেশ পালন করে। সে কখনও কর্তব্য এড়ায় না বা কষ্টের জন্য বিরক্তি প্রকাশ করে না।

৯। ঝাউট মিতব্যয়ী

সে বেপরোয়াভাবে সম্পত্তি নষ্ট করে না। সে বিশ্বস্তভাবে কাজ করে, কিছুই অপব্যয় করে না এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। সে টাকা বাঁচায় যাহাতে নিজের খরচ নিজেই চালাইতে পারে, অভাব-যুক্তদের দান করিতে পারে এবং উত্তম কাজে সাহায্য করিতে পারে। সে কাজ করিয়া বেতন গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু ভদ্র ব্যবহার বা উপকারের জন্য কখনও বখশিশু গ্রহণ করে না।

১০। ঝাউট সাহসী

ভয়ের কারণ থাকা সত্ত্বেও বিপদের সম্মুখীন হইবার এবং বন্ধুদের অনুরোধ উপরোধ ও শত্রুদের উপহাস ও ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিবার সংসাহস তাহার আছে। পরাজয় তাহাকে ভূপাতিত করে না।

১১। ঝাউট নির্মল

সে তাহার দেহ, মন ও চিন্তাকে নির্মল রাখে। সে বিমল বাক্য, বিমল ক্রীড়া ও বিমল অভ্যাসের পক্ষপাতী এবং পূতচরিত্র সংগীতের সহিত ভ্রমণ (চলাফেরা) করে।

১২। ঝাউট শ্রদ্ধাশীল

সে আল্লার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ধর্মীয় কর্তব্যে নিষ্ঠাবান এবং ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে অপরের বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে।

স্কাউটের প্রতিশ্রুতি (পাকিস্তান)^১

- আমি আত্ম-মর্যাদার দোহাই দিয়া প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আমি
- (ক) আল্লাহর^২ প্রতি এবং দেশের প্রতি আমার কর্তব্য পালন করিতে
 - (খ) সর্বদা পরোপকার করিতে এবং
 - (গ) স্কাউটের আইন মানিয়া চলিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

স্কাউট আইন

- ১। স্কাউটের আত্মমর্যাদা নির্ভরযোগ্য।
- ২। স্কাউট তাহার দেশের প্রতি এবং তাহার স্কাউটার, পিতা-মাতা, নিয়োগ কর্তা এবং অধীনস্থদের প্রতি অনুগত।
- ৩। স্কাউটের কর্তব্য পটু হওয়া এবং অন্যকে সাহায্য করা।
- ৪। স্কাউট সকলের বন্ধু এবং দেশ, শ্রেণী ও ধর্মমত নির্বিশেষে প্রত্যেক স্কাউটের ভাই।
- ৫। স্কাউট সাহসী ও জদ্র।
- ৬। স্কাউট প্রাণীদের বন্ধু।
- ৭। স্কাউট বিনা বাক্য-ব্যয়ে পিতামাতা, দলনেতা বা স্কাউট মাস্টারের আদেশ পালন করে।
- ৮। স্কাউট সকল বিপদে ধীর ও প্রযুক্ত থাকে।
- ৯। স্কাউট মিতব্যয়ী
- ১০। স্কাউট চিন্তায়, কথায় ও কাজে নির্মল।

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের মূল প্রতিশ্রুতি ও আইনকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যেক দেশেই ধর্মগত ও সামাজিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে উহার কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে। কোনো কোনো

^১ ইহা পাকিস্তানের স্কাউটদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। বাংলাদেশের জন্মের পর বাংলাদেশের স্কাউটার এই প্রতিজ্ঞা ও আইন অনুসরণ করে। ১৯৭৮ সনে আইন ১০টির পরিবর্তে ৭টি করা হয় এবং প্রতিজ্ঞার ভাষা পরিবর্তন করা হয়।

^২ (যে দ্বার ধর্মভ্রমারে নাম রাখতে পারেন)

ক্ষেত্রে এইরূপ পরিবর্তন অপরিহার্য। কিন্তু উহার দ্বারা মূল বিষয়টির প্রেরণা বা সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ না হয়, তৎপ্রতি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। স্কাউটের প্রতিশ্রুতিই আন্দোলনের মূল প্রেরণা। উহার যাবতীয় সৌন্দর্য এবং মানব মনে উহার অসীম আবেদন প্রতিফলিত হইয়াছে স্কাউট আইনের ভিতর দিয়া।

প্রতিশ্রুতি ও আইনের তুলনামূলক পার্থক্য।

প্রথম প্রতিশ্রুতিটিতে “আত্মার প্রতি কর্তব্য” এই কথাটি সকল ক্ষেত্রেই সাধারণ। উহার পরে বাংলাদেশী ও আমেরিকান স্কাউটদের দায়িত্ব “দেশের প্রতি কর্তব্য” পালন করা। কিন্তু বিলিতি স্কাউটদের জন্যে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে “রাজার প্রতি কর্তব্য” এই কথাটি আসলে ‘রাজার প্রতি কর্তব্য ও দেশের প্রতি কর্তব্য’ এই দুইটির মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ নাই। রাজার প্রতি কর্তব্য পালন করিলেই দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করা হয়। এখানে আমেরিকান স্কাউটদের জন্যে তৃতীয় প্রতিজ্ঞাটি যোগ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি অর্থাৎ পরের সাহায্য করার এই মহান নীতিটি সকলেই সমানভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাডেন পাওয়েল কর্তৃক নির্ধারিত তৃতীয় প্রতিশ্রুতিটি নির্ধারিত স্কাউটেরা হুবহু মানিয়া নিয়াছে, কিন্তু আমেরিকানরা সে স্থলে জুড়িয়া দিয়াছে খানিকটা অন্য কথা। ‘অধিকন্তু নদোষায়’—কাজে কাজেই এই পরিবর্তনের দ্বারা প্রতিশ্রুতির মূল প্রেরণাকে অধিকতর সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করা হইয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বৃটিশ স্কাউটদের আইন দশটি। উহাদের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই একটি শব্দের পরিবর্তন ছাড়া বাকিটুকু অবিকল পাকিস্তান স্কাউট সংঘ গ্রহণ করিয়াছে। পাকিস্তানী স্কাউটদের জীবনাদর্শের সংগে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে সেইটুকু পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে। এখানে আমেরিকানরা তলোয়ার চালাইয়াছে খানিকটা বেপরওয়া ভাবে। সেখানকার স্কাউটদের নিয়ম বারোটা; প্রত্যেকটা নিয়মই সংক্ষিপ্ত। অনেক ব্যাপারেই তাহারা সরলতার পক্ষপাতী। স্কাউট আইনের ব্যাপারেও উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আইনকে সংক্ষিপ্ত ও সহজ করা হইলেও উহাদের ভিতরকার উদ্দেশ্য ঠিকই আছে। কেবলমাত্র অষ্টম ও দ্বাদশ এই দুইটি আইন নূতন করিয়া যোজনা করা হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞা ও আইন

(বাংলাদেশ স্কাউটস)

স্কাউট/রোভার স্কাউট প্রতিজ্ঞা :

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে,

আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে

সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে

স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(আল্লাহ শব্দের পরিবর্তে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে সৃষ্টিকর্তার নাম উচ্চারণ করা যাবে)।

স্কাউট প্রতিজ্ঞা নিছক কতিপয় সুন্দর শব্দ সমষ্টিতে লিপিবদ্ধ বাক্য নয় অথবা তা কেবলমাত্র মুখস্ত করে আবৃত্তি করার বিষয়ও নয়। প্রতিজ্ঞা হল একে হৃদয়ে ধারণ করে তা গ্রহণ ও অনুসরণে সাধ্যমত চেষ্টা করার পবিত্র অঙ্গীকার। যেহেতু কাব স্কাউট/স্কাউটরা নিজে নিজেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় সেহেতু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা তার নিজেরই দায়িত্ব। স্কাউট প্রতিজ্ঞা বিশ্লেষণ করতে আত্মমর্যাদা, আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন, দেশের প্রতি কর্তব্য পালন, অপরকে সাহায্য করা এই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।

স্কাউট আইন :

স্কাউট আইন ৭টি

- ১। স্কাউট আত্মমর্যদায় বিশ্বাসী
- ২। স্কাউট সকলের বন্ধু
- ৩। স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- ৪। স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- ৫। স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- ৬। স্কাউট মিতব্যয়ী
- ৭। স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

(মনে রাখার সুবিধার্থে: বিশ্বাসী বন্ধু বিনয়ী সদয়, প্রফুল্ল মিতব্যয়ী নির্মল রয়)

বালকদের স্কাউট শিক্ষা



ব্যাডেন পাওয়েল

বিশ্বের প্রধানতম স্কাউট



প্রথম অধ্যায়

তাঁবু-জলসা কাহিনী-১ম স্কাউটের কাজ

শান্তি স্কাউট-“কিম”-মাফেকিং বালকদল

আমার বিশ্বাস প্রত্যেক বালক কোন না কোন উপায়ে স্বদেশের সেবা করিতে চায়।

একটি উপায়ে সে সহজেই তাহা করিতে পারে। সে উপায় ‘বয় স্কাউট’ হওয়া।

তোমরা জান যে সৈন্যবাহিনীতে সাধারণতঃ এমন একজন সৈনিককে স্কাউট নির্বাচন করা হয় যে সাহস ও বুদ্ধির বলে সৈন্যবাহিনীর আগে আগে গিয়া শত্রুর অবস্থান জানিয়া সেনাপতির কাছে পূর্ণ বিবরণ দিতে পারে।

কিন্তু সমর স্কাউট ছাড়া অন্য রকম স্কাউটও আছে। তাহারা শান্তি স্কাউট। শান্তির কালে তাহারা একরূপ কাজ করে যাহাতে একই প্রকার সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োজন।

ইহারা পৃথিবীর সর্বত্র সীমান্ত-রক্ষী ।



বিশ্বের সকল ঔপনিবেশিক, শিকারী এবং আবিষ্কারকই ফ্লাউট । কিরূপে
নিজের যত্ন লইতে হয় তাহা তাহাদের জানা অপরিহার্য ।

উত্তর আমেরিকার অগ্রণীদল এবং ফাঁদ কুশলীগণ, দক্ষিণ আমেরিকার
ঔপনিবেশিকগণ, মধ্য আফ্রিকার শিকারীবৃন্দ, এশিয়া মহাদেশ ও পৃথিবীর দুর্গম
অঞ্চলের আবিষ্কারক ও সেবাব্রতীগণ, অস্ট্রেলিয়ার জংগলবাসী ও পশু
ব্যবসায়ীগণ, উত্তর পশ্চিম কানাডা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কণস্টেবল ফৌজ-
ইহারা সকলেই শান্তি ফ্লাউট, প্রকৃত অর্থে বীর পুরুষ এবং ফ্লাউটকলায় সুনিপুণ ।
অংগলে কিরূপে বাস করিতে হয় তাহাদের জানা আছে । যে কোন স্থানে পথ
খুঁজিয়া লইতে পারে এবং সামান্যতম চিহ্ন ও পদরেখার সঠিক অর্থ বাহির করিতে
পারে । চিকিৎসকের নাগালের বাহিরে বাস করিবার কালে কিরূপে নিজেদের
স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয় তাহাও তাহাদের জানা আছে । তাহারা বলবান ও
সাহসী—যে কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে এবং পরস্পরের সাহায্য করিতে সর্বদা
প্রস্তুত । দেশের কল্যাণের জন্য তাহারা প্রাণ হাতে নিয়া কাজ করিতে এবং
প্রয়োজনমত বিনা দ্বিধায় প্রাণ বিসর্জন দিতে অভ্যস্ত ।

কর্তব্য সম্পাদন করিতে তাহারা ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা ও সাধ বাসনা পরিহার করে। কর্তব্যবোধ হইতেই তাহারা এরূপ করে।

সীমান্তবাসীর জীবন মহান ও বিচিত্র। কিন্তু ইচ্ছা হইলেই হঠাৎ কেহ এই জীবন অবলম্বন করিতে পারে না, ইহার জন্য বীতিমত প্রস্তুতি দরকার। বাল্যকালে যাহারা স্কাউটিং শিক্ষা করিয়াছে তাহারাই সীমান্তবাসীর জীবনে শ্রেষ্ঠতম সাফল্য অর্জন করে।

যে-কোন প্রকার জীবন তুমি অবলম্বন করিতে চাহ না কেন স্কাউটিং তোমার কাজে আসিবে। জনৈক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে যাহারা বিজ্ঞান সাধনা করে তাহাদের জন্য স্কাউটিং মূল্যবান। একজন খ্যাত চিকিৎসক বলিয়াছেন যে স্কাউটদের মত ক্ষুদ্র চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাহার অর্থ অনুধাবন করা ডাক্তার ও সার্জনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

স্কাউটক্রিয়া নিজে নিজে শিক্ষা করিয়া কিরূপে উহা বাড়াইতেই কাজে খাটান যায় তাহা আমি তোমাদিগকে দেখাইব। ইহা শিক্ষা করা অত্যন্ত সহজ। ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলে ইহা বিশেষ চিন্তাকর্ষক মনে হইবে। ইহা শিক্ষা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় স্কাউট সংঘে যোগদান করা।



সীমান্ত রক্ষীর জীবন অপূর্ব। কিন্তু এইরূপ জীবন যাপন করিতে হইলে অনাগত দুর্যোগ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

কিমের অভিযান :

একজন বয় স্কাউট কিরূপে কাজ করিতে পারে তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রুডিয়র্ড কিপলিং রচিত 'কিম' গল্পে ।

কিমের পূর্ণ নাম কিম্বল ওহারা । সে ছিল ভারতবর্ষের আইরিশ বাহিনীর এক সার্জেন্টের পুত্র । শৈশবেই তার পিতামাতা মারা যায় । তাহার ভার পরে এক চাচির উপর ।

তাহার খেলার সাথী ছিল সব ভারতীয় বালক । কাজেই সে তাহাদের ভাষা ও রীতিনীতি শিখিয়া ফেলে । জনৈক ভ্রাম্যমাণ সাধুর সাথে তাহার গভীর বন্ধুত্ব হয় এবং তাহার সংগে সারা উত্তর ভারত ভ্রমণ করে ।

ঘটনাক্রমে একদিন তাহার পিতার প্রাক্তন বাহিনীর সাথে তাহার সাক্ষাৎ ঘটে । উক্ত বাহিনী তখন অভিযানে রত ছিল । শিবিরে তাহাকে চোর সন্দেহে গ্রেফতার করা হয় । দেহ তল্লাশী করিয়া তার জন্ম-পত্র ও অন্যান্য দলিল পাওয়া যায় । বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারীর পুত্র হিসাবে সৈন্যগণ তাহার পালন ভার গ্রহণ করে ও তাকে শিক্ষা দিতে শুরু করে । কিন্তু ছুটি উপলক্ষে বাহিরে যাইবার সুযোগ পাইলেই কিম দেশী পোশাকে ভারতীয়দের সাথে গিয়া মিশিত ।

কিছুদিন পরে লুর্গান সাহেব নামক জনৈক জওহরী ও অন্যান্য দুঃপ্রাপ্য বস্তুর ব্যবসায়ীর সাথে কিমের পরিচয় হয় । দেশী লোকদের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকায় তিনি সরকারী গুপ্তচর বিভাগেও কাজ করিতেন ।

দেশী রীতিনীতি সম্বন্ধে কিমের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ইনি সরকারী গুপ্তচর বিভাগে তাহার কাজ করিবার উপযোগিতা উপলব্ধি করেন । তিনি কিমকে সামান্য খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করা ও স্মরণ রাখার প্রণালী শিক্ষা দিতে লাগিলেন । স্কাউটদের শিক্ষায় ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক ।

কিমের শিক্ষা :

লুর্গান প্রথমে একটি ডালায় বিভিন্ন রকমের অনেকগুলি জওয়ানিহিরাতে রাখিয়া কিমকে দেখান । এক মিনিট দেখাইবার পর তিনি একটি কাপড় দিয়া ডালাটি ঢাকিয়া ফেলেন । পরে কয়টি এবং কি কি রকমের মনিমুক্তা উহাতে আছে কিমকে

জিজ্ঞাসা করেন। প্রথমে কিম মাত্র অল্প কয়েকটির নাম মনে রাখিতে পারিত এবং তাহারও সঠিক বর্ণনা দিতে পারিত না। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা ক্রমে সে সবগুলি ঠিক ঠিক মনে রাখিতে শিখিয়া ফেলিল। এইভাবে অন্যান্য বহু জিনিসও সে দেখিয়া মনে রাখিতে শিখিল।

অবশেষে বিশেষ শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর কিমকে গুপ্তচর বিভাগে ভর্তি করিয়া নেওয়া হইল। এবং তাহাকে একটি গুপ্ত সংকেত দেওয়া হইল। অর্থাৎ গলায় একটি তাবিয় বা চিহ্ন পরিধান করা এবং বিশেষভাবে উচ্চারণের জন্য একটি কথা। সে যে গুপ্তচর উহাই ছিল তাহার পরিচয়পত্র।

গুপ্তচর কিম :

একবার কিম রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছিল। এক ভারতবাসীর সংগে তাহার দেখা যার মাথায় ও বাহুতে বেশ সাংঘাতিক আঘাতের চিহ্ন। লোকটি সহযাত্রীদের বুঝাইল যে স্টেশনে আসিবার পথে গরুর গাড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া সে আহত হইয়াছে। কিন্তু সতর্ক স্কাউটের মত কিম লক্ষ্য করিল যে আঘাতগুলি তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত, গাড়ি হইতে পড়িলে যেরূপ খেংলাইয়া যায় সেরূপ নয়। কাজেই লোকটির কথা তাহার বিশ্বাস হইল না। মাথায় পটি বাঁধিবার সময় কিম লক্ষ্য করিল যে লোকটির গলায় তাহার মতই একটি তাবিয় আছে। কিম কৌশলে নিজের তাবিয়টি তাহাকে দেখাইল। লোকটি তৎক্ষণাৎ কথাবার্তায় কয়েকটি সাংকেতিক শব্দ প্রয়োগ করিল। এবং কিম সাংকেতিক ভাষায় তাহার উত্তর দিল। তখন লোকটি কিমকে নিয়া গাড়ির এক কোনায় গিয়া



কিম ময়দা এবং ছাইয়ের সাহায্যে লোকটিকে
ত্রিখারীর ছদ্মবেশে সাজাইতেছে।



দক্ষিণ আফ্রিকার একখানি মানচিত্র ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে
ইহাতে মাফেকিং এবং এই বইয়েতে উল্লিখিত অন্যান্য স্থানসমূহ
দেখিতে পাইবে।

করিয়া জানাইয়া দিবে। শত্রুকে এড়াইয়া সে তাহার গুপ্ত সংবাদ জনৈক পুলিশ
কর্মচারীর নিকট লইয়া যাইতে চায়। কিন্তু শত্রুগণ তাহার আগমনবার্তা জানিয়া
থাকিলে তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে বুঝিতে পারিতেছিল। কিম্ব সমস্যার সমাধান
করিয়া ফেলিল।

ভারতবর্ষে একদল সাধু ফকির ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। লোকে তাহাদিগকে খুব
পুণ্যাত্মা মনে করে এবং সর্বদা টাকা ও খাদ্য দিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। তাহারা
নেংটি পরিধান করে, শরীরে ভষ্ম মাখে এবং কপালে তিলক কাটে। সুতরাং কিম্ব
লোকটিকে ভিক্ষুকের ছদ্মবেশ পরাইতে লাগিল। ময়দা এবং কল্কে হইতে ছাই
লইয়া মিশ্রিত করিল এবং বন্ধুর কাপড় খুলিয়া তাহার সমস্ত শরীরে ভষ্ম লেপিয়া
দিল। লোকটির যখনগুলিতে এমনভাবে প্রলেপ দিল যেন না চেনা যায়। অবশেষে
নিজের কাছে রক্ষিত একটি ছোট রঙের বাকসের সাহায্যে তাহার কপালে তিলক
কাটিয়া দিল। তাহার চুলে ধূলা মাখাইয়া একরূপ উজ্জ্বল করিয়া দিল যে লোকটির
নিজের মাও তাহাকে চিনিতে পারিত না।

অল্পক্ষণ পরেই তাহারা এক বড় স্টেশনে পৌঁছিল। যে উর্ধ্বতন পুলিশ
কর্মচারীর কাছে সংবাদ দিবার কথা তাহাকে প্রাটফর্মে দিখিতে পাইল। কৃত্রিম
ভিখারী পুলিশ সাহেবের গা ঘেসিয়ে চলিয়া ইংরেজীতে গালি খাইল। ভিক্ষুক দেশী
ভাষায় উত্তর দিতে গিয়া কয়েকটি গুপ্ত সাংকেতিক কথা উচ্চারণ করিল। ইহাতে

বলিল যে সে
সরকারী গুপ্ত কাজ
করিতে যাইয়া ধরা
পড়ে। শত্রুগণ
তাহার পিছনে
লাগিয়া প্রায় তাহাকে
মারিয়া ফেলিয়াছিল।
হয়ত তাহারা জানে
যে সে এই গাড়িতে
ভ্রমণ করিতেছে এবং
তাহাদের সতীর্থদের
কাছে টেলিগ্রাম

পুলিশ কর্মচারীটি বুঝিলেন যে লোকটি গুপ্তচর। তিনি লোকটিকে গ্রেফতার করার ছলে থানায় লইয়া গেলেন নিরালায় সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য।

পরে কিম গুপ্ত পুলিশ আর একজন দেশীয় শিক্ষিত কর্মচারীর সহিত পরিচিত হয় এবং দুইজন ছদ্মবেশী বিদেশী গুপ্তচরকে গ্রেফতার করিতে তাহাকে বিশেষ সাহায্য করে।

কিমের এইসব ও অন্যান্য অভিযান কাহিনী বিশেষভাবে পঠন-যোগ্য। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে এবং বুদ্ধি কৌশল প্রয়োগ করিতে পারিলে একজন স্কাউট বালক বিপদের সময় দেশের কত উপকার করিতে পারে উহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মাফেকিং বালকদল :

১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধের সময় মাফেকিং রক্ষার জন্য গঠিত বালকদলের উৎকৃষ্ট কাজের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে যে যুদ্ধের সময়ও তাহারা কত মূল্যবান কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম।

দক্ষিণ আফ্রিকার উন্মুক্ত প্রান্তরে মাফেকিং একটি ক্ষুদ্র সাধারণ শহর। ইহা

দুশ্মনে আক্রমণ
করিবে কেহ
কল্পনাও করে
নাই। ইহাতে
প্রমাণিত হয় যে
যুদ্ধের সময়
কেবল আত্ম
সম্ভাবনা নয়, বরং
সুদূর সম্ভাবনার
জন্যও প্রস্তুত
থাকা দরকার।



মাফেকিং এর বালকেরা চমৎকার কাজ করিয়াছিল। তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া ক্যাডেট দল করা হইয়াছিল এবং উর্দী পরাইয়া শৃংখলাবদ্ধ করা হইয়াছিল।

যখন জানা
গেল যে মাফেকিং

আক্রান্ত হইবে তখন সৈন্যদলকে শহর রক্ষার আদেশ দেওয়া হইল;— শিক্ষিত ফৌজ, পুলিশ ও বেচ্ছাসেবক মিলিয়া সবসুদ্ধ সাত শত লোক, প্রায় তিনশত শহরবাসী ছিল, তাহাদিগকেও অস্ত্র দেওয়া হইল।

ইহাদের কেহ কেহ ছিল প্রাক্তন সীমান্তবাসী এবং দক্ষ রক্ষী। কিন্তু অধিকাংশই ছিল তরুণ দোকানদার, কেরাণী ইত্যাদি যাহারা পূর্বে কখনো বন্দুক ধরে নাই।

স্থানটি রক্ষার জন্য সবসুদ্ধ আমাদের ছিল হাজার খানিক লোক। স্থানটির বেড় ছিল প্রায় পাঁচ মাইল। ইহাতে ছিল প্রায় ছয়শত ইউরোপীয় নারী ও শিশু এবং সাত হাজার আফ্রিকাবাসী।

কাজেই প্রত্যেকটি লোকের সাহায্য ছিল মূল্যবান। সপ্তাহের পর সপ্তাহ যখন যোদ্ধারা হতাহত হইতে লাগিল তখন অবশিষ্টের পক্ষে রাড্রে প্রহরা ও যুদ্ধের কাজ পরিচালনা আরো দুষ্কর হইয়া উঠিল।

ম্যাফেকিং ক্যাডেটদল :

এই সংকটকালে প্রধান জংগী কর্মচারী লর্ড এডওয়ার্ড সেন্সিল ম্যাফেকিং এর বালকদিগকে একত্রিত করিয়া এক শিক্ষার্থীদল (Cadet corps) গঠন করিলেন। তাহাদিগকে উর্দী প্রদান করিয়া কুচ-কাওয়াজ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শীঘ্রই তাহারা চটপটে ও কর্মপটু হইয়া উঠিল। পূর্বে সৈন্যদলের অনেক লোককে সংবাদ বহন, প্রহরা ও আর্দালীর কাজ ইত্যাদিতে নিয়োগ করিতে হইত। এইসব কাজ এখন শিক্ষার্থী বালকদের হাতে অর্পণ করা হইল এবং বয়স্ক পুরুষদিগকে সম্মুখ সময়ের জন্য সুযোগ দেওয়া হইল।

শিক্ষার্থী বালকদের সার্জেন্ট-মেজর গুডইয়ারের নেতৃত্বে তাহারা চমৎকার কাজ করিয়াছিল এবং যোগ্য পুরস্কাররূপে যুদ্ধান্তে অনেক পদক পুরস্কার পাইয়াছিল।

ইহাদের অনেকেই সাইকেল চালাইতে পারিত এবং সাইকেলে চড়িয়া বিভিন্ন দুর্গে ও শহরের নানাস্থানে চিঠি বিলি করিত। ইহাতে শহরবাসীগণ গোলাগুলির বিপদে না গিয়াও বন্ধুদের কাছে সংবাদ পাঠাইতে পারিত। এইসব চিঠির জন্য আমরা একরকম ডাকটিকেট তৈয়ার করিয়াছিলাম যাহার উপর সাইকেল আরোহী এক বালক আর্দালীর ছবি ছিল।

একদিন ইহাদের একটি বালককে বলিলাম :- এত গোলাগুলির মধ্যে চলিতে যাইয়া একদিন তুমি গুলিবিন্ধ হইবে দেখিতেছি ।

সে উত্তর দিল :- না জনাব, আমি এত দ্রুত সাইকেল চালাই যে গুলি আমায় ছুইতে পারিবে না!

এইসব বালক বন্দুকের গুলিকে গ্রাহ্যই করিত না বলিয়া মনে হয় । জীবন বিপন্ন করিয়াও তাহারা সর্বক্ষণ আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত ছিল ।

তুমিও করিবে?

তুমিও ওরূপ করিবে কি? কোন দূশমন যদি শহরের এই রাস্তা দিয়া বন্দুক ছুঁড়িতে থাকে এবং তোমাকে রাস্তার ওপারে কোন সংবাদ নিয়া যাইতে বলি, তুমি তা পারিবে কি? আমার বিশ্বাস পারিবে । তবে কাজটি তোমার ভাল নাও লাগিতে পারে ।

কিন্তু প্রয়োজনের পূর্বেই এরূপ কাজের জন্য তুমি প্রস্তুত হইতে চাও । ইহা যেন ঠাণ্ড পানিতে ঝাপ দিবার মত । যার ডুব দিবার অভ্যাস আছে সে উহা মোটেই গ্রাহ্য করে না— কারণ সে বহুবার উহা করিয়াছে । কিন্তু যে কখনো এ কাজ করে নাই তাহাকে বল, সে ভয়ে পিছাইয়া যাইবে ।

বিপদ থাকুক কি না থাকুক, বলা-মাত্র আদেশ পালন করিতে যে বালক অভ্যস্ত তাহার পক্ষে উহা অত্যন্ত সহজ । যখনই তাহাকে কোন কাজের আদেশ দেওয়া হয় সে তৎক্ষণাৎ উহা পালন করে— যত বড় বিপদেই তাহাকে পড়িতে হউক না কেন । কিন্তু যে কখনও আদেশ পালনের কাজ গ্রাহ্য করে নাই, সে ইতস্ততঃ করিবে । ইহাতে তাহার প্রাক্তন বন্ধুরাও তাহাকে ঘৃণা করিবে ।

কিন্তু স্কাউট হইয়া দেশ-সেবা করিবার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন নাই । যেখানেই থাক, প্রতিদিন শান্তি স্কাউট রূপে সম্পন্ন করিবার কাজ প্রচুর রহিয়াছে ।



তঁাবু-জলসা কাহিনী- ২য় স্কাউটেৰা যাহা করে

মুক্ত হাওয়ায় বাস- বনকলা- পৌরুষ- জীবনরক্ষা- সহনশীলতা- দেশপ্ৰেম ।
উত্তম স্কাউট হইতে হইলে তোমাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে হইবেঃ-

মুক্ত হাওয়ায় বাস

তঁাবু-বাস স্কাউট জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় অধ্যায় ।

প্রকৃতির মুক্ত আকাশ তলে, গাছপালা, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, পশু-পক্ষী পরিবেষ্টিত নির্জন স্থানে-নিজের ছোট্ট শিবিরটি খাটাইয়া, নিজের হাতে রান্না করিয়া খাওয়া এবং আবিষ্কারের জন্য পর্যটন ইত্যাদি যেমন আনন্দ ও স্বাস্থ্যপ্ৰদ তাহা শহরের ধূলাবালি ও ইট পাটকেলের মধ্যে কখনও সম্ভব নহে ।

স্কাউটেরা প্রায়ই আনন্দ-ভ্রমণে যায়। প্রতিদিন নতুন নতুন অচেনা জায়গায় আবিষ্কার ভ্রমণ করা বাস্তবিকই গৌরবময় অভিযান। ইহাতে তোমাদের দেহমন বলিষ্ঠ হয়, এবং তোমরা বাড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম সবকিছু উপেক্ষা করিতে পার। তোমরা হাসিমুখে যে কোনো অবস্থার সম্মুখীন হইতে পার এবং এই আত্ম-বিশ্বাস তোমাদের মনে জন্মে যে, পরিণামে তোমাদের জয় হইবেই।

কিন্তু তাঁবু জীবন ও আনন্দ ভ্রমণ প্রকৃতরূপে উপভোগ করিতে হইলে উহাদের কলা-কৌশল আগেই আয়ত্ত করা দরকার।

তোমার জানা দরকার—কিভাবে তাঁবু খাটাইতে হয়, কিরূপে অল্প সময়ে নিজের জন্য কুটীর তৈরী করিতে হয়, কি করিয়া আতন জ্বালাইয়া রান্না করিতে হয়, কি করিয়া টুকরা কাঠ একত্রে বাঁধিয়া পুল কিংবা ভেলা তৈরী করিতে হয়, আঁধার রাতে অচেনা জায়গায় কি করিয়া পথ চিনিয়া লইতে হয়, ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। যাহারা সুসভ্য স্থানে বাস করে তাহাদের অনেকেই এইসব জানে না। কারণ, তাহাদের বাসের জন্য আরামপ্রদ গৃহ এবং নিদ্রার জন্য কোমল শয্যা থাকে। তাহাদের খাদ্য অপরে তৈরী করিয়া দেয়, এবং পথ জানিতে হইলে তাহারা পুলিশের শরণাপন্ন হয়। যখন তাহারা স্কাউটিং অথবা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বাড়ির বাহিরে যায় তখন বেশ মুশকিলে পড়ে। তাহাদের অবস্থা হয় অসহায়।

যে কোনো “বীর” খেলোয়াড়কে আনিয়া তাঁবুবাসে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোনো লোকের সাথে বনে ছাড়িয়া দাও বুঝিতে পারিবে তাহাদের মধ্যে কে অনায়াসে চলিতে পারে। শুধু খেলার দক্ষতা কাজে লাগে না সেখানে। সে তখন “কচিকদম”^৩ মাত্র।

বনকলা

বনের পশু-পক্ষী, গাছ-গাছড়া ও লতাপাতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাই বনকলা।

বিভিন্ন প্রকার পশু সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে তুমি তাহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চুপি চুপি যতটা সম্ভব নিকটে যাও—তবে তাহাদের দেখিতে পাইবে স্বাভাবিক অবস্থায় এবং বুঝিতে পারিবে তাহাদের চাল চলন, রীতিনীতি।

শিকারের ঘোল আনা আনন্দ বনকলার গোপন গতির সাহায্যে জানোয়ারদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের মধ্যে, উহাদের বধ করার ভিতর নহে। নিছক হিংসা প্রবৃত্তির খাতিরেই কোনো স্কাউট কখনো কোনো জন্তুকে বধ করে না। কেবলমাত্র যখন খাদ্যের অনটন হয় তখন তাহারা উহাদের বধ করিয়া থাকে, নতুবা নয়। তবে

৩ প্রথম স্তরের স্কাউট। বর্তমান সদস্য স্তরের সমান।

যেসব জন্তু মানুষের ক্ষতিকর তাহাদের বধ করা অন্যায় নহে। মুক্ত বন-পশুদের পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে তাহাদের এত ভাল লাগে যে হত্যা করিবার কথা মনে উঠে না। জানোয়ারদের পদচিহ্ন ও অন্যান্য সংকেত পর্যবেক্ষণ ছাড়া তাহাদের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা, যেমন জন্তুটি দ্রুত কিংবা ধীর পদক্ষেপে চলিতেছিল, উহা ভীত-সঙ্গ্রস্ত কিংবা সহজ শান্ত অবস্থায় ছিল— এই সব বন কলার শামিল। ইহার দ্বারা শিকারীরা অনায়াসেই বনে ও মরুতে পথ চিনিয়া চলিতে পারে। কোন বন্য ফল-মূল তাহাদের উপযোগী খাদ্য এবং কোনটা জানোয়ারদের প্রিয় খাদ্য এবং উহাদের প্রলুব্ধ করিতে সক্ষম তাহাও বন কলার সাহায্যে জানা যায়।

এইরূপে জনপদে মানুষের পদচিহ্ন, ঘোড়ার খুরের দাগ, সাইকেল, মটর গাড়ি ইত্যাদির চাকার ছাপ দেখিয়া তুমি বলিয়া দিতে পার কি সব ঘটনা ঘটিয়াছে। তুমি ক্ষুদ্রতম সংকেত লক্ষ্য করিতে শিখ— যথা, গাছের উপরে পানীগুলো হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিল, তুমি কাহাকেও না দেখিয়া বুঝিতে পার যে ধারে কাছে নিশ্চয়ই কেহ নড়াচড়া করিতেছে।

মানুষের ব্যবহার ও পোশাক দেখিয়া এবং সবকিছু মিলাইয়া তুমি বলিয়া দিতে পার কে অপদার্থ। অথবা বলিতে পার, কে বিপদে পড়িয়াছে এবং কাহার দরকার তোমার সাহায্য ও সহানুভূতির। স্কাউটদের প্রধান কর্তব্য বিপন্নকে সাহায্য করা, আর তখন তুমি অনায়াসেই সে কর্তব্য পালন করিতে পার।

তোমাকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে তোমার সাধারণ সংগী ক্ষুদ্র বৃহৎ, নিকট দূর বা উচ্চ নীচ কোন বস্তু লক্ষ্য করিয়াছে আর তুমি সে বস্তুটি দেখ নাই, তোমার পক্ষে ইহা চরম লজ্জার বিষয়।

পৌরুষ

প্রাচীন যুগের নাইটরা ছিলেন সত্যিকারের স্কাউট আর তাহাদের নিয়ম-কানুন ছিল আমাদের এই যুগের স্কাউট নিয়মাবলীর মতই। আত্মমর্যাদাই ছিল তাহাদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র সম্পত্তি। মিথ্যা কথা বলা বা চুরি করার মত অমর্যাদাকর কাজ তাহারা কখনো করিতেন না। এইরূপ কু কাজ করার চেয়ে মৃত্যুকেই তাহারা শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। তাহারা সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন যুদ্ধের জন্য এবং রাজা, ধর্ম অথবা আত্মমর্যাদাকে রক্ষা করিবার জন্য হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করিতে। প্রত্যেক নাইটেরই কিছুসংখ্যক অনুচর ও অস্ত্রধারী সংগী থাকিত, যেমন থাকে

আমাদের প্যাট্রোল
 লীজার বা দলপতির
 অধীনে তাহার
 সহকারী এবং আরো
 কয়েকজন স্কাউট ।

নাইটদের নীতি
 নাইটের সহচরেরা
 বিপদে আপদে
 সকল সময়েই
 দলপতির সংগে
 থাকিত । সকলেই
 একই আদর্শ
 অনুসরণ করিত ।
 যেমন—

- (ক) তাঁহাদের আত্মমর্যাদা ছিল পবিত্র ।
- (খ) তাঁহারা খোদা, দেশ ও
 রাজার প্রতি ছিলেন অনুগত ।
- (গ) স্ত্রীলোক, শিশু ও দুর্বলের
 প্রতি তাঁহারা ছিলেন বিশেষ
 ভদ্র ও শিষ্টাচারী ।
- (ঘ) প্রত্যেক মানুষকেই তাহারা
 সাহায্য করিতেন ।
- (ঙ) প্রয়োজন মত মানুষকে
 তাঁহারা অর্থ ও খাদ্য দিয়া
 সাহায্য করিতেন । এই
 উদ্দেশ্যে তাঁহারা টাকা
 জমাইতেন ।



[এই যুগের স্কাউটদের ব্রত প্রাচীন যুগের সেন্ট জর্জের মতই অমংগল
 ও অপরিষ্কৃততার বিরুদ্ধেই তাহাদের অভিযান ।]



[স্কাউট হিসাবে প্রতিদিন অন্ততঃ একটি সংকাজ
 (পরোপকার) তোমার করা দরকার ।]

- (চ) তাহারা নিজের ধর্ম ও দেশকে দুশমনের হাত হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে অস্ত্র চালনা শিক্ষা করিতেন ।
- (ছ) এইসব কাজের সামর্থ্য অর্জনের জন্য তাহারা দেহকে সবল সুস্থ ও কার্যক্ষম রাখিতেন ।

তোমরা নাইটদের আদর্শ অনুসরণের চাইতে শ্রেয়ঃতর কিছুই করিতে পারিবে না । নাইটদের একটি প্রধান কর্তব্য ছিল প্রতি দিন কোনো না কোনো লোকের উপকার করা । আমাদের স্কাউট দলেও এই নিয়ম প্রচলিত ।

সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই তুমি মনে করিবে যে, আজ সারাদিনের ভিতর তোমাকে কোনো লোকের উপকার করিতেই হইবে । এই কথাটা মনে রাখিবার জন্য তোমার রুমালে বা স্কার্ফের অগ্রভাগে একটা গিট বাঁধিয়া রাখ । কোন কারণে যদি তুমি একদিনের কর্তব্য ভুলিয়া যাও, তবে পরদিন দুইজন লোকের উপকার করিয়া তা পূর্নাইয়া নিবে । মনে রাখিবে— তুমি আত্মমর্যাদার নামে এই কর্তব্য পালন করিতে প্রতিশ্রুত । তবে স্কাউট হিসাবে দৈনিক কেবলমাত্র একটি লোকেরই উপকার করিবে তাহা ঠিক নহে । একজনের উপকার করা তাহার পক্ষে ফরয এবং দৈনিক যত বেশীসংখ্যক লোকের উপকার করা যায় ততই ভাল ।

উপকার অতি তুচ্ছ হইলেও চলিবে । একটি পয়সা দরিদ্র ভাঙরে দেওয়া । কোনো বৃদ্ধাকে রাস্তা পার করিয়া দেওয়া, নিজের জায়গায় আর একজনকে বসিতে দেওয়া; কোনো তৃষ্ণার্ত প্রাণীকে জল পান করানো, রাস্তা হইতে কলার ছোলা সরিয়ে দেওয়া—এইসবই পরোপকার । যত ক্ষুদ্র হউক না কেন, অন্ততঃ একটি উপকার তোমাকে প্রতিদিন করিতেই হইবে । প্রতিদান গ্রহণ না করিলেই কেবল তোমার সংকাজ পরোপকার বলিয়া গণ্য হইবে ।

জীবন রক্ষা

বড় বড় শহরে প্রায়ই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় । কয়লার খনিতে, কলকারখানায় ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার । এরূপ অবস্থায় যে লোক একটি জীবন রক্ষা করিতে পারে, সে যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাবারুদ এবং উস্তেজনার ভিতরে সংগীর জীবন রক্ষায় ধাবমান কোন সৈনিকের তুলনায় কোন অংশে কম বীর পুরুষ নহে । হাজার হাজার স্কাউট অপরের জীবন রক্ষার জন্য পদক লাভ করিয়াছে । আশা করি ভবিষ্যতেও তাহারা এমনি পুরস্কার লাভ করিবে ।

ইহা নিশ্চিত যে, তোমাদের মধ্যে অনেকেই কোন না কোন সময়ে, জীবন রক্ষার সুযোগ পাইবেই। পূর্ব হইতেই ইহার জন্য তোমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। দুর্ঘটনার মুহূর্তে কি করিতে হয় তাহা তোমাদের জানা থাকা উচিত। তবেই ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করিতে পারিবে।

এই সম্পর্কে পুঁথিগত বিদ্যা লাভ করিয়াই উহাকে তোমরা যথেষ্ট মনে কর। এইসব ব্যাপারে অভ্যাসের দরকার। কখন কী করিতে হইবে, তাহা অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে। যথা-ধুম্রজালের ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে ভিজা রুমাল দ্বারা কিভাবে নাক-মুখ ঢাকিয়া নিঃশ্বাস নিতে হয়, আগুনের ভিতর হইতে পলায়ন করিতে হইলে কিভাবে চাদর লগ্না করিয়া ছিড়িয়া দড়ি তৈরী করিতে হয়, আগাছা পরিপূর্ণ নর্দমা-পথে বায়ু চলাচলের পথ বাহির করিতে হয়, অজ্ঞান লোককে কিভাবে উঠাইয়া বহন করিতে হয়, নিমজ্জমান ব্যক্তিকে কিভাবে বাঁচাইতে হয়- প্রতিনিয়ত অভ্যাস না করিলে হঠাৎ এইসব কাজ করা সম্ভব হইয়া উঠে না।

এইভাবে অভ্যাস দ্বারা শিখিলেই নিজের ক্ষমতার উপরে আত্মবিশ্বাস জন্মিবে। তখন কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিলে অন্যেরা হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেও তুমি চটপট অগ্রসর হইয়া ঠিক কাজটি ধীরভাবে করিতে পারিবে।

সহনশীলতা

স্কাউটের কর্তব্য পূর্ণভাবে পালন করিতে হইলে সবল, সুস্থ ও কর্মক্ষম হওয়া দরকার। খানিকটা চেষ্টা করিলেই অনায়াসে তাহা হওয়া সম্ভবপর। নানা প্রকার খেলাধুলা, দৌড়ান, বেড়ান ও সাইকেল চালনা ইত্যাদি দ্বারা প্রচুর পরিমাণে শরীর চর্চা করিতে হয়।

খোলা জায়গায় প্রায়ই নিদ্রা যাওয়ার অভ্যাস করা স্কাউটের পক্ষে কর্তব্য। যে বালক ঘরের দরজা জালানা বন্ধ করিয়া ঘুমাইতে অভ্যস্ত, সে যখনই প্রথম প্রথম খোলা জায়গায় ঘুমাইতে চেষ্টা করে, তখনই তাহার সর্দি লাগিতে পারে। তোমরা যদি শীতে ও গ্রীষ্মে সর্বদা ঘরের জানালা খোলা রাখিয়া ঘুমাইবার অভ্যাস কর, তবেই আর ঠাণ্ডা লাগার আশংকা থাকে না। ব্যাডেন পাওয়েল বলিয়াছেনঃ আমি নিজে কখনো জানালা বন্ধ করিয়া ঘুমাইতে পারি না। পল্লীগ্রামে থাকাকালীন আমি হামেশাই ঘরের বাইরে মুক্ত আকাশতলে ঘুমানো পছন্দ করি।

প্রতিদিন ভোরে ও সন্ধ্যায় খানিকটা ব্যায়াম -কসরৎ করা শরীরটাকে কার্যক্ষম রাখার এক চমৎকার উপায়। ইহার আসল উদ্দেশ্য দেহের পেশীসমূহকে প্রদর্শনের জন্য উন্নত করা নহে, বরঞ্চ দেহের ভিতরকার সমুদয় ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় রাখিয়া প্রতি অংগপ্রত্যংগে রক্ত সঞ্চালন করা।

প্রত্যেকটি সত্যিকারের স্কাউট, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে গোসল করে। স্নানে অপারগ হইলে সে অন্ততঃপক্ষে ভিজা রুক্ষ তোয়াল দ্বারা শরীরটাকে ঘসিয়া সাফ করিয়া লয়।

স্কাউটেরা নাক দিয়া শ্বাস টানে, মুখের ভিতর দিয়া কখনো নিঃশ্বাস নেয় না। কাজেই তাহারা বেশী তৃষ্ণাও অনুভব করে না। অল্প পরিশ্রমেই তাহারা দম হারায় না। যে সকল রোগের জীবাণু বায়ুমণ্ডলে উড়িয়া বেড়ায়, শ্বাস গ্রহণের সময় উহা তাহাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না। রাত্রে ঘুমাইবার সময় তাহাদের নাক ডাকে না।

খোলা জায়গায় গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। ইহাতে ফুসফুস শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং রক্তে প্রচুর অক্সিজেন প্রবেশ করিতে পারে। তবে অতিরিক্ত ব্যায়াম করাও স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। নিঃশ্বাস নাকের ভিতর দিয়া (মুখের ভিতর দিয়া নহে) ধীরে সুস্থে ও গভীরভাবে গ্রহণ করিতে হইবে; যে পর্যন্ত না বক্ষপিঞ্জর পূর্ণ প্রসারিত হয়। তারপর একটু অপেক্ষা করিয়া আস্তে ধীরে সহজ গতিতে নাসাপথে সবটুকু বাতাস দেহাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে। তবে ক্ষীপ্র দৌড়ের ফলে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস ত্রিনয়া স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালিত হয় উহাই সর্বোত্তম।

দেশ প্রেম

আমার দেশ কিংবা তোমার দেশ আপনা-আপনি গড়িয়া উঠে নাই। বহু স্ত্রী পুরুষের কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রামের ফলে দেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার জন্যে কতজনকে করিতে হইয়াছে আত্ম বলিদান। খাঁটি স্বদেশ প্রেমের দ্বারাই তাহা সম্ভব হয়।

তুমি যাহাই কর না কেন, প্রথমেই চিন্তা কর দেশের স্বার্থের কথা। নিজের সময় ও সম্পদের সবটাই নিজের আরাম আয়েসের জন্যেই ব্যয় করিও না। প্রথমেই ভাবিয়া দেখ, কীভাবে নিজেকে সর্বসাধারণের সেবায় নিয়োজিত করিতে পার। কেবলমাত্র উহা করিবার পরই তুমি নিজের ইচ্ছামত ন্যায়ত এবং সততার সহিত জীবন উপভোগ করিতে পারিবে।

তুমি হয়ত ভাবিতেই পার না, কীভাবে একটি কচি ছেলে দেশের উপকার করিতে পারে। কিন্তু স্কাউট দলে ভর্তি হইয়া স্কাউটের নিয়মাবলী মানিয়া চলিলে প্রত্যেক ছেলেই তাহা করিতে পারে।

তোমার আদর্শ

হইবে—“সকল
স্বার্থের উর্ধ্বে
আমার দেশ”।

যদি
সত্যিসত্যিই
তুমি নিজেকে
জিজ্ঞাসা কর,
খুব সম্ভব তাহা
হইলে দেখিবে
যে, প্রকৃত
অবস্থাটা
বিপরীত। যদি

তাহাই হয়,
তবে আমি
আশা করি যে,

তুমি এই মুহূর্তেই নিজেকে সংশোধন করিবে এবং চিরকাল সেইরূপ থাকিবে।
প্রাচীনকালের মত পয়সার বিনিময়ে অন্য লোকের দ্বারা ফুটবল খেলাইয়া এবং
যুদ্ধ করাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিও না। জাতীয় পতাকাকে উন্নত রাখিবার
জন্য যাহা করিতে হয়, নিজেই কর।

এইরূপ মনোভাব নিয়া স্কাউটিং করিলেই কিছুটা কাজ হইতে পারে। শুধুমাত্র
নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ হিসাবেই স্কাউটিং গ্রহণ করিও না। বরং সুষ্ঠু নাগরিক
জীবনের প্রস্তুতি হিসাবেই স্কাউটিং অবলম্বন কর। তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি কেবল
স্বদেশেরই খাঁটি নাগরিক হইবে না, বরং হইবে সারা বিশ্বের একজন আদর্শ
নাগরিক।



*স্কাউটেরা মুক্ত হাওয়ায় কচি সহিষ্ণুতা শিক্ষা করে। আবিষ্কারকদের মত
তাহারা স্বীয় বোঝা বহন করে এবং নিজের দাঁড় নিজেই টানে।*

তখন তোমার হৃদয়ে জাগিবে অকৃত্রিম দেশ প্রেমের সত্য-কারের প্রেরণা-
যাহা প্রত্যেক ছেলের থাকা উচিত ।

এলস্‌ডন-হত্যাকাণ্ড

(নিম্নের ঘটনাটি প্রধানতঃ সত্য । ইহা সাধারণভাবে একজন বালক স্কাউটের
কার্যপ্রণালীকে রূপায়িত করিয়াছে ।)

অনেকদিন আগেকার কথা । ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলে একবার এক অমানুষিক
হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় । একটি ছোট মেম্বারলক স্কাউট গোয়েন্দার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির
দৌলতে ঘাতক ধৃত ও অভিযুক্ত হইয়া শেষকালে তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে
হয় ।

উক্ত ছেলেটির কার্যপ্রণালী নিম্নে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা গেল ।

বন-কলা

ছেলেটির নাম রবার্ট হিন্ড মার্স । সে জলাভূমিতে তার ভেড়ার পাল
চড়াইতেছিল । তারপর সে দুর্গম জংগলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যদিয়া বাড়ী
ফিরিবার পথ খুঁজিতেছিল । পথ চলার সময় সে দেখিতে পাইল, একটা ভবঘুরে
লোক সামনে দুই পা ছড়াইয়া বসিয়া খাবার খাইতেছে ।

পর্যবেক্ষণ

যাইতে যাইতে
বালকটি লোকটির চেহারা
বিশেষ করে তাহার জুতার
তলার অদ্ভুত পেরেক লক্ষ্য
করিল ।

গোপন করা

ছেলেটি সেখানে এক
মুহূর্তও দেবী করিল না বা
তাহার দিকে ভাল করিয়া
তাকাইল না । এক পলকে



(বালক রবার্ট হিন্ডমার্স ভবঘুরে লোকটির অধিকতর
মনোযোগ আকৃষ্ট না করিয়া চেহারা লক্ষ্য করিল)

সব কিছু দেখিয়া সে তাহার পথে চলিয়া গেল। লোকটি তাহাকে সাধারণ বালক মনে করিয়া তাহার প্রতি কোন সন্দেহই মনে স্থান দিল না।

অনুমান

পাঁচ ছয় মাইল দূরে বাড়ীর কাছে পৌছা মাত্র ছেলেটি দেখিতে পাইল যে, একটি কুটিরের চারিপাশে কতকগুলি লোক জমা হইয়াছে। মারগারেট ক্রোজিয়ার নামক এক বৃদ্ধা সেই বাড়ীর বাসিন্দা। সে জানিতে পারিল যে, সেই বৃদ্ধাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। কে এমন জঘন্য কাজ করিয়াছে সেই সম্পর্কে বিবিধ জল্পনা চলিতেছিল। ক্ষুদ্র একটি দলকে কেন্দ্র করিয়া ঘনীভূত হইতেছিল সন্দেহটা। চার পাঁচজন দুষ্ট ভবঘুরে লোক কিছুদিন যাবত দেশের এখানে সেখানে ঘুরিয়া সুযোগমত লুটতরাজ করিতেছিল। তাহাদের দুষ্কৃতি সন্ধকে কেহ পুলিশে রিপোর্ট দিলে তাহাকে হত্যা করার ভয় দেখাইতেছিল।

সব কথাই ছেলেটি শুনিল। সে কুটির সংলগ্ন ক্ষুদ্র বাগানে কয়েকটি অল্পত পদচিহ্ন দেখিতে পাইল। সেই জলাভূমির সন্নিকটে পা ছড়াইয়া দিয়ে বসা লোকটির জুতার পেরেকের সহিত এগুলি হুবহু মিলে। ইহাতে মনে সে স্বভাবতই অনুমান করিল যে, এ হত্যাকাণ্ডের সহিত সেই লোকটির নিশ্চয় কোন যোগাযোগ আছে।

পৌরুষ

নিহত স্ত্রীলোকটি একজন অসহায় বৃদ্ধা ছিল বলিয়া বালকের মনে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে তীব্র পৌরুষ ভাব জাগিয়া উঠিল, ঘাতক যেই হউক না কেন।

সাহস ও আত্মশাসন

সে জানিত যে হত্যাকারীর সংগীরা এই খবর প্রচারের অপরাধে তাহাকে খুনও করিতে পারে। কিন্তু সে সব ডর ভয় ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। অবিলম্বে সে পুলিশে খবর দিল। সে পুলিশকে বাগানের পদচিহ্নের কথা বলিয়া অবিলম্বে কোথায় গেলে আসামীকে খুজিয়া পাওয়া যাইতে পারে, তাহাও জানাইয়া দিল।

স্বাস্থ্য ও শক্তি

খুনী এখন ঘটনাস্থল হইতে অনেক দূরে-সেই জলাভূমিতে। বালকটি ছাড়া আর কেহ তাহাকে দেখে নাই। সে এখন নিজেকে নিরাপদ বলিয়া মনে করাই স্বাভাবিক। সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, একটি কচি ছেলে হাঁটিয়া ঘটনাস্থলে গিয়া হাজির হইবে। তাহার পর পুলিশ সংগে করিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে। কাজেই সে সাবধানতা অবলম্বন করে নাই।

কিন্তু সে পাহাড়ী বালক ছিল বেশ সবল ও স্বাস্থ্যবান। খুব দ্রুতগতিতে সে ওখানে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখা গেল লোকটি তখনো সেইখানে রহিয়াছে। পুলিশ অনায়াসে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল।

লোকটির নাম উইলি উইন্টার-সে একজন যাযাবর। আদালতে তাহার বিচার হইল। বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইল নিউকাসল-এ। পরে তাহার মৃতদেহটি ঘটনাস্থলের সন্নিকটে আনাইয়া ফাঁসি কাঠে ঝুলাইয়া রাখা হইল সেকালের প্রথা মত। তাহার সংগের অন্য দুইটি লোককেও পরে ব-মাল ধরা গেল। তাহাদেরকেও ফাঁসি দেওয়া হইল নিউ-কাসল-এ।

সদাশয়তা

ছেলেটি ঘাতকের মৃত দেহ ফাঁসি কাঠে ঝুলন্ত দেখিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছিল। কারণ উহার মৃত্যুর জন্য সেই ছিল পুরোপুরি দায়ী।

জীবন রক্ষা

ম্যাজিস্ট্রেট ছেলেটিকে ডাকাইয়া আনিলেন। দেশের লোকদের প্রতি তার এই সংকর্মের জন্য এমনতর দুর্বৃত্ত অপরাধীর কবল হইতে ধরাকে মুক্ত করিয়া মানুষের জীবন নিরাপদ করার জন্য তিনি তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন।

কর্তব্য নিষ্ঠা

বিচারক বালিলেন, 'তুমি তোমার কর্তব্য পালন করেছো। অবশ্য এতে করে তোমার নিজের অনেক বিপদ ও দুঃখের সম্ভাবনা হয়েছে। কিন্তু এতে ঘাবড়াবার কোনই কারণ নেই! কর্তব্য হিসাবেই তুমি পুলিশের কাজে সাহায্য করিয়াছো

যাহাতে সুবিচার হইতে পারে। লাভ লোকসানের কথা না ভাবিয়া এমনি করিয়াই কর্তব্য পালন করিতে হয়-এমন কি জীবনের বিনিময়েও'।

আদর্শ

এইরূপে ছেলেটি স্কাউটের কর্তব্য পূর্ণভাবে পালন করিয়াছে।

বন-কলা, ধরা না দিয়া পর্যবেক্ষণ, অনুমান, পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা, সহনশীলতা আর সহৃদয়তা- এই সমস্তই সে নিখুঁত ভাবে কাজে লাগাইয়াছে। তাহার কর্ম পদ্ধতি যে বহু যুগ পরে একদিন তোমাদের কর্তব্য সম্পাদনে আদর্শরূপে পরিগণিত হইবে, তোমাদের এভাবে কাজ করিতে শিক্ষা দিবে সে কথাও ঘূর্ণাক্ষরেও ভাবিতে পারে নাই।

তোমরা যখন কাজ কর, মনে রাখিবে যে কেহ না কেহ তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবে। আবার সুচারুরূপে কাজ করিতে পারিলে তোমাদের কাজও অন্যের আদর্শ হইবে।

সুতরাং সর্বদা নিখুঁতভাবে কাজ করিতে চেষ্টা করিবে।



(স্কাউট মাস্টার বালকদিগকে স্কাউট হইবার পথ দেখায় এবং তাহাদের স্কাউটিং-এর যাত্রা পথে সাহায্য করে।)



তাঁরু-জলসা কাহিনী-৩য়

স্কাউট হওয়া

(কচিকদম পরীক্ষা-স্কাউট আইন-স্কাউটের প্রতিশ্রুতি

- স্কাউট সংকেত ও সালাম-দীক্ষা উৎসব-স্কাউটের পোশাক)

তুমি স্কাউট দলে যোগ দিতে চাইলে তোমার পিতামাতার লিখিত অনুমতি-
পত্র নিয়া তোমার নিকটস্থ স্কাউট দলে যোগদান করিতে পার।-

পুরাদপ্তর স্কাউট হইবার আগে তোমাকে উল্লীর্ণ হইতে হইবে কচিকদম
পরীক্ষা। এই পরীক্ষা অতি সহজ এবং ইহার দ্বারা প্রমাণ হইবে যে, তুমি এই
কাজের যোগ্য এবং এই ব্রতে লাগিয়া থাকিবার তোমার আন্তরিক ইচ্ছা আছে।
কাজটি কিন্তু মোটেই শক্ত নয়। স্কাউটিং সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব তথ্য তুমি এ-বইতেই
পাইবে।

তোমার দলের ভারপ্রাপ্ত স্কাউট শিক্ষককে যখন তুমি বোঝাইতে পারিবে যে, প্রয়োজনীয় কাজগুলি তুমি বেশ ভালভাবেই করিতে পার, তখনই তিনি তোমাকে দীক্ষা দিবেন স্কাউটরূপে। তখন হইতেই তুমি স্কাউটের কঠিনকর্ম ব্যাজ বা পরিচিতি ধারণ-করিবার অধিকারী হইবে।

স্কাউট আইন

স্কাউটের আইনে যে সব নিয়মাবলী আছে তাহা সারা পৃথিবীর স্কাউটের পক্ষে প্রযোজ্য। স্কাউট হওয়ার সংগে সংগে উহা যথাযথ পালন করিয়া প্রতিজ্ঞা তোমাকে করিতে হয়। এই পুস্তকের অন্যত্র নিয়মগুলি দেওয়া আছে। খুব মনোযোগের সহিত পড়িবে এবং মর্মার্থ বুঝিয়া নিবে।

স্কাউটের প্রতিশ্রুতি

দীক্ষা উৎসবের সময়ে দলের অপর সকলের সামনে দাঁড়াইয়া তুমি স্কাউটের প্রতিশ্রুতি দিবে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া চলা খুবই শক্ত। আবার দৃঢ় সংকল্প হইতে পারিলে কিছুই কঠিন নয়। এই প্রতিশ্রুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর যে-ছেলে এর মান রক্ষা করিয়া চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে না-সে স্কাউটই নয়। কাজেই দেখিতেছ স্কাউটিং কেবল নিছক আমোদ প্রমোদ নহে। আনন্দের খোরাক এর মধ্যে যথেষ্টই আছে, কিন্তু উহা ছাড়াও তোমার কাছে উহার দাবীও অনেক। প্রতিশ্রুতি রক্ষাকল্পে তোমার পক্ষে যাহা সম্ভবপর তাহা করিতে তুমি কিছুতেই কসুর করিবে না এই ভরসা আমার আছে।

স্কাউটের মূলমন্ত্র

স্কাউটের মূলমন্ত্র-‘প্রস্তুত থাক।’

ইহার অর্থ এই যে তোমাকে সকল সময়েই শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়া কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তৈরী থাকিতে হইবে।

মনের দিক দিয়া তৈরী থাকার অর্থ-তোমাকে সর্বদাই তৈরী থাকিতে হইবে যে-কোন আদেশ যথাযথ পালনের অভ্যাস করিয়া। কখন কোথায় কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে তাহা তোমার কিছুই জানা নাই। যে কোনো মুহূর্তে তাহা সংঘটিত হইতে পারে। সেজন্য আগে থেকেই তৈরী থাকা ভাল-যেন কাহারও আদেশের অপেক্ষা না-করিয়াই তুমি ঠিক মুহূর্তে ঠিক ঠিক কাজটি নিজেই করিতে পার।

তারপর দরকার শারীরিক প্রস্তুতি। সেইজন্য তোমাকে হইতে হইবে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম। তবেই তুমি পারিবে ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি সমাধা করিতে।

স্কাউট ব্যাজ বা পরিচিতি

স্কাউট নিশানটি দেখিতে অনেকটা তীরের অগ্রভাগের মত। মানচিত্রে অথবা দিক নির্ণয় যন্ত্রে উত্তর দিক নিরূপণের জন্যে যে সংকেত চিহ্ন দেওয়া থাকে উহার মত। সব সময়ে সঠিক পথে বা উন্নতির পন্থা প্রদর্শন করে বলিয়া এই চিহ্ন অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহা তোমাকে নিজের কর্তব্য পালন ও অপরকে সাহায্য করার পথ দেখায়। উহার তিনটি কোণ তোমার প্রতিশ্রুতির তিনটি প্রধান বিষয়ে তোমাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই তীরের অগ্রভাগকেই স্কাউট নিশানা গ্রহণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন জাতির পার্থক্য দেখাবার জন্যে বিভিন্ন দেশ উহার সম্মুখ ভাগে নিজেদের প্রতীক জুড়ে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাকিস্তানের স্কাউটেরা যে প্রতীক ব্যবহার করে, তাহাতে রহিয়াছে সারা পৃথিবী ব্যাপী মহান ভ্রাতৃত্বের পরিচায়ক চিহ্ন এবং সম্মুখ ভাগে রহিয়াছে পাকিস্তানের জাতীয় প্রতীক চাঁদ ও তারা। তাহা ছাড়া অন্যান্য দেশেও এরূপ প্রতীক ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়।

তীর ফলকের নীচে এক ছত্রে স্কাউটের আদর্শ 'প্রস্তুত থাক'- "Be prepared"-এই কথাটি লেখা থাকে। সেই ছত্রটির দুই প্রান্ত খানিকটা উপরে উঠানো। উহা দেখিতে অনেকটা স্কাউটের হাস্যময় মুখের মতই। কারণ স্কাউট সর্বদা হাসিমুখে ও স্বচ্ছায় তার কর্তব্য পালন করে।

এই ছত্রের নিচে ঝুলন্ত থাকে একটি গেরো বাঁধা রশি। এই গেরোটি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, প্রতিদিন তোমাকে কোন না কোন লোকের উপকার করিতেই হইবে। ডান হাত উপরে উঠাইয়া স্কাউট সংকেত করিতে হয়। হাতের ভেলো থাকিবে সামনের দিকে। বুড়ো আংগুলটি দৃঢ়ভাবে চাপিয়া থাকিবে কনিষ্ঠার নখের উপর। আর বাকি তিনটি আংগুল থাকিবে একত্রে উপরের দিকে খাড়াভাবে। এই তিন আংগুল স্কাউটকে সব সময়েই তার তিনটি প্রতিজ্ঞা মনে করাইয়া দেয়। প্রতিজ্ঞা নেবার কালে অথবা কাহাকে সন্তোষ জানাইবার সময়ে স্কাউটেরা এই সংকেত ব্যবহার করে। এ অবস্থায় হাত কপাল পর্যন্ত উঠাইলেই বলা হয় "স্কাউট সালাম"।

কখন সালাম করিতে হয়-

সকল স্কাউট প্রতীক-ধারী পরস্পরকে দৈনিক একবার সালাম করে। পদমর্যাদা নির্বিশেষে যে প্রথম অপরকে দেখিতে পাইবে, তারই আগে সালাম করা উচিত।

পতাকা উত্তোলনের সময়, জাতীয় সংগীত গীত হওয়ার সময়, আনুষ্ঠানিকভাবে স্কাউট পতাকাকে বহন করিবার কালে এবং যাবতীয়



(স্কাউট ব্যাজের তিনটি চিহ্ন এবং স্কাউট নিদর্শনের তিনটি অঙ্গুলী স্কাউটকে তার প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশের কথা মনে করাইয়া দেয়।)

অন্তোষ্টিক্রিয়ায় স্কাউটেরা সম্মান প্রদর্শনার্থে সর্বদা সালাম করে। এ সকল ক্ষেত্রে স্কাউটেরা পরিচালনাধীনে থাকিলে নেতার নির্দেশমত হয় অভিবাদন করিবে, নতুবা সোজাভাবে এলার্ট (হুঁশিয়ার) হয়ে দাঁড়াবে। সকল অবস্থাতেই পোশাক পরিহিত থাকিলে নেতাই সালাম করিবেন।

পরিচালনাধীনে না থাকিলে তারা স্বাধীনভাবে সালাম করিতে পারে।

স্কাউটের সংগে লাঠি না থাকা অবস্থায় হস্তদ্বারা সালাম করার নিয়ম এবং তাহা করিতে হয় ডান হাতের সাহায্যে। হাতে লাঠি থাকাকালীন সালাম করিতে হয় অন্য প্রকারে। লাঠি থাকে ডান হাতে। তখন বাম বাহুটি ক্ষিপ্ৰগতিতে সমতলভাবে দেহের সংগে আড়াআড়ি করিয়া তিন আঙুলের দ্বারা স্কাউট-সংকেত করার ভংগিতে লাঠি স্পর্শ করিবে।

পোশাক পরিহিত অবস্থায় মাথায় টুপী থাকুক বা নাই থাকুক সালাম করিতে হয়। উহার ব্যতিক্রম কেবল একটা। ধর্মানুষ্ঠানের সময়ে স্কাউটকে সালাম করার পরিবর্তে হুঁশিয়ার হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়।

সালামের তাৎপর্য

একজন লোক একবার গর্ব করিয়া আমাকে বলিয়াছিল যে, সে যে কোন মানবের ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তি। তথাকথিত কোন উচ্চতর ব্যক্তিকে সালাম করিবার জন্য সে একটি আংগুলও তুলিবে না। গোলামের মত সালাম করা, মাথা নত করা, তাহার দ্বারা হইবে না, কখনই না, ইত্যাদি।

ইহা অশোভন চাষাড়ে মনোভাব মাত্র। স্কাউটের শিক্ষা দ্বারা যাহাদের চরিত্র গঠিত হয় নাই, তাহাদের মধ্যেই এরূপ ভাব বেশী দেখা যায়।

আমি লোকটির সহিত তর্ক করি নাই। কিন্তু আমি তাহাকে বলিতে পারিতাম যে সে সালাম সহজে ভুল ধারণা পোষণ করিতেছে।

সালাম প্রতিষ্ঠাবান লোকের মধ্যে সামাজিক উদ্ভূতার নিদর্শন। কাহাকেও সালাম করিতে পারা উদ্ভূত সমাজের একটা অধিকার। প্রাচীনকালে প্রত্যেক আযাদ মানুষের অস্ত্র লইয়া চলাফিরা করিবার অধিকার ছিল। পথে দুই জনে মুখোমুখি দেখা হইলে উভয়েই ডান হাত প্রসারিত করিয়া দেখাইত যে, তাহাদের হাতে কোন অস্ত্র নাই এবং তাহারা বন্ধুরূপে মিলিত হইতে পারে। কোন সশস্ত্র লোকের সংগে নিরস্ত্র পুরুষ কিংবা কোন স্ত্রীলোকের দেখা হইলেও অনুরূপ আচরণ করিত।

ক্রীতদাস বা গোলামদের অস্ত্র বহন করিবার অধিকার ছিল না। আযাদ মানুষের সংগে দেখা হইলে কোন প্রকার শিষ্টতা প্রদর্শন না করিয়া তাহাদের চুপি চুপি সরিয়া যাইতে হইত।

আজকালকার লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র সংগে রাখে। কিন্তু যাহাদের সশস্ত্র চলিবার অধিকার ছিল-যেমন নাইট, জমিদার, সৈনিক কর্মচারী অর্থাৎ যাহারা নিজেদের সম্পত্তির আয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে



(স্কাউট করমর্মনে একে অন্যের সহিত পরস্পর বামহস্তে মর্দন করিয়া থাকে।)

* এখন বাংলাদেশের স্কাউটেরা ডান হাতে করমর্দন করে।

বা নিজেদের উপার্জনের দ্বারা জীবন-যাত্রা চালায়-তাহারা আজ-কালও পরস্পরের সম্মুখীন হইলে টুপীতে হাত তুলিয়া অথবা টুপী খুলিয়া সালাম জানায়।

পরান্নোভোজীদের সালাম করার অধিকার নাই। কাজেই আঘাদ নাগরিক কিংবা উপার্জনকারী লোকের সংগে দেখা হইলে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চুপি চুপি সরিয়া পড়িতে হয়।

সালামের দ্বারা শুধু ইহাই প্রকাশ পায়- তুমি একজন ভাল লোক এবং তুমি অন্যের মঙ্গল কামনা কর। ইহাতে দাসত্বব্যঞ্জক কিছুই নাই।

যদি কোন অপরিচিত লোক তোমাকে স্কাউট সংকেত জানায়, তবে সংগে সংগেই স্কাউট সংকেতের দ্বারা তাহার স্বীকারোক্তি করা দরকার। তারপর বাম হস্তের দ্বারা তার করমর্দন কর- ইহাই “স্কাউট হ্যাণ্ড সেক”। (মুসাফিহা)।

সে যে একজন স্কাউট যদি তাহার প্রমাণ দিতে বা স্কাউট নিশানা দেখাইতে পারে; তবে স্কাউট ভাইয়ের মতই তার সাথে ব্যবহার করিবে; এবং সর্ব প্রকারে তাহার সাহায্য করিবে।

স্কাউটদের দীক্ষা উৎসব*

নবাগত স্কাউটদের দীক্ষিত করার একটি আনুষ্ঠানিক কর্মসূচী নিম্নে দেওয়া গেল:-

সমগ্র দলটি ঘোড়ার নালের আকারে দাঁড়াইবে; স্কাউট মাস্টার ও তাহার সহকারীকে ঘিরিয়া।

শ্রেণী নেতার সহিত নবাগত স্কাউট দাঁড়াইবে বৃত্তের মধ্যস্থলে; স্কাউট মাস্টারের ঠিক বিপরীত দিকে। সহকারী স্কাউট মাস্টারের হাতে থাকিবে নবাগতের লাঠি ও টুপী। স্কাউট মাস্টারের ইংগিত মাত্র দলনেতা নবাগতকে বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে লইয়া আসিবে।

স্কাউটার জিজ্ঞাসা করিবেন- ‘তোমার আত্মমর্যাদা কি তাহা জান।’ নবাগত উত্তর দিবে- “জী হ্যাঁ”।

ইহার অর্থ এই যে, আমাকে সত্যবাদী ও সাধু বলিয়া নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যায়। (অথবা সম অর্থবোধক অন্য বাক্য ব্যবহার করিবে।)

* বর্তমান দীক্ষা অনুষ্ঠান এখানে বর্ণিত দীক্ষা অনুষ্ঠান থেকে বানিকটা অন্যরকম।

স্কাউটার- তুমি স্কাউট আইন জান?

নবাগত- জ্ঞী হ্যাঁ।

স্কাউটার-তোমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করিয়া আমি কি বিশ্বাস করিতে পারি যে, তুমি স্কাউটের প্রতিশ্রুতি পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে?

এই সময় নবাগত স্কাউট সংকেত করিবে। সে যখন প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করিবে, তখন দলের প্রত্যেক স্কাউট সংকেত করিয়া দাঁড়াইবে।

স্কাউটার- তোমার আত্মমর্যাদায় নির্ভর করিয়া আমি বিশ্বাস করি, তুমি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবে। আজ হইতে তুমি পৃথিবীব্যাপী মহান স্কাউট-ব্রাতৃসংঘের একজন সভ্য।

সহকারী স্কাউটার তখন নবদীক্ষিত স্কাউটের মাথায় টুপী পরাইয়া তাহার হাতে স্কাউটের লাঠি তুলিয়া দিবে।

স্কাউটার তাহার সংগে বা হাতে করমর্দন করিবেন।

নবদীক্ষিত দলের দিকে মুখ ফিরাইয়া দলকে সালাম করিবে। দলও তাহাকে সালাম করিবে।

স্কাউটার বলিবেন-তোমার দলে (পেট্রোল) যাও-কুইক মার্চ, সমগ্র দলটি কাঁধে লাঠি নিয়া দাঁড়াইবে এবং নবদীক্ষিত ও পেট্রোল নেতা জোর কদমে নিজেদের শ্রেণীতে ফিরিয়া যাইবে।

স্কাউট সাধনার অগ্রগতি

স্কাউট-রূপে দীক্ষিত হওয়ার পরেই তুমি পুরোপুরি স্কাউট। তারপর তুমি অগ্রসর হইবে দ্বিতীয় পর্যায়ে-সেকেণ্ড ক্লাস অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কাউটের কাজে। এই পর্যায়ে তুমি অর্জন করিবে অনেক দরকারী বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কাউটের নিশানা ফিতার মত একটি ছত্র যাহাতে লেখা থাকে স্কাউটের আদর্শ বাক্য- “প্রস্তুত থাক”।

কোন স্কাউটই অধিককাল দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কাউট থাকিতে চায় না। কাজেই যত শীঘ্র সম্ভব তুমি প্রথম শ্রেণীর স্কাউট হইতে যত্নবান হইবে।

৫. পূর্বে স্কাউটদের গুর ছিল কটি কদম বা টেডার ফুট। দ্বিতীয় শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী। এখন বাংলাদেশে গুরগুলো হচ্ছে সদস্য গুর, ইন্টার্ন, প্রোগ্রাম ও সার্ভিস।

প্রথম শ্রেণীর স্কাউটের কাজ বেশ কিছুটা শক্ত। ইহাতে লিখিতে তোমাকে লিখিতে হইবে সংকেত বার্তা-প্রেরণ, মানচিত্র-বিদ্যা, আনন্দ-ভ্রমণ, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং আরো অনেক কিছু। প্রথম শ্রেণীর স্কাউটের নিশানা তীর ফলক ও ছত্রের সমবায়ে। সংগে সংগে তোমার প্রিয় সখের বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতার নিশানা অর্জন করিতে পার। প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কাউটের পরীক্ষার বিষয় Policy Organization & Rules (P.O.R) এ পাওয়া যাবে।

স্কাউটের উর্দী*

ব্যাডেন পাওয়েল বলিয়াছেন- আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সৈন্যদল পরিচালিত করি স্কাউটদের উর্দী অনেকটা তাহাদের পোশাকের মত। এই পোশাক বেশ আরামদায়ক, কার্যোপযোগী এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার হাত হইতে শরীরটাকে রক্ষা করিবার পক্ষে সর্বোত্তম। সুতরাং স্কাউটরা এই পোশাকই গ্রহণ করিয়াছে।

অল্প স্বল্প পরিবর্তনসহ এই উর্দীই সারা বিশ্বের স্কাউটের প্রয়োজন মিটাইতেছে। পৃথিবীর সকল দেশ উহাকেই গ্রহণ করিয়াছে স্কাউট ইউনিফর্মরূপে। অবশ্য চরম আবহাওয়ার দেশে অবস্থাভেদে প্রয়োজনীয় রদবদলের অবকাশ আছে। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ দেশের সকল স্কাউটের পোশাক মোটামুটিভাবে প্রায় একই ধরনের।



স্কাউটদের সাজ-সজ্জা বিশ্বের সর্বত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জনসৈন্যদের পরিহিত পোশাকের সহিত ইহার বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে।

উপরের দিক হইতে শুরু করিলে চওড়া কিনারায়ুক্ত খাকি রঙের টুপীটি রৌদ্র-বৃষ্টির আক্রমণ রোধের পক্ষে খুবই উপযোগী। টুপীর সামনের কিনারার সংগে ধনুকের আকারে বাঁধা একটি জুতার ফিতা সেটি আবার ঘুরাইয়া দেওয়া মাথার পিছন দিকে। তাঁবু জীবনে এই ফিতাটি নানা প্রকার কাজে আসে। টুপীর উপরিভাগে চারিটি দিকে টোল খাওয়া।

৬. বর্তমানে বাংলাদেশের স্কাউটদের পোশাক ভিন্নরকম।

ইহার পর আসে গলবাস বা স্কার্ফ। উহাকে ভাঁজ করিয়া ত্রিভুজে রূপান্তরিত করা হয় এবং ইহার নিচের কোনটি থাকে ঘাড়ের পিছন দিকে। প্রত্যেক পূর্ণ স্কাউটদলে গলবাসের নিজস্ব রং থাকে। যেহেতু তোমার দলের মর্যাদা তোমার গলবাসের সাথে জড়িত, কাজেই উহাকে পরিষ্কন্ন ও পরিপাটি করিয়া রাখিতে বিশেষ যত্নশীল হইবে। উহা গলার দিকে একটা গিট বাঁধিয়া বা 'ওগল' (woggle) দ্বারা আটকাইয়া রাখা হয়। ওগল দেখিতে আংটির মত। রশি, বেত, চামড়া, ধাতু, হাড় বা যে কোন জিনিস দিয়া তৈরী করা যায়। গলবাস তোমার ঘাড়টিকে রৌদ্রদাহ হইতে রক্ষা করে। তাহা ছাড়া উহাকে আরো অনেক কাজে লাগে। যেমন— আকস্মিক দুর্ঘটনায় ব্যাণ্ডেজ রূপে এবং কোন জরুরী কাজের সময় দড়ির মত পাকাইয়া।

স্কাউট সার্ট ইহা একটি সরল সাবলীল পরিধেয়। গায়ে দিয়া আন্তিন গুটাইয়া লইলে ইহার চেয়ে আরামদায়ক পোশাক আর নাই বলিলেও চলে। সকল স্কাউটই আন্তিন গুটিয়ে পরিধান করে, কারণ ইহাতে তাহারা বিশেষ স্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া থাকে। তাহারা যে সর্বদাই নিজেদের আদর্শ বাক্য পালন করিতে প্রস্তুত, ইহা তারও একটা প্রতীক। খুব বেশী শীত পড়িলে বা অত্যন্ত কড়া রোদে বাহুর নিম্নভাগ পুড়িয়া যাওয়ার আশংকা থাকিলে তাহারা আন্তিন খুলিয়া হাতের কজী পর্যন্ত নামাইয়া দেয়। শীতের মৌসুমে ইহার সংগে কোন গরম জামা যোগ দেওয়া যাইতে পারে; উপরে না দিয়া নীচে অধিকতর শোভন।

সার্ট বা হাফ প্যান্ট যে কোন শক্ত কাজে এবং পর্বতারোহণ, আনন্দ ভ্রমণ ও ভাববাসে অপরিহার্য। ফুল-ফ্যান্ট অথবা পাজামার তুলনায় উহা কম দামী কিন্তু বেশী স্বাস্থ্যপ্রদ। উহা পরিলে সহজে পদচালনা করা যায় এবং উহাতে বেশী আলোবাতাস লাগে। ইহার আর একটা সুবিধা এই যে, ভেজা মাটিতে ইচ্ছামত মোজা ছাড়া চলিতে পার। তাতে কাপড় ভিজিবে না। স্কাউটেরা মোজা আটকিয়া রাখে গার্টার বাঁধিয়া। গার্টারের সংগে সবুজ রঙের "ট্যাব" বা ফিতা মোজার উপরের পাটকরা অংশের নীচ দিয়া বাহির করিয়া রাখে।

ব্যাডেন পাওয়েল নিজে বুট-জুতার চাইতে সাধারণ জুতাই বেশী পছন্দ করিতেন। কারণ সাধারণ জুতা পায়ে দিলে বেশী আলোবাতাস পাওয়ার সুবিধা হয়। সুতরাং ইহাতে ভিজা মোজা ব্যবহারের দরুন ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকেনা। বুট জুতার ফিতা শক্ত করিয়া বাঁধা থাকিলে ঘামে মোজা ভিজিয়া পা নরম হওয়ায় সহজেই ফোকা পড়ে।

পোশাক পরিধান করা

স্কাউটের সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে একটা সাম্য থাকায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইহাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বাঁধন গড়িয়া উঠে।

নিখুঁতভাবে পোশাক পরিধান এবং প্রত্যেক স্কাউটের চটপটে চালচলন ও পারিপাট্য এই আন্দোলনের পক্ষে গৌরবের বিষয়। ইহা তাহার নিজের ও দলের জন্য গর্ববোধ জ্ঞাপন করে। পক্ষান্তরে যে কোন একজন অপরিচ্ছন্ন ও ক্রটিপূর্ণ পোশাক পরিহিত স্কাউট সাধারণের মনে স্কাউট আন্দোলন সম্বন্ধে হীন ধারণার সৃষ্টি করিতে পারে।

এমন একটি বালক আমাকে দেখাও তাহা হইলে আমিও তোমাকে দেখাইব যে, সে স্কাউটিং এর আসল উদ্দেশ্য ও মর্ম কিছুই বুঝে নাই। এবং স্কাউটিং এর মহান ভ্রাতৃসংঘের সভ্য হওয়ায় সে গর্ববোধ করেনা।

স্কাউটের লাঠি বা স্টাফ

স্কাউট সম্বন্ধে তার লাঠিগাছটি একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। ব্যাডেন পাওয়েল বলেন— আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, ইহা এক বন্ধুর পার্বত্য পথেও কংকরময় ভূভাগে চলিতে মূল্যবান সহায়। বিশেষতঃ বনে জংগলে নৈশ কাজে ইহার প্রয়োজন অপরিহার্য। তাহা ছাড়া লাঠির গায়ে নিজেদের কৃতিত্বের প্রতীক হিসেবে নানারকম চিত্র খোদাই করিয়া তাহারা ক্রমশঃ উহাকে এক মূল্যবান ব্যক্তিগত ইতিহাসে অমূল্য সহচর গণ্য করে।

স্কাউটের লাঠিটি বেশ শক্ত হওয়া দরকার। উহার উচ্চতা নাক পর্যন্ত। উহার গায়ে ফুট ও ইঞ্চির দাগ কাটা হয় মাপজোকের সুবিধার জন্য।

ইহাকে নানা প্রকারে কাজে লাগানো যায়। যেমন—রোগী বহনের খাট তৈরী, ভিড় ঠেকান, লাঠিভর করতঃ লাফ দিয়া নাল খন্দক পার হওয়া, নদীর গভীরতা পরিমাপ করা, আর অন্ধকারে দলের অপর স্কাউটদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। অন্য কোন স্কাউটকে উঁচু দেওয়ালে আরোহণে সাহায্য করিতে হইলে লাঠিখানি দুইহাতে সমতলভাবে ধরিয়া তাহার জন্য সিঁড়ি তৈরী কর। তাহলে সে অনায়াসে দেওয়ালে উঠিতে পারিবে এবং হাত বাড়াইয়া তোমাকে উপরে টানিয়া লইতে পারিবে।

কয়েকটি লাঠির সাহায্যে হালকা ধরনের পুল, কুটিরের কাঠামো অথবা পতাকা উত্তোলনের স্তম্ভ তৈরী করা যায়।

এছাড়াও লাঠির সাহায্যে আরো অনেক কাজ করা সম্ভব। বস্তুতপক্ষে লাঠিগাছটি সংগে না থাকিলে শীঘ্রই তুমি উহার অভাব অনুভব করিবে এবং সর্বদা উহা রাখিতে চাহিবে।

সুযোগ পাইলেই নিজের পছন্দমত একটা লাঠি কাটিয়া নিও। কিন্তু মনে রাখিবে অন্যের জিনিস হাত দেওয়ার আগেই মালিকের অনুমতি লওয়া আবশ্যিক।



[কাউটের লাঠি বাহিরের কাজকর্মে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।]



তাঁবু-জলসা কাহিনী-৪র্থ স্কাউটের উপদল

(উপদল প্রথা-উপদল নেতা-উপদল সংকেত-খেলাধুলা)

প্রত্যেক পূর্ণ স্কাউট দলের দুইটি হইতে চারিটি পর্যন্ত উপদল বা পেট্রোল থাকে। প্রতি উপদল গঠিত হয় দুইজন হইতে আটজন স্কাউট নিয়া।

উপদল প্রথার আসল উদ্দেশ্য হইল, -যত বেশীসংখ্যক বালকের উপর প্রকৃত দায়িত্ব স্থাপন করা যায় তাহার চেষ্টা করা। ইহাতে প্রত্যেক বালকই বুদ্ধিতে পারে যে, দলের কল্যাণের জন্য তাহার নিজের কিছুটা ব্যক্তিগত দায়িত্ব আছে। আবার সমগ্র দলের মংগলার্থে প্রতি উপদলেরও যে একটা সুনির্দিষ্ট দায়িত্বভার রহিয়াছে তাহাও বুদ্ধিতে বাকী থাকেনা। এই উপদল প্রথার মাধ্যমে স্কাউটেরা সহজেই শিখিতে পারে যে, সমগ্র দলের কার্যকলাপে তাহাদের প্রত্যেকেরই যথেষ্ট বক্তব্য আছে।

উপদল নেতা

প্রত্যেক উপদলেই নিজেদের একজন নেতা মনোনীত করে; তাহাকেই বলা হয় উপদল নেতা বা পেট্রোল-লীডার। স্কাউট-মাস্টার তাহার কাছে অনেক কিছু আশা করেন। সেই জন্য দলের কার্য পরিচালনায় তাহার উপর দেওয়া হয়

অনেকখানি স্বাধীনতা। উপদল নেতা দলের আর একজন স্কাউটকে তাহার সহকারী বা দূস্রা হিসাবে বাছিয়া লয়। উপদলের মধ্যে নেতার পরেই সহকারীর কর্তৃত্ব।

উপদল নেতা তাহার উপদলের স্কাউটদের কার্যদক্ষতা ও তৎপরতার জন্য দায়ী। উপদলের স্কাউটেরা নেতার আদেশ কেবলমাত্র শাস্তির ভয়েই পালন করেনা,-যেমন সামরিক শৃংখলার বেলায় ঘটে, বরঞ্চ তাহারা প্রত্যেকেই মনে করে যে, সবাই মিলিয়া তাহারা একটি খেলোয়াড়ের দল। দলের সাফল্য ও মর্যাদা রক্ষার জন্য তাহারা একত্র খেলিতেছে এবং প্রত্যেক ব্যাপারে নেতাকে সাহায্য করিতেছে। নেতা উপদলের নেতৃত্ব করিয়া এবং স্কাউটদের স্কাউটিং শিখাইয়া নিজে নৈপুণ্য এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিতে থাকে। ফলে সে যে-কোন দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়।

উপদলের স্কাউটদের শিক্ষাদান ছাড়া নেতার আর একটা কাজ হইল দলকে পরিচালিত করা। ইহার অর্থ এইযে স্কাউটদের যেসব কাজ বিভিন্ন সময় করিতে হয় তাহাকে ঐ সকল কাজ অন্ততপক্ষে অন্য স্কাউটের মত দক্ষতার সাথে করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়। সে নিজে যে কাজ করিতে পারিবে না অনুরূপ কাজ অন্যকে করার আদেশ দিবে না।

সে কখনো কাহার উপর রুষ্ট হইবেনা, বরং প্রত্যেকের প্রচেষ্টাকে প্রফুল্লভাবে উৎসাহ দান করিয়া তাহাদের আন্তরিক ও স্বেচ্ছ প্রণোদিতা লাভ করিবে।

জীবনের সবক্ষেত্রেই দায়িত্ব ও নেতৃত্ব অর্পণ করিয়া নির্ভর করা যায়, এমন যুবকের প্রয়োজন রহিয়াছে। যে পেট্রোল লীডার নিজের উপদলকে দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিতে পারিয়াছে, সংসারে চুকিবার পর সেইখানেও তাহার সফলতা লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

উপদল তোমার কাজের প্রায় সবটুকুই স্কাউটিং খেলা ও মহড়া ইহা দ্বারাই তুমি স্কাউট হিসাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পার।

উপদল নেতাদের বৈঠক

উপদল নেতাদের বৈঠক এবং “কোর্ট-অব অনার” (মান-আদালত) উপদল প্রথার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংগ। ইহা একটি স্থায়ী সমিতি, যাহা দলের যাবতীয় বিষয়ের মীমাংসা করে। স্কাউট-শিক্ষক ও উপদল নেতাদের সমবায়ে ঐ সমিতি গঠিত হইয়া থাকে; ছোট স্কাউট দলে উপদল নেতা এবং সহকারীদের দ্বারা এই

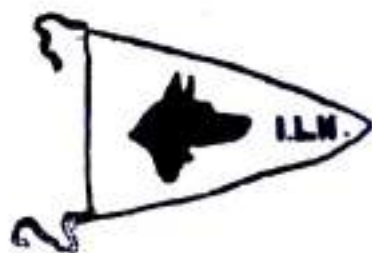
কমিটি গঠিত হয়। অনেক মান-আদালতে স্কাউট-মাস্টার বৈঠকে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু ভোটদান করেন না। অনেক ক্ষেত্রেই স্কাউট-মাস্টারের অনুপস্থিতিতে উপদল নেতার কোর্টের সাহায্যে দলের কাজ পরিচালনা করিয়া থাকে।

মান-আদালতের কাজ অনেক। যথা-দলের কার্যসূচী প্রণয়ন, তাঁবু-বাসের আয়োজন, পুরস্কার নির্ধারণ এবং দলের অন্যান্য কার্যকলাপ পরিচালনা। কোর্টের সদস্যগণ গোপনীয়তা বজায় রাখিবেন। যে সকল সিদ্ধান্ত ট্রুপের সকলের জানা প্রয়োজন যেমন প্রতিযোগিতা, নিয়োগ ইত্যাদি কোর্টের সভ্যগণ দলের সকলকে অবহিত করিবেন।

উপদলের নাম ও সংকেত :-

প্রত্যেক স্কাউট দলের নামকরণ হয় সেই দলটি যে স্থানে আছে সে স্থানের নামানুসারে। প্রতি উপদলের নাম রাখা হয় কোন জন্তু বা পাখীর নামানুসারে। নিজেদের এলাকায় যেসব পশু পাখী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তদনুসারে নামকরণ করাই উত্তম। সেই মতে ১৫ নং ঢাকা ট্রুপের চারিটি উপদলের নাম যথাক্রমে কাক, কোকিল, কবুতর ও ঘুঘু রাখাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। তাহা ছাড়া জন্তুর নামের সংগে মিলাইয়াও নাম রাখা যায়। যেমন কুকুর, বিড়াল, শৃগাল, খরগোশ ইত্যাদি। সচরাচর নামকরণের নিয়ম হইল-হয় সবগুলিই পাখী, নচেৎ সবগুলিই পশু।

প্রত্যেক উপদলের নেতার লাঠির মাথায় বাঁধা থাকে তার উপদলের পতাকা। উহার দুইদিকেই চিত্রিত থাকে দলের নামীয় প্রাণীটির ছবি।



(১নং ঢাকা ট্রুপের নেকড়ে বাঘ নামক উপদল নেতার পতাকা)

উপদলের প্রতিটি স্কাউটের নিজ নিজ নম্বর থাকে। উপদল নেতা এক নম্বরের স্কাউট। সেকেন্ড বা সহকারীর নম্বর দুই। অপর সকলের নম্বর তিন হইতে ক্রমিক।

সাধারণত স্কাউটেরা জোড়ায় জোড়ায় বন্ধুভাবে কাজ করে। তদনুসারে ৩ ও ৪ নম্বর। ৫ ও ৬ নং এবং ৭ ও ৮ নম্বর একত্রে কাজ করে।

উপদলের নীতিবাক্যঃ-

প্রতি দলেরই নিজস্ব নীতিবাক্য থাকে। পেট্রোলের প্রতীক প্রাণীটির জীবন প্রণালীর সহিত উহার সম্পর্ক থাকে। দু'একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 'ইগল' পেট্রোলের আদর্শ হইতে পারে উর্ধ্বে ওঠ অর্থাৎ উন্নত হও; সেইরূপ ভাবে 'গর্দভ' পেট্রোলের নীতিবাক্য হইতে পারে কঠোর পরিশ্রমী হও এবং 'কুকুর' পেট্রোলের নীতিবাক্য হইতে পারে-আমরণ প্রভু-ভক্ত থাক ইত্যাদি।

উপদলের ডাক

উপদলের প্রতি স্কাউটকেই স্বীয় উপদলের প্রতীক প্রাণীটির ডাক দেওয়া শিখিতে হয়। তদনুসারে 'বুলডগ' উপদলের স্কাউটরা উহার গর্জন করা আয়ত্ত করিয়া নিবে। এই সংকেতের দ্বারা বিভিন্ন উপদল লুকোচুরি খেলায় বা রাত্রিকালে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিবে। নিজের উপদলের ডাক ছাড়া অন্য কোন উপদলের ডাক দেওয়া কোন স্কাউটের উচিত নহে। উপদল নেতা যেকোন সময়ে বাঁশী বাজাইয়া অথবা পেট্রোলের ডাক দিয়া নিজ উপদলের স্কাউটদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন।

বনকলার পথচিহ্ন

স্কাউটদের কতগুলি নিজস্ব সংকেত আছে। উহার অর্থ অন্য কেহ বুঝিতে পারে না। সে সব সংকেত চিহ্ন সাধারণত রাস্তার পাশেই মাটির উপর ডান

দিকেই

দেওয়া

হইয়া থাকে।

ব্যক্তিগত

সম্পত্তি

বিকৃত করিয়া

বা নষ্ট

করিয়া যেন

কখনও

সংকেত চিহ্ন

অংকিত করা

না হয়।



এই পথে যাও।

ঊর্ধ্ব নির্দেশিত দিকে তিন কদম পরে চিহ্নিত সংকেত- বর্গা লুপ্তি আছে।

এই পথে যাইও না।

আমি বাড়ী গেলাম।

১৫ নং ঢাকা ট্রেনের কাক পেট্রোল নেতার স্বাক্ষর।

ইহাই ঠিক পথ।

ডান দিকে
যোর।

PATROL ANIMALS



HORSE
Whinney:
"Haa-a-a"
Black & White



HOUND
Bark
"Dawow-wow"
Orange



HYENA
Laughing Cry:
"Oowah-
oowah-wah"
Yellow & White



JACKAL
Laughing Cry:
"Wah-wah-
wah-wah"
Grey & Black



KANGAROO
Call:
"Coo-oo"
Red & Grey



KESTREL
Cry:
"Kee-kee"
Dk. Blue
& Green



KINGFISHER
Cry:
"Chip-chip-chip"
Kingfisher Blue



LEON
Call:
"Ro-ugh"
Yellow & Red



MERLIN
Cry:
"Kik-kik-kik"
Dk. Blue
& Maroon



MONGOOSE
Squeak:
"Cheep"
Brown & Orange



NIGHTJAR
Cry:
"Churr-ner-er"
Black & Blue



OTTER
Cry:
"Hol-el-ick"
Brown & White



OWL
Whistle:
"Koot-koot-koo"
Blue



PANTHER
Tongue in side
of mouth:
"Koook"
Yellow



PEACOCK
Cry:
"Bee-olk"
Green & Blue



PEEWIT
Whistle:
"Tewit"
Green & White

PAYROL ANIMALS



CORMORANT
Cry:
"Cr-wear"
Black & Grey



CORNCRAKE
Cry:
"Crrake"
Purple & Grey



CUCKOO
Call:
"Cook-koo"
Grey



CURLEW
Whistles
"Curley"
Green



DOVE
Call:
"Coo-co-co"
Grey & White



EAGLE
Very Shrill Cry:
"Kreese"
Green & Black



ELEPHANT
Trumpeting
Bellow:
"Tter-rump-ar"
Purple & White



FALCON
Cry:
"Hik-hik-hik"
Maroon & Orange



FOX
Bark:
"Ho-ho"
Green



GANNET
Cry:
"Aarr"
Yellow & Dk. Blue



GARGANEY
Cry:
"Hah" (nasal)
Brown & Green



GOLDEN PLOVER
Cry: Whistle
up and down
Orange & Grey



GROUSE
Cry:
"Go back,
go back"
Dk. & Lt. Brown



HAWK
Cry:
"Kreese"
Pink



HERON
Cry:
"Quashk"
Grey



HIPPO
Hiss:
"Brrraahh"
Pink & Black

PATROL ANIMALS



ALLIGATOR
Marsh Bellow:
"Noo-ah-er"
Green & Khaki



ANTELOPE
High-pitched
Bearn:
"Miw-ak"
Lt. Blue & White



BADGER
Cry. in high
tone:
"Chee-it-it"
Navy & White



BAT
Very high
squeak:
"Pis-pis"
Lt. Blue & Black



BEAR
Growl
"Boor"
Brown & Black



BEAVER
Slap made by
clapping hands
Blue & Yellow



BITTERN
Cry:
"Karr-karr"
Grey & Green



BLACKBIRD
Cry:
"For-ter-ter-tee"
Black & Khaki



BUFFALO
Deep Lowing:
"Um-maow"
Red & White



BULL
Lowing:
"Um-maow"
Red



BULLDOG
Growl
"Goo-ow"
Lt. Blue & Brown



CAPercaillie
Cry: "Peller-
peller-peller"
Brown & Grey



CAT
Cry
"Meeow"
Grey & Brown



CHOUGH
Cry
"Cree-a, cree-o"
Black & Red



COBRA
Hiss
"Faset"
Orange & Black



COCKEREL
Cry
"Cock-a
doodle-doo"
Red & Brown

PATROL ANIMALS



PELICAN
Cry: Creak
like a frog
Grey & Violet



PENGUIN
Whistle:
"See-see"
White & Orange



PHEASANT
Cry:
"Cock-kerr"
Brown & Yellow



POCHARD
Cry:
"Err-err"
Chestnut & Grey



PUFFIN
Cry:
"Ugg. ugh"
Grey & Yellow



RACCOON
Bark:
"Churr"
Black & Brown



RAM
Bleat:
"Ba-a-a"
Brown



RATTLESNAKE
Rattle a pebble
in a small tin
Pink & White



RAVEN
Cry:
"Ker-kaw"
Black



RHINO
Roar:
"War-war"
Dk. Blue
& Orange



SEA-GULL
Mew:
"Woo-woo-woo"
Lt. Blue
& Scarlet



SEAL
Calf:
"Hark"
Red & Black



SKUA
Cry:
"Mee-err"
Dk. Blue & Khaki



SNIPE
Cry:
"Ttick-ttick"
Dk. Blue
& Scarlet



SPRINGBOK
Cry:
"Eugh-eugh"
Scarlet & Yellow



SQUIRREL
Cry:
"Nutt-nutt-nutt"
Grey & Dk. Red



STONECHAT
Cry: Click two pebbles together
Chestnut & Black



STAG
Roar:
"Boow"
Violet & Black



STARLING
Cry: Whistle up and down scale
Black & Yellow



STONE
Cry:
"Korr"
Blue & White



STORMY PETREL
Call:
"Ekerakee"
Dk. Blue & Grey



SWAN
Cry:
"S-s-s"
Gray & Scarlet



SWIFT
Scream:
"Quee"
Dk. Blue



TIGER
Purr
"Grrao"
Violet



WALRUS
Deep Bark
"Ouff"
White & Khaki



WHIPPOORWILL
Call:
"Whip-poor-will"
Yellow & Brown



WEDGEON
Cry:
"Whee-ou"
Khaki



WILD BOAR
Grunt:
"Brood-brood"
Grey & Pink



WOLF
Howl:
"How-oooo"
Yellow & Black



WOODCOCK
Cry: High-pitched hissing whistle
Chest. & Mauve



WOODPECKER
Chattering Yell:
"Heearle-arla"
Green & Violet



WOOD PIGEON
Call:
"Book-hooreo"
Blue & Grey

পেট্রোল লিডারদের প্রতি দুইটি কথা

আমি চাই প্রত্যেক উপদলনেতা নিজেই তার উপদলের স্কাউটদের শিক্ষা দিবে। আমার বিশ্বাস তোমাদের উপদলের প্রতিটি স্কাউটের দায়িত্ব গ্রহণ তাহাকে মানুষ করিয়া তোলা তোমারই পক্ষে সম্ভব। উপদলের মধ্যে দুই একটি রত্ন আর বামদিকে সব অপদার্থ থাকিলে কোন লাভ নাই। তোমাদের কাজ হইবে উপদলের সবাইকে সমান সুন্দরভাবে গড়িয়া তোলা।

তোমাদের নিজেদের দৃষ্টান্তই এইক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তোমরা যাহা কর, অন্য স্কাউটেরাই তাহা অনুসরণ করিবে। তাহাদের কাছে প্রমাণ কর যে কোন আদেশ, তাহা মুখের কথাই হোক কিংবা লিখিত বা ছাপানো নিয়মকানুনই হউক মানিয়া চলার যোগ্যতা তোমার আছে। এবং স্কাউট-মাস্টার হাজির থাকুন বা না থাকুন-নিঃসংকোচে তোমরা সে আদেশ পালন কর। তাহারা দেখুক যে, বিশেষ যোগ্যতার জন্য তোমরা পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করিতে পার। দেখিবে বালকগণ বিনা প্ররোচনায় তোমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। কিন্তু সব সময়েই মনে রাখিবে, তোমরা তাহাদের পথ দেখাইবে ধাক্কা দিয়া হাকাইবে না।

মাটিতে চিহ্ন অংকন করা ছাড়া অন্য উপায়েও সংকেত দেওয়া যায়। যেমন ক্ষুদ্র পাথরের টুকরা দিয়ে, ছোট গাছ গাছড়া বা ঘাসের সাহায্যে অথবা শুক ডাল বা অনুরূপ অন্যান্য জিনিসের দ্বারা।

যদি কোনো স্কাউট অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ভূমির উপরে সংকেত চিহ্ন আঁকিয়া যায়, সেই সংগে সে পেট্রোল-নামীয় প্রাণীটির মস্তকও আঁকে। এরূপ অংকনের দ্বারা যদি সে দেখাইতে চায় যে, কোনো একটা বিশেষ রাস্তা দিয়ে যাওয়া নিষেধ তবে সে ঐ রাস্তার উপরে “এই পথে যাইও না” এই সংকেতটি

অংকন করিয়া চলে যায় এবং তৎসঙ্গে সে পেট্রোল-প্রাণীটির মস্তক ভাগও অংকিত করে। ইহার দ্বারা বোঝা যায় কোন পেট্রোলের কত নম্বর স্কাউট আবিষ্কার করিয়াছিল যে, এই রাস্তাটি নিরাপদ নয়।

রাত্রি বেলায় লাঠির গায়ে তৃণ-গুচ্ছ বাঁধিয়া অথবা রাস্তার উপর পাথরের টুকরা সাজাইয়া রাখা যায়। ইহাতে অন্যেরা হাত বা পা লাগিলে স্পর্শ দ্বারা উহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারে।

উপদলের অনুশীলন কার্য

দলের প্রতিটি স্কাউট দলের প্রতীক প্রাণীটির ডাক দিতে শিখিবে। উহার প্রকৃতি ও জীবন প্রণালী সম্বন্ধে যতটুকু সম্ভব জানিবার জন্য তাকে উৎসাহিত করা দরকার। প্রকৃতি অধ্যয়নের ইহাই প্রথম পাঠ।

প্রতি স্কাউটকে তার উপদলের নামীয় প্রাণীটির সরল ছবি অংকন করা মোটামুটিভাবে শিখিতে হইবে। এইটা তাহাদের ব্যবহার করিতে হইবে পেট্রোলের স্বাক্ষররূপে।

কেবলমাত্র ঘরের বাহিরেই তাহারা ব্যবহার করিবে বিশেষ স্কাউট সংকেত। মাটির উপরে বা কাঠি দ্বারা সেসব চিহ্ন দেওয়া যায়। কেবল সংকেতের সাহায্যেই অনেক চমৎকার গোপন অনুসরণ খেলার আয়োজন করা যায়।

সব রকম অভিনয়ে উৎসাহদান প্রয়োজন। যে কোন সময় গৃহমধ্যে বিশেষ করে সন্ধ্যায় তাঁবু-জলসায়, কৃত্রিম আদালত ও উপস্থিত মত স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় চমৎকার ট্রেনিং।

খেলাধুলা

স্কাউটের সংগে স্কাউটের দেখা- স্কাউটের একা একা বা জোড়ায় জোড়ায় বা পেট্রোল-ওয়ারী পরস্পর থেকে দুই মাইল দূরে নিয়া ছাড়িয়া দাও। তখন তাহারা পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। রাস্তার পাশ ধরিয়া বরাবর কিংবা কোন ঝোপ জংগল বা উঁচু পাহাড়ের আড়াল দিয়া প্রতি দলই অগ্রসর হইতে থাকিবে। ইহাতে তাহাদের একত্রে মিলিত হইবার সুবিধা হইবে। যে দল অপর দলকে প্রথম দেখিতে পায় তাহারাই জয়ী হয়।

খেলার ফলাফল বিচার করিবার জন্য একজন বিচারক (umpire) থাকেন। বিজয়ী দলের নেতা তাহাদের পতাকা উত্তোলন করিয়া এবং বিজয়ের সংকেতস্বরূপ বাঁশী বাজাইয়া বিচারকের মনযোগ আকর্ষণ করিবে। একসঙ্গে

থাকিবার দরকার নাই। কিন্তু যে-দলের লোক আগে পতাকা উত্তোলন করিতে পারে তাদেরই জয়। সুতরাং দলের প্রত্যেককেই সংকেত দ্বারা ডাকের দ্বারা বা সংকেত বার্তার সাহায্যে নেতার সহিত যোগাযোগ রাখিতে হয়।

ইচ্ছা করিলে স্কাউটরা যে-কোন কৌশল অবলম্বন করিতে পারে। যেমন গাছে উঠা, গাড়ীর ভিতরে লুকিয়ে থাকা ইত্যাদি। তবে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কেউ ছদ্মবেশ ধারণ করিবেন না। এই খেলাটি রাত্রিকালেও অভ্যাস করা যাইতে পারে।

বিতর্ক সভা- যে কোন শীতকালের সন্ধ্যা বেলা ঘরের ভিতর বসিয়া কোন একটা চিত্তাকর্ষক সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়া বিতর্ক সভার অনুষ্ঠান করা যায়। এই সভায় সভাপতিত্ব করিবেন স্কাউট মাস্টার নিজে। তিনি দেখিবেন যে- কোন একটা মতবাদের স্বপক্ষে প্রস্তাব এবং বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য দুইজন বক্তা পূর্ব হইতেই প্রস্তুত থাকে। ইহার পর সভাপতি উপস্থিত অন্য সকলকে স্থায় মতামত পরপর প্রকাশ করিতে বলিবেন। সবশেষে তিনি বিষয়টির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সকলের রায় নিবেন।

এই ব্যাপারে বিষয় নির্বাচনের উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

যদি বিষয়টি ছেলেদের নিকট চিত্তাকর্ষক না হয়, তবে স্বভাবতঃই তাহারা প্রথমে কথা বলিতে সংকোচ বোধ করিবে।

এইভাবে দু'একটা বিষয়ে বিতর্ক হওয়ার পরেই তাহাদের অধিকতর আত্মবিশ্বাস জন্মিবে। তখন উপযুক্ত যুক্তির দ্বারা তাহারা যে কোন মতামত প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে। ইহার ভিতর দিয়াই তাহারা শিখিবে কি করিয়া সভাসমিতির কার্য চালাইতে হয়। যেমন-কোন প্রস্তাব সমর্থন করা, সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা, সভাপতির সিদ্ধান্ত মানিয়া চলা, নিজের রায় দেওয়া, এবং সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা ইত্যাদি।

বিতর্ক সভার পরিবর্তে কৃত্রিম বিচারের অভিনয় করা রুচি বদলের পক্ষে চমৎকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বিতীয় তাঁবু-জলসা কাহিনীতে বর্ণিত "এল্‌সডন হত্যা"-র ব্যাপারটি বিচারের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

স্কাউট মাস্টার নিজে হইবেন বিচারক। অন্যান্য ছেলেদের ভূমিকা হবে নিম্নরূপঃ-

অপরাধী উইলিয়াম উইন্টার।

সাক্ষী বালক রবার্ট হিওমারস্

- " পুলিশ কনস্টেবল ।
- " গ্রামবাসী
- " নিহত স্ত্রী লোকটির বন্ধু জনৈক বৃদ্ধা
আসামী পক্ষের উকিল
ফরিয়াদী পক্ষের উকিল ।

যদি স্কাউটের সংখ্যা অধিক হয়, তবে কয়েকজনকে জুরী এবং মুখপাত্র নিযুক্ত করা যাইতে পারে ।

যতটা সম্ভব আদালতের নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হইবে । আসল ঘটনাটি কেন্দ্র করিয়া প্রত্যেকেই তাহার নিজের ভূমিকায় অভিনয় করিবে । ফরিয়াদী পক্ষের উকিল যে পর্যন্ত না যুক্তি-তর্কের দ্বারা আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারেন, তাহার পূর্বে অনর্থক তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা ঠিক হইবে না ।

ঘটনা বিশ্লেষণে স্কাউট মাস্টার বালক হিণ্ডমারস্ এর স্কাউট জনোচিত কার্যপদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বালকদের সেইভাবে কাজ করিতে প্রেরণা দিবেন ।

অপ্রস্তুত অভিনয়— একটি গল্পের কাঠামো দিতে হইবে । প্রত্যেক বালকের নিজ নিজ ভূমিকা সম্বন্ধে খানিকটা আভাস দিয়া তাহাকে কি করিতে, বলিতে হইবে, তাহা বুঝিয়া দেওয়া দরকার ।



(অভিনয় একটা উত্তম কৌতুক । কণ্ঠস্বর যেরূপই হউক না কেন পরিষ্কার ও স্পষ্ট হইলেই চলিবে ।)

স্কাউটেরা মূল ঘটনার সাথে তাল রাখিয়া স্বাভাবিক ভঙ্গিতে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা চালাইয়া যাইবে। এইরূপ অভিনয়ের দ্বারা ছেলেনদের কল্পনাশক্তি ও প্রকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

স্কাউটদের সমবেত সংগীত

আফ্রিকার জুলুগণ তাহাদের নেতার সম্মুখে এই গান গাহিত। ইহা মার্চ করিবার সময় উচ্চস্বরে গাওয়া যায় কিংবা খেলা, সভা ও তাঁবু জলসায় হাততালির পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়।

নেতা— ইয়েন গনিয়ামা—গনিয়ামা।

কোরাস— ইনুভুবু। যা-বোহু! যা-বোহু! ইনুভুবু।

নেতা— তিনি সিংহ।

কোরাস— হ্যাঁ,—সিংহের চেয়ে উত্তম, তিনি জল খোটক।

স্কাউট সমাবেশ

সালামে, খেলায় বা যে-কোন উপযোগী সময়ে উচ্চস্বরে গাওয়া যায়।

নেতা— প্রস্তুত—হও।

কোরাস— যিংগা—যিংগা!

বোম! বোম!

‘বোম! বোম’ বলিয়া পদক্ষেপ করিবার সময় দণ্ডপ্রাপ্ত দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিবে।

স্কাউটের ডাক

এক স্কাউট অপর স্কাউটের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে শিস্দিয়া ‘ইয়েন গনিয়ামা’ গাহিতে পারে।

স্কাউটের সমর-নৃত্য

স্কাউটগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে—নেতাকে সম্মুখে রাখিয়া প্রত্যেকের ডান হাতে লাঠি থাকিবে এবং বাম হাত পরবর্তী স্কাউটের কাঁধের উপর থাকিবে।

নেতা ইয়েন গনিয়ামা’ গাহিবে। স্কাউটগণ কোরাস গাহিবে এবং গানের দীর্ঘ তানের সময় সমতালে মাটিতে পদাঘাত করিয়া এক সংগে কয়েক পদ অগ্রসর হইবে।

দ্বিতীয়বার গাহিবার সময় তাহারা পিছাইয়া আসিবে।

তৃতীয়বার গাহিবার সময় তাহারা বামে ফিরিবে এবং পূর্বের মত কাঁধে হাত রাখিয়া একটি বৃহৎ বৃত্তাকারে ঘুরিবে। বৃত্তটি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোরাস বারংবার গাহিবে।

ইহার পর তাহারা প্রশস্ততর বৃত্তাকারে দাঁড়াইবে। বৃত্তের কেন্দ্রে অগ্রসর হইয়া একজন সমর-নৃত্যের ছলে দেখাইবে সে কিরূপে একজন শত্রুকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিল। যুদ্ধটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কিভাবে

চলিয়াছিল এবং শেষে কিভাবে শত্রুকে হত্যা করিল-নির্বাক অভিনয়ে তাহা দেখাইবে।

অন্য স্কাউটগণ এই সময় নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া 'ইয়েন গানিয়ামা' গানের সহিত নৃত্য করিবে। যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র

নেতা— 'প্রস্তুত হও' কোরাস শুরু করিবে। নর্তক স্কাউটের সম্মানার্থে তাহারা তিনবার এই কোরাস গাহিবে।

অতঃপর তাহারা পুনরায় 'ইয়েন গানিয়ামা' শুরু করিবে এবং অন্য একজন স্কাউট বৃত্তের

মধ্যে গিয়া নির্বাক অভিনয়ে দেখাইবে—কিরূপে সে

চুপিসারে অনুসরণ করিয়া একটি বন্য মহিষ বধ করিয়াছিল। অভিনেতা যখন

হামাগুড়ি দিয়া জন্তুটির অনুসরণ করিবার অভিনয় করিবে অন্য স্কাউটগণ তখন

নুইয়া খুব নরম সুরে কোরাস গাহিবে। শিকারী যেই জন্তুটির নিকটবর্তী হইবে তখন স্কাউটগণ একযোগে লাফ দিয়া উঠিয়া নৃত্য করিবে এবং উচ্চস্বরে কোরাস গাহিবে।

শিকারী জন্তুটিকে বধ করিলে নেতা তাহার সম্মানার্থে পুনরায় 'প্রস্তুত হও' কোরাস ধরিবে। স্কাউটগণ তাহা তিনবার আবৃত্তি করিবে এবং 'বোম বোম!' বলিয়া পদক্ষেপ করিবার সংগে সংগে দণ্ডপ্রান্ত দ্বারা মাটিতে আঘাত করিবে। তৃতীয়বার আবৃত্তির শেষে 'বোম বোম' দুইবার করিয়া উচ্চারিত হইবে।



(আফ্রিকার কিছুই উপজাতিদের "যুদ্ধ নৃত্যের" অভিনয় স্কাউটদের "যুদ্ধ নৃত্যের" প্রেরণা দিয়াছে।)

তারপর বৃত্তটি ছোট করা হইবে। কাউটগণ প্রারম্ভের ন্যায় নিকটবর্তী হইয়া দাঁড়াইবে। কাঁধ ধরিয়া বামে ফিরিবে এবং 'ইয়েন গনিয়ামা' গান করিতে করিতে চলিয়া যাইবে। যদি অনুষ্ঠানে শেষ করা অভিপ্রেত না হয় তবে সর্বশেষে 'বোম বোম' উচ্চারণের সংগে সংগে অভিনয় শেষ করিবে।

'ইয়েন গনিয়ামা' গানটি স্কুতির সহিত উল্লাসভরে গাহিবে। শোক সংগীতের মত গুনগুন করিবেনা।



দ্বিতীয় অধ্যায় তাঁবু-জলসা কাহিনী -৫ম তাঁবু-অভিযান

--মুক্ত স্থানে জীবন যাত্রা--

(আবিষ্কার অভিযান-পর্বতারোহণ-পাহারা দেওয়া-রাত্রির কাজ- পথ খুঁজে নেওয়া-উত্তর দিক নির্ণয়—আবহাওয়ার জ্ঞান)

দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে জুলুরাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহাদের প্রত্যেকেই ছিল নিপুণ যোদ্ধা ও সুদক্ষ স্কাউট। কারণ, বাল্যকাল হইতেই তাহারা স্কাউটিং শিক্ষা করিত।

সৈনিক হইবার বয়স হইলেই একদিন জুলু বালকের কাপড়-চোপার খুলিয়া নিয়া সারা গায়ে সাদা রং মাখিয়া দেওয়া হইত। তখন তাহার হাতে একটা বর্শা দিয়া তাহাকে বনের ভিতরে ছড়িয়া দিয়া আসিত। ঢালটি দ্বারা সে আত্মরক্ষা করিত আর বর্শা দিয়া বুনো হিংস্র জন্তু বা দুষমনদের বধ করিতে পারিত।

গায়ের সাদা রংটি সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যাইতে প্রায় এক মাস সময় লাগিত। এই সময়ের মধ্যে কেহ তাহাকে হঠাৎ-রংমাখা-শরীরে দেখিতে পাইলে সে তাহাকে ধাওয়া করিয়া মারিয়া ফেলিত। কাজেই এই একমাস সময় সেই ছেলোটিকে বনের ভিতরে পালাইয়া বেড়াইতে হইত। তখন সাধ্যমত উত্তম জীবন যাপনের চেষ্টা করিত।

সেখানে তাহাকে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইত। নিজের চেষ্টায় হরিণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চুপি চুপি উহার খুব কাছে গিয়া বর্শা বিদ্ধ করিয়া তাহাকে খাদ্য ও পোশাক যোগাড় করিতে হইতে। দুই কাষ্ঠখণ্ড ঘর্ষণ করতঃ আগুন জ্বালিয়া তাহাকে খাদ্য পাকাইতে হইত। আগুন জ্বালার ব্যাপারটি তাহাকে খুব সাবধানে সমাধা করিতে হইত। পাছে ধোঁয়া দেখিয়া অনুসন্ধানকারী স্কাউটদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়। অনুসন্ধানকারীদের হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাহাকে অনেক দূর পর্যন্ত দৌড়াইতে, গাছে আরোহণ করিতে এবং সাঁতার দিয়া নদী পার হইতে সক্ষম হইতে হইত। তাকে হইতে হইত খুব সাহসী। কোন সিংহ বা অন্য বন্যজন্তু আক্রমণ করিলে বীরের মত তাকে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইত।



জিহু বালকেরা "উম-ফেন" (ভরণ যোদ্ধা) এবং পরিণত বয়স লোকেরা "রিং-কস" (যুদ্ধ বিশারদ)।

কোন লতাপাতাকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে আর কোনটা বিষাক্ত এটা জানাও ছিল তার খুবই দরকার। প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়া কুটির তৈরী করতঃ তাকে সুগোপনে বাস করিতে হইতে। মাটির ওপরে পায়ের দাগ দেখিয়া যেন কেহ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারে সেই জন্য তাহাকে হাঁটিবার সময় খুব সতর্ক হইয়া চলিতে হইত।

এক মাস কাল এইভাবে তাকে জীবন যাপন করিতে হইত। কখনও দারুণ গরমে, কখনও বা তীব্র শীতে ও বৃষ্টি-বাদলে।

শেষ পর্যন্ত শরীরের সাদা রং বিলকুল মুছিয়া গেলে সে গায়ে ফিরিয়া আসিতে পারিত। তখন সবাই মিলিয়া তাকে খুব আনন্দের সাথে গ্রহণ করিত। সেই দিন হইতে স্থান পাইত জাতির তরুণ যোদ্ধাদের মধ্যে। কারণ সে প্রমাণ দিয়াছে যে কোন অবস্থায় নিজের যাবতীয় দায়িত্ব বহন করিতে সে সম্পূর্ণ সক্ষম।

এই ধরনের পরীক্ষার প্রচলন দক্ষিণ আমেরিকার য়াগান জাতীয় লোকের মধ্যে দেখা যায়। পাতাগোনিয়া অঞ্চলের দারুণ শীতে ও বৃষ্টিতে সাহসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই তাহারা পুরাপুরি মানুষ হিসাবে গণ্য হয়। পরীক্ষাটা হইলঃ বালক পরীক্ষার্থী নিজের হাতে একটা বর্শা তার উরুদেশে গভীরভাবে বিদ্ধ করিবে এবং তীব্র যন্ত্রণা সত্ত্বেও সর্বদা হাসিমুখে থাকিবে। পরীক্ষাটি নির্মম সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাতে বোঝা যায় যে, ঐ সব অসভ্য জাতির লোকেরাও ভীতু ও উদ্যমহীন দর্শকের মত চূপ করিয়া না থাকিয়া বালকদিগকে প্রকৃত পৌরুষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছিল।

আদিকালের বৃটিশ বালকেরাও পূর্ণ মানুষ হিসাবে গণ্য হওয়ার আগে অনুরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিত।

স্কাউটেরাও স্কাউটিং শিক্ষায় কঠোর পরিশ্রম করিলে ট্রেনিং এর পরে প্রকৃত স্কাউট ও মানুষ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিবে।



(কাবেরা বয় স্কাউটদের এবং বয় স্কাউটেরা বয়ক বা অর্থনী স্কাউট দের অনুকরণ করে)

তখন তাহার পক্ষে নিজের দায়িত্বভার বহন করা মোটেই কষ্টকর হইবে না।

বিল্- হেমিল্টন নামক একজন কেনাডাবাসী বৃদ্ধ অশীতিপর স্কাউট ও চতুর শিকারী “সমভূমিতে আমার ষাট বৎসর” শীর্ষক একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। আদি পাইওনিয়ারদের দুঃসাহসী জীবনে যে কত বিপদ, সে বইতে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। হেমিলটন লিখিয়াছেন- অনেক সময়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে আমরা কেন এইরূপ ভীষণ বিপদের সন্মুখীন হই? আমি সব সময়েই তাহাদের এই কথাই বলি যে, -স্কাউটের এই মুক্ত জীবনের একটা বড় আকর্ষণ আছে। একবার যে ইহার মায়াজালে মজিয়াছে তাহার পক্ষে ইহার মায়ী কাটান সহজ নয়। এমন লোকই আমি চাই, যে প্রাকৃতিক শ্রী সম্পদের মধ্যে লালিত হইয়াছে। সে লোক নিশ্চয়ই সত্যপ্রিয়, স্বাধীন চেতা ও আত্মনির্ভরশীল হইবে। তাহার প্রবৃত্তি হইবে উদার আর সে হইবে বন্ধু-বৎসল এবং দেশের পতাকার প্রতি সশ্রদ্ধ ও অনুগত।

এই বৃদ্ধ স্কাউটের মতামতকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমরা যাহাদের বলি অমার্জিত ও অসভ্য- যাহারা সুদূর সীমান্ত প্রদেশে বাস করে- তাহারাই সবচেয়ে সদাশয় ও পৌরুষ সম্পন্ন জাতি, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোক ও দুর্বলদের প্রতি। প্রকৃতির সংস্পর্শে তাঁহারা খাঁটি “অদ্রলোক” হইয়া গড়িয়া উঠে।

কঠোর খেলা খেল, কঠোর কাজ করিতে পারিবে

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুসভেল্ট বাহিরের মুক্ত জীবনের বিশ্বাসী ছিলেন। পূর্বে আফ্রিকার শিকার অভিযানের পরে দেশে ফিরিবার সময় তিনি লণ্ডনের স্কাউট বালকদের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি লিখিয়াছেন-বাহিরের মুক্ত বায়ুর খেলাধুলায় আমি চিরকালই আস্থানীল। এইসব খেলা যে খুব কঠিন ও কষ্টকর বা ইহাতে যে আহত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী তাহা আমি মোটেই গ্রাহ্য করিনা। ইহা যাহারা যুবকগণকে কুসুম -কোমল পোশাকে সুরক্ষিত রাখিতে চাহেন তাহাদের প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধা নাই। মুক্ত বায়ু বিচরণকারীরা জীবন-সংগ্রামে সর্বদাই সাফল্য লাভ করে। খেলার সময় প্রাণ ভরিয়া খেল; কাজের সময়েও কঠোরভাবে কাজ কর। কিন্তু তোমার খেলাধুলা ও ক্রীড়াকৌতুক যেন তোমার পড়াশুনার ব্যাঘাত না ঘটায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধের পরে আমার পরিচিত একজন উপনিবেশবাসীকে বলিতে শুনিয়াছি যে, বৃটিশদের সংগে পল্লী অঞ্চলে তিনি বাস করিতে পারিতেন

না। কারণ-যখনি তাহারা শহর ছাড়িয়া পল্লী গ্রামে যাইত, তখনি হইয়া পড়িত নিরেট বোকা। তাহারা আফ্রিকার সমতল ভূমিতে নিজেদের যত্ন লইতে জানিতনা। তাঁবুতে আরাম আয়েসের সাথে থাকিতে এবং খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রান্না করিয়া খাইতে পারিতনা। আর বনে-জংগলে প্রায়ই তাহারা পথ হারাইয়া ফেলিত। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ছয়মাস যাহারা বাঁচিয়া থাকিত তাহাদের অনেকেই নিজকে মোটামুটিভাবে চালাইতে সক্ষম হইত, কিন্তু তাহার আগেই অনেকে মারা পড়িত।

নিজের যত্ন লইতে শিখ

এরকম প্রকৃত কথা এই যে সভ্যদেশে লালিত পালিত লোকেরা নিজের ভার বহন করার কোন শিক্ষাই জীবনে পায়না। ফলে বাড়ির বাহিরে গেলেই তাহারা ফাঁপরে পড়ে, বিশেষতঃ পল্লী-অঞ্চলে বা বনে জংগলে। সুতরাং যখনই তাহারা লোকালয়ের বাহিরে পা দেয়, প্রতি পদেই তখন তাহাদের কষ্টের সীমা থাকেনা। তাহারা তখন সম্পূর্ণ অসহায়। ছেলেবেলায় শিবিরে বাস করিয়া নিজের যত্ন নিতে শিখিয়া লইলে আর কোন কষ্টই হইতনা। কিন্তু এখন তাহারা আনাড়ী “কচিকদম” ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাড়িতে তাহাদের কখনও আগুন জ্বলাইতে বা রান্না করিতে হইত না। অন্যেরাই রান্না করিয়া তাহাদের খাওয়াইত। বাড়ীতে পিপাসা লাগিলে শুধু কলের চাবিটা মোচড় দিলেই হইত। মরুভূমিতে পানির দরকার হইলে কিরূপে ঘাস ও লতাগুলোর দিকে তাকাইয়া অথবা বালিতে গর্ত খুড়িয়া ভূমির আদ্রতা লক্ষ্য করতঃ পানির সন্ধান পাওয়া যায় তা তাহারা কিছুই জানে না। পথ হারাইলে এবং সময় জানা না থাকিলে, কাউকে জিজ্ঞেস করা ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর থাকেনা।



(বন-কলার শিক্ষিত ব্যক্তি বনের পথ ঘাট সম্পর্কে অভিজ্ঞ। ছোট খাট হাজার হাজার পদ্ধতিতে সে সেখানে আরামদায়ক পরিবেশ গড়িতে পারে।)

আশ্রয়ের জন্য বাড়ি এবং গুইবার জন্য প্রস্তুত শয্যা তাহারা সর্বদা পাইয়াছে। নিজের হাতে তৈরী করার দরকার কখনও হয় নাই। নিজের পোশাক পরিচ্ছদ বা জুতা মোজা মেরামত করার প্রয়োজনও কখনো তাহাদের হয় নাই।

সেই জন্যই অনাড়ী কচিকদমের পক্ষে তাঁবু বাস প্রায়ই কষ্টকর হয়। কিন্তু এই খেলায় অভিজ্ঞ স্কাউটের পক্ষে শিবির বাস বিল্কুল সহজ। কিরূপে হাজারো রকমে নিজের আরাম আয়েসের ব্যবস্থা করা যায় তাহা তাহাদের বেশ জানা আছে। বন্য জীবনের সহিত পরিচয় থাকায় তাহারা শহরের সুসভ্য জীবনকে বেশী উপভোগ করিতে পারে। নাগরিক জীবনেও তাহারা সাধারণ মানুষের চেয়ে নিজের জন্য অনেক বেশী সুবিধা করিয়া নিতে পারে। নগরবাসীরা নিজের অভাব পূরণ করিতে সত্যিকারভাবে কিছুই শিখেনা। স্কাউটেরা তাঁবুতে অনেক রকম কাজ করিয়া থাকে। তাহারা যখন নাগরিক জীবনে প্রবেশ করে, তখন এই কর্মপটুতার জন্য তাহাদের বৃষ্টির অভাব হয়না। খুব সহজেই তাহারা কাজ যোগাড় করিয়া লইতে পারে। কারণ, -যে কোন কাজই হাতে পড়ুক না, প্রত্যেকটির জন্য তাহারা আগে থেকেই প্রস্তুত হইয়াছে।

অনুসন্ধানমূলক অভিযান (Exploration)

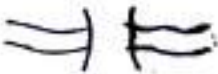




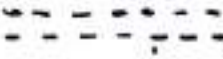
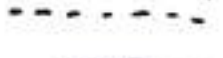

স্কাউটেরা উপদলগতভাবে বা জোড়ায় জোড়ায় অনুসন্ধানমূলক অভিযানে বাহির হইয়া চমৎকার কাজ করিতে পারে। প্রাচীনকালের নাইটেরা এমনিভাবে দুইজন করিয়া তীর্থ যাত্রায় বাহির হইত। এবং কোন লোকের সাহায্যের দরকার আছে কিনা খোঁজ করিত। প্রয়োজন মত তাহারা সকলের সাহায্য করিত। এই কাজ সাইকেল-এ চড়ে বা পদব্রজেও করা যায়।

এই রকম অভিযাত্রী স্কাউটেরা যথাসম্ভব গৃহতলে রাত্রি যাপন করেনা। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে যে কোনো স্থানে মুক্ত আকাশ তলে তাহারা নিদ্রা যাইবে। ঝড়-বাদলের রাতে পূর্বাহ্নে মালিকের অনুমতি নিয়া তাহারা কোনো খড়ের স্তূপ বা খামারে রাত্রিযাপন করিতে পারে। যেখানেই যাও না কেন একখানা মানচিত্র সংগে রাখিবে যাহাতে নিজেরাই পথ চিনিয়া লইতে পার- অপর যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতে না হয়।

মানচিত্র পঠন (Map Reading)

অনুসন্ধানমূলক অভিযানে ভূসংস্থান-সম্পর্কিত মানচিত্র (Topographic maps) বা জরীপি মানচিত্রই সবচেয়ে ভাল। 'এক ইঞ্চির' মানচিত্রের অর্থ যে মানচিত্রে এক ইঞ্চি পরিমিত জায়গা ভূভাগের এক মাইলকে বুঝায়। এই সকল

মানচিত্রে প্রচলিত সংকেত (Conventional signs) দ্বারা বন জংগল, নদী, হ্রদ, রাস্তাঘাট, বাড়ী, দালান-কোঠা ইত্যাদিকে দেখান হইয়া থাকে। সমান উচ্চতাবিশিষ্ট সকল স্থানকে বুঝাইবার জন্য যে সীমারেখাটি ব্যবহার করা হয় উহারই নাম 'কনটুর লাইন' বা প্রান্ত-রেখা। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। দুইশত চিহ্নিত রেখাটি সাগর-পৃষ্ঠ হইতে দুইশত ফুট উপরের সকল স্থানের উচ্চতম

-  ১। নদী (পুল)
 ২। রেল লাইন (ন্যারো বা মিটার গেজ)
 ৩। রেল লাইন (ব্রড গেজ সিংগল লাইন)
 ৪। রেল লাইন (ব্রড গেজ ডাবল লাইন)
 ৫। পাকা রাস্তা
 ৬। কাঁচা রাস্তা
 ৭। পায়ে হাঁটা পথ
 ৮। ভূমির উচ্চতা নিরূপক লাইন (কনটুর)



উত্তর দিক





(এই সকল প্রচলিত চিহ্ন মানচিত্রে দেখিতে পাইবে)

বিন্দুকে ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে। কখন কখন পাহাড়ের উপরিভাগ হইতে সূর্যরশ্মির মত বিকীর্ণ রেখা দ্বারা পাহাড়ের অবস্থান নির্দেশ করা হয়।

মানচিত্র ব্যবহারের সময় উহাকে এমনভাবে পাতিতে হইবে যেন উহার দিকগুলি ভূমি যে জায়গাতে আছ সেখানকার দিকের সঙ্গে মিলিয়া যায়। এর একটা সহজ পথ আছে। মানচিত্রটাকে এমনভাবে ঘুরাইয়া বসায় যেন উহার মধ্যে অধিকতর কোন রাস্তা জায়গাটির কোন রাস্তার সহিত সমান্তরালভাবে থাকে। তাহা ছাড়া ভূমি দিক নির্ণয় যন্ত্র (Compass) ব্যবহার করিতে পার। সাধারণতঃ ম্যাপের উপরিভাগটাই উহার উত্তর দিক। সুতরাং দিক নির্ণয় যন্ত্রের উত্তর দিক নির্দেশক কাঁটাটির সহিত ম্যাপের উপরের দিকটার মিল রাখিতে হইবে। তোমার মানচিত্রে চুম্বক উত্তর দিকের রেখা থাকিলে, মানচিত্রকে ঘুরাইয়া কম্পাসের কাঁটার সহিত ঠিক করিয়া ধর।

রাস্তা দিয়া চলিবার সময় প্রত্যেকটা জিনিসের উপর প্রথমে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। আর ভ্রমণকালে যে সকল দৃশ্য দেখিবে তাহা যথাসাধ্য মনে রাখিবে।

তুমি এই পথের যাত্রী পরবর্তী ভ্রমণকারীদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে সক্ষম হইবে।

মানচিত্রের খসড়া অংকন

খসড়া মানচিত্র অংকন করিও। এই রকম মানচিত্র সম্পূর্ণ বিবরণ বিশিষ্ট হওয়া দরকার নাই। অন্য লোক উহা দেখিয়া পথ চিনিতে পারিলেই হইল। ম্যাপে উত্তর দিক নির্দেশক রেখাটি থাকা চাই। আনুমানিক আয়তনের মাপ দিতেও ভুলিওনা। ইহাকেই স্কেল বলা হয়।

অভিযাত্রীরা অবশ্য দৈনিক ভ্রমণের বৃত্তান্ত 'লগ' বা ডায়রী রাখে। কাজের সুবিধার জন্য তাহারা প্রয়োজনবোধে আকর্ষণীয় বস্তু ও স্থানসমূহের চিত্র অংকিত করে বা ফটো তুলিয়া লয়।

অভিযানের উদ্দেশ্য

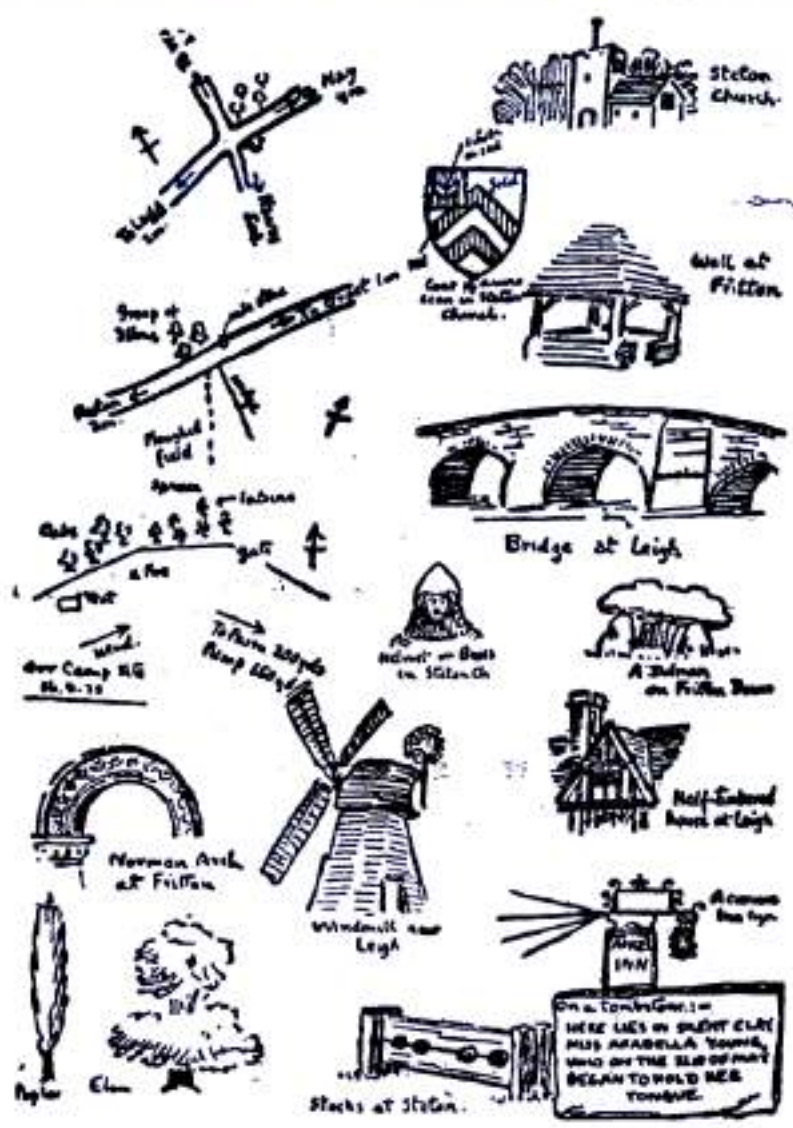
সাধারণভাবে প্রত্যেক অভিযানের একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই। অর্থাৎ তোমার দলটি কেবলমাত্র শহুরে বালক দ্বারা গঠিত হইলে স্বভাবতই তুমি কোন বিশেষ আকর্ষণীয় জায়গায় স্কাউটিং করিতে যাইবে। যথা কোন বিখ্যাত হ্রদের ধারে, কোন পর্বতে, কোন ঐতিহাসিক প্রাসাদের নিকটে, প্রাচীনকালের কোন যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনে অথবা সমুদ্রতটে। তাহাছাড়া কোন বৃহত্তর শিবিরে যোগদানের জন্যও তুমি অভিযানে বাহির হইতে পার। অপরপক্ষে তোমার দলের স্কাউটেরা যদি গ্রামের ছেলে হয়, তবে কোন বড় শহর দেখার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে পার। সেখানের দালানকোঠা, চিড়িয়াখানা, সার্কাস, যাদুঘর, প্রভৃতি দেখিবার সুযোগ পাইবে।

অবশ্য পথে যেখানেই সুযোগ পাও তোমার দৈনিক পরোপকারের কর্তব্যটি পালন করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু তাহা ছাড়াও যেসকল কৃষক বা অন্যলোক তোমাদেরকে তাহাদের খামার বা জমিন ব্যবহার করিতে দিবে তাহাদের সহায়তার প্রতিদানস্বরূপ অবশ্য তুমি প্রত্যুপকার করিবে।

পর্বতারোহণ

পৃথিবীর অনেক দেশেই পর্বতারোহণ একটি চমৎকার খেলা। পার্বত্য অঞ্চলে পথ খুঁজিয়া চলা এবং আরামের সহিত দিন যাপন করার মধ্যে সব রকম কাজ হাতে-কলমে স্কাউট-কলার অনুশীলন হয়।

পর্বতারোহণের সময় প্রতিনিয়তই তোমাকে দিক পরিবর্তন করিতে হয়। পার্বত্য অঞ্চলের গভীর নদী নালা পার হওয়ার সময় তোমাকে অনেক ঘুরিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যেসকল স্থল- চিহ্ন ও অভিজ্ঞান পথ চিনিবার সহায়ক সেগুলি আর দৃষ্টির সামনে রাখিয়া চলা যায়না। তখন সূর্যের দিকে তাকাইয়া বা দিক দর্শন যন্ত্রের সাহায্যে ঠিক রাখিতে হয় এবং ভ্রমণের সঠিক পথ অনুসরণ করিতে হয়।



আরো এক বিপদ আছে। কখনো বা ভূমি কুয়াসাবৃত জায়গায় আবদ্ধ হইতে পার। এইরূপ অবস্থায় যাহারা স্থানটি তন্ন তন্ন করিয়া চিনে তাহাদেরও হিসাব হইয়া যায়।

পর্বতমাঝে হারাইয়া যাওয়া

একবার আমার নিজের এইরূপ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। সেই বছর ঝটল্যাণ্ডে স্থানীয় পথঘাট সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এক পাহাড়ী সংগে চলিতে গিয়া আমরা হারাইয়া ফেলিলাম। স্থানটি আমার সংগীর সম্পূর্ণ জানা মনে করিয়া তাহার উপর পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিতেছিলাম। কিছুটা পথ

গিয়াই আমি বলিতে বাধ্য হইলাম যে বায়ুর গতি সহসাই বদলাইয়া গিয়াছে মনে হয়। আমাদের যাত্রার সময় বাঁ দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু এখন বায়ুর ঝাপটা ডান গালে লাগিতেছিল। সেই লোকটি কিন্তু বিনাধিধায় সামনে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটু পরে আমি ফের বলিলাম বায়ু প্রবাহিত হইতেছে আমাদের পিছন হইতে। সুতরাং হয় বায়ুর গতি, অথবা পর্বতটি নতুবা আমরা নিজেরাই ঘুরিয়া চলিতেছি। শেষটায় আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহাই প্রমাণিত হইল। বায়ু কিংবা পর্বত কোনটাই দিক্ পরিবর্তন করে নাই, দিক্ পরিবর্তন করিয়াছিলাম আমরাই— একেবারে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া; আমরা যেখান হইতে যাত্রা শুরু করিয়াছিলাম প্রায় সেখানেই আবার ফিরিয়া আসিলাম।



(খাড়া পর্বত পার্শ্বে ভারসাম্য রক্ষা করিতে ঝাউটের দাঁটি বিশেষ সহায়)

পর্বতোরাহণে দড়ির ব্যবহার

পর্বত আরোহণকারীরা ভূমারাবৃত ঢালু জায়গায় দড়ির ব্যবহার করিয়া থাকে। পার্বত্য প্রদেশে কার্যরত ঝাউটদেরও এই বিদ্যাটা রঙ করা দরকার।

দড়ি পরস্পরের গা'য়ে গা'য়ে বাঁধিয়া সকলকে এক সংগে সংযুক্ত করিয়া লইতে হয়। পরস্পরের দূরত্ব থাকিবে চৌদ্দফুট। দড়িতে একটা ফাঁস তৈরি করিয়া উহা কোমরে বাঁধিয়া নিতে হয় এবং গেরোটি প্রত্যেকের বাঁদিকে রাখিতে হয়। সে ফাঁসটিতে দরকার হয় প্রায় সাড়ে চার ফুট দড়ির এবং তার দুই প্রান্তের গেরোটি হইবে 'বোলিন-গ্রাফি' (Bowline)। আর মাঝামাঝি যাহারা থাকিবে তাদের দড়ির সংগে আটকাইতে হইবে "ম্যানহারনেস" (Manharness) গেরো দিয়া।

প্রত্যেকেই তাহার সামনের লোকটি হইতে বেশ দূরে থাকিতে হইবে, যাহাতে দড়িটি সব সময়েই সটান থাকে। সে অবস্থায় কাহারো পা ফসকিয়া গেলে অন্যেরা অপরদিকে ঝুকিয়া সমস্ত ভারশক্তি দিয়া তাহাকে টানিয়া রাখিতে পারিবে। তখন পতনশীল ব্যক্তির পক্ষে সামলাইয়া নেওয়া খুবই সহজ হয়।

পাহারার কাজ

স্কাউটেরা দলবদ্ধভাবে বা জোড়ায় জোড়ায় স্কাউটিং করিতে যায়। কখন কখন একা একাই তাহারা এই কাজে বাহির হয়।

পাহারা দিবার সময় প্রায়ই তাহারা খুব কাছাকাছি থাকেনা। নানাদিকে ছড়াইয়া বিস্তৃত ভূখণ্ডে বিচরণ করে। ইহাতে তাহাদের অনেক বেশী জিনিস দেখিবার সুবিধা হয়। ইহার আরো একটা সুবিধা আছে। দূশমনদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে একসংগে সকলের ধরা পড়িবার ভয় থাকেনা।

ছয়জন স্কাউট লইয়া গঠিত দলটি নেতাকে মাঝখানে রাখিয়া চিল পাখীর আকৃতিতে চলাফেরা করিলেই ভাল হয়। ২নং অর্থাৎ সহকারী নেতা থাকিবে সম্মুখে, ৫ ও ৪ নং থাকিবে ডাইনে ও বাঁয়ে, ৩ নং পশ্চাতে এবং ৬ নং (সবচেয়ে নূতন) থাকিবে মাঝখানে নেতার সংগে। দলের সখ্যা ৮ জন হইলে, ৮ নং থাকিবে নেতার সংগে, ৭ নং থাকিবে সহকারী নেতার সংগে এবং ৬ নং থাকিবে ৩ নং এর সংগে।

৪

১ নেতা

৩

৬

২

সহ-নেতা

৫

উপদলের চলার নিয়ম

অবশ্য এতে অল্প বিস্তার নড়চড় হইলে তেমন কিছু আসে যায়না। কোন খোলা জায়গা অতিক্রম করিতে হইলে উপদলকে যতটা সম্ভব দ্রুতপদেই তাহা করিতে হয়। কারণ, সেখানে তাহাদের দূশ্মনরা বা অন্য কোন জন্তু জানোয়ারেরা দেখিয়া ফেলিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় তাহারা স্কাউট পদক্ষেপে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে হাঁটিয়া এবং দৌড়াইয়া চলিবে। বিশ কদম হাঁটিয়া তারপর বিশ কদম দৌড়াইবে। ইহাতে পথ অতিক্রান্ত হইবে বেশ দ্রুতবেগে অথচ কেহই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবেনা। আড়ালে গিয়া পৌঁছা মাত্রই সবাই খানিকটা জিরাইয়া লইবে এবং পুনরায় যাত্রা শুরু করার আগে চারিদিকটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে।

মনে কর তুমি দলের অগ্রণী। তুমি সকলের আগে চলিতে চলিতে দৃষ্টি সীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছ তখন তোমার কি করা উচিত? পথের উপরকার ছোট গাছ গাছড়া কিংবা আগাছা কয়েক গজ পর পরই তোমার চলার দিক নির্দেশ করিয়া নুয়াইয়া দিবে। তখন আর তোমার পশ্চাদবর্তীদের তোমাকে অনুসরণ করিতে মোটেই বেগ পাইতে হইবে না। এই পথ দিয়া তুমি কখন এবং কতটা পথ অতিক্রম করিয়াছ ঘাসপাতার অবস্থা দেখিয়া সহজেই তাহারা উহা বুঝিতে পারিবে। তাহা ছাড়া তুমি নিজেও উক্ত পথে পিছনের দিকে ফিরিতে পারিবে। ঘাস কিংবা গাছ গাছড়ার অভাব থাকিলে বালি বা মাটির উপরে চিহ্ন আঁকিয়া অথবা পাথরের টুকরার সাহায্যে সংকেত দেওয়া যায়। যেসব সংকেত ৪নং তাঁবু জলসা কাহিনীতে দেওয়া হইয়াছে।

রাত্রির কাজ

স্কাউটদেরকে দিনের মত রাত্রিকালেও পথ চিনিয়া চলার সক্ষম হইতে হইবে। রীতিমত অভ্যাস না করিলে রাত্রিকালীন চলাফেরার সময় পথ হারাইয়া ফেলিবার খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে। তখন দূরকে আরো অধিক দূর বলিয়া মনে হয়, আর অভিজ্ঞতা চিহ্নগুলিও বড় একটা দেখা যায়না। আর এক অসুবিধা এই যে, রাত্রে চলিবার সময় না দেখিয়া শুকনা ডাল-পাতা মাড়াইয়া কিংবা মাটির ঢেলায় হেঁচট খাইয়া অনাবশ্যক শব্দ করা অনিবার্য হইয়া উঠে।

রাত্রে দূশ্মনদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে গেলে তোমাকে চোখ অপেক্ষা কান ও নাকের উপর অধিক নির্ভর করিতে হইবে। স্কাউট হিসাবে ব্রানের দ্বারা কোন কিছুর অবস্থিতি নিরূপনের শিক্ষা তোমার থাকাই স্বাভাবিক। অতিরিক্ত ধূমপানের দ্বারা যাহারা তাহাদের ঘ্রাণ শক্তিকে বরবাদ করে নাই, তাহারা অনেক দূর হইতে অনায়াসেই শত্রুর অবস্থান বুঝিতে পারে। আমি নিজেও ইহা পরীক্ষা করিয়া

দেখিয়াছি ।

রাত্রিবেলা চলাফেরার সময় স্কাউটেরা দিনের বেলায় চাইতে কাছাকাছি থাকে । আর স্থানটি খুবই অন্ধকার হইলে যেমন গভীর বনের ভিতরে— তাহারা পরস্পরের একটি প্রান্ত ভাগ ধরিয়া সংযোগ রক্ষা করে । এইরূপ ক্ষেত্রে এক কাতারে চলাই উত্তম । অন্ধকারে একটি কাজ করিবার সময় লাঠিটা খুবই দরকারী । ইহার সাহায্যে পথ অনুভব করিয়া এবং ডালপালা সরাইয়া চলা যায় ।

রাত্রিকালে স্কাউটেরা যখন পরস্পরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কাজ করে, তখন প্রায়ই দলের 'ডাক' দিয়ে তাহারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে ।

তারকার অবস্থিতি লক্ষ্য করিয়া নিজকে চালিত করাটা প্রত্যেক স্কাউটেরই জানা উচিত ।

পথের সন্ধান

আমেরিকার 'রেড্‌ ইণ্ডিয়ান' স্কাউটদের মধ্যে অপরিচিত জায়গায় যাহারা পথ খুঁজিয়া লইতে পারে তাহাদের বলা হয় পথ সন্ধানী বা Path finder.

অসংখ্য কচি-কদম স্কাউট কতভাবে সেখানকার বনে জংগলে বা তৃণভূমিতে পথ হারাইয়া আর ফিরিয়া আসে নাই । কারণ, তাহারা আদিতেই স্কাউটিং জানিতনা । প্রকৃত প্রস্তাবে সেখানকার ভৌগোলিক তথ্য সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিলনা ।

একবার একটি লোক গাড়ীতে চড়িয়া যাইতেছিলেন ম্যাতাবেলে ল্যাণ্ড-এ । খচ্চরগুলিকে পরিবর্তন করিবার সময় সে গাড়ী হইতে নামিয়াছিল । সে খানিকটা



(ম্যাতাবেলে ল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া আটটি খচ্চর গাড়ীটিকে টানিতেছিল)

জংগলের দিকে আগাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে চালক গাড়ী ছাড়িবার জন্যে তৈরী হইয়া ভদ্রলোকটিকে ডাকাডাকি শুরু করিল। তারপর এদিক ওদিক খুঁজিয়াও কোন সন্ধান না পাইয়া তাহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অনেক দূর আগাইয়া গেল। একেটা দুর্গম পথ অতিক্রম করার পরও কোন সন্ধান পাইল না। গাড়ী আর অধিকক্ষণ আটক রাখিতে না পারিয়া অন্য একজনের উপর ভার দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

কয়েক সপ্তাহ পরে, যেখানে সেই ভদ্রলোকটি গাড়ী হইতে নামিয়াছিল, উহার ১৫ মাইল দূরে তাহার মৃতদেহ আবিষ্কার হইল।

পথহারা হইওনা

প্রায়ই দেখা যায় যে, পথে একাকি ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় কোন দিকে যাইতেছ সে বিষয়ে খানিকটা উদাসীন হইয়া পড়। তোমার চলার পথে পতিত গাছ, পাথর, পর্বত প্রভৃতি নানা প্রকার বাধা পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়। সেই অবস্থায় অনেক সময়েই খানিকটা ঘুরিয়া যাওয়ার দরকার হইয়া পড়ে। ঘুরিয়া ঠিক কোন দিকে চলিয়াছে সেটা খুব সতর্কভাবে লক্ষ্য কর না। কেন জানি না, চলিবার সময় মানুষ স্বভাবতই খানিকটা ডান দিক ঘেসিয়া চলিতে থাকে। ফলে যখন তুমি মনে কর যে, তুমি ঠিক বরাবর অগ্রসর হইতেছ, তখন একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে যে তোমার ধারণা মোটেই ঠিক নয়। সূর্য, দিকনির্ণয়যন্ত্র বা অন্যান্য অভিজ্ঞান চিহ্নের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া চলিলে অনেক সময় দেখিবে যে, একটা প্রকাণ্ড বৃত্তের চারিদিকে তুমি ঘুরিতেছ।

এই অবস্থায় পড়িলে “কচিকদমেরা” হঠাৎ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে এবং মেজাজ ঠিক রাখিতে পারেনা। তখন তোমার উচিত ঠাণ্ডা মেজাজে মাথা ঠিক রাখিয়া চলা। তোমার নিজের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া পিছনদিকে ফিরিয়া যাওয়াই তখন বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তাহা না করিয়া প্রায়ই ছেলেনদেরকে দৌড়াদৌড়ি ও তাড়াহুড়া করিতে দেখা যায়। ইহার চেয়ে বোকামী আর কি হইতে পারে!

আরো একটা উপায় আছে। পথ হারাইয়া ফেলিলে যাহা খুশী তাহা না করিয়া কিছু লাকড়ি যোগাড় কর, তারপর তাহাতে আগুন ধরাইয়া দাও। আগুনের ধোঁয়া দেখিয়া তোমার সন্ধানকারীরা সহজেই তোমার অবস্থান বুঝিতে পারিবে।

সকল অবস্থাতেই তোমার প্রথম এবং প্রধান কাজ হইবে, দিশাহারা না হওয়া।

দিক ঠিক রাখা

ভ্রমণে অথবা টহলে বাহির হইলে প্রথমে দিকনির্ণয় যন্ত্রের সাহায্যে কোন দিকে যাইতেছে দেখিয়া লইবে। কোন দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেও ভুলিও না। সংগে দিকনির্ণয় যন্ত্রটি না থাকিলে কিংবা আকাশে সূর্য-কিরণ দৃষ্টি গোচর না হইলে বায়ুর গতি তোমাকে বিশেষ সাহায্য করিবে।

প্রত্যেক পাকা স্কাউট সকালে ঘর হইতে বাহির হইবার সময়েই বায়ুর গতি লক্ষ্য করে।

বায়ুর গতি খুব মৃদু হইলে এক মুঠো শুকনা ঘাস পাতা আকাশে নিক্ষেপ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। এক মুঠো শুকনা ধুলো এভাবে আকাশে ছুড়িলেও বায়ুর গতি ঠিক করিতে পারা যায়। তোমার বৃদ্ধাংগুষ্ঠ তোমাকে এ কাজে সাহায্য করিতে পারে। আংগুলটি মুখে পুরিয়া ভিজাইয়া নাও। তাহারপর এটাকে তুলিয় ধর। যেদিক হইতে বায়ু বহিতেছে, আংগুলের সেই দিকটা অধিকতর ঠাণ্ডা মনে হইবে।

অভিজ্ঞান চিহ্নের ব্যবহার

পথ অতিক্রমকালে যাবতীয় অভিজ্ঞান চিহ্নের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে। তাহা হইলে পথ ভুলিয়া যাওয়ার ভয় থাকিবেনা। পল্লী-অঞ্চলে, পাহাড়-পর্বত, সুউচ্চ গম্বুজ, মন্দিরের চূড়া, রং বেরং-এর গাছপালা, ফটক, মাটির টিবি, পুল-সাঁকো ইত্যাদি যে কোনো বিশেষ ধরনের বস্তুকেই অভিজ্ঞান চিহ্ন হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এইসব অভিজ্ঞান চিহ্নের সাহায্যে অনায়াসেই পিছন দিকে ফিরিয়া আসা যায়। অপর যে কোন লোককে বুঝাইয়া বলিলে সেও সেই বস্তুগুলির সাহায্যে সঠিক পথে অগ্রসর হইতে পারে।

তবে এইসব অভিজ্ঞান মনে রাখিতে হইবে। চলিবার সময় মাঝে মাঝে পিছনে ফিরিয়া তাকাইলেই ফিরিবার পথে সেইগুলি তোমার কাজে লাগাইতে পারিবে।

মনে কর, তুমি ট্রেনে চড়িয়া এইমাত্র কোন নূতন শহরে আসিয়াছ। মাটিতে পা দিয়াই দেখিয়া লও সূর্য কোথায় (অবশ্য দিনের বেলায়), আর চিমণীর ধোঁয়া কোন দিকে যাইতেছে। শহরের অভিজ্ঞান চিহ্নের প্রতি লক্ষ্য কর। এইক্ষেত্রে বিখ্যাত দালান কোঠা, গীর্জা, কলকারখানার চিমণী, রাস্তাঘাটের নাম, দোকান পাটের নামফলক প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিবে। তাহা হইলে অনেকগুলি

নাগি পথ পার হইয়া গিয়াও তুমি অবলীলাক্রমে স্টেশনের দিকে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইবে। কিছুটা অভ্যাস করিলেই এই কাজটা তোমার কাছে অতি সহজ হইয়া উঠিবে। অনেক লোককেই নূতন শহরে গিয়া দুই একটা অলিগলি পার হইলেই পথ হারাইয়া মিছামিছি ঘুরাফেরা করিতে দেখা যায়।

একাগ্রতার সহিত কাজ কর

স্কাউট (অগ্রণী) হিসাবে অথবা দল-প্রদর্শকরূপে কাজ করিবার সময় তোমার সমুদয় মনোযোগ ও চিন্তা কাজের দিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অগ্রসর হইতে থাক। ছোট বড় প্রত্যেকটা খুঁটিনাটির প্রতি সতর্কভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কাজের সময়ে আজবাজে কথা বলিলে কি বাজে বিষয় নিয়া মাথা ঘামাইলে অনেক কিছুই তোমার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবে। পাকা স্কাউটেরা খুব কম কথা বলে। তাহারা হাতের কাজ সমাধা না করিয়া অন্য কিছুই ভাবেনা।

কচিকদম স্কাউটেরা যখন প্রথম অভিযানে বাহির হয় তখন অগ্রণী স্কাউটদের সংগহীন মনে করতঃ আশ্বে আশ্বে তাহাদের কাছে যেসিয়া অনাবশ্যক আলাপ শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ভাবে ও ব্যবহারে কিংবা আকার ইংগিতে অগ্রণী স্কাউটকে বুঝাইতে হয় যে, কচিকদমের অযাচিত উপস্থিতি সেখানে অনাবশ্যক।

ছোটখাটো জাহাজে তোমরা একটা বিজ্ঞপ্তি দেবিয়া থাকিবে— “হাল-চক্রে কার্যরত লোকের সহিত কথা বলিওনা।” দলের পথ প্রদর্শক স্কাউটের ব্যাপারেও কথাটি খাটে।

দিক নির্ণয় যন্ত্রের ব্যবহার

আমার বিশ্বাস দিকনির্ণয় যন্ত্রের কাঁটাটি সম্বন্ধে তোমার ধারণা আছে। একটা বিশেষ দিক নির্দেশ করার পূর্ব পর্যন্ত এর স্বভাব হইল চারিদিকে ঘুরিতে থাকা।

কাঁটাটির প্রান্তভাগ যেই দিকটি নির্দেশ করে সেই পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকিলে তুমি এক সময় কানাডার উত্তরে উত্তর মেরু হইতে চৌদ্দশত মাইল দূরে এক



জায়গায় আসিয়া পৌঁছবে। কারণ এই যে, এ স্থানের খুব জোরালো চুম্বকশক্তি আছে। এই শক্তিই দিকনির্ণয়-যন্ত্রের কাঁটাকে আকর্ষণ করে এবং উহাকে 'চৌম্বক উত্তর' মুখী করিয়া রাখে।

দিকনির্ণয় যন্ত্র

'উত্তর' দিকনির্ণয় যন্ত্রের একটা দিকমাত্র। নাবিকদের উহার ষোলটা দিকই একবারেই মুখস্থ করিয়া রাখিতে হয়। ঝাউটদেরও তাহাই করা উচিত। উত্তর দিক সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ, উহাকেই আমরা প্রারম্ভিক-বিন্দু বলিয়া ধরিয়া লই। শুধু কাজের সুবিধার জন্য তাহা করা হইয়াছে, নতুবা দক্ষিণ দিককে বিন্দু ধরিয়ে নিলেও চলিত।

অভিযাত্রীরা কখনো কম্পাস নির্দেশিত দিকের ব্যবহার করে না। তৎপরিবর্তে তাহারা ডিগ্রির ব্যবহার করে। কারণ সেইটি অধিকতর নির্ভুল।

দিকনির্ণয় যন্ত্রের দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাইবে যে, উহাতে কেবল দিক চিহ্ন দেওয়া হয় নাই, ঘড়ির মত কতকগুলি ক্রমিক সংখ্যাও দেওয়া আছে। ইহার উত্তর দিকের শূন্য হইতে শুরু করিয়া চারদিক ঘুরিয়া মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬০ ডিগ্রি। সুতরাং যে কোন জায়গার নির্দেশ দিক নাম অথবা ডিগ্রির সংখ্যা উভয় রকমেই দেওয়া যাইতে পারে। এই রকমভাবে পূর্ব দিক ৯০ ডিগ্রি, দক্ষিণ দিক ১৮০ ডিগ্রি, পশ্চিম দিক ২৭০ ডিগ্রি ইত্যাদি---। দক্ষিণ-পূর্ব দিক না বলিয়া ১৩৫° বলা যাইতে পারে।

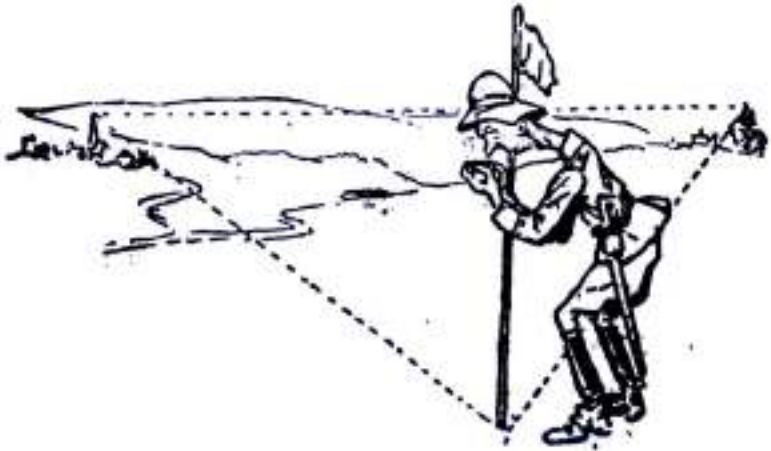
ব্যবহারিক জীবনে কম্পাসের সাহায্য

আমার সৈনিক জীবনের গোড়ার দিকে দিকনির্ণয় যন্ত্রের ব্যবহারিক জ্ঞান বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

ব্যাপারটি নিম্নরূপ :-

কয়েকজন তরুণ কর্মচারীর সংগে আমারও জরীপ কাজের পরীক্ষা হইতেছিল। কম্পাসের সাহায্যে জরীপ করিতে হইবে একটা বিশেষ জায়গা। প্রথম এক বিন্দু হইতে শুরু করিয়া আর এক বিন্দু পর্যন্ত মাপ নিতে হইবে। সেখান হইতে আবার তৃতীয় বিন্দু পর্যন্ত। কেউ যদি নির্ভুলভাবে তাহা করিতে পারে, তবে এই শেষোক্ত মাপ আমাদের প্রথম বিন্দুতে পৌঁছাইয়া দিবে।





দিকনির্ণয় যন্ত্রের ব্যবহারের অর্থ সময়ে নির্ভুল মাপ গ্রহণ করা।

নির্ভুলভাবে যন্ত্রটি ব্যবহার করিতে গেলে যথেষ্ট সাবধানতার দরকার। যদি ব্যবহারে চুল পরিমাণ ভুলও হইয়া যায়, তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। আমাদের দলে মাত্র একজনের জরীপ পুরোপুরী নির্ভুল হইয়াছিল। সে লোকটি কে তাহা অনুমান করিতে পার।

এই কাজটি ছিল আমার পক্ষে জলের মত সোজা।

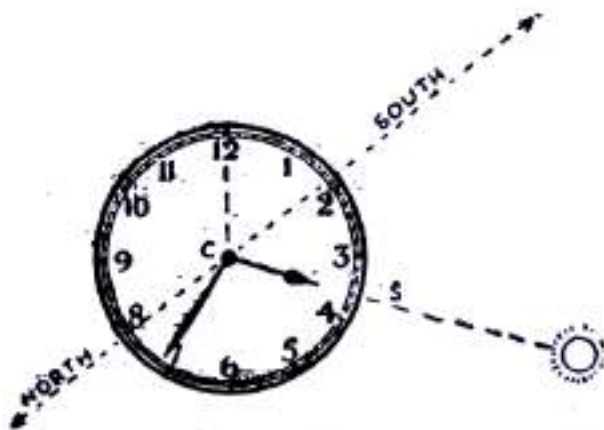
ইহার ফলে এবং আরো অনেক বিষয় সুনাম অর্জনের দ্বারা আমার কাজের উন্নতির সাথে বেতন বাড়িয়া গেল। সেই টাকা দিয়াই আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোড়াটি খরিদ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

দিকনির্ণয় যন্ত্র ছাড়া উত্তর দিক নিরূপণ

উত্তর দিক দুই রকম। দিকনির্ণয় যন্ত্রের সাহায্যে তোমরা যে উত্তর দিক নিরূপিত কর উহাকে বলা হয় চৌম্বক উত্তর। ইহা ছাড়াও ভূপৃষ্ঠের উচ্চতম পর্যায়ে উত্তরমেরু প্রদেশে আরেকটি উত্তর দিক আছে। আসলে উহাই ঠিক উত্তর দিক এবং সম্ভবতঃ এই কারণে উহাকে “বাস্তব উত্তর দিক” বলা হইয়া থাকে।

সূর্যের সাহায্যে উত্তর দিক নিরূপণ

চৌম্বক উত্তর দিক নিরূপণের জন্যে দিকনির্ণয় যন্ত্রের আবশ্যিক। সেই যন্ত্রটি না থাকিলে দিনের বেলা সূর্যই তোমাকে খাঁটি উত্তর দিকের খবর বলিয়া দিবে। তাহা হইতেই তুমি অন্যান্য দিক নিরূপণ করিতে পারিবে।



আকাশে সূর্য দেখা গেলে ঘড়ির সাহায্যে দিক নির্ণয় করিতে পারিবে।

ভোরে ছয়টার সময় সূর্য থাকে পূর্ব দিকে। নয়টার সময় থাকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে, দুপুরে দক্ষিণে, অপরাহ্ন তিনটায় দক্ষিণ-পশ্চিমে আর সন্ধ্যা ছয়টায় পশ্চিম দিকে। শীতকালে ছয়টার পূর্বেই সূর্য অস্ত যায়। কিন্তু অস্তগমনকালে তখন ঠিক পশ্চিমে দিকে অদৃশ্য হয়না। এই নিয়ম উত্তর গোলার্ধ সম্পর্কে প্রযোজ্য। দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক এই রকম নয়। সেখানে ভোর ছয়টায় সূর্য থাকে পূর্ব দিকে, নয়টায় উত্তর পূর্ব, দুপুরে উত্তরে, তিনটায় উত্তর পশ্চিমে আর সন্ধ্যা ছয়টায় পশ্চিম দিকে।

প্রাচীনকালে ফিনিসিয়ানরা জলপথে আফ্রিকা ঘুরিয়া আসিবার সময় লক্ষ্য করিত সূর্য তাহাদের বা-দিক হইতে উঠে। তখন তাহারা যাইত দক্ষিণ দিকে। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিত যে, তাহারা এমন এক অদ্ভুত দেশে গিয়াছিল, যেখানে সূর্য উঠে উল্টো দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে। আসল কথা তাহারা উত্তরমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আবার উত্তর দিকে রওয়ানা হইত, আফ্রিকা মহাদেশের পূর্বদিক ঘেসিয়া।

সূর্যের সাহায্যে দিনের বেলা যেকোন সময় দক্ষিণ দিক নিরূপণ করা সম্ভবপর।

ইহা করিতে হইলে তোমার হাত ঘড়িটির সম্মুখভাগে উপরের দিক করিয়া ধর, উহার উপর যেন সূর্যরশ্মি পতিত হয়। তারপর ঘড়িটিকে ঘুরাইতে থাক। যখন দেখিবে ঘণ্টার কাঁটাটি সূর্যের ঠিক উপরে আসিয়াছে, তখনই থাম, কেন্দ্র থেকে বার সংখ্যাটি পর্যন্ত একটি কাল্পনিক রেখা অংকন করার পরে ঘণ্টার কাঁটার সাথে উক্ত রেখার সমন্বয়ে একটি কোণ উৎপন্ন হইল। এইবারে একটা পেন্সিল

কিংবা কাঠি দিয়া সেই কোনটিকে সমান দুইভাগে বিভক্ত কর। সেই পেনসিলটি যে-দিক নির্দেশ করে উহাই দক্ষিণ দিক। কেবলমাত্র উত্তর গোলার্ধেই এই নিয়ম খাটে। দক্ষিণ গোলার্ধের বেলায় ঘণ্টার কাঁটার পরিবর্তে বার সংখ্যাটিকে সূর্যের দিকে ঘুরাইয়া ঠিক কর। তারপর আগের মত উৎপন্ন কোণটিকে ভাগ করিলেই দক্ষিণ দিক পাইবে।

তারকার সাহায্যে উত্তর দিক

আকাশে এমন কতগুলি তারকাপুঞ্জ আছে যাহাদের সমবায়ে মানুষ কিংবা অন্যান্য জীবজন্তুর আকৃতি সূচিত হইয়া থাকে। সেই অনুসারেই ইহাদের নামকরণ হইয়াছে।

'হলপুঞ্জ' বা সপ্তর্ষিমণ্ডল বেশ সহজে চিনিতে পারা যায়। ইহার আকৃতি কতকটা হাল বা লাংগলের ন্যায়। স্কাউটের পক্ষে এই তারাগুলি চিনিয়া রাখা অত্যন্ত জরুরী। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে এই তারাগুলি উত্তর দিক নির্দেশ করে। লাংগল 'বৃহদ ঋক্ষো'র অংশ। বৃত্তাংশের আকারে যে চারিটি নক্ষত্র আছে উহা ভালুকের লেজ।

আমার জ্ঞাত ভালুকদের মধ্যে ইহার লেজই কেবল লম্বা।

ধ্রুব নক্ষত্র

লাংগলের দুইটি তারকার নাম 'প্রদর্শক'। তাহারা নির্দেশ করে ধ্রুব তারা। কোন দিকে, উহা 'ক্ষুদ্র ভালুক'ের লেজের শেষ তারকা। সমস্ত রাশি নক্ষত্র আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু ধ্রুবতারা উত্তর আকাশে স্থির থাকে।

ওরিয়ন

আর একটি নক্ষত্রপুঞ্জকে বলা হয় Orion বা আদম সুরাত। উহার আকৃতি



লাংগলের দুইটি তারকা ধ্রুব তারা প্রদর্শন করে।

অনেকটা মানুষের মত। উক্ত আদম সুরাতের কোমরে আছে কোমরবন্ধ, আর সেই কোমরবন্ধ হইতে ঝুলিতেছে একটা তলোয়ার। তিনটি ক্ষুদ্র তারকার সমবায় গঠিত তলোয়ারের সাহায্যে তুমি অনায়াসে বলিয়া দিতে পার-কোনটা উত্তর দিক। কারণ - Orion ও তার তলোয়ার সর্বদাই উত্তরদিক নির্দেশ করে। তরবারীর নীচে ডাইনে ও বামে দুইটি তারকা উহার পা; কোমরবন্ধের উপরের দিকে দুইটি তারকা উহার দুই হস্ত এবং উহাদের মধ্যখানে তিনটি ছোট তারা উহার মস্তক।

দক্ষিণ আফ্রিকার জুলুরা Orion এর তলোয়ার ও ঝাপকে "Ingolubu" বলিয়া থাকে। ইহার অর্থ তিনটি শিকারী কুকুর তিনটি শূকর ছানাকে তাড়া করিতেছে। পূর্ব আফ্রিকার মাসাই (Masai) সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে, Orion এর তলোয়ারের তিনটি তারকা তিনটি অবিবাহিত যুবক এবং তাহাদের তাড়া করিতেছে তিনজন বৃদ্ধা কুমারী। পৃথিবীর স্কাউটেরা বিভিন্ন নামে ওরিয়ানকে চিনে।

Orion বা আদম-সুরত সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, ধ্রুব নক্ষত্রটি আকাশের কোনদিকে আছে, ইহার সাহায্যে অনায়াসেই তুমি তাহা বুঝিতে পার। তুমি পৃথিবীর উত্তরাংশ বা দক্ষিণাংশ যেখানেই থাকনা কেন, আদমসুরতকে দেখিতে তোমাকে মোটেই বেগ পাইতে হইবেনা।

তোমার লাঠিটি আকাশে উঁচিয়ে ধরা।

Orion এর কোমরবন্ধের কেন্দ্রীয় তারকাটি হইতে উহার মাথার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া লাঠিখানি সামনের দিকে চলাইতে থাক। সম্মুখের দুইটি বড় তারকা ভেদ করিয়া উহা তৃতীয় একটি তারকায় আসিয়া ঠেকিবে। সেই তৃতীয় তারকাটিই ধ্রুব নক্ষত্র।

Southern Cross (দক্ষিণ ক্রুশ)

পৃথিবীর দক্ষিণাংশে-দক্ষিণ আফ্রিকায়, দক্ষিণ আমেরিকায়, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় লাংল (Great Bear বা Plough) দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই সব

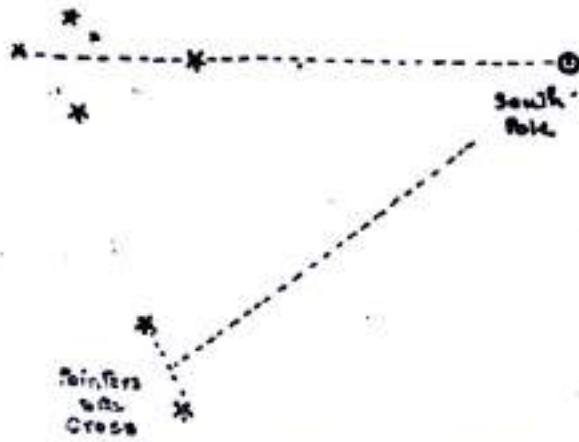


ওরিয়ানের মধ্য দিয়া একটি রেখা টানিলে অবশেষে ধ্রুবতারার পৌঁছাইবে

দেশে "Southern Cross" দক্ষিণ ক্রুশ দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে।

ছবিটি দেখ-

দক্ষিণ ক্রুশ



দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ ক্রুশ দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে।

যদি ক্রুশের দীর্ঘ দণ্ডের এক রেখার 'ক' অক্ষরের দিকে দৃষ্টি পরিচালনা কর, এবং দণ্ডের দৈর্ঘ্যের প্রায় তিনগুন দূরে দৃষ্টি স্থাপন কর, তবে তুমি প্রায় ঠিক দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করিবে। অথবা ক্রুশ প্রদর্শন তারকা দুইটি সংযোজক রেখার মধ্য বিন্দু হইতে খাড়াভাবে একটি রেখা 'খ' কল্পনা কর, তবে এই 'খ' রেখা এবং কল্পিত 'ক' রেখা যে-বিন্দুতে মিলিত হইবে তাহাই দক্ষিণ দিক।

আবহাওয়া সম্বন্ধে জ্ঞান

প্রত্যেক স্কাউটেরই আবহাওয়া সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান থাকা উচিত। বিশেষ করিয়া শিবিরবাস করিবার সময়। প্রাকৃতিক সংকেতগুলি জানা থাকিলে অনেক সুবিধা হয়। তাহাদের বায়ুমান-যন্ত্রের (Barometer) পঠনের জ্ঞানও খুবই দরকারী।

নিম্নের সংকেতগুলো মনে রাখিবে :-

রাতে ধরা হোলে লাল,
দিন ভালো হয়, আসছে কাল।
রাঙা-প্রভাত, জলে ভরা,
আসছে নেমে বৃষ্টি ধারা।
হল্‌দে সাঁঝে বাতাস বয়,



মলিন হলে বৃষ্টি হয় ।
 ভোরে শিশির-কুজ্বাটিকা-
 আকাশ পথে আলোর লিখা ।
 দিক্ চক্রে নেইক ভার,
 দিনটা হবে পরিষ্কার ।
 সূর্যি উঠে মেঘের পারে,
 প্রবল বেগে হাওয়া ছাড়ে ।
 হাল্কা কোমল মেঘ আকাশে
 দিনের কোলে সূর্যি হাসে ।
 কঠিন মেঘে অনেক ভয়,
 ঝড় হবে তা'সুনিশ্চয় ।
 বৃষ্টির আগে ভাগে, হয় যদি ঝড়
 পাল তুলে তরী চলে নাহি ভয় ভয়
 ঝড়ের আগেতে যদি হয় বর্ষণ
 পালটি গুটিয়ে নাও করিয়া যতন ।

-০-

পথ সঙ্কানে উপদলের অনুশীলন কার্য

যখনই সম্ভব কম্পাস নির্দেশিত দিক ব্যবহার করিবে। যেমন ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে এবং তাঁবু-পরিবেশের পূর্ব দিকে।

কম্পাস নির্দেশিত পথে চলিবার অভ্যাস করিবে যে কোন একটি দিক (যেমন উত্তর-পূর্বে) ধরিয়া অগ্রসর হও। যেকোন অভিজ্ঞান বস্তুকে বাছিয়া লও। যথা বৃক্ষ, টিবি, প্রস্তর। সেগুলি প্রদত্ত দিকের সংগে এক লাইন হওয়া চাই। তবে খুব দূরে যেন না হয়। সেই সীমারেখা পর্যন্ত হাঁটিয়া চল। ভাল করিয়া আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত এই কাজটি বারংবার করিতে থাক;

তাহার পরে দিক ছাড়িয়া ভিথীর হিসাবে আরও অনুশীলন চালাইতে থাক।

ঘড়ির সাহায্যে কম্পাস নির্দেশিত দিক নির্ণয় কর। তারকার সাহায্যেও তাহা অভ্যাস করিবে।

বিভিন্ন পথে দলগুলিকে কম্পাস নির্দেশিত পথে পরিচালিত করিয়া একত্রিত হইবার আদেশ দাও।

সম্ভব হইলে রাত্রির আকাশে তারকাপুঞ্জগুলি দেখাও। Great Bear, ক্রুব-
নক্ষত্র ও আদমসুরতকে চিনিয়া লও।

চোখ বাঁধিয়া দিনের বেলাও রাত্রির মত চলাফেরা করার অভ্যাস করা যায়।
এই কাজে লাঠি ব্যবহার করিবে।

স্থানীয় মানচিত্র সংগ্রহ করিয়া মানচিত্র পঠন ও পথ নিরূপণ অভ্যাস কর।

পথ সন্ধান সম্পর্কিত খেলা

মানচিত্র অনুসরণ- পেট্রোল সজ্জায় একদল স্কাউটকে কোন অচেনা শহরে
কিংবা কোন জটিল পল্লীগ্রামে লইয়া যাও। সংগে সেই জায়গার একটা মানচিত্র
থাকা চাই। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া তাহারা সংকেত বার্তা লিখিত একটি খাম
খুলিয়া পড়িবে। সেই লিপিতে তাহাদের অবস্থান এবং গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে ইংগিত
 থাকিবে। সাইকেল আরোহী হইলে সাত মিনিট আর পদাতিক হইলে পনের মিনিট
পর পর নেতার পরিবর্তন হইবে। কেবলমাত্র ম্যাপ দেখিয়াই প্রত্যেকে পথ ঠিক
করিয়া লইবে। দক্ষতার জন্য নম্বর দেওয়া হইবে।

পর্বতের উপরে খেলা

খুব সকালে তিনজন স্কাউটকে খরগোস নাম দিয়া আত্মগোপন করিবার জন্য
পর্বতে পাঠাইয়া দাও। আধ ঘণ্টা (নাশতা খাওয়ার) পরে আর একদল স্কাউটকে
'শিকারী কুকুর' আখ্যাদিয়া খরগোসদের খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য পাঠাও। কথা
 থাকিবে কোন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে, যেমন বেলা ৪ টার পূর্বে উহাদের খুঁজিয়া
বাহির করিতে হইবে। দূরে কোন একজন খরগোসকে কেহ দেখিতে পাইলেও
চলিবে কিন্তু তাহার নাম বলিতে হইবে। কোন নির্দিষ্ট সীমা রেখা অতিক্রম করিলে
অতিক্রমকারীকে মত বা নিয়ম ভংগকারী বলিয়া বাতিল করা হইবে।

পদব্রজে ভ্রমণ

অপরিচিত বন প্রান্তরে পদব্রজে ভ্রমণের ব্যবস্থা কর। প্রত্যেক স্কাউট স্বীয়
জিনিসপত্র ও খাদ্য পাক করিয়া নিজেই বহন করিবে। প্রথম স্কাউট ২০০ শত গজ
যাওয়ার পর অপর স্কাউটেরা যাত্রা করিবে এবং স্কাউট চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত পথ
অনুসরণ করিবে। খালের উপর সাঁকো তৈয়ার করিবে। কিংবা ভেলা প্রস্তুত করিয়া
হ্রদ পার হইবে। জলাভূমি কাষ্ঠখণ্ডের উপর দিয়া পার হইবে।

স্কাউটদিগকে পৃথকভাবে দিক নির্ণয় ও দূরত্বের অনুমান শিক্ষা দিবার জন্য
প্রত্যেককে বিভিন্নদিকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে পাঠাও। "দুই মাইল উত্তর -পূর্বদিকে



(শিবির বাসের সামান সুন্দরভাবে গছাইয়া বাঁধিতে শিক্ষা করিবে। আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকায় বোঝা বহনের সুবিধার জন্য রশি দ্বারা উহাকে মাথার সহিত বাঁধিয়া লওয়া হয়।)

যাও। তুমি ঠিক কোন স্থানে আছ সেই সম্বন্ধে বিবৃতি লেখ,—রেখা মানচিত্র আঁকিয়া ব্যখ্যা করিবে। যত শীঘ্র সম্ভব তোমার বিবরণ আনিয়া দাখিল কর।” পরে সরকারী মানচিত্রের সাহায্যে বা অন্য উপায়ে পরীক্ষা কর সে নির্দেশিত দিক ও দূরত্বের কতটা ব্যতিক্রম করিয়াছে।

স্কাউটদিগকে জোড়ায় জোড়ায় বাহিরে পাঠাও। প্রত্যেক জোড়া অপর জোড়ার সহিত প্রতিযোগিতা করিবে। প্রত্যেক জোড়া বিভিন্ন পথে যাত্রা করিবে কিন্তু একই লক্ষ্যের দিকে। মানচিত্রের সাহায্যে পথ খুঁজিয়া লইবে এবং পথে অন্যেরা দেখিতে না পায় এইভাবে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইবে। ইহাতে মানচিত্রের ব্যবহার, গ্রামগুলোর ধারণা, গোপনভাবে চলিবার অভ্যাস, সতর্ক পর্যবেক্ষণে ইত্যাদি বিকাশ লাভ করিবে।

সময় বিচার শিক্ষা দিবার জন্য স্কাউটদিগকে পৃথকভাবে বিভিন্ন দিকে পাঠাও। প্রত্যেকের হাতে এক টুকরা কাগজ দিবে। উহাতে লেখা থাকিবে তাহাকে কতক্ষণ বাহিরে থাকিতে হইবে—যথা কেহ সাত মিনিট, কেহ দশ মিনিট ইত্যাদি।

যাত্রার সময়টা সঠিকভাবে লিখিয়া রাখিবে, এবং প্রত্যেক স্কাউটের ফিরিয়া আসিবার সময় আবার লিখিবে এবং মিলাইয়া দেখিবে কতখানি সময় প্রকৃতপক্ষে সে বাহিরে ছিল। স্কাউটরা ঘড়ি দেখিবেনা এই শর্ত তাহাদের সম্মানের উপর বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে।

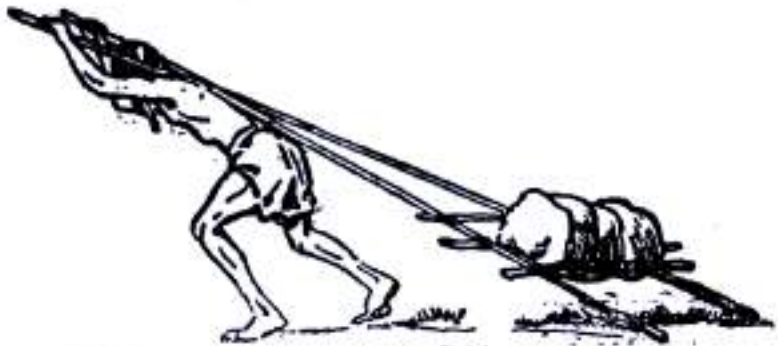
উত্তর দিক নিরূপণ

স্কাউটদের ত্রিশ গজ দূরে দূরে দাঁড় করাইবে। প্রত্যেকেই ঠিক উত্তর দিকের কোন একটা বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া নিজ নিজ লাঠিটি মাটির উপরে রাখিবে। এইদিক নিরূপণের কাজে কোন যন্ত্রের ব্যবহার চলিবেনা। তৎপর লাঠির কাছ হইতে তিন কদম পিছনে আসিয়া দাঁড়াইবে, বিচারক তখন দিগনির্ণয় যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিবেন। যাহার লাঠি সবচেয়ে ঠিকভাবে উত্তরমুখী রাখা হইয়াছে, সেই জিতিবে, এই খেলা রাত্র কিংবা দিনের বেলা সূর্য অদৃশ্য থাকাকালীন বেশ চমৎকার হয়।

রাত্রির টহলদারী

রাত্রে পাহারার কাজ করিয়া স্কাউটদের শ্রবণ ও দর্শন শক্তিকে শাণিত করিতে পারে। সাত্ত্বীরা কোথাও দাঁড়াইয়া থাকিবে বা এদিক ওদিক পায়চারি করিবে। আর একদল চুপি চুপি যতটা সম্ভব তাহাদের কাছে অগ্রসর হইবে। সাত্ত্বীদের কেহ কোন

শব্দ ওর্নিলেই
ডাক দিবে বা
বাঁশী
বাজাইবে।
তৎক্ষণাৎ
পূর্বোক্ত
স্কাউটটি
ধামিয়া স্থির
হইয়া
থাকিবে।
বিচারক



(লাঠি বাঁধিয়া এক প্রকার ঝাকা তৈয়ার করিয়া রেড ইন্ডিয়ানরা তাহাদের সামান্য তৈয়ার করিত।)

কোন দিক থেকে শব্দ আসিয়াছিল সাত্ত্বীকে জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহার উত্তর ঠিক হইলে সে জিতিবে। আগমনকারী স্কাউট অদৃশ্য অবস্থায় সাত্ত্বীর পনের গজের সীমানার মধ্যে আসিয়া কোন বস্তু, যেমন রুমাল, মাটির উপরে রাখিয়া ফের চলিয়া যাইবে। তৎপর সে একটা শব্দ করিয়া সাত্ত্বীকে বিপদসূচক ধ্বনি করিতে বাধ্য করিবে। বিচারক তখন সেখানে আসিলে আগমনকারী বলিবে যে, সে কাজ সমাধা করিয়াছে। এই খেলা দিনেও চলে। সেই ক্ষেত্রে সাত্ত্বীর চোখ বাঁধিয়া নিতে হয়।

কম্পাসের খেলা

আটটি লাঠি মাটিতে তারকা আকৃতিতে রাখ। সবগুলোই কেন্দ্র হইতে বিকীর্ণ হইয়া আসিবে। তারমধ্যে একটা ঠিক উত্তর দিক নির্দেশ করিবে। প্রত্যেক স্কাউট লাঠির বাইরের দিকটায় দাঁড়াইবে এবং আটটি প্রধান দিক হিসাবে বিবেচিত হইবে।

স্কাউট মাস্টার তখন যে কোন দুইটি দিকের নাম ডাকিবেন—যেমন দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর। তৎক্ষণাৎ সেই দুইজন স্কাউট জায়গা বদল করিবে। উহারা লাঠি ডিঙাইয়া যাইবেনা, বরঞ্চ বৃত্ত পরিক্রম করিয়া যাইবে। নাম-ডাকা হয় নাই এমন কেহ স্থান পরিবর্তন করিলে অথবা কেহ ভুল জায়গায় উপস্থিত হইলে, এক নম্বর হারাইবে। এই ভাবে যে স্কাউট তিন নম্বর হারাইয়াছে সে সরিয়া দাঁড়াইবে।

খেলা-কিছুক্ষণ চলার পর কতকগুলি জায়গা খালি হইবে। বাদবাকি ছেলেদের পক্ষে তখন খেলাটি আরও জটিল হইয়া উঠিবে।

আরও জটিল করিতে হইলে আট দিকের পরিবর্তে যোলাটি দিকই লওয়া যাইতে পারে।

কম্পাসের নকসা মাটিতে আঁকিয়া এই খেলাটি ঘরের ভিতরেও খেলা সম্ভব।
বিপদ : চোর ধর

ঘরের ভিতরে বা তাঁবুতে ভোর বেলা একটা লাল রঙের ছেঁড়া কাপড় লটকাইয়া রাখ। স্কাউটেরা যখন খেলায় বা কাজে ব্যস্ত থাকে তখন বিচারক (Umpire) প্রত্যেকের কাছে গিয়া বলিবেনঃ “তাঁবুতে চোর ঢুকিয়াছে।” শুধুমাত্র একজনের কাছে বলিবেনঃ “তাঁবুতে চোর ঢুকিয়াছে আর সে তুমিই।” তখন তিনি চোরকে মাইল খানেক দূরে একটা পরিচিত জায়গার কথা বলিয়া দিবেন সে-স্কাউটটি তখন বুঝিতে পারিবে যে, আগামী তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তাহাকে লাল নেকড়াটি চুরি করিয়া উল্লেখিত স্থানে লইয়া যাইতে হইবে। কে চোর, কখন সে চুরি করিবে এবং কোথায় যাইবে তাহা কেহই জানেনা। যখনই কোন স্কাউট দেখিবে যে নেকড়াটি চুরি গিয়াছে, সে বিপদ-সূচক ধ্বনি করিবে। যে যেখানেই থাকুক এবং যাহাই করুক, তৎক্ষণাৎ চোরের অনুসরণ করিবে। যে স্কাউট সকলের আগে নেকড়াটি বা উহার কোন টুকরো খুঁজিয়া বাহির করিবে, সে-ই জিতিবে। আর যদি কেহ তাহা না পারে, তবে চোরের জিত। তাহাকে কিন্তু নেকড়াটি গলায় জড়াইয়া রাখিতে হইবে, পকেটে লুকাইয়া রাখা চলিবেনা।

গ্রামাঞ্চলে জরীপ

শিবির স্থাপনের পর সর্বপ্রথম কর্তব্য হইল চতুর্দিকস্থ অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করা। উপদলীয় প্রতিযোগিতার পক্ষে ইহা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বিষয়।

প্রত্যেক উপদল-নেতাকে একখানা কাগজ দেওয়া হইবে চারিদিকের দুই মাইলব্যাপী বা অনুরূপ নক্সা তৈয়ার করিতে। সে তখন নিজের স্কাউটদিগকে চারিদিকে পাঠাইয়া সর্বপ্রকার খবর সংগ্রহ করিবে, লক্ষ্যণীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে—যথা রাস্তা, রেলপথ, নদীনালা ইত্যাদি। যে দিকের কাজ কঠিন সেই দিকে অবশ্য উত্তম স্কাউট পাঠাইবে। স্বীয় স্কাউটদের প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই প্রত্যেক উপদল-নেতা তাহার মানচিত্র আঁকিবে।

যে-উপদল নেতা সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠতম মানচিত্র স্কাউট শিক্ষকের কাছে দাখিল করিবে সেই পেট্রোলই জিতিবে।

- : 0 : -



Rover Library





তাঁবু জলসা কাহিনী-৬ষ্ঠ সাগর ও বিমান স্কাউট

জীবন-তরী চালক- সম্ভরণ-নৌকাবিহার- বিমান স্কাউটিং- সামুদ্রিক খেলাধুলা ।

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাসাগরের উপকূল ভাগে জীবনতরী পরিচালনার কাজে নিযুক্ত নাবিকদের চাইতে নির্ভিকতর বীর সত্যিকার স্কাউট দুনিয়ায় আর কেহ নহে । বাটিকা সংকুল দুর্যোগের সময় সকল বিপদ আপদকে তুচ্ছ করিয়া যে কোন মুহূর্তে অন্যের জীবন রক্ষার জন্য তাহাদের প্রস্তুত থাকিতে হয় । তাহাদের কাছে এইসব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই তাহারা এই সকল কাজ করে বলিয়া আমাদের কাছে উহা সাধারণ ঘটনা বলিয়াই মনে হয় । তবু তাহাদের এই বিরোচিত মহান কার্যের জন্য প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না ।

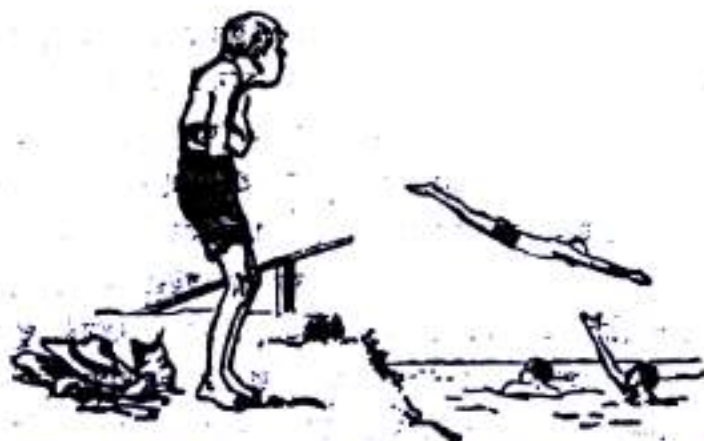
অত্যন্ত সুখের বিষয় যে আজকাল অনেক স্কাউটই সাগর স্কাউটের কাজে উৎসাহের পরিচয় দিতেছে । নৌচালনা ও নাবিকের কাজ শিখিয়া নাবিক হিসেবে তাহারা কেহ স্বদেশের সেবা করিতে, কেহ বা আন্তর্জাতিক তেজারতি জাহাজে

অথবা সমুদ্রোপকূলে জীবনতরী চালকের কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

জাহাজের জীবন যাত্রা স্বর্ণের মত সুখের আবার নরকের মত দুঃখের উভয়ই হইতে পারে। উহা নাবিকদের উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। তাহারা অশিষ্ট, অভিযোগশীল ও অপরিপাটি হইলে সমগ্রদলে অশান্তির সৃষ্টি করে। যদি তাহারা প্রকৃত স্কাউট ভাবাপন্ন হয়—সব কাজ সানন্দে সম্পন্ন করিতে দৃঢ় সংকল্প হয়, পরস্পরকে সাহায্য করে এবং নিজের নিজের জায়গা পরিপাটি রাখে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই সুখী পরিবার গড়িয়া সামুদ্রিক-জীবনকে উপভোগ করিতে সক্ষম হইবে।

সম্ভরণ

প্রত্যেক বালকেরই সাঁতার শিক্ষা করা উচিত। এমন অনেক বালকের কথা জানি যাহারা প্রথমবারের চেষ্টাতেই সাঁতার কাটিতে শিখিয়া ফেলে। কাহারও আবার শিখিতে কিছুটা সময় লাগে। আমার নিজের বেলাও এইরূপ হইয়াছিল। আমি প্রথম অবস্থায় কিছুটা অসুবিধায় পড়িয়াছিলাম। আমি মনে মনে হয়ত পানিকে কিছুটা ভয় করিতাম। কিন্তু একদিন অথই পানিতে থই হারাইয়া খুব স্বচ্ছন্দেই আমি সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করি। ইতিপূর্বে আমি কঠোর চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং সংগ্রামও কম করি নাই, কিন্তু সেদিন বুঝিতে পারিলাম যে



(এক নম্বর কচিকদম হাঁদারাম হ্রদের তীরে। হাঁদারাম ছাড়া সকলে মগ্ন আনন্দে লক্ষ্য রূপে জলকেলী করে সানন্দে হাঁদারাম শুধু জানেনা বেকুফ দাঁড়ায় হ্রদের পারে।)

অনর্থক তাড়াহুড়া না করিয়া ধীর স্থিরভাবে এই কাজটি করিতে হয়। সেই দিন হইতেই আমি পানিকে ভালবাসি এবং সহজেই সাঁতার শেখা আয়ত্তে আসে।

প্রথমাবস্থায় তোমাদেরও প্রায় কুকুরের মত সাঁতার কাটার চেষ্টা করা দরকার— তাহার অর্থ পানির উপর হামাগুড়ি দিয়া চলার মত। হঠাৎ বুকে সাঁতারের চেষ্টা করিওনা। কুকুরের মত পা ছুঁড়িয়া সাঁতার কাটার সময় প্রথম প্রথম তোমার পেটের নীচে হাত রাখিয়া ভাসাইয়া রাখিবার জন্য কোন বন্ধুকে সংগে রাখিতে হইবে।

অবগাহন এক চমৎকার মজার ব্যাপার। সংগে সংগে যদি সাঁতার কাটা যায় তবেত কথাই নাই। যে ব্যক্তি সাঁতার না জানার দরুন অগভীর পানিতে সাঁতারের অভিনয় করে এবং বন্ধুরা যখন সমুদ্রবক্ষে অভিযানে যায় বা নদীর শ্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন তাহাদের সংগে যোগদান করিতে পারেনা— তাহার মত বোকা আর দ্বিতীয়টি নাই।

নিছক আমোদ প্রমোদ ছাড়াও ইহার মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে।

তুমি সাঁতার না জানিলে অন্য ছেলেদের তোমাকে সংগে লইয়া নৌকা ভ্রমণে যাওয়া উচিত হইবেনা। নৌকা উলটিয়া গেলেও সবাই সাঁতার জানিলে কিছু যায় আসেনা। কিন্তু সাঁতার-না-জানা কেহ থাকিলে তাহাকে পানির উপরে ভাসাইয়া রাখিতে অন্যদের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে।

এমন ভয়ংকর সময় আসিতে পারে যখন তুমি কাহাকেও জলমগ্ন হইতে দেখিবে অথচ তুমি একেবারেই অসহায়। পাকা সাঁতার হইলে ঝটপট জলে লাফাইয়া লোকটিকে কায়দা মাফিক ধর, এবং তীরে উঠাইয়া আন। তবেই তোমার দেশের একজন লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে। আর যদি তুমি সত্যিই সাঁতার না জান? ভেবে দেখ তখন তোমার কি অবস্থা। তোমারই মত আর একজন মানুষ যখন তার জীবনের জন্য মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করিতেছে, তখন শুধু সাহায্য প্রার্থনা করার চেয়েও ভাল কাজ করার মত যোগ্যতা তোমার থাকা উচিত। লোকটি তোমার চোখের সামনে ক্রমশঃ দুর্বলতর হইয়া আসিতেছে। সে এক দুঃস্বপ্ন। এই স্বপ্ন তোমার সারা জীবনের। যখনই তুমি ভাবিবে যে, তোমারই আংশিক দোষের জন্য সে হতভাগ্য ডুবিয়া মরিয়াছে— তখন? না? সে কথা কল্পনাও করা যায়না। বুদ্ধিতে পারিতেছ; তোমার দোষ কোথায়? তুমি যদি বাস্তবিকই ভাল স্ক্লেট হইতে এবং সাঁতার জানিতে, তবে নিশ্চয় তাহাকে বাঁচাইতে পারিতে।

নৌকা চালান

তোমার বাসস্থান জলের দেশে হইলে নৌকা চালান নিশ্চয়ই তোমার জানা উচিত। জাহাজের পাশাপাশি কি করিয়া নৌকা চালাইতে হয়, সেটা জানা তোমার নেহায়েত দরকার। এইরূপ অবস্থায় দাঁড় টানিয়া অথবা বৈঠা চালাইয়া অনেকটা জায়গা চক্কর দিয়া কাছে আসিতে হয়। এমনভাবে চালাইতে হইবে যেন তোমার নৌকাটি জাহাজের পাশাপাশি থাকে, উহার সম্মুখভাগ জাহাজের গলুইয়ের দিকে অগ্রসর হয়। অন্যথায় স্রোতের অনুকূলেও চালাইতে পার। তোমাকে নৌকার অন্যান্য দাঁড়িদের সাথে সমান তালে দাঁড় টানিতে হইবে। জোড়া দাঁড়ের সাহায্যে কিংবা পশ্চদিক হইতে বৈঠা গুড়ি দিয়াও নৌকা চালাইতে পার। দাঁড় টানার সময় উহা যখন জলের উপরিভাগে উঠে, তখন দাঁড়ের চেপ্টা অংশটি চীৎ করে চালাইবে। তাহা হইলে বাতাসে ধাক্কা লাগিয়া উহার দ্বারা নৌকার গতি ব্যাহত হইতে পারিবেনা। কুণ্ঠীকৃত রশি কি ভাবে ছুঁড়িয়া ফেলিত হয় এবং অপর নৌকা হইতে ছুঁড়িলে কিভাবে তাহা ঝটপট বাঁধিয়া নিতে হয় তাহাও জানা দরকার। জলমগ্ন ব্যক্তির নিকট কিভাবে জীবন-বয়া নিষ্ক্ষেপ করা হয় সেইটাও জানিতে হইবে।

হাতের কাছে যেসব বস্তু পাওয়া যায়— যেমন কাঠের তক্তা, গাছের গুড়ি, ডালপালা, খড়কুটা বোঝাই বস্তা ইত্যাদি দিয়া ভেলা তৈরি করার কাজ জানা চাই। ভ্রমণকালে প্রায়ই নৌকা না পাওয়া গেলেও খাদ্যসামগ্রী ও মালপত্র সংগে করিয়া নদী পার হওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে।

নৌকা বিহার

পায়ে হাঁটিয়া বা সাইকেলে চড়িয়া ভ্রমণের চেয়ে কোন উপদলের পক্ষে নৌকাযোগে অভিযান করা অতি উত্তম ভ্রমণ-কার্য। নদী দিয়া পল্লীগ্রামের ভিতরে প্রবেশ করতঃ একই নিয়মে শিবির বাস করা যায়। কিন্তু যাহারা ভাল সাঁতার জানে না, অর্থাৎ কাপড় চোপার পরিয়া অন্ততপক্ষে ৫০ গজ সাঁতারিয়া পার হইতে পারেনা— তাহাদের কাহাকে নৌকায় না নেওয়াই উচিত। কারণ যে কোন সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সকলের সাঁতার জানা থাকিলে এমতাবস্থায় কিছুই ক্ষতি হয় না।

আমার জীবনে সাগর স্কাউটের অভিজ্ঞতার একটি খুব উপভোগ্য অভিজ্ঞতা হইয়াছিল যখন আমার দুইটি ভাইকে সংগে নিয়া আমি নৌকা বিহারে বাহির হইয়াছিলাম। ক্যানভাসের একটা ভাঁজকরা নৌকায় চলিয়া আমরা টেমস্ নদীতে

অনেক দূর উজান গিয়াছিলাম। আমরা গিয়া পৌঁছিলাম একেবারে চিল্টার্ণ পাহাড়ের কাছাকাছি। সেখানে কখনও কোন নৌকা গিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া কাহারও জানা নাই। আমরা রান্না করার সাজ সরঞ্জাম, তাঁবু এবং বিছানাপত্র সঙ্গে নিয়াছিলাম। সেখানে রাত্রিকালে তাঁবু করিয়া থাকিয়াছিলাম।

আমরা নদীর উৎসমুখে পৌঁছিয়া নৌকাটিকে জলাধারের উপর দিয়া আবার অন্যদিকে জলস্রোতে নামাইয়া দেই। স্রোতের বেগে তখন উহা পশ্চিম দিকে ছুটিয়া চলে। সেখান হইতে কয়েক মাইল পরেই উহা এডেন নদীতে পরিণত হয়।

বাথ ও ব্রিষ্টলের মধ্য দিয়া কখনও দাঁড় টানিয়া কখনও পাল খাটাইয়া কখনও বা গুণ টানিয়া অর্থাৎ যেখানে যেমনটি দরকার সেইভাবেই চালাইতে চালাইতে আমরা অবশেষে প্রবল পরাক্রান্ত সেভারণ এর স্রোতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। নৌকার মধ্যস্থিত পাটাতন নীচে নামাইয়া চলিতে চলিতে আমরা অপর পার্শ্বে চেপ্‌স্‌টাও পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে আমরা ওয়াই নদীর প্রবল স্রোতধারা ঠেলিয়া চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ভিতর দিয়া ল্যাণ্ডোগোর নিকটবর্তী আমাদের বাড়িতে আসিয়া হাজির হইলাম।

লগুন হইতে ওয়েল্‌স পর্যন্ত প্রায়ই সবটাই জলপথে ভ্রমণ করিয়া আমরা পাইলাম পর্যাপ্ত অভিযান ও প্রচুর আনন্দ। তোমাদের মধ্যে কেহ চেষ্টা করিলে এইরূপ প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতে।

আমার স্কাউট ভাইরা, এইবারে এস-দক্ষতা অর্জন কর। আমার মত তোমরাও যদি সাগর স্কাউটিং উপভোগ কর, তবে নিশ্চয়ই অভাবনীয় মজা পাইবে।

বিমান স্কাউট

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইংলিশ চ্যানেলে অবস্থিত ব্রাউন-সী দ্বীপে প্রথম স্কাউট শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তখন খুব কম লোকেই ভাবিতে পারিয়াছিল যে একদিন এরোপ্লেন



(দাঁড় চালনা এবং একহাল দিয়া নৌকার নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা)

আকাশে জয় কীরেব। মাঝে মাঝে গ্লাউডার (ইন্জিন বিহীন বিমান) এবং এক প্রকার ইঞ্জিনের সাহায্যে আমেরিকার উইলবার এবং অরবিল রাইট কর্তৃক অদ্ভুত পরীক্ষা কার্যের সংবাদ শুনা যাইত। কিন্তু এই অল্প কয়েক বৎসর মধ্যে উড়োজাহাজ যে অতটা উন্নতি লাভ করিতে পারিবে তাহা কেহই কল্পনাও করিতে পারে নাই।

আজকাল বিমান যে ধ্বংসের অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে একথা মনে করিবার সংগত কারণ আছে। কিন্তু মানব সভ্যতার উন্নতি বিধানের জন্য উহা অনেক কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কানাডার উত্তরাংশে বিস্তৃত অনাবিকৃত ভূখণ্ডের ছবি তুলিয়া উহা জরীপ কার্য সমাধা করা হইয়াছে এরোপ্লেনের সাহায্যে। খনিতে কার্যোপযোগী কলকব্জা দুর্গম জায়গায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া ব্যবসায়ী ও ঔপনিবেশিক— যাহারা হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ হইতে বঞ্চিত ও বন্ধুবান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন— তাহারা খাদ্য সামগ্রী, চিঠিপত্র ও সংবাদপত্র পাইয়া থাকেন এরোপ্লেনের মারফত।

অস্ট্রেলিয়ার চিকিৎসকগণ লোকদের সাহায্য করিবার জন্য উড়োজাহাজে চড়িয়া সুদীর্ঘ পথের দূরত্ব অতিক্রম করেন। রোগীবাহী হাওয়াই জাহাজ উহাদের হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দেয়।

বিরাট বনাঞ্চলে আগুন লাগিলে উড়োজাহাজ চালকেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে উহার অবস্থান নির্ণয় করিতে পারে। সে অনুসারে বিপদের সংগে পাছা দিবার একমাত্র উপায় এরোপ্লেন। বৈমানিকেরা এমনকি জেলেদেরও সাহায্য করিতে পারে। কারণ, আকাশের উচ্চতর হইতে কোথায় মাছের ঝাঁক আছে তাহা অতি সহজেই দেখিতে পাওয়া সম্ভবপর।

এক প্রকার পংপাল জমি আক্রমণ করিয়া শস্য বিনষ্ট করে। উড়োজাহাজ হইতে পোকা বিনাশক গুড়া ছড়াইয়া দিয়া পংপাল ধ্বংস করা যায়। ধান্য এবং ঘাসের বীজ—বিস্তৃত জায়গায় অল্প সময়ের মধ্যেই ছড়াইয়া দেওয়া যায় এরোপ্লেনের সাহায্যে।

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অনেক চমকপ্রদ আবিষ্কার সাধিত হইয়াছে। সে সব জায়গা নিতান্তই অজ্ঞাত। পুরানকালের অনেক স্মৃতি চিহ্ন রহিয়াছে সেখানে সেকালের ঘর বাড়ি জনপদ ইত্যাদি এরোপ্লেন হইতে তোলা ছবি দেখিয়া

স্পষ্টভাবে সেই স্থানের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা সম্ভব হইয়াছে।

সুতরাং অনায়াসেই বুঝা যায় যে, মানুষের এই নব-আবিষ্কৃত বস্তুটির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাইওনিয়ারিং ও রোমান্স বিদ্যমান রহিয়াছে।

আজকাল অনেক দেশের বিমান স্কাউটস্ আমাদের স্কাউট আন্দোলনের অংশ বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাগর স্কাউটদের মত তাহাদের ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়ার দরকার আছে— যেমন স্থলভাগে সাধারণ স্কাউটদের শিক্ষা দেওয়া হয়। কারণ, প্রত্যেক স্কাউটেরই পর্যবেক্ষণ ও বুদ্ধিমত্তার কার্যে দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন রহিয়াছে।

সমুদ্রের খেলা

চোরা চালানকারী— একদল চোরা চালানকারী তাহাদের মালপত্র সংগে করিয়া জাহাজ হইতে নামিতে চেষ্টা করিবে। প্রত্যেকের হাতে একটা ইট বা পাথরের টুকরা থাকিবে। তাহারা কোন জায়গায় তাহাদের মালপত্র লুকাইবার চেষ্টা করিবে। তারপর আবার তাহারা জাহাজে ফিরিয়া যাইবে। অপর একদল লোক, যাদের বলা হবে শুদ্ধ আদায়কারী, আশে পাশে ছড়াইয়া থাকিবে। তাহাদের কাজ হইবে বিস্তৃত জায়গা জুড়িয়া উপকূলভাগ পাহারা দেওয়া। প্রত্যেকের সংগে থাকিবে একজন করিয়া স্কাউট।

শুদ্ধ কর্মচারীরা চোরা চালানকারীদের জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে দেখা মাত্র সতর্কতাসূচক সংকেত করিবে। সংকেত শুনিয়া অন্যান্যরা সমবেত হইয়া চোরা চালানকারীদের আক্রমণ করিবে। শুদ্ধ কর্মচারীদের সংখ্যা চোরা-চালানকারীদের সংখ্যার সমান না হইলে আক্রমণ কার্য সফল এবং কার্যকরী হইবেনা। সংকেত ধ্বনি না হওয়া পর্যন্ত শুদ্ধ কর্মচারীরা নিজ নিজ জায়গায় নিশ্চলভাবে অপেক্ষা করিতে থাকিবে।

তিমি শিকার

আমাদের দেশে এ খেলাকে মৎস্য শিকার বলা যাইতে পারে। তজ্জর দুই প্রান্তে মাথা ও লেজের মত কাটিয়া মাছ তৈরী করিবে। দুইটি নৌকায় দুইদল শিকারে যাইবে—এক এক নৌকায় এক পেট্রোল। উপদলনেতা ক্যাপটেন, সে বল্লমধারী আর অন্যান্যরা মাঝি। দুই নৌকা দুইদিক হইতে আসিবে। আমপায়ার (বিচারক) মাঝখানে মাছটি পানিতে ভাসাইয়া দিবে। সংকেত মাত্র নৌকা দুইটি ছুটিয়া আসিয়া মৎস্যটি শিকারের চেষ্টা করিবে। উভয় দলের চেষ্টা হইবে আগে শিকার করা।



(তিমি শিকার)

যে বল্লমধারী আগে মাছের নিকটবর্তি হইতে পারিবে সেই বল্লম ছুঁড়িয়া মৎস্যটি বিদ্ধ করিবে এবং ঘুরাইয়া তাহার নিজের এলাকায় টানিয়া আনিবে। দ্বিতীয় নৌকাটি তখন পূর্বের নৌকাকে অনুসরণ করিবে এবং সুযোগ পাইলেই মৎস্যটি বল্লম বিদ্ধ করিয়া নিজের এলাকায় টানিয়া লইতে চেষ্টা করিবে। এইভাবে দুই নৌকায় পাল্লা চলিতে পারে।

অপেক্ষাকৃত কৌশলী দলই মৎস্যটি টানিয়া নিজের এলাকায় লইয়া যাইতে পারিবে। তৎসঙ্গে বিরুদ্ধ দলের নৌকাটিকে লইয়া যাওয়াতে আশ্চর্য নয়।

- :: 0 :: -



Rover Library





তাঁবু-জলসা কাহিনী-৭ম সংকেত ও আদেশ

গোপন লিপি-অগ্নি সংকেত-শব্দ সংকেত-আদেশ বাক্য-বাঁশী ও নিশানের সংকেত ।

স্কাউটদের একস্থান হইতে অন্য স্থানে কিংবা পরস্পরের মধ্যে সংকেতের সাহায্যে গোপন বার্তা প্রেরণ কার্যে দক্ষতা অর্জন করিতে হইবে ।

প্রথম তাঁবু জলসা কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে, ম্যাফেকিং অবরোধের পূর্বে ব্যাডেন পাওয়েল কোনো অজ্ঞাত বন্ধুর কাছ হইতে একটি গোপনীয় সংবাদ পাইয়াছিলেন । ট্রান্সভাল হইতে সেই বন্ধুটি জানাইয়াছিল শত্রুপক্ষের পরিকল্পনা কি, তাহারা সংখ্যায় কত এবং তাহাদের সহিত কয়টি মোড়া আর কতকগুলি বন্দুক বা কামান আছে । ছোট্ট এক টুকরা কাগজে সেই সংবাদটি লিখিয়া উহা পাকাইয়া একটা গোলাকার বড়ির মত করতঃ একটা বেড়াইবার ছড়ির ছিদ্র পথে ঢুকাইয়া দিয়াছিল । তারপর মোম দ্বারা সেই ছিদ্রটি বন্ধ করিয়া নেয় । সেই-ছড়িটি একজন দেশীয় লোকের মারফত ব্যাডেন পাওয়েলকে উপহার দেওয়ার জন্য ম্যাফেকিং -এ পাঠাইয়া দেওয়া হয় । দেশীয় লোকটি উহা বেডেন পাওয়েলের নিকট লইয়া গিয়া বলিয়াছিল যে, জনৈক শ্বেতাংগ উহা পাঠাইয়াছে । তিনি (ব্যাডেন পাওয়েল) ভাবিলেন, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য বিদ্যমান আছে । কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি চিঠিখানা পাইয়া গেলেন ।

আর একবার তিনি অন্য বন্ধুর কাছ হইতে একটি গোপনীয় চিঠি পাইয়াছিলেন। সে বন্ধু ইংরেজী অক্ষরে হিন্দুস্থানীয় ভাষায় চিঠিখানা লিখিয়াছিল। অন্য কেহ সেই চিঠি পড়িলে উহার ভাষা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যাইত। কিন্তু ব্যাডেন পাওয়েলের নিকট উহা ছিল দিবালোকের মতই পরিষ্কার।

ম্যাফেকিং অবরোধের সময় ইংরেজেরা চিঠি লিখিয়া দেশীয় লোকদের মারফত বাহিরে পাঠাইত। তাহারা চিঠি লইয়া ব্যুরদের দুই ফাঁড়ির মাঝখান দিয়ে সরিয়া পড়িল। পাহারাদারদের সীমানা পার হইয়া গেলে বম্বুরা উহাদের নিজের লোক বলিয়া ভুল করিত। তখন আর তাহাদের প্রতি বড় একটা নজর রাখা তাহারা দরকার মনে করিত না।

সে লোকগুলি নিম্নরূপ উপায়ে সংবাদ বহন করিতঃ

চিঠিখানা লেখা হইত খুব পাতলা কাগজে। প্রায় ডজন খানেক এক সংগে জড়াইয়া একটা শক্ত বলে পরিণত করিয়া লইত। তারপর ওটা এক প্রকার মেটে



অষ্ট্রেলিয়ার আদি বাসিন্দারা আতনের সংকেত দ্বারা বার্তা প্রেরণ করে।

রং এর কাগজের দ্বারা জড়াইয়া লইত যেমন পেকেটে চা ভর্তি করা হইয়া থাকে। দেশীয় স্কাউটেরা এই প্রকারে কয়েকটি বল হাতে করে কিংবা রসিতে বাঁধিয়া কাঁধে বুলাইয়া লইয়া চলিত। দুশ্মনদের দ্বারা ধৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখিলে; তাহারা দাঁড়াইয়া চারিদিককার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখার ভান করিত। আর সেই ফাঁকে

বলগুলো মাটিতে ফেলিয়া দিত। সেইগুলো মাটির ঢেলার মতই মনে হইত। তখন তাহার সাহসের সহিত আগাইয়া চলিত। শত্রুরা তাহাদের শরীর তল্লাসী করিয়াও তখন আর কিছুই পাইত না।

সংবাদ বাহকেরা দুইএকদিনের জন্য আশে পাশে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত। সেই স্থান হইতে শত্রুদের আনাগোনা বন্ধ হইলেই তাহারা চিঠিগুলি অনুসন্ধান করিত। স্কাউটদের নির্দেশ মোতাবেক নানা বস্তুর অবস্থানের দ্বারা তাহারা চিঠি খুঁজিয়া বাহির করিত। এখানে ভূ-প্রকৃতি বলতে গাছ, টিবি, পাহাড় ও অন্যান্য যে কোন বস্তুকে বুঝাইতে পারে তা আশাকরি তোমাদের মনে আছে। যেসব বস্তুকে সংকেত-চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়, স্কাউটেরা সেসব সতর্কভাবে মনে রাখে।

সংকেত বার্তা প্রেরণ

সংকেতের সাহায্যে বার্তা আদান-প্রদান শিবিবার মত জিনিস। তুমি রাস্তার এক পাশে দাঁড়াইয়া আছ, আর তোমার জনৈক বন্ধু অন্য পাশে। সংকেতের সাহায্যে তোমরা পরস্পরের মধ্যে কি আলাপ করিলে তাহা অন্য লোকেরা কিছুই বুঝিতে পারিল না। ইহা এক মজার ব্যাপার নয় কি?—বিশেষ করিয়া যখন দুইজনে দুই পর্বত শীর্ষে দণ্ডায়মান—তখন উহা সত্যিই বড় মূল্যবান উপায়। কোনো বড় নদীর দুই পারে দুইজন দাঁড়াইয়া এই উপায়ে সংবাদ আদান প্রদান করাও অত্যন্ত সুবিধাজনক।

আগনের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ

সকল দেশেই স্কাউটেরা আগনের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ করিয়া থাকেঃ দিনের বেলায় ধোয়ার সাহায্যে আর রাত্তিকালে আগুন জ্বলাইয়া।

ধূম্র সংকেত

পর পর তিনবার বড় আকারের ধূম্র-পুঞ্জ ধীরভাবে সঞ্চালিত করিলে বুঝিতে হইবে “বিপদ-সংকেত,” পর পর অনেকবার সঞ্চালিত ধূম্র-পুঞ্জের দ্বারা বুদ্ধান হয়, “একত্রিত হও, এখনে এসো,” আর দীর্ঘকাল স্থায়ী ধূম্র-স্তম্ভের দ্বারা বুঝিতে হইবে “নিশ্চল থাক বা থাম।”

আগুন জ্বলাইতে হইলে কতকগুলি পাতলা শুকনা ডালপালা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সাধারণ নিয়মে আগুন ধরাইয়া দাও। আগুন ভাল করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে তাহা কাঁচা ঘাস, খড় কুটো বা পাতা দিয়া চাপা দাও। তবেই ধোওয়া উঠিবে।

একটা ভেজা কঞ্চল দিয়া আগুনটা ঢাকা দাও। তারপর ধোঁয়া উঠিবার জন্যে কঞ্চল সরাইয়া দাও, আবার ঢাকা দাও। কঞ্চলটিকে দূরে সরাইয়া রাখার সময়ের উপর নির্ভর করে ধূম-পুঞ্জ বড় কিংবা ছোট করা। ক্ষুদ্র ধূমপুঞ্জ তৈরী করিতে হইলে কঞ্চল সরাইয়া দুই পর্যন্ত গণনা কর, তৎপর কঞ্চল দ্বারা আগুন ঢাকা দিয়া আট পর্যন্ত গণনা কর। দীর্ঘ ধূমপুঞ্জ সৃষ্টি করিতে হইলে কঞ্চল সরাইয়া রাখিয়া ছয় পর্যন্ত গণনা করতঃ আবার ঢাকা দাও-ইত্যাদি।

শিখা সংকেত

দিনের বেলা ধূম-সংকেত যেইভাবে দেখান হয়, রাত্রিকালে শিখা সংকেত সেইভাবেই দেখাইতে হয়।

শুকনা ডাল পালা ইত্যাদি দিয়া আগুন জ্বালাও যেন উহার শিখা খুব উজ্জ্বল হয়। আগুনের সামনে দুইজন স্কাউট একটি কঞ্চল হাতে করিয়া দাঁড়াইবে। অর্থাৎ



আফ্রিকার আদি বাসিন্দাদের ব্যবহৃত অন্য একটা ঢাক।



আফ্রিকার এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে সংকেত প্রেরণ করিতে বিশেষ প্রকারের ঢাক ব্যবহার করা হয়।

তাহাদের অবস্থিতি হইবে আগুন ও সংবাদ প্রাপকের মাঝখানে। ইহার উদ্দেশ্যঃ যাহাতে তাহারা না দেখাইলে সংবাদ গ্রহণকারী আগুন দেখিতে না পায়। তখন কঞ্চল সরাইয়া নিয়ে দুই পর্যন্ত গণনা করার পর উহা তুলিয়া ধর। উহাতে বোঝাইবে ক্ষুদ্র শিখা। দীর্ঘ শিখা বুঝাইতে হইলে ছয় পর্যন্ত গণনা কর। আগুন ঢাকিয়া দেওয়ার সময় প্রত্যেকবার চার পর্যন্ত গণনা করিতে যে সময় লাগে ততক্ষণ রাখিবে।

ধ্বনি সংকেত

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় ক্যাপটেন ফ্লোরী নামীয় একজন ফ্লাইট অফিসার নিজস্ব সৈন্যদলের একটা শক্তিশালী অংশকে এই বলিয়া সতর্ক করিতে যাইতেছিলেন যে, শক্ররা রাত্তিকালে তাহাদের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালাইবে। কিন্তু মাঝখানে একটি প্রবল বন্যাস্কীত নদী থাকায় উহা পার হইয়া তিনি তাহাদের কাছে পৌঁছাইতে পারেন নাই। তদুপরি সেই দিনটা ছিল দুর্যোগময়।

মনে কর তুমিই ক্যাপটেন ফ্লোরী। বল দেখি, তখন কি করিতে তুমি?

হঠাৎ তাহার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিল। সেইখানে একটা পুরাতন রেল গাড়ীর ইঞ্জিন পড়িয়াছিল। তিনি তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া বাষ্প সৃষ্টি করিলেন। তৎপর মোরস (Morse) বর্ণমালায় দীর্ঘকাল ও স্বল্প কাল স্থায়ী বাঁশী বাজাইয়া সংকেত করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে তাহার বন্ধুরা সেই সংকেত

MORSE CODE

মোরস সংকেত প্রণালী

A · -	J · - - -	S · · ·	2 · · · - - -
B - · · ·	K - - -	T -	3 · · · - - -
C - - · ·	L · · · ·	U · · -	4 · · · - -
D - · ·	M - -	V · · · -	5 · · · · ·
E ·	N - ·	W · · -	6 - · · · ·
F · · · ·	O - - - -	X - · · · -	7 - - · · ·
G - - ·	P · · · ·	Y - · · - -	8 - - - · · ·
H · · · ·	Q - - - -	Z - - · ·	9 - - - · ·
I · ·	R · · ·	1 · - - - -	0 - - - - -

(অক্ষর ও সংখ্যা ডট ও ডেশের বিভিন্ন যোগাযোগে প্রস্তুত।)

শুনিয়া তার অর্থ গ্রহণ করতঃ বিউগল বাজাইয়া উত্তর দিল। তখন তিনি একটা সংকেত বার্তার সাহায্যে তাহাদের সতর্ক করিয়া দিলেন। তাহারা তার অর্থ বুঝিতে পারিয়া তদনুসারে কাজ করিল। এইরূপে অতর্কিত আক্রমণের হাত হইতে তাহাদের বিশ হাজার লোক বাঁচিয়া গেল।

আফ্রিকার কতিপয় উপজাতি ঢাক বাজাইয়া পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান

প্রদান করিয়া থাকে। কেহ কেহ কাষ্ঠ নির্মিত সমর ঘণ্টাও সংবাদ আদান প্রদানের কাজে ব্যবহার করে।

মোর্স (Morse) ও সিমাফোর (Semaphore) সংকেত

প্রত্যেক ঝাউটের মোর্স সংকেত বার্ত প্রেরণ শিক্ষা করা দরকার। ডট (বিন্দু) ও ডেশের (রেখা) সাহায্যে বার্তা প্রেরণে উহা ব্যবহার করা যায়। পতাকার দ্বারা, বিউগল্ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা অথবা বৈদ্যুতিক বাতির সাহায্যেও উহা করা সম্ভবপর।

ইহার চেয়ে একটা সহজ পন্থা আছে। উহার নাম সিমাফোর সংকেত। হাত দুইটাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বিভিন্ন প্রকারের কোণ সৃষ্টি করতঃ এই সংকেত করা হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে দুই হাতের দ্বারা তৈরি ভিন্ন ভিন্ন কোণের দ্বারা অক্ষর গঠন করা হয়। তবে কোণগুলি সঠিকভাবে তৈরী হইতে হইবে। নিম্নের নক্সা দেখিয়া সংকেতগুলি বুঝিতে পারিবে। ছবিতে যদিও-কিছুটা জটিল দেখাইবে, প্রকৃতপক্ষে কাজের সময় দেখিতে পাইবে যে, ওগুলি খুবই সহজ।

যেখানে বা যাহার কাছে সংবাদ পাঠান হইতেছে, প্রেরক সেদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে। গ্রহণকারীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আহ্বান করার সংকেত VE-VE-VE অথবা AAAA সর্বপ্রথম পাঠাইতে থাকিবে। বার্তা গ্রহণকারী প্রস্তুত হইলেই K-র দ্বারা সংকেত করিবে 'সুরু-কর'। যদি সে তৈরি না হইয়া থাকে তখন সংকেত করিবে Q অর্থাৎ অপেক্ষা কর।

গ্রহণকারী শব্দটি সঠিকভাবে ধরিতে পারিলে মোর্স-এ E বা T আর সিমাফোরে C বা A সংকেত করিবে। কোন শব্দের জওয়াব না পাইলে বার্তা প্রেরককে বুঝিতে হইবে যে প্রাপক শব্দটি ধরিতে পারে নাই। সুতরাং উহার জওয়াব না পাওয়া পর্যন্ত প্রেরককে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে।

যদি শব্দ প্রেরণের ভুল হয়, তখন বাতিল সংকেত অর্থাৎ ৮-E-র সংকেত করিবে এবং সঠিক শব্দটির পুনরাবৃত্তি করিবে।

যদি সংখ্যা পাঠাইবার দরকার হয় তবে মোর্স এ সরাসরি সংখ্যা পাঠাইতে পার। কিন্তু সিমাফোরে সংখ্যাগুলি বানান করিয়া বর্ণের সাহায্যে পাঠাইতে হইবে। সংখ্যা প্রেরণের শেষে প্রাপক সংখ্যাগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া উহাদের সত্যতা যাচাই করিয়া লইবে।

ধ্বনি-সংকেত ও আলো সংকেত-এ শব্দের সমাপ্তি বুঝান হয়, স্বল্প স্থায়ী বিরতির দ্বারা। পতাকা সংকেত-এ পতাকা দুইটি সামনে নামাইয়া সমাপ্তি বুঝান

সংকেত	অর্থ এবং ব্যবহার
VE, VE, VE অথবা AAAA K T বা E (মোরস্)	আহ্বান সংকেত শুরু কর (বার্তা গ্রহণের প্রস্তুতি জ্ঞাপন, VE এর উত্তর) সাধারণ জওয়াব। (অন্য রকম ধার্য না থাকিলে সব সংকেতের পর ব্যবহৃত হয়।) মুছিয়া ফেল (ভুল হইয়াছিল)
C বা A (সিমাফোর) ৮ টি ডট (বিন্দু) বা ৮টি E (সিমাফোর) AR R	সমাপ্তি। ঠিক। (সংবাদ সঠিকভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে; AR এর উত্তর)

হয়। পূর্ণ সংবাদের সমাপ্তি সংকেত হইল AR সংবাদ নির্ভুলভাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে প্রাপক R সংকেতের সাহায্যে সমাপ্তি ঘোষণা করিবে।

সিমাফোর অথবা মোরস্ বর্ণমালা শিক্ষা হইয়া গেলেই রীতিমত অভ্যাসের প্রয়োজন হইবে। স্কাউটদের খুব দীর্ঘ বাক্যে কিংবা অতিদূরবর্তী স্থানে অথবা খুব দ্রুত গতিতে সংবাদ পাঠান দরকার করেনা। তোমাদের পক্ষে শুধুমাত্র বর্ণমালা শিখিয়া ছোট ছোট বাক্যের সাহায্যে সংবাদ পাঠাইতে এবং বুঝিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে। ভাল করিয়া চেষ্টা করিবে, যাহাতে প্রয়োজনমত বিস্তৃত মাঠের এক পাশ হইতে অন্য পাশে কিংবা পাহাড়ের এক চূড়া হইতে অন্য চূড়ায় সংবাদ অতি সহজেই আদান প্রদান করিতে পার এবং প্রাপকের পক্ষে বুঝিতে কষ্ট না হয়।

অনেক সময় গোপন সংকেত লিখিত চিঠি দ্বারা অন্য লোকের তাক লাগাইয়া দিতে মন চাহেনা কি? এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ বর্ণমালার সাহায্যে না লিখিয়া সিমাফোর বা মোরস্ বর্ণমালায় চিঠি লিখিয়া পাঠাও। সাধারণ লোকে এর বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারিবেনা, অথচ যাহাদের সংকেত জানা আছে তাহারা অতি সহজেই সবটুকু বুঝিয়া লইতে পারিবে।

Semaphore Code সিমাফোর সংকেত প্রণালী

A	H	O	V
B	I	P	W
C	J	Q	X
D	K	R	Y
E	L	S	Z
F	M	T	NUMERALS TO FOLLOW
G	N	U	LETTERS TO FOLLOW

দুইটি নিশান বিভিন্ন কোণে ধরিয়া সিমাফোর অক্ষর গঠিত করা হয়।

আদেশ ও অন্যান্য সংকেত

প্রত্যেক পেট্রোল নেতার কাছে হুইস্‌ল বা বাঁশী থাকে। এবং বুলাইয়া রাখিবার জন্য সংগে জড়িত থাকে একটি রশি। নিম্নের আদেশ ও সংকেতগুলিও তোমাদের ভাল করিয়া জানা দরকার। তাহা হইলে নিজেদের উপদলে সেগুলি ব্যবহার করিতে পারিবে।

আদেশ

ফল ইন্ (Fall in)-এক লাইনে দাঁড়াও।

এলার্ট (Alert)-চটপটে হইয়া দাঁড়াও।

স্ট্যান্ড এট ইজ্ (Stand at ease)-আরামে দাঁড়াও।

সিট্ এট্ ইজ্ (Sit at ease)-খুশীমত বস।

ডিস্‌মিস্ (Dismiss)-ছত্র ভংগ হও। ছুটি।

Right Turn- ডান দিকে ঘোর।

Left Turn- বাম দিকে ঘোর।

Patrol Right Turn— (or Left Turn) প্রত্যেক উপদলের স্কাউটেরা সারিবদ্ধভাবে নির্দেশিত ঘুরিবে।

Quick march— দ্রুত চল। চটপটে ভাবে প্রথমে বাম পা ফেলিয়া দ্রুত পদক্ষেপে সম্মুখে চল।

Double (on the double)— বাহু খুলাইয়া দ্রুতপদে ছুটিয়া চল।

Scout pace— পর্যায়ক্রমে বিশ কদম হাঁটিয়া এবং বিশ কদম দৌড়াইয়া।

বাঁশীর সাহায্যে সংকেত

স্কাউট মাস্টার যখন তাঁহার দলের স্কাউটদিগকে একত্রিত হইবার জন্য ডাকেন তখন তিনি হুইস্‌ল বাজাইয়া তাহা করিতে পারেন। অথবা উপদলের বিশেষ ডাক বা আহ্বান ব্যবহার করেন।

পেট্রোল নেতারাও পেট্রোল-ডাকের দ্বারা স্কাউটদের ডাকিলে ডাক শুনিয়া স্কাউটেরা দৌড়াইয়া হাজির হইলে নেতারা দৌড়াইয়া তাহাদের স্কাউট মাস্টারের নিকট লইয়া যাইবেন।

মাঠের খেলায় ব্যবহৃত বাঁশীর সাহায্যে প্রদত্ত কয়েকটি সংকেতঃ—

১। একটা দীর্ঘ ধ্বনি— 'চুপ কর' 'সতর্ক হও', 'পরবর্তী সংকেতের জন্য অপেক্ষা কর।'

২। পর পর কয়েকটি দীর্ঘ অথচ মন্থর ধ্বনি- 'বাহিরে যাও' 'অগ্রসর হও' 'আরোও দূরে যাও' 'বিস্তৃত হও' 'ছড়াইয়া পড়।'

৩। পর পর অনেকগুলো হ্রস্ব তীক্ষ্ণ ধ্বনি- 'একত্রিত হও' 'নিকটবর্তী হও' 'একত্রিত হও' 'লাইন করিয়া দাঁড়াও'।

৪। পর্যায়ক্রমে বারংবার ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ ধ্বনি-‘বিপদ’, ‘সতর্ক হও’ ‘প্রস্তুত হও,’
‘শংকা-কেন্দ্রে লোক রাখ’।

৫। স্কাউট মাস্টারের তিনটি হস্ত ধ্বনির পরে একটি দীর্ঘ-উপনেতারা এখানে এস।

যে কোন সংকেত তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া তামিল করিবে। তুমি অপর যে কোন কাজেই ব্যস্ত থাকনা কেন, তাহাতে কিছু যায় আসেনা।

হস্ত সংকেত

হস্ত-সংকেত। পেট্রোল নেতারা দরকার মত পেট্রোল-পতাকার সাহায্যেও এই সংকেত করিতে পারেন।

মুখের সামনে এই পাশ থেকে ঐপাশে হাত কয়েকবার ঘুরাইলে অথবা মাটির সাথে সমান্তরালভাবে পাশাপাশি পতাকা ঘুরাইলে বুঝিবে ‘না,’ ‘কিছু মনে করিওনা,’ ‘যেমন ছিলে তেমনি থাক’।

হস্ত অথবা পতাকা উপরে তুলিয়া আস্তে আস্তে একদিক হইতে আরেক দিকে দ্রুত দোলাইতে থাকিলে বুঝিবে আরো অগ্রসর হও,’ ‘দূরে যাও,’ ‘ছড়াইয়া পড়’।

হস্ত অথবা পতাকা উপরে তুলিয়া দ্রুতগতিতে একদিক হইতে আরেক দিকে দ্রুত দোলাইতে থাকিলে বুঝিবে ‘একত্রিত হও,’ ‘নিকটে আস,’ ‘লাইন করিয়া দাঁড়াও’।

হস্ত অথবা পতাকা দ্বারা কোন দিকে নির্দেশ করিলে বুঝিবেঃ ‘সেই দিকে যাও’।

মুষ্টিবদ্ধ হস্ত পতাকা দ্রুতগতিতে অনেকবার এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করিলে বুঝিবেঃ ‘দৌড়াও’।

হাত কিংবা পতাকা মাথার উপরে খাড়াভাবে তুলিয়া ধরিলে বুঝিতে হইবে-
“থাম,” “দাঁড়াও।”

যখন কোন নেতা দূরে কোন স্কাউটকে উদ্দেশ্যে চীৎকার করিয়া আদেশ দেয় বা সংবাদ দেয়, সে যদি তাহা শুনিতে পায় তবে তার হাত মাথা সমান উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিবে। আর যদি সে তা বুঝিতে না পারে, তখন চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, কোন সংকেতই করিবেনা। সেই সময় নেতা আরো জোরে ডাকিতে পারেন কিংবা ইংগিতের সাহায্যে তাকে কাছে আসিবার জন্য বলিতে পারেন।

স্বীয় উপদলে ব্যবহারের জন্য তোমরা ইচ্ছা করিলে নিজস্ব আরও সংকেত তৈরী করিতে পার।

সংকেত আদান প্রদানের মহড়া

- ১। ধূম্র-সংকেত ও অগ্নি সংকেত। আঙন জ্বলাইয়া ধোঁয়া ও শিখার সাহায্যে সংকেত আদান-প্রদান অভ্যাস কর।
- ২। বাঁশীর সংকেত ও হস্ত-সংকেত অভ্যাস কর।
- ৩। কাগজে লিখিত সংবাদ নিজের শরীরে লুকাইয়া প্রতিযোগিতা চালাও। দলের প্রত্যেক স্কাউটকে এক টুকরা কাগজ দিয়া সেইটা নিজের শরীরের কোন সুবিধাজনক জায়গায় লুকাইতে বল। জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করিয়া কাগজ খুঁজিয়া বাহির করিতে বল। যাহার কাগজটি বাহির করিতে সর্বাধিক সময় লাগিবে সে-ই জিতিবে।



সংকেত বার্তা প্রেরণের জন্য নিম্নোক্ত ইংরেজী বাক্যটি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

“The Quick brown fox jumps over the lazy dog” ইহাতে ইংরেজী বর্ণমালার সবগুলি অক্ষর আছে।

- ৪। প্রত্যেক পেট্রোল নিজস্ব গোপন-সংকেত আবিষ্কার করিবে। অপর দলগুলি তাহার অর্থ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবে।
- ৫। বিশেষ কোন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত পেট্রোলগুলি মোর্স্ পদ্ধতিতে সংবাদ পাঠাইবার কৌশল আবিষ্কার প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

৬। সাংকেতিক মহড়াগুলি যতটা সম্ভব স্বাভাবিক হওয়া দরকার। গোড়া হইতেই ঘরের বাহিরে বেশ বিজ্ঞত জায়গায় পৃথক পৃথক অক্ষরগুলি পাঠাইবার ও গ্রহণের অভ্যাস করিতে হইবে।

সংবাদ আদান প্রদানের খেলা

বার্তা বহণ : একজন স্কাউটকে কোন অবরুদ্ধ স্থানে সংবাদ বহণ করিবার জন্য মনোনীত করিতে হইবে। সেই স্থানটি কোনো সত্যিকার গ্রাম, খামার বা বাড়ী হইতে পারে। কিংবা কাহাকেও কোন নির্দিষ্ট জায়গায় থাকিতে বলা যাইতে পারে। সংবাদ বাহক অন্ততপক্ষে দুই ফুট লম্বা একটি রঙীন কাপড় তাহার কাঁধের সংগে আল্পিন দিয়া লাগাইয়া রাখিবে। ঠিক এই অবস্থায় তাহাকে গন্তব্যস্থানে পৌছিতে হইবে।

অবরোধকারী শত্রুরা তাহাকে বাধা দিবে। কিন্তু তাহারা রক্ষাকারীদের জন্য নির্ধারিত সীমারেখা অর্থাৎ অবরুদ্ধ স্থানের তিনশত গজের ভিতরে যাইতে পারিবেনা। এই সীমানা আগে থেকেই নির্ধারিত হওয়া চাই। বিচারক কাহাকেও সেই সীমারেখার ভিতরে দেখিতে পাইলে রক্ষাকারীদের গুলি দ্বারা 'নিহত' বলিয়া ঘোষণা করিবেন।



প্রাচীনকালের লোকদের নিজস্ব সংকেত প্রণালী ছিল। উপরের সংকেতটার অর্থ সব যুগেই - 'মনোযোগ' বা 'সাবধান'।

সংবাদ বাহককে ধরিতে হইলে শক্ররা তাহার কাঁধ হইতে রংগীন কাপড় লইয়া যাইবে। তাহারা জানে যে, সে কোন জায়গা হইতে কিছুক্ষণ আগে রওয়ানা হইয়াছে। সেই স্থানটি অবরুদ্ধ 'শহর' হইতে মাইল খানেক দূরে হইতে হইবে। তাহারা যে কোন উপায়ে তাহাকে গ্রেফতার করিতে পারে কিন্তু সে ঠিক কোন স্থান হইতে রওয়ানা হইয়াছে তাহা দেখিতে পারিবেনা।

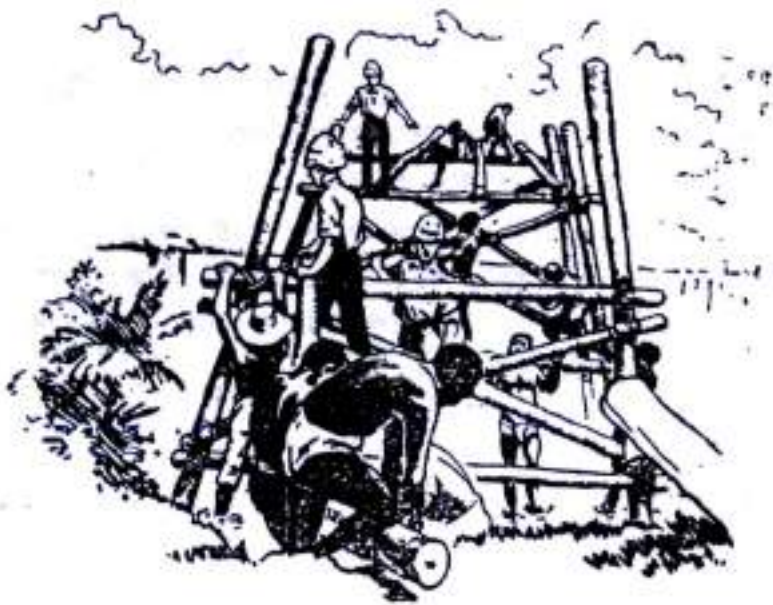
এই খেলাটি শহরেও খেলা যাইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে দুইটি বাড়ীকে যথাক্রমে যাত্রার স্থান ও অবরুদ্ধ শহর ধরিয়া লইতে হইবে। সংবাদ বাহক ক্রীলোকের বেশ ব্যতীত যে কোন ছদ্মবেশ পরিধান করিতে পারে। কিন্তু রঙীন কাপড়টি তাহার কাঁধে থাকিতেই হইবে।

- : 0 : -



Rover Library





তৃতীয় অধ্যায়

তাঁবু-জীবন

তাঁবু-জলসা কাহিনী-৮ম

-পাইয়োনিয়ারিং (আটবিকতা)-

গেরো বাঁধা-কুটির নির্মাণ-বৃক্ষ ছেঁদন-সেতু নির্মাণ-আত্ম পরিমাপ-উচ্চতা ও
দূরত্ব বিচার।

যাহারা বনে জংগলে পার্বত্য পথে পশ্চাদবর্তীদের জন্য পথ তৈরি করিয়া
অগ্রগামী হয় তাহাদিগকে বলা হয় পাইয়োনিয়ার বা আটবিক।

ব্যাডেন পাওয়েল বলেন- আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ভাগে সামরিক চাকুরীতে
থাকাকালীন আমি ছিলাম বিরাত এক স্কাউট বাহিনীর অধিনায়ক। অন্যান্য
স্কাউটদের মত আমরা আমাদের প্রধান সৈন্য দলটির কাজে সাহায্য করিবার
উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম। সেই দলটি আসিতেছিল আমাদের পিছনেই।
আমরা কেবল দুশমনদের গতিবিধির উপরই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতাম না, উপরন্তু
সেখানকার রাস্তাঘাটের উন্নতি বিধানের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম। সে

রাস্তাটি ছিল সংকীর্ণ ঘন জংগল ও জলাভূমির ভিতর দিয়া। সেখানে আটবিক ও স্কাউট এই উভয় দলের কাজই করিতে হইত। আমাদের অগ্রগমনের পথে কাষ্ঠখণ্ড একত্রে বাঁধিয়া নদীর উপরে আমরা প্রায় দুইশতটি সেতু নির্মান করিয়াছিলাম।

আমি যখন প্রথম স্কাউটদের কাজে লাগাইলাম, তখন দেখিতে পাইলাম যে, প্রায় এক হাজার লোকের মধ্যে অনেকেই কি করিয়া কুঠার দ্বারা গাছ কাটিতে হয় তাহা জানে না। কেবলমাত্র ষাটজন লোকের একটি দল ছাড়া অপর কেহই গেরো বাঁধিতে -এমনকি খারাপ গেরো পর্যন্ত বাঁধিতে জানিত না।

গেরোর সাহায্যে জীবন রক্ষা

কয়েক বৎসর আগে কানাডায় পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্বে নায়্যাথ্রা জলপ্রপাতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন শীতকালের মাঝামাঝি। তিনজন লোক-এক ভদ্রলোক, তাঁহার স্ত্রী ও সতর বৎসরের একটি বালক-একটা পুলের উপর দিয়া যাইতেছিলেন। সেই জলপ্রপাতের নীচেই বেগবতী নদীর উপরে বরফ জমিয়া তৈরি হইয়াছিল সেই পুলটি। তখন হঠাৎ সেটি ফাটিয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইতে শুরু করিল। সেই ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী ভাসিয়া চলিলেন একখণ্ড বরফের উপরে এবং তাহাদের ছেলেটি রহিল আর একটির উপরে। তাহাদের চারিপাশে একরূপ সহস্র বরফখণ্ডে নদীর পানি আবৃত ছিল সেইগুলি পরস্পরের সাথে ঠোকাঠুকি করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছিল। স্রোতের মর্জির উপর নির্ভর করা ছাড়া সেই তিনজন লোকের গত্যন্তর ছিলনা। সেখানে যদিও নদীর গতি কিছুটা মধুর, কিন্তু নদীর নিম্নদিকে মাইল খানেক দূরে ছিল ভয়ানক স্রোতের টান। আস্তে আস্তে তাহারা ভাসিয়া চলিয়াছিল সেই দিকেই।

তীরের লোকেরা তাহাদের এই বিপজ্জনক অবস্থা দেখিয়াছিল। ভিড় ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিলেও তাহাদের সাহায্য করিবার জন্যে কেহই অগ্রসর হইলনা। সাঁতার কাটিয়া যাওয়া ছিল অসম্ভব। নৌকায় চড়িয়া উদ্ধার করাও তথৈবচ।

বেচারীরা ঘণ্টাখানেক এইভাবে ভাসিয়া চলিল। জলস্রোত তাহাদের ভাসাইয়া লইয়া গেল দুইটি পুলের নীচে। নদীর যেই অংশে স্রোত প্রবলতম তার একটু আগেই ছিল পুল দুইটি।

সেই পুল ছিল পানি হইতে ১৬ ফুট উপরে। পুল হইতে রশি ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল যাহাতে ভাসমান লোকেরা রশি ধরিয়া উপরে উঠিতে পারে।

ভাসিয়া যাওয়ার সময় ছেলেটি কোন রকমে একটা রশি আকর্ষণ করিয়াছিল। উপর থেকে সাহায্যকারীরা তাহাকে টানিয়া তুলিতে লাগিল। কিন্তু আধাআধি

উঠিতে না উঠিতেই সে হতভাগ্য আর রশি ধরিয়া থাকিতে পারিলনা। সে তুষার শীতল নদীতে পড়িয়া গেল এবং চিরতরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আর একটি বরফখণ্ড হইতে পুরুষটি কোন রকমে রশি ধরিল। সেটি তার স্ত্রীর দেহে বাঁধিতে চেষ্টা করিল, যাহাতে অন্ততঃ তাহাকে বাঁচান যায়। কিন্তু তাহারা খরবেগে ভাসিয়া যাইতেছিল শ্রোতের মুখে। তাহার হাত দুইটি অবশ হইয়া আসিয়াছিল। কাজেই স্ত্রীর দেহে রশি বাঁধিতে সক্ষম হয় নাই। সহসা রশিটি তাহার হাত হইতে ফস্কিয়া গেল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই স্বামী স্ত্রী দুইজন পানির প্রবল আবর্তনের মধ্যে পড়িয়া সব যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

তুমি নিজে কি করিতে?

কোন দুর্ঘটনা ঘটবার পরে বেশ বুদ্ধি খোলে। কিন্তু এই দুর্ঘটনাটি চিন্তা করিবার মত বিষয়। ভাবিয়া দেখ : এইরূপ অবস্থায় তুমি নিজে উপস্থিত থাকিলে কি করিতে পারিতে।

আমাদের একজন কানাডীয় স্কাউট মাস্টার এই দুর্ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই রেলগাড়ীতে ভ্রমণকালে তাহার সহযাত্রীদের এই সম্পর্কে আলোচনা করিতে শুনিয়াছিলেন। তাহারা জানিতনা যে এই লোকটি স্কাউট আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল- আমার বিশ্বাস বয় স্কাউটের লোকেরা সেখানে উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয়ই এমন কোন কৌশল অবলম্বন করিত যাহার ফলে সেই বেচারীরা রক্ষা পাইত।

মানুষ প্রায়ই ভাবে- গেরো বাঁধার মত এমন একটা সাধারণ কাজ শিখিয়া কি লাভ? এইবার ভাবিয়া দেখ, সেই সাধারণ কাজটিই ভাল জানা থাকিলে তিনটি লোকের জীবন রক্ষা পাইতে পারিত।

রশিগুলি বুলাইয়া দেওয়ার সময় তাহারা যদি দু'একটা ফাঁস তৈরী করিয়া দিত তাহা হইলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির আনায়সেই নিজের দেহে তাহা জড়াইয়া নিতে সক্ষম হইত। তাহারা তাহা করে নাই।

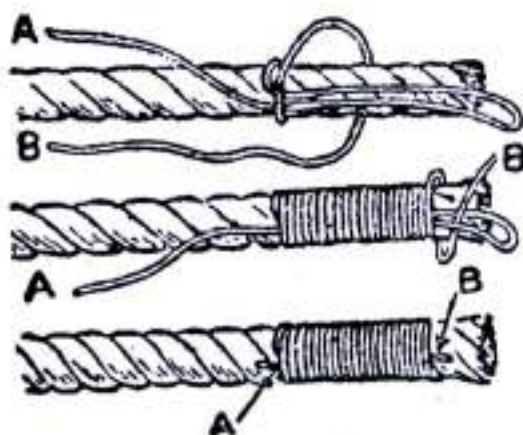
অন্যপক্ষে সেই লোকগুলি 'বোলাইন' বা অন্য কোনো ফাঁস বাঁধিতে সক্ষম না হওয়ায় আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই।

কয়েকটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থি

প্রত্যেক স্কাউটেরই গেরো বাঁধিতে জানা দরকার। গেরো দিতে জানা খুবই সোজা কাজ মনে হয়। তাহা সত্ত্বেও গ্রন্থি বাঁধিবার ভুল অথবা সঠিক পন্থা আছে। স্কাউটদের নির্ভুল পন্থাই জানিতে হইবে। নির্ভুলভাবে গেরো বাঁধার উপরে অনেক সময় জীবন মরণ নির্ভর করে।

যে গেরো সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, যত বড় টানই পড়ুকনা কেন উহা খুলিবেনা এবং নিজে ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই তাহা খুলিয়া ফেলিতে পারিবে- উহাই নির্ভুল গেরো। আর যে গেরো জোরে টান পড়লেই ফসকিয়া যায় কিংবা দৃঢ়ভাবে আটকিয়া যায় উহাই মন্দ গেরো।

ভাল করিয়া গেরো দেওয়া শিখিতে হইলে যে ব্যক্তি ভাল করিয়া গ্রন্থি বাঁধিতে জানে তাহার কাছ হইতে দেখিয়া লওয়া দরকার। খুব বেশি অভ্যাস না করিলে অল্প দিনেই ভুলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কাজেই সর্বদা অভ্যাস রাখা দরকার। এই কাজে ভাল করিয়া পাকানো কয়েক টুকরা রশি প্রয়োজন। নরম



রশির মুখ যাহাতে খুলিয়া তত্ত্ব ছড়াইয়া না যায় তাহার জন্য সুতলী দ্বারা উহা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। সুতলীর মাথা ফসকা গেরোর মত ভাঁজ করিয়া রশির মাথায় লম্বালম্বিভাবে বসাও। রশির প্রান্তভাগে প্রায় দেড় ইঞ্চি দূর হইতে সুতলী অনেকবার শক্ত করিয়া ঘুরাইয়া এমনভাবে বাঁধিবে যেন রশির মুখ পোয়া ইঞ্চি বাদে সবটা ঢাকা পড়ে। পের্চাইবার পর সুতলীর প্রান্তটি লুপের ভিতর ঢুকাইয়া দাও। সুতলীর অপর প্রান্তটি টানিয়া লুপটি আঁটয়া দাও। ইহাতে লুপের মাথা এবং সুতলীর প্রান্ত উভয়েই আটকাইয়া যাইবে। অবশেষে সুতলীর উভয় প্রান্ত পরিষ্কারভাবে ছাটিয়া ফেল।

এই গেরোঙলো বেশ কাজের

USEFUL KNOTS



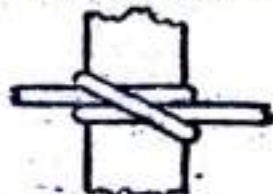
REEF or SQUARE KNOT for tying bandages and ropes.



SHEET BEND for joining ropes of equal or unequal thicknesses.



FISHERMAN'S KNOT for tying together wet or slippery lines.



GLOVE HITCH for fastening rope to spar in planing work.



Round turn and TWO HALF HITCHES for tying a rope to a post.



TIMBER HITCH for securing the end of a rope to a spar or log.



BOWLINE makes a loop that will not slip. Used for rescue work.



GUY-LINE HITCH can be lengthened or shortened as needed.



ROLLING HITCH is used instead of clove and for guy lines.



SHEEPSHANK for shortening and for lightening a rope.

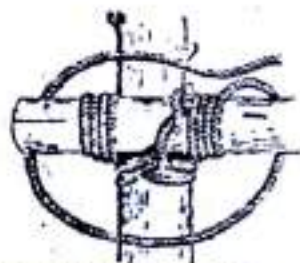


MAN HARNESS KNOT makes a pulling loop in two ropes.



FIREMAN'S CHOKER KNOT has two legs for lowering loads.

LASHINGS



SQUARE LASHING. Begin with clove hitch. Make frapping turns at right angles to main turns. Finish the lashing with clove.



DIAGONAL LASHING. Begin with timber hitch round both spars. Take turns round each lock. Frap. End with clove hitch.



SHEAR LASHING. Clove hitch round one spar. Then turns round both spars. Frap. End with clove hitch round one spar.

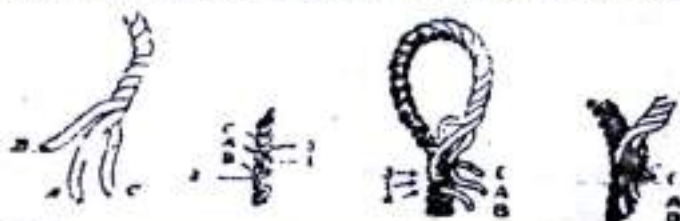
SPLICES



BACK SPLICE prevents rope from unraveling. Unlay rope, and interweave strands into a crown. Then pass each strand in turn over strand it touches and under strand next to it, against lay of rope. Repeat 3 times.



SHORT SPLICE joins two ropes. Unstrand rope ends, then lay them together with strands interlaced. Pass each strand over strand it touches and under next, against lay of rope. Then use strands of other rope. Repeat.



EYE SPLICE forms permanent loop in end of rope. Unstrand end of rope, then form eye of sufficient size. Tuck each strand in turn under the strand it lies on, against the lay. Then continue as in back splice. Repeat 3 times.

খোলা দড়ি কিংবা জুতার ফিতায় কাজ চলেনা। পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত গেরোগুলি প্রত্যেক স্কাউটের জানা থাকা ভাল। কোন কিছুতে রশি বাঁধিবার সময় সেগুলি ব্যবহার করিতে পারা যায়।

দড়ির প্রান্তভাগ আলাগা হইয়া খুলিয়া যাওয়া বন্ধ করিতে হইলে সুতলী দ্বারা উহার মুখ বাঁধিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে প্রান্ত ভাগে সুতা পঁচাইয়া এমনভাবে বন্ধ করিতে হইবে যাহাতে সুতার শেষ মাথাটি বাহির হইয়া না থাকে। ইহা করিবার অনেক পদ্ধতি আছে। ছবিটির দিকে সতর্কভাবে তাকাইলেই একটি সফল পস্থা দেখিতে পাইবে।

পশ্চিম আফ্রিকায় আমাদের সাথে রশি ছিলনা। কাজেই সেখানে আমরা শক্ত লতা, বেত বা লম্বা কঞ্চি ব্যবহার করিতাম। সেগুলিতে এক পায়ে চাপিয়া অপর প্রান্ত মুড়াইয়া নরম করিয়া লইতাম। উইলো কিংবা জ্যাডেল এই কাজের বেশ উপযোগী। দড়ির ন্যায় সেগুলি দ্বারা সব গেরো বাঁধা যায় না। সাধারণত সেগুলি দ্বারা টিম্বার হিচ বাঁধা যাইত।

কুটির নির্মাণ

স্কাউটেরা প্রায়ই দীর্ঘকালের জন্য তাঁবু বাসে যায়। তাঁবুতে আরামের সহিত থাকিতে হইলে কুটির নির্মাণ তাহাদের জানিতেই হইবে। কারণ, রাত্রিকালের জন্য তাহাদের আশ্রয় লওয়ার জায়গা চাই।

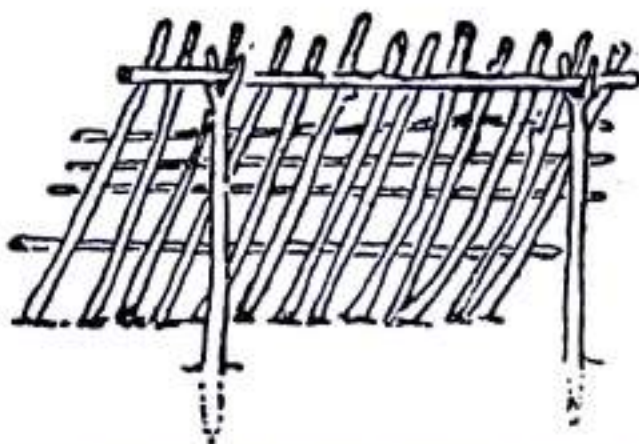
কি রকম আশ্রয় তোমার দরকার-তাহা নির্ভর করে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থান ও সেখানকার আবহাওয়ার উপর।

সাধারণতঃ সেখানে বায়ু কোন দিক হইতে প্রবাহিত হয় তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। সেদিকে পিছন দিয়ে কুটির বা আশ্রয় স্থানটি গড়িয়া তোলা সুবিধাজনক। উহার সামনের দিকে থাকিবে আগুন জ্বালিবার স্থান! বৃক্ষলতাদি পরিপূর্ণ জায়গায় তাঁবুবাসে গেলে এবং সেগুলি ব্যবহার করিবার অধিকার থাকিলে অনেক প্রকারের আশ্রয়স্থান তৈরী করা যায়।

সহজতম আশ্রয়স্থল হইল অনাবৃত তাঁবু (Bivouac Shelter)। দুইটি খুঁটি শক্ত করিয়া মাটিতে পুতিয়া লও। তাহার উপরে আরকাঠ ধরণার মত বাঁধিয়া দাও, আর একটি সোজা বাঁশ বা গাছের ডালা বাতাসের দিক হইতে মাটিতে ঠেস দিয়া তাহার উপর স্থাপন করিবে কয়েকটি বাঁশের কঞ্চি বা কাষ্ঠখণ্ড। সেইগুলির উপর

আড়াআড়িভাবে বাঁধিয়া লইবে আরো কয়েকটি ডালপালা। এবং খড়, ক্ষুদ্র ডালপাতা ইত্যাদি দ্বারা ছাউনি দিবে।

একজন লোক থাকিবার জন্য এইরূপ আশ্রয় হইবে বেশ ক্ষুদ্র। সামনের দিকের উচ্চতা ৩ ফুটের মত, দৈর্ঘ্য হবে ছয়ফুট আর প্রস্থ হইবে ৩ ফুট। আশ্রয়ের চার ফুট দূরে সামনের দিকে আগুন জ্বালিয়া রাখিবে। আগুনের অদূরে ভিতরে পাশাপাশি শুইতে হইবে।



(“তাইবাক” আশ্রম সামান্য কুঁড়েঘর মাত্র, যাহা তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি করিতে পার)

একাধিক লোকের আশ্রয়ের স্থান নির্মাণ করিতে হইলে সামনের দিকের উচ্চতা হইবে ৫ হইতে ৬ ফুট। উহার প্রস্থ ৬/৭ ফুট হইলে পাশাপাশি ৪/৫ জন লোক স্বচ্ছন্দে শুইতে পারিবে। তাহাদের পা থাকিবে আগুনের দিকে।

কুটিরের ছাউনি

কুটিরের ছাউনি দিবার সময় প্রথম নীচের দিক থেকে আরম্ভ কর। খোপরা বা টালির মত ছাউনির বস্তুগুলো একটার উপর চড়াইয়া আরেকটা স্থাপন কর। এইভাবে বসাইলে চালের জল গড়াইয়া বাহিরে পড়িবে।

ছাউনির কাছে ঘন প্রশাখাবিশিষ্ট ডাল, লতাপাতা, ঘাস খড়, ছন, নল-খাগড়া বাকল, কাঠের তক্তা, ক্ষুদ্র গাছ ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

চাল ছাওয়া শেষ হইলে তাহার উপর কয়েকটি ভারী কাঠের টুকরা অথবা ডালপালা চাপাইয়া দেওয়া যুক্তি-সংগত। তাহা হইলে জোরে বাতাস বহিলেও ছাউনি উড়াইয়া নিতে পারিবে না।

অন্যান্য তাঁবু

পূর্ণাঙ্গ কুটির গড়িতে হইলে আরকাঠের উপর হেলান দিয়া উহার দুই পাশেই কাত করিয়া ডালা বসাইয়া লইবে। তবে অনেকে শুধু এক পাশে হেলান দেওয়া কুটিরই পছন্দ করেন। উহার সম্মুখ ভাগে আগুন জালাইবে।

আশ্রয়স্থল নির্মানের আর একটি উপায় আছে। একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের দুই ডালার মাঝখানে মাটি হইতে কাতভাবে আর একটি কাষ্ঠখণ্ড বসাইয়া লও। মাটি হইতে উক্ত দুই ডালটি যেন পাঁচ ফুটের মত উচ্চ থাকে। কাষ্ঠখণ্ডের গোড়ার দিকটা গাছ হইতে বায়ুর গতির দিকে সাত ফুট দূরে থাকিবে। সেই কাষ্ঠখণ্ডের পাশে আরো একটি লাঠি উহার গায়ে হেলান দিয়া বাঁধিয়া লও। তারপর আগের নিয়মে উহার ছাউনি দিয়া লও।



(গাছের শাখায় হেলান একটি খুঁটি কুটিরের কাঠামো হইতে পারে)

যেখানে খুঁটি পাওয়া যায়না সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার লোকদের পথ অনুসরণ করিতে পার। অনেকগুলি লতাগুল্ম সংগ্রহ করিয়া অর্ধ বৃত্তাকারে পুরু করিয়া দেওয়ালের মত গড়িয়া নিতে পার। ইহাতে ঠাণ্ডা বায়ুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে। সামনের খোলা জায়গাটিতে আগুন জ্বালিতে পার।

জলুরা এক প্রকারের তাঁবু বা আশ্রয়স্থল নির্মাণ করে। অনেকগুলি সরু লম্বা কাঠি বৃত্তাকারে মাটিতে খাড়াভাবে পুতিয়া লয়, তারপর সেগুলির অগ্রভাগে কেন্দ্রের দিক বাঁকাইয়া বাঁধা হয়। তখন পাখীর খাঁচার মত চারদিকে ঘুরাইয়া কঞ্চি

বা লতার বুনানি দেওয়া হয়। তৎপরে খড়কুটো ইত্যাদি দ্বারা তার ছাউনি তৈয়ার হইয়া থাকে। কখন বা উপরের দিকে একটা ক্ষুদ্র ফাঁক রাখা হয়- উহা চিমনির কাজ করে।



(জুগুয়া কুটির তৈরি আরম্ভ করে বৃক্ষকরে লাঠি বা কচ্ছি পুত্রিয়া অম্বাভাগগুলি বাঁকাইয়া একত্র বাঁধা হয়। এইভাবে কুটিরের কাঠামো প্রস্তুত হয়।)

রেড ইণ্ডিয়ানগণ (লাল ভারতীয়েরা) পিরামিডের আকারে অনেকগুলি খুঁটি একত্র বাঁধিয়া তাদের 'টিপী' তাঁবু তৈরী করে। সেই কাঠামোটি তাহারা ক্যানভাস বা চামড়া দ্বারা ঢাকিয়া দেয়।



(এই শ্রেণীর আশ্রয়কে সোমালিল্যান্ডের অধিবাসীরা "ওয়ান" বলে)

আশ্রয় কুটির রৌদ্রের সময় অত্যধিক গরম হইলে ছাদের উপরে কম্বল বা আরো অধিক খড়কুটো চাপাইয়া দাও। গরমের দিনে ছাদ যতই পুরু হইবে উহার

ভিতরটা তত বেশী ঠাণ্ডা হইবে। তাঁবুর ভিতরটা খুব বেশী ঠাণ্ডা বোধ হইলে দেওয়ালের নিম্নভাগটি খুব পুরু করিয়া লও। অন্যথায় দেওয়ালের চারদিকে ঘাসের চাপড়া দিয়া প্রায় একফুট উঁচু আর একটি দেওয়াল তুলিয়া লও।

তাঁবুর চারদিকে বেশ গভীর নালা কাটিতে ভুলিবেনা। তাহা হইলে রাত্রিতে বেশী বৃষ্টিপাত হইলে বাহিরের জলধারা তাঁবুর ভিতরটা ভাসাইয়া দিবে না।



(সরু বৃক্ষসমূহ একত্র করিয়া— এবং মাটি দ্বারা কাঠামো ঢাকিয়া উপদলের কুটির নির্মাণ করা যায়।)

তোমার কুঠার

Back Woodsman বা কাঠুরিয়াকে নিপুণভাবে কুঠারের ব্যবহার জানিতে হইবে। নিপুণ কুঠারে হইতে প্রথমেই জানিতে হইবে কিভাবে কুঠার চালাইতে হয়। এবং তারপরেই দরকার প্রচুর অভ্যাসের। তবেই সে নৈপুণ্য অর্জন করিতে পারিবে। কেবলমাত্র নিষ্কর্মারাই কাজ করিতে গিয়া যন্ত্রপাতির উপর সব দোষ চাপায়। কাজেই আগে ভাগেই যন্ত্রটি ঠিক আছে কিনা ভাল করিয়া দেখ।

তোমার কুঠার গাছ কাটার উপযোগী হইতে হইবে। উহার মাথার ওজন হইবে প্রায় দেড় সের। উহার হাতল হইবে বেশ সোজা এবং কুঠারের মাথা ও কিনারের সহিত ঠিক এক লাইনে। মাথা ও কিনারা উপর দিকে রাখিয়া হাতল বরাবর দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা ঠিক যাইবে। কিনারার সাথে হাতল ঠিক লাইনে না থাকিলে গাছ কাটিতে গিয়া কোপ বেঠিক হইবার সম্ভাবনা।

কুঠারে ধার দেওয়া

তারপরেই দেখিবে তোমার কুঠারে ধার আছে কিনা। কেবল কিনারা তীক্ষ্ণ থাকিলেই চলিবেনা, মুখে সত্যিই ধার থাকিতে হইবে। ছুরি ভোঁতা হইলে যেমন পেল্লি কাটা যায়না, তেমনি কুঠার সুতীক্ষ্ণ না হইলে গাছও কাটা যায় না। কিভাবে শানে ঘঁসিয়া কুঠার ধার দিতে হয়, তাহা তোমার জানা উচিত। সভ্যতার মাঝে যখন আছ যেখানে শান পাথরের ব্যবহার শিক্ষা দিবার লোক আছে, তখনই উহা শিখিয়া রাখ।

ভারতবর্ষে যখন আমরা Pig sticking অর্থাৎ বর্ষা দিয়ে বন্য শূকর শিকার করিতে যাইতাম, তখন আমাদের বর্ষাটি ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ রাখা যে কত প্রয়োজনীয় তাহা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিতাম। প্রত্যেকটি শিকার ধরার পরেই বর্ষার মুখটিতে ধার দিয়া লইতাম পরবর্তী শিকারের প্রস্তুতিস্বরূপ। সংগে শান পাথর নিতে পারিতাম না। কিন্তু আমাদের সংগে থাকিত ক্ষুদ্র একখানা র়েত যাহারা দ্বারা সেই কাজটি সারিয়া লইতাম।

অনেক কাঠুরিয়াই একখানা র়েত সংগে রাখে। ইহাতে কুঠার ধার দেওয়া খুবই সহজ। ইহাদের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে- তোমারা নিজের শেষ পাই পয়সাটি পর্যন্ত বন্ধুকে ধার দিতে পার, কিন্তু তোমার কুঠারটি কখনই ধার দিবেনা, যদি না তুমি জান যে, সে পাকা কুঠারে এবং সেটি ভোঁতা করিয়া দিবেনা।



(কচিকদম 'আনাড়ী' গাছ কটিতেছে)

(বেচারী আনাড়ী কুঠার ধারাইতে

ভুলিয়া গিয়াছি।

কাজেই গাছকাটাকে কতগুলি

ধাক্কা সামলাইতে হইতেছে।)

কুঠারটি রক্ষা কর

কেবলমাত্র নির্বোধেরাই খেয়াল মাফিক কুঠার হাতে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। যখন তখন খুশীমত এগাছে কোপ দেয়, ওগাছের গোড়া কিংবা ডালপালা কাটে। এমনিভাবে অকারণে অনেক মূল্যবান গাছ গাছড়া নষ্ট করে, ফলে মাটি ও পাথরের আঘাত লাগার দরুন তাহাদের কুঠারটিও ভেঁতা হইয়া যায়। শেষটায় ক্লান্ত হইলে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ওটিকে ছুঁড়িয়া ফেলে। অন্ধকারে সেখান দিয়া যাইবার সময় হয়ত কাহারও পায়ে লাগিয়া আংগুল কাটিয়া যায়। কার্যশেষে কুড়ালটি সযত্নে রাখিতে হয়। গাছের গুড়িতে খাড়াভাবে কোপ দিয়া বসাইয়া রাখাই সবচেয়ে নিরাপদ। পুনরায় কাজে লাগাইবার পূর্ব পর্যন্ত এইভাবে রাখাই ভাল। অথবা কাঠের টুকরা দিয়া উহার ফলাটির জন্য একটা খাপ তৈরি করিয়া নেওয়া যায়। চামড়ার তৈরি খাপের ভিতরে রাখাও মন্দ নয়।

কুঠারের ব্যবহার

কচি কদম স্কাউটেরা কুঠারের ব্যবহার জানেনা। কাজেই কুড়াল চলাইবার সময় তাহারা অত্যধিক জোরে আঘাত করিয়া নিজের ক্রটি পুষাইয়া নিতে চেষ্টা করে। বয়োজ্যেষ্ঠরা তাহাদের কাজ দেখিয়া মনে মনে হাসে আর ভাবে, আনাড়ী ধাক্কা কালীন তাহাদের মতো বেঠিক কাজ করার দরুন কত পৃষ্ঠ বেদনা ভোগ করিতে হইয়াছে।

প্রথমেই লক্ষ্য স্থির করিয়া কোপ দিতে হইবে। লক্ষ্যচ্যুতভাবে সর্বশক্তি দিয়ে কোপাইলেও ফল বেশী পাইবে না। যেইখানটায় তোমার আঘাত দেওয়া দরকার, ঠিক সেইখানেই দিতে হইবে। লক্ষ্য ঠিক হইলে হাতের দোল ও কুড়ালের ওজন উভয়ে মিলে বাকি কাজটুকু সমাধা করিবে। কোপ ঠিক খাড়া না দিয়া খানিকটা কাত করিয়া দিতে হয়।

পাকা কুঠারিরা ডান কিংবা বাম হাতে সমান দক্ষতার সাথেই কাজ করিতে পারে। কেবলমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই তাহা আয়ত্ত করা যায়।

বৃক্ষ ছেদন

প্রয়োজনবশতঃ গাছ কাটার দরকার হইলে প্রথমেই মালিকের অনুমতি নিতে হইবে।

গাছ কাটিতে শুরু করার আগেই যে-সকল ডালপাড়া কুড়াল চালাইবার পথে বাধা জন্মাইতে পারে সেইগুলি কাটিয়া সাফ কর। নচেৎ সেগুলিতে লাগিয়া তোমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতে পারে। গাছের তলায় ছোট ছোট গাছ গাছড়া থাকিতে পারে, সেই সব পরিষ্কার না করিলে কাজের ব্যাঘাত হওয়া স্বাভাবিক। দর্শকেরা তোমার কাছ হইতে নিরাপদ ব্যবধানে আছে কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া ভাল।

গাছ কাটার একটা পদ্ধতি আছে। গাছটিকে যেই দিকে ফেলিতে চাও, গাছের সে-দিকটায় প্রথমেই বেশ করে একটা খাঁজ কাটিয়া লও। তারপর উহার খানিকটা উপরে গাছের বিপরীত দিকে আর একটা খাঁজ কাট। তোমার সবটা কাজ বেশ সুপরিকল্পিত হওয়া চাই-যাহাতে কাটার পরে গাছটি অন্য গাছের উপরে পড়িয়া ডালে আটকিয়া ঝুলিতে না থাকে।

প্রথমে খাঁজ কাটিবার জন্য গাছের গুড়িতে দুইটা চিহ্ন দাও। নিচের দাগ হইতে উপরের দাগটির দূরত্ব গাছের ব্যাসের সমান হইতে হইবে। নিচের দাগে



(গাছ কাটিতে প্রথমে দুইটি খাঁজ কাটিবে। যেইদিকে গাছটি কাত সেই দিকে প্রথমে কাটিবে নিচের খাঁজটি। তবেই গাছটি সেই দিকে পড়িবে।)

মাটির সমান্তরালভাবে কুড়াল চালাও এবং উপরের দাগ হইতে তার সহিত কোনাকোনী কাটিতে থাক। এই দুইটার মাঝের অংশটুকু কাটিয়া বাহির করিয়া

দাও। গাছের ব্যাসার্ধে পৌছা পর্যন্ত এইভাবে চালাইতে থাক।

এইবারে গাছের বিপরীত দিকে যাও। সেই দিকে নিচের খাঁজের নিম্নস্থ দাগের ইঞ্চি তিনেক উপরে আর একটি খাঁজ কাট।

কুঠার চালাইবার সময় বড় বড় খণ্ড-কাটিতে হইবে, ছোট ছোট কতকগুলি টুকরা কাটিলে চলিবেনা। নচেৎ পরে কেহ সেখানে গেলেই বুঝিতে পারিবে যে, উহা কোন আনাড়ী কচিকদমের কীর্তি। গাছ কোপাইবার সময় লক্ষ্য নির্ভুল হইলে এইরূপ হওয়ার আশংকা থাকেনা।

তৎপর গাছটি যখন মাটিতে পড়িবে তখন সতর্কভাবে গোড়ার দিকে লক্ষ্য রাখিবে। প্রায়ই সেই অংশটি গুড়ি হইতে ছিন্ন হইয়া লাফাইয়া পিছনদিকে ছিটকিয়া পড়ে। উহার ঠিক পিছনদিকে কখনো দাঁড়াইবে না। এইভাবে অনেক কচিকদমই প্রাণ হারাইয়াছে।

যখন গুড়িটা সশব্দে ফাটিতে থাকে এবং গাছটি পড়িতে শুরু করে তখন গাছ যদিকে পড়িবে সেদিক হইতে সরিয়া যাও। এবং গুড়ি হইতে নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়াও।

গাছের ডাল ছাঁটা ও গুড়ি কাটা

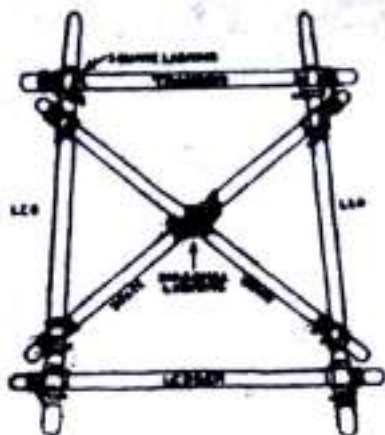
গাছ কাটার পর মাটিতে পড়িলে উহার ডাল ও শাখা প্রশাখাগুলি ছাঁটিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে গুড়িটি সুন্দরভাবে বাহির হইয়া আসিবে। গুড়ির গোড়ার দিক হইতে শুরু করিয়া ক্রমশঃ আগার দিকে ছাঁটাই করিতে হইবে। প্রত্যেকটি ডাল ও শাখা যথাসম্ভব গুড়ি ঘেসিয়া কাটা দরকার।

তৎপর গাছের গুড়িটিকে লম্বা লম্বা টুকরা করিয়া কাটিতে হইবে। ইহাকে বলে খণ্ডিত করা। গুড়ির একপার্শ্বে মাঝ পর্যন্ত কাটিয়া লও। সেই খাঁজটি গাছের ব্যাসের অর্ধেক হওয়া দরকার। ইহার পর গাছটি উল্টাইয়া অপরদিকে সেইরূপ আর একটি খাঁজ কাটিতে হইবে। তখন সহজেই গুড়িটি খিঁচিতে হইয়া পড়িবে।



সেতু বা পুল নির্মাণ

ব্যাডেন পাওয়েল বলিয়াছেন—আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে অশান্তিতে থাকাকালীন আমার স্কাউটেরা 'পাইয়োনায়ার' বা অগ্রপথিক হিসাবে কাজ করার সময় প্রায় দুইশত সেতু তৈরি করিয়াছিল। সেগুলি তাহারা তৈরি করিয়াছিল খুব সহজে হাতের কাছে যে মাল মশলা পাওয়া যায় তাহা দ্বারা।



লাঠি দ্বারা স্কাউটেরা পুলের মডেল তৈরি করিতে পারে। দড়ির সাহায্যে লাঠিতে গেরো দিয়া (Square lashing and diagonal lashing) পুলের মডেল তৈরি করা খুবই সহজ। ইহা তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।



(দুইটি ট্রেন্সল দিয়াই একটি সাধারণ পুল তৈরি করা যায়! ছবিতে পুলের অংশগুলি দেখিতে পাইবে। মাঝের পেচগাছকেই ডায়গোনাল ল্যাসিং বলে, বাকীগুলি কোয়ার ল্যাসিং।)

সেতু তৈরি করার অনেক পদ্ধতি আছে।

পাইয়োনায়াররা সাধারণতঃ গাছের শুড়ি একত্রে বাঁধিয়া সেতু তৈরী করে।

ভারতবর্ষের হিমালয় অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীরা নদীর এপার-ওপার তিনটি রশি বুলাইয়া বাঁধিয়া সেতু তৈরী করিয়া থাকে। সেই তিনটি খানিকটা পর পর ইংরেজী V-আকৃতিতে তা'রা কঞ্চি বাঁধিয়া লয় নীচেকার রশিকে পাদানি ও দুই



(হিমালয় পর্বত অঞ্চলে স্থানীয় লোকেরা তিনটি দড়ি দিয়া সেতু তৈরী করে।)

পাশের দুইটা রশিকে রেলিং হিসাবে ব্যবহার করা হয়। চলিবার সময় এই প্রকারের সেতুগুলি বেশ দুলিতে থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেগুলি দিয়া তুমি অনায়াসেই নদী পার হইতে পার। আর তাহা তৈরিও করা যায় খুব সহজে।

অল্প-পরিসর গভীর নালার উপরে সেতু তৈরি করার একটা সহজ উপায় আছে। একটা কিংবা দুইটা সোজা গাছ কাটিয়া নদীর এপার ওপার বিছাইয়া নিলেই সেতু হইয়া গেল। এক পার্শ্বে রেলিং বসাইয়া দিলেই এই রকম সেতু দিয়া বেশ নির্বিঘ্নে পারাপার হওয়া যায়।

স্রোতস্বতী পার হওয়ার জন্য ভেলাও ব্যবহার করা যায়, নদীটি অগভীর হইলে কিনারার কাছে পানিতেই ভেলা তৈরি করিবে। কিন্তু নদী গভীর হইলে পারের উপরই তৈরি করা ভাল। ভেলা তৈরি হইয়া গেলে ভাটার দিকটা বাঁধিয়া রাখ এবং অন্য দিকটা স্রোতের দিকে ঠেলিয়া দাও।

স্রোতের ঠেলায় ভেলার প্রান্তভাগ আপনিই অপর পারে গিয়া লাগিবে।



(পানি প্রতিরোধক আবরণের ভিতর শুকনা ঘাস, পাতা বা খড় পিটাইয়া বাতিল করতঃ (Sausages) ষ্টিট লাঠির কাঠামোতে বাঁধিয়া সহজে ভেলা তৈয়ার করা যায়।)

নিজের দেহের মাপ জোক্

প্রত্যেক পাইয়োনায়ারকে তাহার নিজ দেহের মাপজোক সঠিকভাবে জানিতে হইবে। নিম্নে মোটামুটিভাবে মানব দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ দেওয়া গেলঃ-

তর্জনীর নখ সন্ধি বা বৃদ্ধাংগুষ্ঠের প্রস্থ ১ ইঞ্চি

বৃদ্ধাংগুষ্ঠ ও মধ্যমা -অংগুলির বিস্তৃতি ৮ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি

বৃদ্ধাংগুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাংগুলির বিস্তৃতি (বিঘত) ... ৯ ইঞ্চি হইতে ৮ ইঞ্চি

কজ্জি হইতে কনুই পর্যন্ত (ইহা পায়ের মাপের সমান) ১০"

কনুই হইতে মধ্যমা অংগুলির অগ্রভাগ ... ১৭ ইঞ্চি হইতে ১৮ ইঞ্চি অন্য কথায় "একহাত" বলা হয়।

হাঁটু হইতে পায়ের তলা পর্যন্ত ১৮"

হাত দুইটা দুই পাশে বিস্তৃত করিলে এক আংগুলের অগ্রভাগ হইতে আর এক আংগুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত যে দূরত্ব তাহাকে বলা হয় "Fathom"। উহা প্রায় দেহের উচ্চতার সমান।

নাড়ী মিনিটে ৭৫ বার স্পন্দন করে। উহার প্রতিটি স্পন্দন এক সেকেন্ডের চেয়েও কিছুটা দ্রুত চলে।

পদক্ষেপ - একটি পদক্ষেপের দূরত্ব প্রায় আড়াই ফুট। প্রায় ১২০ পদক্ষেপ একশত গজের সমান। দ্রুত চলার পদক্ষেপ ধীরে ধীরে চলার পদক্ষেপের তুলনায়



(পাক-ভারত উপমহাদেশের কাশ্মীরে কোন কোন ক্ষেত্রে একটিমাত্র দড়ি দিয়া 'সেতু' তৈয়ার করা হয়।

শুদ্রতর। দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটিয়া চলিলে ১৬ মিনিটে এক মাইল অতিক্রম করা যায়, আর ঘণ্টায় অতিক্রম করা যায় চার মাইলের কাছাকাছি।

দূরত্ব বিচার

প্রত্যেক স্কাউটকে দূরত্ব নির্ধারণে সক্ষম হইতে হইবে। এক ইঞ্চি হইতে শুরু করিয়া এক মাইল কিংবা তদপেক্ষা বেশী দূরত্ব নির্ধারণ করিতে জানা স্কাউটের পক্ষে খুবই প্রয়োজন।

তোমার নিজের শরীরের বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগের মাপ জানা থাকিলে সেই জ্ঞান অন্য জিনিস মাপার কাজে সাহায্য করিবে। তোমার লাঠিতে ইঞ্চির দাগ কাটিয়া ফুট ও গজ চিহ্নিত করিয়া লইবে। লাঠিটি ব্যবহার করার আগেই মাপের ফিতার সাহায্যে কাজটা করিয়া রাখিবে।

ভ্রমণ-পথের দূরত্ব নির্ধারণ করিতে হইলে সে কাজটা করিতে হয় : কতক্ষণ এবং কিরূপ গতিতে ভ্রমণ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা। মনে কর : তুমি ঘণ্টায় চার মাইল বেগে ভ্রমণ কর। যদি তুমি দেড় ঘণ্টা কাল হাঁটিয়া থাক, তাহা হইলে সহজেই জানিবে যে, তুমি প্রায় ছয় মাইল অতিক্রম করিয়াছ।

ধ্বনির সাহায্যেও দূরত্ব নির্ধারণ করা যায়। দূরে কোথাও কামান ছুঁড়িতে দেখিলে তাহা যতদূরে ছোঁড়া হইল তাহা বলা সম্ভবপর। কামানের অগ্নিশিখা দর্শন হইতে তোমার নিকট উহার আওয়াজ পৌছিতে কত সেকেণ্ড লাগে তাহা গণনা কর। তাহা হইলে তোমার কাছ হইতে কত দূরে কামান ছোঁড়া হইয়াছে তাহা বলিতে পারিবে।

ধ্বনি প্রতি সেকেণ্ডে ৩৬৫ গজ বেগে চলে। অর্থাৎ বছরে দিন যতগুলি ধ্বনির গতি প্রতি সেকেণ্ডে তত গজ।

নিজের পর্যবেক্ষণ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষা করিতে পারঃ-

৫০ গজ দূরে মানুষের মুখ ও চোখ পরিষ্কার দেখা যায়।

১০০ গজ দূরে চোখ দুইটা বিন্দুর মত মনে হয়।

২০০ গজ দূরে জামার বোতাম ও ইউনিফর্মের খুঁটিনাটি ভালভাবেই দৃষ্টিগোচর হয়।

৩০০ গজ দূরে মুখের চেহারা দেখা যায়।

৪০০ গজ দূরে পদচালনা দেখিতে পাইয়া যায়।

৫০০ গজ দূরে ইউনিফর্মের রং বোঝা যায়।



(আনাড়ী কঠিকদমের সেতু নির্মাণ। সেতুর শক্তি নির্ভর করে গ্রহীর শক্তির উপর। কিন্তু আনাড়ীর টিলা গেরো সব নষ্ট করিয়া দেয়।)

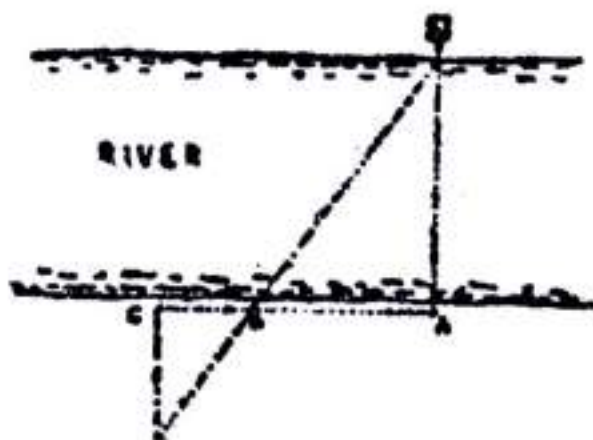
ইহার অধিক দূরত্ব ঠিক করিতে হইলে প্রথমেই তাহার অর্ধেক পথের দূরত্ব ঠিক করিয়া লও। অর্ধেকের দূরত্ব নির্ধারণ করিতে পারিলে তার ডবল করিলেই আসল বস্তুটির দূরত্ব পাওয়া যাইবে। দূরবর্তী বস্তুর দূরত্ব নির্ধারণ করিবার আর একটি উপায় আছে। বস্তুটি সর্বাধিক কতদূর বা নিকট হইতে পারে আন্দাজ করিয়া তাহার মাঝামাঝি দূরত্ব করিয়া লও।

বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে যতটা দূরে আছে তাহার চেয়ে নিকটতম বলিয়া মনে হইবে যদি সে বস্তুটির উপর উজ্জ্বল আলোকপাত হয়; পানি কিংবা বরফের উপর দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়, অথবা পর্বতের উপর হইতে নীচে বা তলা হইতে উপরে দৃষ্টিপাত করা হয়।

আবার কোন বস্তু ছায়ায় থাকিলে, উপত্যকার উপর দিয়া দৃষ্টিপাত করিলে পশ্চাদভূমি সমবর্ণের হইলে, দর্শক শায়িত বা নতজানু অবস্থায় থাকিলে, অথবা দৃষ্টিপথে তাপ বাষ্প থাকিলেও লক্ষ্যবস্তু প্রকৃত দূরত্ব হইতে দূরে অবস্থিত মনে হইতে পারে।

নদীর এপার ওপারের দূরত্ব

নদীর এপার হইতে ওপারের দূরত্ব জানিতে হইলে তুমি যে পারে দাঁড়াইয়া আছ তাহার বিপরীত পারে একটা বৃক্ষ, টিবি বা অন্য কোন বস্তু লক্ষ্য কর। মনে কর ওপারের বৃক্ষটি X এবং তুমি যেখানে আছে তাহা A. AX কাঙ্ক্ষনিক সরল রেখার সাথে সমকোণে আর একটি রেখা অবলম্বন করিয়া পার বাহিয়া চলিতে থাক। ধর এইভাবে তোমাকে নব্বই গজ চলিতে হইবে। ৬০ গজ গিয়া একটি কাঠি বা প্রস্তর মাটিতে পুতিয়া দাও (B), তাহার পর আরো ৩০ গজ সম্মুখে চল



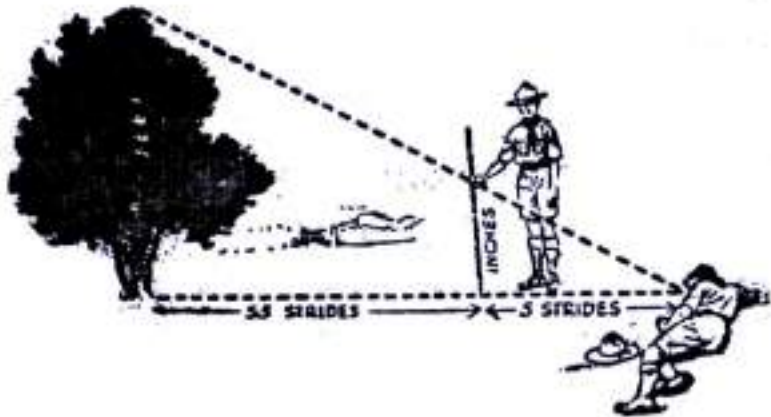
(উপরোক্ত ত্রিভুজ অংকন করতঃ নদীর গ্রন্থ প্রায় সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।)

(C), C হইতে আবার সমকোণে মাঠের দিকে পদক্ষেপ গুণিয়া চল। যখন দেখিবে যে, তোমার পদতল হইতে কাঠি (B) নদীর ওপারের বৃক্ষ (X) একই সরল রেখায় অবস্থিত, তখন থাম। সেইখানটা হইবে D. এখন DBX একই সরল রেখায় অবস্থিত। C হইতে D এর দূরত্ব X হইতে A-এর দূরত্বের অর্ধেক। অর্থাৎ X হইতে A (নদীর বিস্তৃতি) C হইতে D-র দূরত্বের দ্বিগুণ।

উচ্চতা নিরূপণ

স্কাউটের উচ্চতা নিরূপণ করিতে জানা দরকার। নিয়ম জানা থাকিলে কয়েক ইঞ্চি হইতে তিন হাজার ফুট বা তদূর্ধ্বের উচ্চতা নিরূপণেও বেগ পাইতে হইবে না। বেঙ্গুর উচ্চতা, খাদের গভীরতা, বাঁধের, ঘর-বাড়ির, দালান কোঠার এবং পাহাড় পর্বতের উচ্চতা নিরূপণ করিতে সক্ষম হওয়া তাহার পক্ষে উচিত। কেবলমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই এই বিদ্যা আয়ত্ত করা যায়; শুধু পুঁথির সাহায্যে ইহা শিক্ষা করা দুষ্কর।

তোমাকে কোন গৃহ বা বৃক্ষের উচ্চতা নিরূপণ করিতে হইলে উহার গোড়া হইতে এগার ফুট কিংবা এগার গজ অথবা যে কোন একক ধরিয়া এগার গুণ পথ অতিক্রম করতঃ সেখানে একটি লাঠি পুতিয়া একজন স্কাউটকে তা ধরিয়া রাখিতে



(ইঞ্চি চিহ্নিত স্কাউটের লাঠির সাহায্যে বৃক্ষের উচ্চতা নির্ণয় করা যায়।)

বল। তৎপর আরো এক ইউনিট সম্মুখে চল। সবসুদ্ধ হইবে ১২ ইউনিট। এইবার মাটিতে শুইয়া তোমার চোখ এইখানে মাটির সংগে লাগাও। এখন C পয়েন্ট হইতে গাছের অগ্রভাগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। লাঠিধারী স্কাউট তোমার দৃষ্টির সাথে সমতা রক্ষার জন্য লাঠির উপর তার হাত উঠানামা করিতে থাকিবে। যখনই তোমার চোখ লাঠিতে স্থাপিত স্কাউটের হাত ও গাছের অগ্রভাগের সংগে এক সরল রেখায় পড়িবে, তখনই হাত নিশ্চল রাখিতে বলিবে। এখন লাঠিতে স্থাপিত হাত যত ইঞ্চি উপরে থাকিবে, গাছের উচ্চতা হইবে তত ফুট। এ পরীক্ষায় তুমি যে কোন মাপের ইউনিট ব্যবহার করিতে পার।

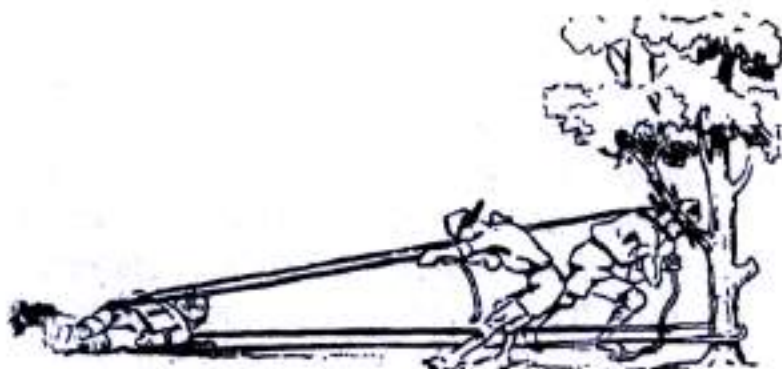
ওজন ও সংখ্যা নিরূপ

কোন বস্তুর আনুমানিক ওজন নিরূপন করিতে শিক্ষা করাও তোমার উচিত। যেমন এক আউন্স ওজনের একটা চিঠি, আধ সের ওজনের একটা মাছ কিংবা আলু বা এক বস্তা ছোলা ইত্যাদি! লোকের চেহারা দেখিয়া তাহার সম্ভাব্য ওজন আন্দাজ করিতে অভ্যাস থাকা উচিত। রীতিমত অভ্যাস না করিলে এসব কাজও শিখা যায় না।

সংখ্যা নিরূপন করিতেও শিক্ষা কর। দেখামাত্র কোনদলে কত জন লোক আছে, মোটর বাসে কতজন আরোহী আছে, কোন বড় রকমের জনতার লোক সংখ্যা কত; ঐ ভেড়ার পালটিতে কতটা ভেড়া; এই বারকোষে কয়টা মার্বেল ইত্যাদি বলিতে পারা কম কৃতিত্বের কথা নয়। পথে-ঘাটে-মাঠে যে-কোন সময় খেলাঙ্গলে তুমি ইহা অভ্যাস করিতে পার।

উপদলের পাইয়োনিয়ারিং কাজের মহড়া

গেরো বাঁধার অভ্যাস করিতে স্কাউটদিগকে জোড়ায় জোড়ায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিশেষ গেরো বাঁধিয়া দৌড়ের প্রতিযোগিতায় লাগাইতে পার। যে নির্ভুল গেরো বাঁধিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবে, তাহারই জিত। বিজিতরা আবার অন্য জোড়ার সহিত প্রতিযোগিতা করিবে। শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে কাঁচা ছেলেটি ধরা পড়িবে। এইভাবে অভ্যাস করিলে সবচেয়ে অকর্মণ্য ছেলেও পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে পাকা হইয়া উঠিবে। এই প্রতিযোগিতার দ্বারা কাহারও 'মন্দ' থাকিবার উপায় নাই। শ্রেষ্ঠতম হইয়া পুরস্কার লাভের জন্য যেমন চেষ্টা থাকিবে, তেমনি নিকৃষ্টও প্রমাণিত না হইবার চেষ্টাও হইবে প্রবল।



(কোন ভারী কাঠের কাণ্ড অথবা অন্য কোন ভারী জিনিস যে পথ দিয়ে চালিত করা হয় তাহাকে 'পারবাকল' বলা হয়।)

রাত্রির অন্ধকারে গেরো বাঁধার দৌড় প্রতিযোগিতা বড়ই মজার ব্যাপার। উপদল-নেতা কয়েক মুহূর্তের জন্য আলো নিভাইয়া দিবেন। তৎপূর্বে কি কি গেরো বাঁধিতে হইবে তাহা বলিয়া দিতে হইবে। আলো না নিভাইয়া তৎপরিবর্তে প্রতিযোগীদের চক্ষু বাঁধিয়াও এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা যায়।

খেলা

ক্কাউটিং গতি

বিচারক যাত্রাস্থল হইতে ৩০০ গজ হইতে ১২০০ গজ দূরে দূরে তিনজন বা তিনদল লোক স্থাপন করিবেন। যতদূর সম্ভব ইহাদের পোশাক হইবে বিভিন্ন এবং ইহারা বিভিন্ন বস্তু গ্রহণ করিবে (যথা লাঠি, বাগ্লি বা কাগজ ইত্যাদি)। আশে পাশে অন্যলোক থাকিলে ইহাদিগকে এক হাঁটুতে ভর দিয়া দাঁড়াইতে বা অন্য কোন রকম বিশিষ্ট ভঙ্গী গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতে হইবে যাহাতে অন্য পথিকের সহিত ভুল না হইতে পারে। বিচারক প্রতিযোগীদের দৌড়ের জন্য তিনটি বিন্দু সহযোগে একটি চক্রাকার পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, দূরত্ব প্রায় পোয়া মাইল। সম্ভব হইলে কয়েকটা লক্ষের ব্যবস্থাও থাকিবে।

প্রতিযোগীরা যাত্রা করিয়া প্রথম বিন্দুর কাছে দৌড়াইয়া যাইবে। এই স্থানে বিচারক প্রতিযোগীদের বলিয়া দিবেন কোন দল সম্বন্ধে তাহাদিগকে বিবরণ দিতে হইবে এবং দিকদর্শন যন্ত্রের কাঁটা অনুসারে কোন দিকে তাহাদের অবস্থান। নির্দিষ্ট দলের দেখা পাইলে প্রত্যেক প্রতিযোগী নিম্নলিখিত তথ্য সম্বলিত একটি বিবরণ লিখিবেঃ-

- ১। দলে কতজন লোক।
- ২। তাহারা কিরূপ পোশাক পরিহিত বা কিভাবে তাহাদের পার্শ্বক্য বোঝা যায়।
- ৩। নিকটস্থ লক্ষণীয় বস্তুর তুলনায় তাহাদের অবস্থান।
- ৪। নিজের অবস্থান হইতে তাহাদের দূরত্বের আন্দাজ।

প্রতিযোগী তখন পরবর্তী বিন্দুতে দৌড়াইয়া যাইবে এবং অন্যদল সম্বন্ধে অনুরূপ বিবরণ লিখিবে। তাহারপর ওয় বিন্দুতেও একই কাজ করিবে। সর্বশেষে তাহার বিবরণসহ বিজয়স্তম্ভের কাছে দৌড়াইয়া যাইবে।

নম্বর- প্রত্যেক দলের পূর্ব ও সঠিক বিবরণের জন্য পূর্ণ নম্বরঃ- অর্থাৎ সমুদয় পথের জন্য ১৫ নম্বর। প্রথম বালক বিজয়-স্তম্ভের বিবরণ দাখিল করার পরে প্রত্যেক দশ সেকেণ্ড বিলম্বের জন্য এক নম্বর করিয়া কাটা যাইবে। বিবরণে ভুল করিলে বা কিছু উল্লেখ না করিলে এক বা অর্ধ নম্বর করিয়া কাটিতে হইবে।



Rover Library





তাঁবু-বাস

বা

ক্যাম্পিং

তাঁবু-জলসা কাহিনী-৯ম

তাঁবু আরাম- শিবির ভূমি-সাজসরঞ্জাম-তাঁবু খাটানো-অগ্নি
প্রজ্বলন-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

অনেকেই বলিয়া থাকেন ঃ তাঁবুতে 'কষ্ট করা'। হয়ত কচিকদমের কাছে তাঁবুবাস কঠোর ও কষ্টকর মনে হইবে। কিন্তু পাকা স্কাউটের কাছে ইহা মোটেই কষ্টকর নয়। কারণ,-সে জানে কিভাবে নিজের যত্ন নিজে করিয়া আরামে থাকা যায়। সংগে তাঁবু না থাকিলে সে চুপচাপ বসিয়া শীতে কাঁপে না বা খামাখা অভিযোগ করেনা। নিজের থাকার জন্য সে যে-কোন উপায়ে একটা আশ্রয় তৈরি করার কাজে লাগিয়া যায়। একটা ভাল জায়গা মনোনীত করিয়া তাঁবু খাটায় যাহাতে বৃষ্টি-বাদল হইলেও পানিতে ভাসিয়ে না নিতে পারে। তৎপর সে আয়োজন করে আগুন জ্বালার এবং নিজের ব্যবহারের জন্য তৈরি করিয়া লয় খড়কুটা দ্বারা নরম মাদুর।

অভিজ্ঞ স্কাউট উদ্যোগী ও বুদ্ধিমান। যে-কোন অসুবিধার মোকাবিলা করিবার জন্য সে একটা উপায় বাহির করিতে পারে।

শিবির-ভূমি

তাঁবুতে বাস করিবার জন্য বাহির হওয়ার আগেই তোমাকে ঠিক করিয়া লইতে হইবে ঠিক কোথায় তাঁবু-বাসে যাইবে এবং তাঁবুটি হইবে কোন ধরনের। সেই স্থানটি তোমাদের বাড়ির যত নিকট হয়, তোমাদের যাতায়াত খরচ পড়িবে তত কম। আমার মতে : তাঁবুর জন্য শ্রেষ্ঠ স্থান কোন জংগলের ভিতরে বা খুব কাছে। সেখানে আশ্রয় বা কুঁড়েঘর নির্মাণের ও রান্না বান্নার জন্য জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিবার অনুমতি পাওয়া যায়। তোমার বাড়ির আশেপাশে কোন জংগলের মালিকের সহিত তোমার জানাশোনা থাকিলে সেইটাই হইবে তোমার সুবর্ণ সুযোগ। তাঁহার কাছে উক্ত জায়গা ব্যবহারের অনুমতি চাহিলে সম্ভবতঃ তিনি রাজী হইবেন। বনের ভিতরকার জায়গা সৈতসেতে হইতে পারে, এবং বৃষ্টির দিনে গাছের উপর হইতে অনবরত ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়িতে পারে। এ সম্বন্ধে আগেই সতর্ক হইবে। বৃষ্টির পানি ভেদ করিতে পারেনা এমন কুটির তৈরি করিতে পারিলে তাঁবু না হইলেও চলিতে পারে।

সমুদ্রের উপকূলেও তাঁবু করার সুবিধা আছে। অবশ্য সেখানে নৌকা ও গোছল করার সুবিধা থাকা চাই। মাঝে মাঝে রাত্রি বাসোপযোগী নৌকা ও Boat house পাওয়া যাইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে যে, সব সময়েই তোমার উত্তম পানীয় জল ও জ্বালানী কাঠের দরকার হইবে।

অথবা ভূমি কোন পর্বতে, জলাভূমিতে কিংবা নদীর তীরে গিয়াও তাঁবু-বাসের অনুমতি লইতে পার।

তাঁবুর জায়গা মনোনীত করিবার সময় সর্বদাই ভাবিয়া দেখিবে, ঝড় বৃষ্টি হইলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে। কাজেই এমন জায়গা নির্বাচন করিবে যাহা বেশ শুষ্ক এবং নিরাপদ অথচ পানি সরবরাহের জায়গা থেকে বেশী দূরে নহে। মনে রাখিও, উত্তম পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পান করিবার পানিটুকু যেন বিত্ত্বক হয় সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যিক।

ভ্রাম্যমাণ তাঁবু :

স্থায়ী তাঁবুর পরিবর্তে অনেক স্কাউট ভ্রাম্যমাণ তাঁবু বেশী পছন্দ করে ।

অবশ্য নূতন নূতন জায়গায় গেলে বেশী আনন্দ উপভোগ করা যায় । কিন্তু আবহাওয়ার অবস্থা ভাল না থাকিলে ভ্রাম্যমাণ তাঁবু উপভোগ্য হয়না ।

ভ্রাম্যমাণ তাঁবুর পরিকল্পনা করিবার সময় প্রথমেই কোন্ কোন্ জায়গায় যাইবে এবং কোথায় রাত্রিবাস করিবে মানচিত্রে তাহা চিহ্নিত করিয়া রাখিবে । মোটামুটিভাবে দৈনিক পাঁচ মাইলের মত পথ অতিক্রম করাই সুবিধাজনক ।

এই প্রকারের ভ্রমণে মালপত্র যেমন তাঁবু, কঞ্চল, বিছানা, পানি, কাপড় ইত্যাদি বহন করিবার জন্য তোমার দরকার হইবে একটা মালবাহী গাড়ীর ।

প্রতিদিনের ভ্রমণের শেষে কোন কৃষকের জমিতে তাঁবু খাটাইবার অথবা আবহাওয়ার অবস্থা ভাল না থাকিলে তাহার খামারে রাত্রিবাসের জন্য আগেই অনুমতি লইতে হইবে ।

তাঁবু :

প্রথমেই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে তুমি কোন্ রকমের তাঁবুবাসে যাইবে—স্থায়ী না ভ্রাম্যমাণ । তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে তোমার কোন্ প্রকারের তাঁবু দরকার হইবে ।



(আর কাঠযুক্ত শিবির, বা দেয়াল শিবিরই পৃথিবীর অনেক দেশে অভিযাত্রীদের প্রিয় তাঁবু) ।

যদি স্থায়ী তাঁবু হয় অর্থাৎ যে তাঁবু হইতে তোমাকে নড়াচড়া করিতে হইবেনা, তাহা হইলে আমার মনে হয় অভিযানকারীদের ব্যবহারের তাঁবুই তোমার পক্ষে ভাল হইবে। ইহাকে বলা হয় ছাদ-বিশিষ্ট বা দেওয়াল সংযুক্ত তাঁবু। সকল প্রকার আরামের জন্য এবং সুন্দর দৃশ্যে ইহার জুড়ি আর নাই। তাঁবুর তেরপালে বাড়তি অংশ থাকিলে তাঁবুতে আর জল প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহা ছাড়া সেই বাড়তি অংশটি গরমের দিনে তাঁবুর ভিতরটা ঠাণ্ডা এবং শীতের দিনে গরম রাখিবে।

তাঁবু-বাসের জন্য স্কাউটের ক্ষুদ্র তাঁবুও বেশ সুবিধাজনক। অবশ্য যদি প্রত্যেক উপদলের দুই তিনটা তাঁবু থাকে। শীতের মাসগুলিতে তোমরা নিজেরাই তাঁবু তৈরি করিয়া লইতে পার। ইহাই সবচেয়ে উত্তম উপায়, আর ইহাতে শেষ পর্যন্ত খরচও পড়ে খুব কম। তৈরি করিবার সময় যদি দুই একটা তাঁবু বেশী তৈরি করিয়া লও, তবে সেগুলি বিক্রয়করতঃ তোমার বেশ লাভও হইতে পারে।

তাঁবুর দাম অত্যধিক হওয়ার দরুন যখন তোমরা তাহা কিনিতে পার না, তখন মনে রাখিবে যে ব্যবহৃত তাঁবু সকল সময়েই সামান্য ভাড়া দুই এক সপ্তাহের জন্য পাওয়া যায়।

তাঁবুর সাজ সরঞ্জাম :

ইহার পরেই আসে সাজ-সরঞ্জামের কথা—অর্থাৎ রান্না করিবার কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, বালতি, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যাহা প্রয়োজন হইতে পারে। স্থির তাঁবুতে মোটামুটি যেসব জিনিসপত্র দরকার হয়, তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল। কিন্তু স্বল্পকাল স্থায়ী বা ভ্রাম্যমাণ ক্যাম্পে ইহার সবগুলি দরকার হয় না।

তাঁবুর জন্য—বালতি, হ্যারিকেন, ল্যাম্প ও মোমবাতি, দেশলাই, কাঠের হাতুড়ি, গামলা, কোদাল, কুড়াল, সূতার পেটি, উপদলের পতাকা এবং তাঁবুর খুঁটিতে জিনিসপত্র ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য দোয়াল।

রান্নার সরঞ্জাম—সস্-প্যান, বাতিল, ভাজা কড়াই, কেতলী, জলের কাঁটা, লোহার শিক, দেশলাই, বালতি, মাংস কাটা ছুরি, হাতা, লুছনি, আলু, আনাজ ইত্যাদি রাখিবার থলে ইত্যাদি।

প্রতি স্কাউটের ব্যবহার্য—জলরোধক চাদর, দুইটি কব্বল, বিছানাপত্র বাঁধার দড়ি বা চামড়ার দোয়াল, খড়ের বা ঘাসের তোষক (তাঁবুতেই তৈরি করিতে—খড়

ও সুতলীর প্রয়োজন) রেশনের খলে। রাতে শুইবার জন্যে প্রত্যেকেই প্রচুর বিছানাপত্র ও কঞ্চল থাকা দরকার, যেন প্রত্যেকেই পৃথক বিছানায় শুইতে পারে।

ব্যক্তিগত জিনিসপত্র—প্রত্যেক স্কাউটের প্রয়োজন—পূর্ণাঙ্গ স্কাউট ইউনিফর্ম এবং টুপী, পাজামা অথবা শুইবার কাপড়, সোয়েটার, রেন-কোট, অতিরিক্ত জুতা বা সেঙ্গেল, স্নানের কাপড়, তোয়ালে, ক্রমাল, সাবান, আয়না, চিরুণী, দাঁতন, সুই-সূতা, বাসন, গ্লাস, পেয়লা বা মগ, ছুরি, কাঁটা চামচ, দেশলাই এবং ঝোলা।

তাঁবু-বাসে অভিজ্ঞ স্কাউটেরা সর্বদাই সংগে দুই একটা কাপড়ের খলে লইয়া আসে খাদ্যাদি রাখিবার জন্য। অবশ্য এই সব খলে ক্যাম্পে আসার আগে তাহারা নিজেরাই তৈরি করিয়া লয়।

রেশনের খলে ৬টি ইঞ্চি গভীর ও ৩টি ইঞ্চি চওড়া হইলেই চলিবে। ইহার মুখের কাছের সেলাইয়ের ভিতরে থাকিবে যাহা দ্বারা মুখ বন্ধ ও উহা বহন করিবার সুবিধা হয়।

কয়েকটি বড় ব্যাগ ও খলি সেলাই করিবার সময় তৈরি করিবে। উহাতে তাঁবুতে ব্যবহার্য বিবিধ জিনিসপত্র—যেমন রশি, সূতা, অতিরিক্ত বুতাম, সুই-সূতার কেস ও ছুরি কাঁচি ইত্যাদি রাখা যায়।

বিঃ পিঃ বলেন—আমার জুতা রাখিবারও কাপড়ের ব্যাগ ছিল। প্যাক করার সময় উহাতে জুতা পুরিয়া রাখিতাম। তাহাতে কাপড়-চোপড় ময়লা হইতে পারিত না।

খাদ্য

খাবার সঙ্গে মাংস থাকিলে উহা বেশ টাটকা আছে কিনা সেই সম্বন্ধে খুব সতর্ক হইতে হইবে। মনে রাখিবে—ডিম, চাউল, আটা ইত্যাদি বেশী দিন ভাল থাকে। ফল সহজেই সিদ্ধ করা যায়, কিন্তু খাইতে খুব সুস্বাদু। চকোলেট শিবিরে খুব কাজে আসে, বিশেষ করিয়া মার্চ করিবার সময়। কিন্তু বুয়রেরা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার শিকারিরা এক প্রকারের রুটি ব্যবহার করে তাহা ক্যাম্পের জন্য ভাল। উহাকে বলা হয় রাস্কস্ (rusks)। এই রুটি খুব সহজে তৈয়ার করা যায়। রুটিওয়ালার দোকান হইতে একটা বাসি পাউরুটি অর্ধ মূল্যে কিনিয়া উহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরু টুকরায় কাট এবং তৎপর উনুনে সঁকিয়া কিংবা আগুনে ধরিয়া শক্ত

কর। রুটির তুলনায় ভাল কাজ পাওয়া যায়। নরম রুটি ক্যাম্পে সহজে অর্ধ টক ও বাসি হইয়া যায়।

তাঁবু পরিকল্পনা

মিলিটারী ক্যাম্পের মত স্কাউট ক্যাম্পে তাঁবুগুলি এক সারিতে মধ্যে রাখা রাখিয়া খাটান হয় না। উপদল হিসাবে সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত আকারে স্কাউট মাষ্টারের তাঁবুর চারিদিকে একটা বড় বৃত্তের পরিধির মধ্যে পঞ্চাশ হইতে একশত গজ দূরে দূরে খাটান হয়। সচরাচর ক্যাম্পের পতাকা ও “তাঁবু-জলসার” জায়গা থাকে ঐ বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে।

তাঁবু খাটান

ক্যাম্পের জায়গা মনোনীত হইয়া গেলে, বাতাসের উলটা দিকে দরজা রাখিয়া তাঁবু খাটাও।



(নিপুণভাবে তাঁবু খাটাইলে ভূমি বৃষ্টিকে সানন্দে উপেক্ষা করিতে পার)।

তাঁবুর চারদিকে প্রায় তিন ইঞ্চি গভীর নালা কাটিয়া নেও। তাহা হইলে খুব বেশী বৃষ্টিপাতের ফলে তাঁবুর ভিতরটা ভাসাইয়া নিতে পারিবে না। বৃষ্টির সময় সে নালা দিয়া পানি নিম্নদিকে গড়াইয়া যাইবে। তাঁবুর খুঁটির গোড়ার কাছে চায়ের কাপের মত একটা গর্ত খুঁড়িয়া রাখ। বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাঁবুর তেরপাল সঙ্কুচিত হইলে খুঁটির গোড়া গর্তে নামাইয়া দিবে। তাহাতে তাঁবুর সবগুলি রশি টিলা হইবে এবং তাঁবুটি রক্ষা পাইবে।

পানি সরবরাহ

ক্যাম্পের কাছে ঝর্ণা বা নদী থাকিলে উহার সবচেয়ে ভাল জায়গাটি পানীয় জলের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। তারও অনেক দূরে শ্রোতের নিম্নদিকে একটা সুবিধামত জুয়গা স্থান করা, কাপড় কাঁচা ইত্যাদি কাজের জন্যে নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে।

স্কাউটেরা সবচেয়ে বেশী যত্ন নেয় পানীয় জলের উৎসকে বিস্কন্ধ রাখার জন্য নতুবা খারাপ জল পান করার দরুন নিজেদের মধ্যে রোগ দেখা দিতে পারে।

সব রকম জলেই অসংখ্য জীবাণু থাকে। সেগুলি এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া চোখে দেখা যায় না। উহাদের মধ্যে কতকগুলি খুব বিপজ্জনক আবার কতকগুলি নির্দোষ। বিপজ্জনকগুলি জলে আছে কিনা তাহা বলা শক্ত। কোন রকম সন্দেহ হইলেই পানি ফুটাইয়া সব জীবাণু ধ্বংস করা উচিত। পান করিবার আগে সেই পানি ঠাণ্ডা করিয়া লইবে। ফুটাইয়া নেওয়ার সময় পানি কেবলমাত্র গরম হইলেই চলিবেনা, পনের বিশ মিনিট ধরিয়া ভাল রকম ফুটাইতে হইবে। কারণ রোগের জীবাণু খুব-প্রাণ জীব এবং সেগুলি ধ্বংস করিতে হইলে অনেকক্ষণ যাবত পানি ফুটান দরকার হয়।

রান্নার জায়গা

রান্না করার জন্য উনান তৈরি করিতে হয় তাঁবু হইতে বাতাস যেই দিক দিয়া বাহির হইয়া যায় সেই দিকে। তাহা হইলে উনানের ধূম এবং আগুনের ফুল্কি বাতাসে ভাসিয়া তাঁবুর ভিতরে আসিতে পারিবেনা। উনান সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে।

অভিজ্ঞ স্কাউটেরা রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বিশেষ যত্ন লয়। কারণ, যদি খাদ্যের টুকরা এদিক ওদিক মাটিতে ছড়াইয়া পড়ে, তবে তাহার উপর মাছি বসে এবং খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত করিয়া দিতে পারে।

ইহাতে স্কাউটদের নানা প্রকার রোগ হইতে পারে। কাজেই ক্যাম্পের রান্নাঘর এবং উহার চারিপাশ সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

এই কাজটি ভালরূপে করিতে হইলে তোমার দরকার হইবে একটা ভিজা ও একটা শুষ্ক গর্তের। সেই গর্ত হইবে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে প্রায় আঠার ইঞ্চি এবং উহার গভীরতা হইবে অন্ততপক্ষে দুই ফুট। ভিজা গর্তের উপরিভাগে এক স্তর খড়কুটা



(আনাজী কচিকদমের শিবিরযাত্রা, দেখে আশাপূর্ণ মনে শিবিরে বসি, তাঁবু খাড়া রয় রশি
বাঁধিলে কথি)।

বা ঘাস বিছাইয়া দিবে। যত রকম তৈলময় ও চর্বিদার পানি উহার ভিতর দিয়া গর্তে ঢালিতে হইবে। সেই আচ্ছাদন চর্বি জাতীয় পদার্থকে ধরিয়া রাখিতে সাহায্য করিবে এবং মাটির রক্ষ বন্ধ হইতে দিবেনা। প্রতিদিন খড়কুটা বা ঘাসগুলি জ্বলাইয়া আবার নূতন আচ্ছাদন বদলাইয়া দিবে।

যেইসব জিনিস পোড়া যায়না সেইগুলি ফেলিবে গুহ গর্তে। অব্যবহার্য টিন প্রথম পুড়াইয়া হাতুড়ির সাহায্যে চ্যাপটাকরতঃ গর্তে ফেলিবে। যাহাই পুড়িয়া পোড়াইতে পার পুড়াইয়া ফেলিবে, নতুবা তন্তি শীঘ্রই গর্ত পূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রতিদিন বিকালে আবর্জনা গুলির উপর মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবে।

পায়খানা

ক্যাম্পে স্কাউটদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ হইল পায়খানার জন্য গভীর গর্ত খনন করা। সকল স্কাউটেরই মনে রাখা উচিত যে, ক্যাম্পের এলাকায় পৌঁছেই সর্বপ্রথম কাজ হইবে এই বিষয়টার প্রতি মনোযোগ দেওয়া।

তাঁবু খাটান বা উনান জ্বলাইবার আগেই পায়খানার গর্ত কাটিয়া তাহার চারদিকে পর্দা দিয়া লইবে। গর্তের গভীরতা হইবে দুই ফুট, দৈর্ঘ্য তিন ফুট ও

প্রস্থ এক ফুট-বাহাতে ব্যবহারকারী উহার দুই পাড়ে দুই পা রাখিয়া স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। প্রতিবার ব্যবহারের পরেই ঘন মাটির গুড়া ছাড়িয়া দিবে এবং ক্রমাগত কয়েকদিনের ব্যবহারের পরে সমস্তটা মাটির দ্বারা ভরাট করিয়া দিবে। আর একটি গর্ত খুড়িয়া পেসাবখানা তৈরি করিবে। উহার অর্ধেকটা প্রসাবে নিঃসরণের জন্য পাথরের টুকরা দিয়া ভরিতে হইবে।

এক রাত্রির ক্যাম্প হইলেও স্কাউটদের পায়খানা খনন করিয়া নেওয়া উচিত। ক্যাম্প হইতে দূরে কোথাও রাত্রিবাস করিলে সেখানেও কয়েক ইঞ্চি গভীর গর্ত

পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ

স্কাউট জীবনে ক্যাম্পিং (তাঁবু-বাস) একটা মস্ত বড় ব্যাপার। ইহা বালকদের পক্ষে বিশেষ চিন্তাকর্ষক। ইহার ভিতর দিয়া তাহারা আত্মনির্ভরশীলতা (স্বাস্থ্যবান হওয়া ছাড়াও) উদ্ভাবনী শক্তি অর্জনের সুযোগ পায়।

যেসব পিতা মাতার নিজের তাঁবু-বাসের অভিজ্ঞতা নাই, ক্যাম্পিং সম্বন্ধে তাহাদের ভুল ধারণা থাকা স্বাভাবিক। তাঁবু-বাস ছেলেদের জন্য খুব কষ্টকর এবং বিপজ্জনক বলিয়াই সম্ভবত তাহারা মনে করেন। কিন্তু যখনই তাহারা দেখিতে পান যে, ছেলেরা ক্যাম্প হইতে দেহে স্বাস্থ্য ও মনে আনন্দ নিয়া ফিরিয়া আসে, কার্যে পৌরুষ ও বন্ধু বাৎসল্য তাহাদের নৈতিক উন্নতির পরিচয় দিতেছে, তখন তাঁবু-বাসের সুফল অস্বীকার করিতে পারেন না।

আমি আন্তরিকভাবে আশা করি ভবিষ্যতে বালকদিগকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে ছুটি উপভোগ করিবার পথে আর কেহ বাধা দিবেন না।

করিয়া লইতে হইবে। ব্যবহারের পরে সেই গর্ত পুনরায় মাটি দিয়া ভরাট করা দরকার। এই বিষয়ে গাফিলতি করিলে তাহারা যে শুধু সেই জায়গাটাই অস্বাস্থ্যকর করিবে তাহা নয়, ভবিষ্যতে স্কাউটদের ক্যাম্পের জন্য কৃষকেরা বা জায়গার মালিকেরা তাহাদের জায়গা দিতে চাহিবে না। স্কাউট ভাইগণ, এই কথা কখন তোমরা ভুলিও না।

শিবির কার্যসূচী

স্কাউটদের অবগতির জন্যে নিম্নে দুইটি দৈনিক কার্যসূচীর সংকেত দেওয়া গেলঃ—

১নং	২নং
ভোর ৭টা - নিদ্রা হইতে জাগরণ, হাতমুখ ধোওয়া, বিছানাপত্র রৌদ্রে দেওয়া, পোশাক পরিধান।	ভোর ৭টা-নিদ্রা হইতে জাগরণ, -হাত মুখ ধোওয়া, বিছানাপত্র রৌদ্রে দেওয়া পোশাক পরিধান ইত্যাদি।
" ৮টা - পতাকা উত্তোলন, প্রার্থনা করা। (পরিদর্শনের পরেই প্রার্থনা করা যাইতে পারে)	" ৮টা- পতাকা উত্তোলন ও প্রার্থনা।
" ৮-১৫ - প্রাতঃ ভোজন।	" ৮-১৫-প্রাতঃ ভোজন।
" ৯-৪৫ - তাঁবু পরিদর্শন।	" ১০টা-তাঁবু পরিদর্শন।
" ১০ টা- স্কাউটের শিক্ষা, সাঁতার ইত্যাদি।	" ১০-১৫ } স্কাউটের
দুপুর ১টা-বিপ্রহরের খাওয়া।	" ১২-০০ } কাজকর্ম
" ১-৩০ } বিশ্রাম।	" } অনুশীলন।
" ২-৩০ }	দুপুর ১টা - বিপ্রহরের খাওয়া।
অপরাহ্ন ২-৩০ } স্কাউটের	" ১-৩০ } বিশ্রাম।
৫.৩০ } খেলাধুলা	" ২-৩০ }
সাঁতার।	অপরাহ্ন ২-৩০ } প্রশস্ত এলাকার
সন্ধ্যা ৬.৩০ রাত্রির খাওয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম।	৫-০০ } খেলাধুলা।
" ৮-৩০ }	" ৫টা-চা ও বিকুট।
" ৯-৩০ } তাঁবু-জলসা।	সন্ধ্যা ৫-৩০ } ক্যান্‌পের খেলা
(অথবা ৯টা হইতে ১১টা নৈশ অনুশীলন)	৮-৩০ } ও আমোদ প্রমোদ।
" ৯-৩০- শয্যা গ্রহণ।	" ৮-০ কোকো, দুধ, বা সরবত পান।
" ১০টা - নীপ নির্বান।	" ৮-৩০ } তাঁবু জলসা।
(শিবিরে নিশ্চলতা)	" ৯-৩০ }
	" ১০টা - নীপ নির্বান।

স্নান ও সাঁতার

ক্যাম্পে থাকাকালীন গোসল করা তোমার পক্ষে একদিকে যেমন আনন্দ, অপরদিকে কর্তব্য। আনন্দের কারণ এই যে, ইহা অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ, আর কর্তব্য এই জন্যে যে, -কোন স্কাউটই নিজেকে পুরোপুরি স্কাউট হিসাবে গণ্য করিতে পারে না, যদি না সে সাঁতার কাটিতে এবং পানি হইতে নিমজ্জমান লোককে উদ্ধার করিতে পারে। কিন্তু গোছল করার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা কম নহে। এর জন্য প্রত্যেক স্কাউটকে তৈরি থাকিতে হয়।



(‘স্থায়ী হুকুম’ ও ‘শিবির কার্যসূচি’ প্রকাশের জন্য বিজ্ঞপ্তিফলক স্থাপন করা যাইতে পারে।
পচ্চাদভূমিতে উপদলের জোজন-গৃহ লক্ষ্য কর।)

প্রথমতঃ অংগে খিল ধরার বিপদ। খাদ্য গ্রহণের এক হইতে দেড় ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ খাদ্য পরিপাক হওয়ার পূর্বে, পানিতে নামিয়া গোসল করিলে অংগে খিল ধরার সম্ভাবনা খুব বেশী। অংগে খিল ধরিলে যন্ত্রণায় শরীর অবসন্ন হইয়া যায় এবং হাত পা নাড়িবার শক্তি থাকে না। তারপর আস্তে আস্তে দেহ তলাইয়া যায়। তখন পানিতে ডুবিয়া মরার খুবই সম্ভাবনা এবং তাহা যদি ঘটে সে-টা স্কাউটের নিজের দোষেই।

গোসল করিবার সময়ে দুই একজন চৌকিদার নিযুক্ত রাখা উচিত। দুইজন ভাল সাঁতারু যাহারা নিজে স্নান করিবেনা তবে কাপড় খুলিয়া যদি কোন স্কাউট

বিপদের সম্মুখীন হয় তখন তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িতে তৈরি থাকে, এমন স্কাউটকে চৌকিদার নিযুক্ত করিবে। অন্যেরা গোসল শেষ করিয়া পানি হইতে না উঠা পর্যন্ত তাহারা পানিতে নামিবেনা। আর “জীবন-রক্ষা রঞ্জু” সর্বদা হাতের কাছে রাখিতে হইবে।

গ্রীষ্মকালে গোসল করিতে গিয়া ছেলেদের বোকামির জন্য অনেক জীবনই নষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, কি ঘটিতে পারে তাহার জন্য তাহারা মোটেই সতর্ক থাকে না। নিরাপদ জায়গায় এবং পাহারা ব্যতীত বালকদিগকে গোসল করিবার অনুমতি দেওয়া উচিত নহে।

অনধিকার প্রবেশ

কোন জমিতে গিয়া উঠিবার আগেই উহার মালিকের নিকট হইতে অনুমতি লইতে হইবে। রাস্তার বাহিরে অন্য কোথাও যাইবার কোন অধিকার তোমার নাই। তুমি যদি নিজের পরিচয় দিয়া তোমার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর, তবে প্রত্যেক মালিকই তোমাকে জমি ব্যবহারের অনুমতি দিবে। কাহারও জমির উপর দিয়া যাইবার সময় সর্বোপরি এই বিষয়গুলি মনে রাখিবে :-

১। সমস্ত ফটক যেইভাবে পাইয়াছিলে ঠিক সেইভাবেই রাখিয়া যাইবে।

২। পশু পাখী ইত্যাদিকে যথাসম্ভব কম বিরক্ত করিবে।

৩। বেড়া, শস্য ফসল অথবা বৃক্ষলতার কোন ক্ষতি করিবেনা।

রান্নার জন্য জ্বালানী কাঠের দরকার হইলে আগে অনুমতি নিয়া তাহারপর উহাতে হাত দিবে। ক্ষেতের বেড়ার ফাঁক ভরাটের জন্য ব্যবহৃত গুচ্ছ ডাল পালা কখনই তুলিয়া নিবে না।

অলসের স্থান ক্যাম্পে নাই

স্কাউটের ক্যাম্পে জায়গার অভাব নাই, কিন্তু তাহা সন্তোষ ও ইহাতে এক প্রকার লোকের জায়গা হয় না। যে ব্যক্তি সেখানকার নানা রকম খুঁটিনাটি ও অত্যাৱশ্যক কাজে নিজে অংশগ্রহণ করিতে চায়না, যে কাজে ফাঁকি দেয়, বা কারণে অকারণে, কেবল অভিযোগ করে তার জায়গা সেখানে নেই। এই শ্রেণীর লোকের স্থান শুধু সেখানেই নহে, স্কাউট আন্দোলনেই তাহাদের স্থান নাই।



(আনাড়ী কচিকদম বাহিরে নিদ্রা যাইতেছে।)

কম্বল নীচে পাতিবে অনেক-
 বলা হয়েছিল তাকে
 আনাড়ী অধিক জানিত বলিয়া
 ভুগে সর্দির পাকে।

তাঁবুটি সকলের জন্য আরামদায়ক করিবার প্রচেষ্টায় সকলেরই পরস্পরকে হাসিমুখে সাহায্য করিতে হয়। ইহার মাধ্যমে মধুর সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠে।

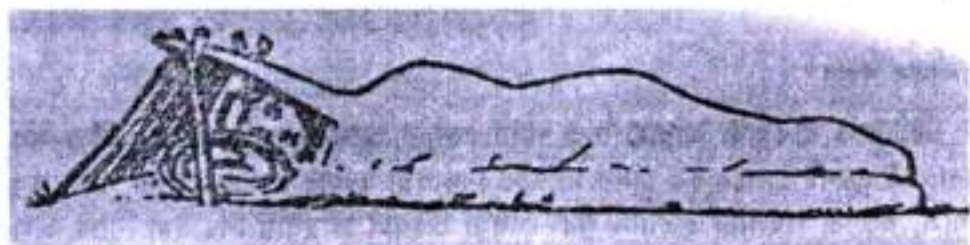
শিবির শয্যা

তাঁবুতে ব্যবহার্য আরামদায়ক শয্যা রচনার অনেক পদ্ধতি আছে। কিন্তু সব সময়েই একটি জলরোধক চাদর মাটিতে বিছাইয়া তাহার উপরে বিছানা পাতিবে। ঘাস, খড় বা পরগাছা ইত্যাদি পুরু করিয়া শুইবার জায়গায় বিছাইয়া নিলে ভাল শয্যা তৈরি হইবে। তোমার দেহে উঁচু হাড় ও কোণ বিশিষ্ট কত জায়গা আছে, তাহা বোধ করি তুমি যেখানে শক্ত মাটিতে পাতিবার জন্য ঘাস, খড় প্রভৃতি পাওয়া যায় না, সেইখানে শুইতে গেলেই সহজে বুঝিতে পারিবে। প্রত্যেক স্কাউটই জানে যে, তার দেহের কটির অস্থিটি সবচেয়ে সূঁচালো। শক্ত মাটিতে শুইতে হইলে আরামে থাকিবার গুণ্ড রহস্যটি হইল, চায়ের পিয়ালার আকারের একটি গর্ত মাটিতে খনন করা যাহাতে তোমার কটি-অস্থিটি স্বচ্ছন্দে ঢুকাইতে পার। ইহাতে তোমার সুনিদ্রার সব ব্যাঘাত দূর হইয়া যাইবে।

রাত্রির নিদ্রা তোমার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তির রাতে সুনিদ্রা হয়না, অতি শীঘ্রই সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং দিনের কাজ ঠিকভাবে সমাধা করিতে পারেনা; যাহার সুনিদ্রা সে যেমন পারে। কাজেই আমার শ্রেষ্ঠ উপদেশ এই যে, খড়কুটা দ্বারা নিজের জন্য একটি পুরু গদি তৈরি করিয়া লইবে।

গদি তৈরি করা

গদি তৈরি করিতে হইলে তাঁবুতে একটি তাঁত স্থাপন কর। লতা পাতা, পরগাছা, খড়, ঘাস ইত্যাদি দ্বারা লম্বায় ছয়ফুট ও প্রস্থ প্রায় তিন ফুটের মত একটা গদি বুনিয়া লও। সেই তাঁতের সাহায্যেই তুমি ঘাসের মাদুর তৈরি করিতে পার। সেই মাদুরের দ্বারা তাঁবু, আশ্রয়স্থল, পার্শ্বের দেওয়াল বানাইতে পার। আরামদায়ক শয্যা রচনা করিবার আর এক উপায় আছে। ছয় ফুট লম্বা ও তিন ফুট চওড়া একটি ক্যানভাসের বা শক্ত কাপড়ের খলে তৈরি করা। ভ্রমণের সময়ে ইহার ভিতরে পুরিয়া তোমার সাজসরঞ্জাম বহন করা যাইবে। তাঁবুতে শুইবার সময় ইহার ভিতরে ঘাস, খড়, পাতা ইত্যাদি ভরিয়া নিলে চমৎকার গদি হইবে। তাঁবুতে আরামের জন্য বালিশও একটা দরকারী বস্তু। ইহার জন্য তোমার দরকার হইবে একটা বেশ শক্ত বালিশের খোল মাত্র। ইহা লম্বায় প্রায় দুই ফুট এবং চওড়ায় এক ফুট। উহা তোমার অন্য কাজেও লাগিতে পারে। কাপড়-চোপড় বহন করিবার ঝোলা হিসাবে ব্যবহার করিবে দিনে, আর কাপড়গুলো ভালরূপে ভাজ



(এই ধরনের নিন্দ্রা ঝোলা থাকিলে তাঁবু ছাড়াই তাঁবু বাস সম্ভব হয়)।

করিয়া তাহাতে পুরিয়া বালিশ হিসাবে ব্যবহার করিবে রাত্রে।

ব্যাডেন পাওয়েল জামার দ্বারা বুট জুতা প্যাঁচাইয়া নিয়া বালিশের মত ব্যবহার করিয়াছেন। কাপড়ে জড়াইয়া নিলে সেগুলি আলাগা হইয়া যাইতে পারে না।

শিবির কৌশল

তাঁবুতে ব্যবহারোপযোগী মোমদান তৈরি করা যায় একটি তার কুণ্ডলাকারে প্যাঁচাইয়া। অথবা, একটি ক্ষুদ্র মাথা চেড়া দণ্ড দেয়ালে ঢুকাইয়া, কিংবা এক খোক কাদা মাটির উপর বা একটি বড় গোল আলুর ভিতরে গর্ত করতঃ উহাতে মোমবাতিটি খাঁড়াভাবে বসাইয়া। একটা বোতলের নিম্নভাগ কাটিয়া সেই অংশ

উপরের দিকে রাখিয়া সরু অংশ মাটিতে পুতিয়া উহার ভিতরে বসাইলে কাচের আচ্ছাদনরূপে যেইটি ব্যবহার করা যায়। বোতলের তলা কাটিবার একটি মজার পদ্ধতি আছে। বোতলটির তলায় এক বা দেড় ইঞ্চি পরিমাণ পানি ভরিয়া উহাকে আগুনের উপর ধরিতে হইবে। কিছুক্ষণ পরেই বোতলটির পানির দাগ পর্যন্ত অংশটি ফাটিয়া পড়িবে। ইহার আরেক উপায় আছে। বোতলের চারদিকে এক



(তীব্রতে ব্যবহার্য মোমদান তৈরী করিবার অনেক প্রণালী আছে)।

টুকরা তার পেঁচাইয়া খুব ঘন ঘন তারটি টানিয়া ঘোড়াইতে হইবে। এইভাবে তারটি বোতলের গায়ে একটি উষ্ণ রেখা সৃষ্টি করিবে। তখন বোতলটিকে আগুনে আঘাত করিলে কিংবা ঠাণ্ডা পানিতে ডুবাইলে উহা পরিষ্কারভাবে ফাটিয়া যাইবে। কিন্তু মনে রাখিও, তাঁবুতে ভাংগা কাচ বড় বিপদজনক বস্তু।

ক্যাম্পে বসিবার নিয়ম

তাঁবুর ভিতরে ভিজা মাটিতে কি করিয়া বসিতে হয়, তাহা জানা দরকার। মাটি ভিজা হইলে সাধারণভাবে বসার পরিবর্তে আলগাভাবে জানু পাতিয়া গোড়ালির উপর বসিবে। ভারতবাসীরা গোড়ালির উপরে ভর দিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু শিশু কাল হইতে অভ্যস্ত না হইলে এরূপভাবে বসা ক্লান্তিকর। গোড়ালির



(অভিজ্ঞ শিবিরবাসীরা স্বকীয় পদ্ধতিতে মাটিতে আলগা হইয়া বসে)।

নীচে এক টুকরা ঢালু গোছের পাথর বা কাষ্ঠখণ্ড থাকিলে সহজেই এইভাবে বসা যায় ।

দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়ররা এবং অন্যান্য তাঁবুবাসীরা এক পায়ের গোড়ালির উপরে ভর দিয়া বসে । প্রথম প্রথম এইভাৱে বসা কিছুটা ক্লান্তিকর ।

অগ্নি প্রজ্জ্বলন

আগুন জ্বালার ব্যাপারে ভারতীয়রা সৰ্বদাই সুচতুর । চার প্রকারের আগুন তাহারা ব্যবহার করিত । “কাউনসিল ফায়ার” (বা পরামর্শ চক্র) ছিল একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার । “The friendly fire” (বন্ধুত্ব চক্র) ‘কাউসিল ফায়ার’ হইতে বড় আকারের । গ্রামের সব লোক আগুনের চারদিকে বসিয়া গা গরম করিতে পারিত । “সাংকেতিক অগ্নি”—ইহার সাহায্যে ধূম সংকেত বার্তা প্রেরণ করা হইত । ‘বন্ধন অগ্নি’ ছিল অতি ক্ষুদ্র । উহা জ্বলন্ত অংগারবিশিষ্ট আগুন ।

স্কাউটেয়াও এইসব রকমের আগুনে ব্যবহার করে ।

স্থান পরিষ্কার করা

সৰ্বদাই মনে রাখিবে যে, প্রত্যেক কাঠুরিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলন করিবার আগে চারিপাশের ঘাস, খড়কুটো, শুষ্ক পাতা, লতাগুলা ঝোপ ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া লয় । ইহাতে আগুন ছড়াইয়া পড়িবার ভয় থাকে না । অনেক কচিকদমের বোকামির দরুন ভীষণ জংলী আগুনের সৃষ্টি হইয়াছে । তাহারা উহাকে “তাঁবুজলসার” আগুন বলিয়াই মনে করিত । লতাপাতায় আগুন ধরিয়া বিপদ প্রসারের সম্ভাবনা থাকিলে, গাছের কাঁচা ডাল বা পুরনো ছালা আগেই প্রস্তুত রাখিবে, যেন উহা দ্বারা পিটাইয়া আগুন নিবাইতে পার ।

ঘটনাচক্রে জংগলে কোথাও দাবানল লাগিয়া গেলে তাহা নিবাইবার জন্য স্কাউটদের সতর্কভাবে প্রস্তুত থাকা উচিত । স্থানীয় লোকদের গরুবাছুর, কিংবা শস্য ফসলের ক্ষতি নিবারণের স্কাউটদের “Good Turn” উপকার ব্রতের মধ্যে গণ্য সন্দেহ নাই ।

আগুন জ্বালার প্রস্তুতি

জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া আগুন জ্বালিতে শিখিবার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই । তোমাকে যে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহার প্রতি মনোযোগ

দিয়া শিখাই একমাত্র উপায়। তাহারপর তুমি নিজেই কিভাবে জ্বালানী সাজাইতে ও আগুন জ্বলাইতে হয় তাহার অভ্যাস করিতে পারিবে।

Two little Savages (দুটি ক্ষুদ্র বর্বর) নামক পুস্তকে আগুন জ্বালা সম্বন্ধে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নের ছড়ায় দেওয়া হইলঃ—

সবার আগে গাছের বাকল, শুকনো যেন তুলো,
তারপরে তা'য় মরা গাছের ক্ষুদ্র শাখা ঢালো।
দেবদারুণর গ্রন্থিগুলি সাজাও সবার শেষে
দেখতে পাবে কেটলি তোমার টগবগিয়ে হাসে।
এমনি করে জ্বাললে আগুন বুঝবে খানিক পরে,
ঘরের বাইরে নও তুমি, ভাই, বসে' নিজের ঘরে।

মনে রাখিও যে, আনাড়ীদের সাধারণ দোষ এই যে তাহারা খুব বড় করিয়া আগুন জ্বলাইবার চেষ্টা করে। কোন কাঠুরিয়াকে কখন এরূপ করিতে দেখিবে না। সে খুব কম লাকড়ি খরচ করিয়া আগুন জ্বালে।



(এইভাবে জ্বালানী কাঠ সাজাইলে একটি দেশলাইয়ের কাঠি দ্বারা ই আগুন ধরান যায়)।

প্রথমতঃ লাকড়ি যোগাড় কর। কাঁচা বা সদ্য কাটা কাঠ কোন কাজেরই নহে। মরা কাঠ যাহা অনেক দিন মাটিতে পড়িয়া আছে তাহাও ভাল নয়। শুষ্ক ডাল পালা ভাঙ্গিয়া ব্যবহার করার অনুমতি সংগ্রহ করিবে।

আগুন জ্বলাইবার আগে মাটিতে কয়েকটি কাঠখণ্ড বিছাইয়া নাও, বিশেষতঃ মাটি যদি ভিজা হয়। সেই ভিত্তির উপরে "punk" বা সহজ দাহ্য কাঠের হালকা টুকরা সাজাও। যাহাতে জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি লাগাইয়া দিলেই সহসা আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।



(আনাড়ী কচিকদম আগুন ধরাইতেছে।
 আগুন জ্বালাতে সকলের ক্রটি
 শোধন করিয়া যায়,
 তবু তার সাজা আগুনের পাঁজা
 জ্বলে না কেন যে হয়)।

ইহার উপর পিরামিড আকারে ক্ষুদ্র ডালা, ছোট কাঠি, কাঠের চেলা, গুরু বাকল ইত্যাদি সহজ দাহ্যবস্তুর উপর পরস্পর ঠেস দিয়া আড়াআড়িভাবে স্থাপন কর। ইহাকেই বলে আগুন ধরাইবার জ্বালানী।

কাঠখণ্ডকে ক্ষুদ্র টুকরা টুকরা করিয়া চিড়িয়া নিলেই উত্তম শ্রেণীর জ্বালানী তৈরি হয়। ইহাকে অগ্নিকাঠি বলে। চেড়া অংশ নিচের দিকে রাখিয়া খাড়াভাবে সাজাইলে সহজে আগুন ধরে।

মোটা গোছের কিছুসংখ্যক চলা উহার সংগে থাকিলে উজ্জ্বল আগুন জ্বলিতে থাকিবে।

অগ্নি প্রজ্বলন

এইবার দিয়াশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি দ্বারা দাহ্যবস্তুর তলায় আগুন ধরাইয়া দাও। যথার্থভাবে কাঠে আগুন ধরিলে মোটা দেখিয়া আরো ডালা দিতে থাক, শেষটায় দাও বড় রকমের কাঠ খণ্ড।

কচিকদমেরা আগুন জ্বলাইবার পরে ম্যাচটিকে নিবাইয়া মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলে। "Back woods man" কাঠুরিয়ারা উহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিবার আগে



(ওক কাঠে চিড়িয়া অগ্নি কাঠ তৈরি করিলে সহজেই আগুন ধরান যায়)।

ভাংগিয়া দুইভাগ করে। কেন এমন করে? কারণ, যদি সত্যিই উহা না নিবিয়া থাকে এবং ধূমায়িত রহে তবে তাহার হাত পুড়াইয়া দিয়া সেই খবরটা বলিয়া দিবে!

বিবিধ রকম আগুন

রান্না করিবার আগুন সম্পর্কে বড় কথা এই যে, এই কাজে তোমাকে প্রচুর পরিমাণে লাল টুকটুকে আংগার পাইতে হইবে। তিনটি বড় কাঠের খণ্ড সংগ্রহ করিয়া তারকার আকৃতিতে মাটিতে রাখ, গাড়ীর চাকার পাখির মত উহাদের প্রান্ত আগুনের দিকে কেন্দ্রীভূত থাকিবে। এইভাবে আগুন জ্বালিলে উহা কখনো নিবিয়া যায় না। কারণ, কাঠের খণ্ডগুলি পুড়িয়া ক্ষয় হইতে থাকিলে সেইগুলিকে ঠেলিয়া আগুনের দিকে সরাইয়া দিতে হইবে। উহাতে সারাক্ষণই নূতন বা লাল অংগার তৈরি হইতে থাকিবে। এইরূপ আগুনে শিখা বা ধূম খুব কম হয়।



(বৃক্ষ খণ্ডকে চাকার পাখির মত স্থাপন করত "অগ্নি তারকা" প্রকৃত হয়)।

যদি আলো পাওয়ার জন্য কিংবা হুঁশিয়ারির উদ্দেশ্যে সারারাত্রি আগুন জ্বালাইয়া রাখিতে চাও তাহা হইলেও তারকাকৃত আগুন ব্যবহার করিতে পার। তখন তোমার হাতের কাছে একটি লম্বা কাঠ দণ্ড রাখা দরকার হইবে। সেই দণ্ড

দ্বারা তুমি সময় সময় গুতাইয়া কাঠের টুকরাগুলিকে মাঝখানে ঠেলিয়া দিতে পারিবে।

ধূমায়িত অবস্থায় আগুন সারারাত জিয়াইয়া রাখিবার প্রয়োজন হইলে, উহাকে ছাই চাপা দিয়া রাখ। পরদিন ভোরবেলা আগুন জ্বালিবার দরকার হইলে, সামান্য ফু দিয়াই তাহা জ্বলাইতে পারিবে। উত্তর আমেরিকার লোকেরা আগুন জ্বলাইয়া কিভাবে তাঁবু গরম রাখে সে পদ্ধতিটি এইখানে দেওয়া হইলঃ—



(উত্তর আমেরিকায় তাঁবু গরম রাখিবার জন্য 'প্রতিফলক' অগ্নিকুণ্ড ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ শীতকালীন তাঁবু-বাসে।)

পরস্পর হইতে চার ফুট তফাত দুইটি মোটা খুঁটি মাটিতে পুঁতিয়া রাখ। প্রত্যেকটি পিছন দিকে খানিকটা হেলান দেওয়া থাকিবে। প্রায় ছয় ইঞ্চি পুরু একটি চারাগাছ কাটিয়া লও। উহাকে চার ফুট লম্বা করিয়া কয়েকটি টুকরা করিয়া কাট। এইরূপ তিন চার টুকরা, খাড়া খুঁটিগুলির উপর হেলানভাবে একটির উপর আর একটি স্থাপন কর। এই প্রতিফলক'টি হইবে তোমার অগ্নিকুণ্ডের পশ্চাভাগ। তৎপর দুইটি খাট কাষ্ঠখণ্ড আগুন-রক্ষক (fire dog) হিসাবে স্থাপন করিবে। সে দুইটির মাঝখানে আড়াআড়িভাবে আর একটি কাষ্ঠখণ্ড স্থাপন করবে। উহাই হইবে আগুনের সম্মুখ ভাগ। এই চুলার মাঝখানে পিরামিড আকার অগ্নি যোজনা করিলে উহার উত্তাপ তীব্র হইবে। বলা বাহুল্য যে অগ্নিকুণ্ডটি এমনভাবে রচিত হইবে যে, উহার সম্মুখভাগ থাকিবে বাতাসের দিকে।

অগ্নি নির্বাণ

স্কাউটেরা সাধারণতঃ আগুনের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। তাহারা কোথাও আগুন জ্বালিলে স্থান ত্যাগ করার পূর্বে ভালো করিয়া দেখিয়া লয় যে, সেই আগুন

সম্পূর্ণ নির্বাপিত হইয়াছে কিনা। আগুন মাটি চাপা দিয়া এবং পানি ছিটাইয়া নিবাইতে হয় এবং ভাল করিয়া চাপা দিতে হয় যেন একটি জ্বলন্ত অংগারও না থাকে। নচেৎ উহা হইতে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে। অবশেষে যে ঘাসের চামড়াটি প্রথম অবস্থায় সেখানে ছিল, কাজ শেষ হওয়ার পরে উহা সেখানে বসাইয়া দিবে; যেন আগুনের কোন চিহ্ন সেখানে না থাকে।

তীবুর আগুনের জন্য চিম্টার ব্যবহার বেশ সুবিধাজনক। শক্ত কাঠের কাঠির দ্বারা উহা তৈরি করা যায়। উহা লম্বায় চার ফুট এবং এক ইঞ্চি পুরু হওয়া ভাল। ইহার মাঝখানে মূল অবস্থার প্রায় অর্ধেক চাঁছিয়া ফেলিতে হইবে। এই আঁশটি কিছুক্ষণ জ্বলন্ত অংগারে সঁকিয়া দুই মাথা ধরিয়া বাঁকাইতে থাকিলে কিছুক্ষণের মধ্যে উভয় প্রান্ত একত্রে আসিয়া মিলিবে। তাহার পরে উভয় প্রান্তের ভিতরের দিক চেপ্টা করিয়া নিলে উহা দ্বারা কিছু আঁকড়িয়া ধরিতে সুবিধা হইবে; উহাই হইবে তোমার চিমটা।

দেয়াশলাই ছাড়া অগ্নি প্রজ্জ্বলন

তোমার কাছে দেয়াশলাই নাই, অথচ তোমার আগুন জ্বালা দরকার এরূপ অবস্থায় তুমি কি করিবে? এরূপ অবস্থায় পরিলে জুলু বালকেরা কি করিবে জান? তাহারা একটি শক্ত কাঠের শলাকা সংগ্রহ করে' অপর একটি নরম কাঠের উপর একটি ছিদ্র করিয়া লয়। দুই হাতের তালুর সাহায্যে দ্রুতগতিতে শলাকাটি ঘুরাইতে থাকিলে কতক্ষণ পরে অবিরত ঘর্ষণের ফলে জ্বলন্ত অংগারের সৃষ্টি হয়।



(অস্ট্রেলিয়ার বালকেরা নরম কাঠের মধ্যে একটি শক্ত কাঠি দ্রুতবেগে ঘুরাইয়া আগুন জ্বালায়।)

তৎপর সেই অংগার শুষ্ক ঘাসে বা বাকলের মধ্যস্থ হালকা পর্দায় সহজে আগুন ধরায়। এইভাবেই তাহারা আগুন জ্বালায়।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে অস্ট্রেলিয়া হাজার হাজার মাইল দূরে, সাত সমুদ্র তের নদীর উপারে। তাহা সত্ত্বেও তুমি অস্ট্রেলিয়ায় গেলে দেখিতে পাইবে যে—সেখানকার স্থানীয় লোকেরা দক্ষিণ আফ্রিকার বন্য অধিবাসীদের অনেক রীতিনীতি এবং বুদ্ধি কৌশল অনুকরণ করিয়া কাজ করে।

উত্তর আমেরিকার 'রেড ইন্ডিয়ানরা'ও নিজস্ব পদ্ধতিতে আগুন জ্বালায় এবং সেখানকার বয়-স্কাউটরা অনেক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে।

এই ক্ষেত্রে বালকেরা শক্ত কাঠের টেকো দণ্ডটি এক হাতে খাড়া করিয়া ধরে এবং হাতের তালুতে একটা কাঠের টুকরা বা পাথর রাখিয়া চাপিয়া ধরে। একটা ধনুকের ছিলা উক্ত টেকো দণ্ডটির গায়ে জড়াইয়া অপর হাতে উহা ঘুরাইতে থাকে।

টেকো দণ্ডের সূচালো নিম্নভাগ সেই নরম কাঠ ফলকের গায়ে ক্রমশঃ বিধিতে থাকে। বালক পায়ের সাহায্যে কাঠ খণ্ডটিকে চাপিয়া রাখে।



(বোর্গিওর আদি বাসিন্দারা বেত্র দ্বারা (করাতে মত করিয়া) কাঠে ঘসিয়া আগুন ধরায়।)

কাঠখণ্ডের উপর সামান্য একটু ফাঁক হইলে টেকোর সাহায্যে গর্তটি গভীর হয়। তখন কাঠের গা হইতে যে জ্বলন্ত অংগার সেই ক্ষুদ্র পথে বাহির হয়, তাহাই কাঠের নিম্ন দেশে রক্ষিত সহজ দাহ্য বস্তুতে আগুন ধরাইয়া দেয়।

যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে একবার আগুন জ্বালাইতে শিখিয়াছে এবং এই কাজে কিরূপ কাঠ ব্যবহার করিতে হয় তাহা জানে, সে নির্বিঘ্নে দেয়াশলাই না নিয়াই বনে

জংগলে ভ্রমণ করিতে পারে। এই কাঠুরিয়া পদ্ধতিতে সে মত সবখানেই আগুন জ্বলাইয়া নিজেকে গরম রাখিতে এবং নিজের আহাৰ্য রান্না করিতে সক্ষম হয়।



(রেড ইন্ডিয়ান ও স্কাউট পদ্ধতিতে আগুন জ্বলাইতে তোমার ও ধনুক ব্যবহার করা হয়।)

কাপড় শুকানো

তীব্রতে মাঝে মাঝে তোমার কাপড় চোপড় ভিজিয়া যায়। আকস্মিক দেখিতে পাইবে যে, কচিকদমেরা একরূপ অবস্থায় পরিহিত কাপড় পুনরায় না শুকান পর্যন্ত ভিজা কাপড়েই থাকে। কোন অভিজ্ঞ স্কাউটই তাহা করিবে না। কারণ ইহাতে সর্দি লাগিয়া থাকে ও জ্বর হয়।

যখন তোমার জামা কাপড় ভিজিয়া যায়, সেগুলি পরিবর্তন করিয়া শুষ্ক পোশাক পরিধান করিবে এবং ভিজা কাপড়গুলি শুকাইয়া লও। এমনকি তোমার সংগে অন্য কোন কাপড় না থাকিলে ভিজা কাপড় খুলিয়া শুকাইয়া লইবে। বিঃ পিঃ বলিয়াছেনঃ আমার নিজের অনেকবারই এমন অবস্থা হইয়াছে। তখন আগুনের তাপে কাপড় শুকাইতে দিয়া উলংগ অবস্থায় মালগাড়ীর নীচে বসিয়া রহিয়াছি।

আগুনের তাপে কাপড় শুকাইতে হইলে প্রথমেই জ্বলন্ত অংগার তৈরি করিয়া লও। পরে কক্ষের সাহায্যে সেই আগুনের উপর মধুচক্রের আকৃতিতে একটি খাঁচা তৈরি কর। এই খাঁচার উপরিভাগে কাপড় ছড়াইয়া দিলে উহা দ্রুত শুকাইয়া যাইবে।

গরমের মওসুমে ঘামে কাপড় ভিজিলে, সেই কাপড় পরিয়া থাকা খুবই বিপজ্জনক। বিঃ পিঃ বলেন— আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে থাকাকালীন আমি

সবসময় একটি অতিরিক্ত জামা পিঠে বুলাইয়া রাখিতাম। উহার আন্তিনগুলো রাখিতাম আমার গলায় জড়াইয়া। কোথাও আসিবার সংগে সংগেই গায়ের ভিজা জামাটা খুলিয়া শুকনা জামা পরিয়া নিতাম। সেইটা আমার পিঠে থাকা অবস্থায় রোদের তাপে বেশ শুষ্ক হইয়া থাকিত। ফলে অন্যেরা সর্দি জ্বরে ভুগিলেও আমি কখনও কোন রোগে ভুগি নাই।

পারিপাটা

শিবির-ভূমি সব সময়েই পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখিবে, শুধুমাত্র মাছি ইত্যাদিকে দূরে রাখাই ইহার উদ্দেশ্য নহে বরং স্কাউটেরা তাঁবুতেই থাকুক বা অন্যত্রই থাকুক, তাহারা সব সময় পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন থাকিতেই অভ্যস্ত। বাড়িতে যদি তোমরা পরিপাটি না থাক, তবে তাঁবুতেও তাহা পারিবে না। আর তাঁবুতে পরিপাটি না থাকিলে তুমি কেবল 'কচিকদম' মাত্র, তুমি পূর্ণ স্কাউট নও।

শিবির পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইলে একটি ঝাড়ুর দরকার। একটি লাঠির মাথায় গাছের ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা যুক্ত করিয়া বাঁধিয়া নিলেই ঝাড়ু তৈরি হইয়া গেল।

তাঁবুতে শয়নকক্ষে কিংবা বাসগৃহে স্কাউটেরা পরিচ্ছন্ন থাকিতে অভ্যস্ত। কারণ হঠাৎ বিপদসূচক সংকেত-ধ্বনি হইলে বা অপ্রত্যাশিত কাজের ডাক পড়িলে তাহাকে ছুটিয়া যাইতে হইবে। কোথায় কোন জিনিসের জন্য হাত দিতে হইবে তাহা যদি সে না জানে, তবে সে খামাখা ঘোরাঘুরি করিয়া অনেক সময় নষ্ট করিবে। বিশেষতঃ যদি রাতের বেলা এইরূপ ডাক পড়ে।

এমন কি বাড়িতেও ঘুমাইবার সময়ে জামা কাপড় এমন জায়গায় ভাঁজ করিয়া রাখার অভ্যাস করিবে যে যখনি প্রয়োজন হয় তখনি যেন তুমি অন্ধকারে সেইগুলি চটপট হাতের কাছে পাইতে পার। তাহা হইলে তুমি অনতিবিলম্বে কাপড়-চোপড় পরিয়া তৈরি হইতে পারিবে।

তাঁবু জলসা (Camp fire)

তাঁবু জলসায় গান, আবৃত্তি এবং ক্ষুদ্র নাটক অভিনয় করিতে পার। কার্যসূচীতে প্রত্যেক স্কাউটের কিছু না কিছু অংশ থাকিতে হইবে। কেবলমাত্র দর্শক হইলে চলিবে না। ভাল অভিনয় করিতে পারুক আর নাই পারুক, প্রত্যেক স্কাউটকে যোগ দিতে হইবেই।

প্রতি রাতে ভিন্ন ভিন্ন পেট্রোল তাঁবু-জলসার কার্যসূচীর দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। উপদলগুলি তাহা হইলে আগেই মহড়া দিয়া প্রস্তুত থাকিতে পারিবে।

তাঁবু বাসের শেষে শিবির-ভূমি পরিষ্কার করা

স্মরণ রাখিও, তাঁবু বাসের শেষে স্কাউটেরা চলিয়া গেলে তাঁবু ভূমির অবস্থা দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায়— কিরূপ পেট্রোল বা ট্রুপ সেইখানে তাঁবু বাস করিয়াছিল এবং তাহারা সত্যিই বেশ চটপটে স্কাউট ছিল কিনা। যাহারা ভাল স্কাউট তাহারা কখনই জায়গাটিকে অপরিষ্কন্ন রাখিয়া যায় না। যাবতীয় আবর্জনা তাহারা ঝাড়ুর সাহায্যে জমাকরতঃ হয় মাটির নীচে পুতিয়া ফেলে, নয়ত পুড়াইয়া দেয়। স্কাউটদের চলিয়া যাওয়ার পর কৃষকদের বা জায়গায় মালিকের আর কষ্ট করিয়া সে জায়গা পরিষ্কার করিতে হয় না। তাই তাহারা ভবিষ্যতে সেই জায়গা খুশী হইয়া স্কাউটদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিবে।

শিবির-ভূমি অপরিষ্কন্ন ও অপরিপাটি রাখিয়া যাওয়াকে কোন উপদল, দল বা একার তাঁবু বাসের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা।



(তাঁবু-জলসা' তাঁবু জীবনের শ্রেষ্ঠতম আনন্দ মুহূর্ত। কার্যসূচিতে গান, আবৃত্তি ও নাটিকা প্রভৃতি পরপর চলিতে থাকে)

মনে রাখিবে, তাঁবু বাস শেষ হইলে, মাত্র দুইটা জিনিস পিছনে ফেলিয়া যাইবেঃ-

(ক) কিছুই না,

(খ) জমির মালিককে তোমার কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

দেনা পাওনা

একটা জিনিস মনে রাখা দরকার। কোন কৃষকের ভূমি ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিলে তাহার প্রতিদান করিতে হয়। টাকা পয়সা যদি না দাও তবে অন্য প্রকারে প্রতিদান করিবে। তাহাদের উপকারে আসে এমন সব কাজ করিয়াও তোমরা প্রতিদান করিতে পার এবং তাহা করা উচিত।

জমির চারদিকের বেড়া ও ফটক মেরামত করিতে পার। অথবা ক্ষেতের আগাছা ইত্যাদি নিড়াইয়া নিতে পার।

সর্বদাই তোমরা জায়গার মালিকের কিংবা সর্বসাধারণের উপকার করিবে। তাহা হইলে যেখানেই ক্যাম্প যাও সেখানকার লোকেরা তোমাদের পাইয়া খুশী হইবে।

তাঁবুবাসের কার্যগত অনুশীলন

ক্যাম্পিং সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কাজ হইলঃ যখন সুযোগ হয়, ক্যাম্পে যাওয়া এক রাত্রির জন্য, সপ্তাহ শেষের দিকে কিংবা দীর্ঘ তাঁবুবাসের জন্য।

দল নিয়া তাঁবুবাসে যাওয়ার সময় কতকগুলো স্থায়ী বা নির্ধারিত নিয়ম কানুন প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। দরকার মত সময় সময় নূতন নিয়ম যোগ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক স্কাউট যাহাতে সেইসব মানিয়া চলে তাহার জন্য উপদলের নেতা দায়ী থাকিবে।

যাহাতে সেইসব মানিয়া চলে তাহার জন্য উপদলের নেতা দায়ী এরূপ আদেশ পত্র থাকিবে ক্যাম্পের কার্যসূচি। উহাতে নির্দেশিত বিধিমাতে প্রতি পেট্রোল তিনু তিনু স্থানে তাঁবু স্থাপন করিবে এবং প্রত্যেক উপদলের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে প্রতিযোগিতা চলিবে।

প্রত্যেক উপদলের তাঁবু বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত থাকা ভাল। স্কাউট মাষ্টারের তাঁবু থাকিবে ঠিক কেন্দ্রস্থলে এবং অপর তাঁবুগুলি থাকিবে তাহার (হুইস্‌ল) ডাকের সীমার মধ্যে।

তঁাবুবাসীদের গোসল করার ব্যবস্থা থাকিবে সতর্ক প্রহরাধীন।

যাহাতে সাঁতার অনভিজ্ঞ স্নানার্থীরা বিপদে না পড়ে। গোসলকারীরা নিম্নের নিয়মগুলি কড়াকড়িভাবে মানিয়া চলিবেঃ-

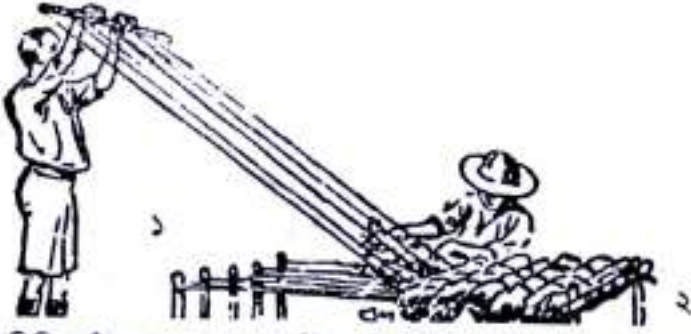
১। স্কাউট মাস্টারের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান কিংবা তাঁহার দ্বারা নিয়োজিত অন্য কোন দায়িত্বশীল বয়স্ক স্কাউটের তদারক ব্যতীত কোন স্কাউটকেই গোসল করিতে দেওয়া হইবে না। সেই স্থানের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আগেই নিশ্চিত হইতে হইবে এবং সকল প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও পূর্বেই করা দরকার। এতদুদ্দেশ্যে “লাইফ লাইন” বা জীবনসূত্র যোগাড় করিয়া রাখা ভাল।

২। অভিজ্ঞ সাঁতারু দেখিয়া দুজন শিক্ষিত স্কাউটকে উদ্ধার কার্যের জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে। কার্যরত অবস্থায় তাহারা জামা কাপড় খুলিয়া নৌকায় কিংবা তীরেই তৈরি হইয়া থাকিবে। দরকার মাত্রই তাহারা বিপদাপন্ন ছেলেদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে। সকলে পানি হইতে না উঠা পর্যন্ত প্রহরীরা নিজেরা গোসল করিবেনা।

আমেরিকান স্কাউটদের মধ্যে একটা নিয়ম আছে উহাকে বলা বলা হয় “বাড়ী পদ্ধতি”। এই পদ্ধতিতে স্কাউটদের জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক জোড়ার দুইজন স্কাউটই হইবে সাঁতারে সমান দক্ষ। পানিতে থাকাকালীন জোড়ার প্রত্যেকে অপর স্কাউটের নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকিবে। অবশ্য স্কাউট মাস্টার সাধারণভাবে সকলের প্রতিই নজর রাখিবেন।

শিবির তাঁত প্রস্তুত

আড়াই ফুট স্থানে পাঁচটি খুঁটি মাটিতে এক সারিতে শক্ত করিয়া পুঁতিয়া লও (১নং)। ইহার উল্টা দিক ৬/৭ ফুট দূরে আরও পাঁচটি খুঁটির এক সারি অথবা দুই খুঁটির মাথায় আড়কাটি সহ পাঁচ (২নং)। ১নং খুঁটিগুলির মাথায় এক একটি রশি বাঁধিয়া তাহা ২নং সারির সম্মুখবর্তী খুঁটির মাথায় বাঁধ। তারপর রশি ঘুরাইয়া ১নং সারি পর্যন্ত আনিয়া আরও অতিরিক্ত পাঁচ ফুট লম্বা রাখ এবং রশির এই প্রান্ত আলাগা একটি আরকাঠে বাঁধিয়া লও। ১নং ও ২নং সারিতে যত দূরে দূরে রশি বাঁধা হইয়াছে, এই শেষ প্রান্তও তত দূরে দূরে বাঁধিতে হইবে।



(শিবির-র্তাতে ঘাস, খড়, ফার্ন ইত্যাদি দ্বারা সহজেই আরামপ্রদ তোষক তৈরি করা যায়)

এই শেষ প্রান্তের রশি তারকাটাটি বাঁধিয়া একজন স্কাউট খুব ধীরে ধীরে উপরে তুলিবে আবার নীচের দিকে খুঁটিতে বাঁধা রশির তলা পর্যন্ত নামাইবে। অপর একজন স্কাউট স্তরে স্তরে ফার্ন ঘাস বা খড়ের আঁটি উভয় সারি রশির মধ্যভাগে স্থাপন করিবে। অল্গা কাঠিতে বাঁধা রশির সারি উপরে উঠিলে এক স্তর খড় এবং নীচে নামিলে অন্য এক স্তর খড় স্থাপন করিতে হইবে। রশির সারি উঠা নামার সংগে সংগে খড় ইত্যাদির আঁটিগুলি বাঁধা পড়িয়া যাইবে। এইরূপে সহজেই মাদুর, চট, চাটাই ইত্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে।

রশি বাঁধা খুঁটিটি প্রথমে সামান্য ডাইনে ও পরে সামান্য বামে বাঁকা করিয়া উঠা-নামা করিলে বনুন আরও শক্ত হইবে।



Rover Library



তাঁবু-জলসা কাহিনী-১০ম

- ০ -

তাঁবুতে রান্নার কাজ

প্রত্যেক ক্লাউটেরই অবশ্য জানা দরকার কীভাবে পর্যাপ্ত হাঁড়ি পাতিল ছাড়া মাছ, গোশত ও তরকারী রান্না করিতে হয় এবং রুটি তৈরি করিতে।

গোশত রান্না করা :

তীক্ষ্ণ শলাকার গোশত গাঁথিয়া উহা আগুনের খুব কাছে ধরিয়া রান্না করা যায় যাহাতে উহা তাপে সিদ্ধ হয়। পুরাতন বিস্কুটের টিনের ঢাকনাটি গোশত-ভাজা-কড়াই হিসাবে ব্যবহার করিতে পার। উহাতে খানিকটা তেল ঢালিয়া দিলেই গোশত আর ঢাকনিতে লাগিয়া যাইবে না।

কাব্য তৈরি গোশত অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ ইঞ্চি পুরু টুকরা করিয়া লও। এইগুলোকে আবার ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া লও। এর অনেকগুলি একত্রে চটকাইয়া কোনো শক্ত কাঠি বা লোহার শিকে গাঁথিয়া আগুনের সামনে পুঁতিয়া রাখ। অথবা জ্বলন্ত আগুনের উপরে ঝুলাইয়া রাখ যতক্ষণ না গোশত ভাজা হয়।

আর এক উপায়ে গোশত রান্না করা যায়। কয়েক তা ভিজা কাগজে গোশত জড়াইয়া নিয়া কিংবা উহাতে কাদা মাটির আবরণ দিয়া জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলেও আপনা থেকেই গোশত রান্না হইয়া যাইবে।

শিকারীদের সিদ্ধ মাংস :

প্রথমে গোশত এক ইঞ্চি বা দেড় ইঞ্চি চৌকা আকারে কাটিয়া নিতে হইবে। উহাতে কিছু ময়দা, লবণ ও মরিচের গুড়া একত্রে মিশাইয়া খুব ভাল করিয়া রান্না কর। সামান্য পরিমাণে তেল বা ঘৃতপাত্রে ঢালিয়া হালকাভাবে গোশত ভাজিয়া লও। কিন্তু দেখিও যেন গোশতের উপরভাগ পুড়িয়া না যায়। তখন উহাতে পরিষ্কার পানি ঢালিয়া দিয়া পাত্রটি আগুনের বেশ খানিকটা উপর ঝুলাইয়া রাখ। এখানে দৃষ্টি রাখা দরকার যে, পানি যেন খুব বেশী না ফুটে। সামান্য ফুটিলেই চলিবে। পরে উহাতে তরকারি যথা আলু, মুলা, গাজর ও পেঁয়াজ ইত্যাদি কাটিয়া মিশাও। পানি কেবলমাত্র গোশত গায়ে গায়ে ডুবাইয়া রাখিবে খুব বেশী যেন না থাকে। বেশ নরম হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ হইতে থাকিবে।

পাখীর গোশত ও মাছ রান্না করা :

উপরে লিখিত উপায়ে পাখীর গোশত ও মাছ রান্না করা যায়। পাখী যবেহ করার পরেই পালক তুলিয়া ফেলা সহজ। কিন্তু কাদায় আবৃত করিয়া রান্না করার



(ঘাসের চাপড়া, ইট, মোটা কাঠের গুড়ি অথবা পাথর দিয়া চুলা তৈরী করা যায়। পাত্রগুলি উহার উপরে স্থাপন কর বা ঝুলাইয়া রাখ)

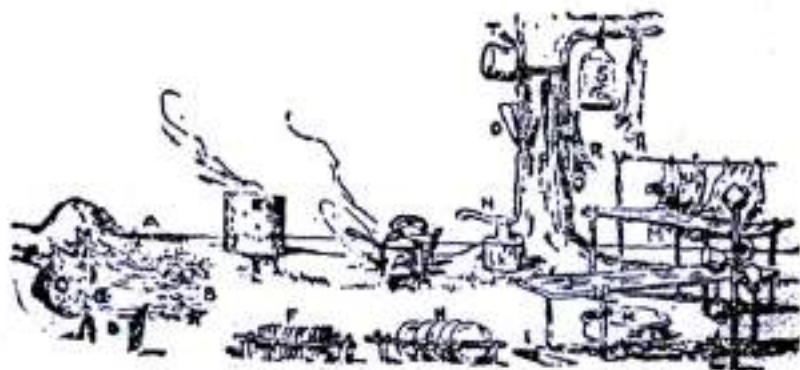
আগে পাখীর পালক তুলিয়া ফেলার দরকার করে না। তাপ লাগিয়া যখন, কাদা শক্ত হইবে এবং পালক ইহাতে আটকাইয়া যাইবে তখন মাটির খোশ ভাংগিয়া উহা বাহির করিলেই, সুপারির খোশ হইতে যেমন শাঁস বাহির হইয়া আসে, তেমনি পরিপক্ক গোশত পালক হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

আর একটা উপায় এইরূপ। পাখীর ভিতরটা সাফ করিয়া ফেল। উহার পেটের ভিতরটা ভরিয়া যায় সেই রকম একটা পাথরের টুকরা নিয়া উহাকে খুব গরম করে তখন সেই পাথরটিকে পাখীর পেটের ভিতরে ঢুকাইয়া উহাকে তীক্ষ্ণ কাঠের শলাকায় বাঁধিয়া কিংবা লোহার ঝাঝরাতে করিয়া আগুনের তাপে রাখিয়া দাও।

উনান বা চুল্লি :

সচরাচর স্কাউটদের নিজেদের রান্না করিবার পাত্র বা তাবু কেটলি থাকে। উহাতে পানি গরম করা, তরকারি বা মাংস রান্না বান্না সবই চলে।

পাত্রে রান্না করিবার সময় তারকাকৃতি উনানে কাষ্ঠখণ্ডগুলির প্রান্তভাগে পাত্রটি বসাইয়া দাও। (সাবধান না হইলে পাত্রটি কাত হইয়া পড়িয়া যাইতে পারে।) কিংবা আরো ভালো হয়— যদি পাত্রটিকে সরাসরি জ্বলন্ত অংগারের উপর বসাইতে পার। অথবা আগুনের উপরে তিনটি কাঁচা ডাল দ্বারা একটি তেপায়া তৈরি করতঃ উহার অগ্রভাগে ডাল তিনটিকে একত্রে বাঁধিয়া শিকল কিংবা তারের সাহায্যে পাত্রটি তথায় ঝুলাইয়া দাও।



(তীব্র রান্নাঘর পরিষ্কার রাখার ও রান্নার কাজ সহজ করিবার কয়েকটি ইংগিত এইখানে দেওয়া হইল।)

তাহার চেয়েও ভাল হয়— বাসের চাপড়া, ইট, মোটা কাষ্ঠখণ্ড অথবা পাথর দিয়া দুইটি লাইন করা। সেই লাইন দুইটার উপরিভাগ চেপটা থাকিবে। সেগুলি লম্বায় হইবে ছয় ফিট এবং চওড়ায় একদিকে চার ইঞ্চি এবং অপরদিকে আট ইঞ্চি। আর উহার বড় মুখটি থাকিবে বাতাসের দিকে।

এবারে পাত্র ধরিবার আকড়া এবং আগুনের উপর ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য হেংগার তৈরি করিয়া লও। ছবিটি দেখিলেই উহা তৈরি করার পদ্ধতি বুঝিতে পারিবে।

রান্না বিষয়ে ইংগিত

আগুনে পানি ফুটাইবার সময় ঢাকনিটি শক্ত করিয়া আঁটিও না। পাত্রের ভিতরে বাষ্প ফেনায়িত হইলে বাহিরে আসিবার খানিকটা ফাঁক রাখিতে হইবে। পানি গরম হইতে আরম্ভ করিয়াছে কিনা দেখিবার জন্যে উহার ঢাকনি সরাইয়া দেখার দরকার পরে না। কাঠির বা ছুরির প্রান্ত ভাগ পাত্রের গায়ে স্পর্শ করিবে। পানি সিদ্ধ হইতে শুরু করিলে উহা কাঁপিতে থাকিবে।

জুই চূর্ণদ্বারা পরিজ তৈরি—পাত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এক পেয়ালা করিয়া পানি দাও। প্রতি পেয়ালার জন্য এক চিমটি লবণ মিশাও। পানি গরম হইলে জুই চূর্ণ উহাতে ছিটাইয়া দাও এবং কাঠি বা বড় চামিচ দ্বারা খুব নাড়িতে থাক। এই চূর্ণের পরিমাণ কম বা বেশী করিয়া পরিজ পাতলা কিংবা ঘন করা যায়। পুরোপুরি সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত জ্বাল দিতে থাক। কিন্তু সারাক্ষণই উহাকে চামচ দিয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে।

বিঃ পিঃ বলিয়াছেন ঃ— কচিকদম থাকাকালীন আমি একবার যাহা করিয়াছিলাম তোমরা কখনো সেইরূপ করিও না। সেই দিন ছিল আমার রান্না করিবার পালা। কাজেই আমি মনে করিলাম, সুরুয়া পরিবেশন করিয়া খাদ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করিব। আমার কাছে কিছুটা মটরের ছাত্ত ছিল। উহাতে কিছুটা পানি মিশাইয়া ফুটাইলাম। রাতে খাওয়ার সময়ে উহা মটর সুরুয়া হিসাবে পরিবেশন করিলাম। কিন্তু আমি উহাতে কোনো প্রকার ক্লেথ বা গোশতের সার মিশাই নাই। আমি জানিতাম না যে উহার দরকার আছে বা কেহ উহা লক্ষ্য করিবে। কিন্তু সকলেই তৎক্ষণাৎ উহা ধরিয়া ফেলিল আমার সেই চমৎকার সুরুয়ার নাম দিলে 'ভিজা মটর পুডিং, তাহারা বলিল যে, ওটা আমাকেই খাইতে হইবে। কিন্তু শুধু বলিয়াই ক্ষান্ত হইল না বরং সবটা আমাকেই খাইতে বাধ্য

করিল। ইহারপরে জীবনে আমি আর এইরকম ভুল করি নাই।

খড়ের বাস্ক-চুল্লীঃ

খড়ের বাস্ক-চুল্লীতে রান্না করা তাঁবু রান্নার শ্রেষ্ঠতম পন্থা। তোমাকে শুধুমাত্র ঠিকমত আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে। বাকিটা খড়ের বাস্ক নিজেই করিয়া ফেলিবে। চুলায় রান্না বসাইয়া তুমি অনায়াসে বাহিরে গিয়া অন্যান্যদের সাথে খেলাধুলায় যোগদান করিতে পার। আসিয়া দেখিবেঃ আপনা হইতেই তোমার খাবার রান্না হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেইটা সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে ঠিক আরম্ভ করার উপর। যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে উপদলের কাছে তোমার জনপ্রিয়তা খর্ব হইতে বাধ্য।

এইভাবে আরম্ভ করিবে। একটা কাঠের বাস্ক যোগাড় করিয়া লও। উহার চার পার্শ্বে ও তলাতে কয়েক স্তর খবরের কাগজ বিছাইয়া দাও। মাঝখানে পাক পাত্রটি রাখিবার স্থান খালি রাখিয়া খুব ঠাসিয়া খড় ভর্তি করিয়া লও। বাস্কের তলাতে এবং পার্শ্বে যথেষ্ট পরিমাণে খড় দিতে হইবে। পাত্রের উপরিভাগে দিবার জন্য খড় বা খবরের কাগজ দিয়া একটা মোটা গদি তৈরি কর।

পাক-পাত্রটি খাদ্যে পরিপূর্ণ থাকিবে। খাদ্যগুলি বেশ ফুটিতে আরম্ভ করিলে উহা খড়ের বাস্কে ঢুকাইয়া দাও। তখন পাত্রের চারিদিকে ও উপরে খড় বা কাগজ ঠাসিয়া শক্ত করে পেক কর। এখন ঢাকনাটি বন্ধ করতঃ উপরে একটা ভারী জিনিস চাপাইয়া দাও।

এই উপায়ে গোশ্ত চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে পরিপক্ব হইবে। “জুই চূর্ণ” মিনিট পাঁচেক সিদ্ধ করার পরেই সারারাত্ত বাস্কে রাখিয়া দিবে। তাহা হইলে সকাল বেলায় ভোজনের জন্য উহা তৈরি হইয়া থাকিবে।

রুটি তৈরি করা ঃ

রুটি তরকারি ও মাংস রান্না করিবার ক্ষমতা তাঁবু জীবনের একটা অপরিহার্য অংশ।

রুটি (বা ক্ষুধার অগ্নি নির্বাপক) তৈরি করিবার প্রচলিত নিয়ম হইলঃ ময়দার সহিত এক বা দুই চিমটি লবণ এবং বেকিং পাউডার মিশাইয়া লও। তৎপর উহা দ্বারা একটা স্তূপ করিয়া মাঝখানে পেয়ালার আকৃতিতে একটি গর্ত কর যেন উহাতে পানি ঢালিয়া রাখা যায়। এইবার পানি ঢাল। সবগুলি উপাদান একত্রে ভাল

করিয়া মাখাইয়া নিলে একতাল খামীর প্রস্তুত হইবে। নতুন ময়দা কিছুটা হাতে লাগাইয়া নিলে উহাতে খামীর আটকাইয়া যাইবে না। বারবার হাত চাপড়াইয়া উহাকে একটি বড় রুটি বা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুটির আকারে পরিণত কর।

তৎপর সেইগুলি বাঁধরে করিয়া জ্বলন্ত অংগারের উপর রাখিয়া দাও। অথবা আগুনের কিছুটা অংশ থেকে অংগার ছাই ইত্যাদি সরাইয়া রুটিগুলি গরম মাটিতে রাখিয়া দাও। উহার চারদিকে গরম ছাই জড়ো করিয়া দিলেই রুটি সঁকা হইতে থাকিবে। এই উপায়ে কেবল ক্ষুদ্র পাউরুটি তৈরি করা যায়।

খোলায় সঁকা রুটি

নিম্নে আরেকটি চমৎকার নিয়ম দেওয়া গেলঃ-

এই সকল উপকরণ দিয়া মাঝারি রকমের শক্ত খামীরা তৈরি কর। ময়দা চায়ের পেয়ালার এক পেয়ালা; লবণ এক চিমটি; বড় এক (টেবিল) চামিচ চিনি এবং ছোট এক (চায়ের) চামিচ বেকিং পাউডার। খোলা গরম করিয়া তাহাতে চর্বি বা মাখন ঢালিয়া তাতাইয়া লও। তাহারপর সেই খামীরা হাঁড়িতে চড়াইয়া আগুনের কাছে রাখ। অল্পক্ষণের মধ্যেই উহা গরম হইয়া আস্তে আস্তে শক্ত হইতে থাকিবে। পরে কড়াইটির এক পার্শ্ব কাত করিয়া আগুনের সম্মুখে উহাকে প্রায় খাড়াভাবে ধর। চেপটা পাউরুটির এক দিক পরিপক্ব হইয়া আসিবে। তখন খোলাটি ঘুরাইয়া অপরদিক তুলিয়া ধর এবং রুটির অপর পার্শ্ব ভাজিয়া নাও। উহা ঠিকভাবে সঁকা হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য রুটির গায়ে একটা সরু কাঠের চেলা বিধাইয়া দেখ। যদি টানিয়া বাহির করিবার পর খামীর উহাতে না লাগিয়া থাকে তবেই বুঝিতে পারিবে যে রুটি ভালোমত সঁকা হইয়াছে।

“টুইষ্ট” বা মোচড়ানো রুটি— আরো একটি নিয়ম আছে। একটা মোটা লাঠি কাটিয়া উহার সরুপ্রান্ত চোকা করিয়া লও এবং ছাল চাঁচিয়া উহাকে আগুনে গরম কর। লম্বা রজ্জুর আকারের খামীরা তৈরি কর— প্রায় দুই ইঞ্চি চওড়া এবং আধ ইঞ্চি পুরু। উহাকে লাঠিতে প্যাচাইয়া নাও। তাহারপর সেই লাঠি আগুনের সামনে ধরলেই খামীরা সঁকা হইয়া আসিবে। মাঝে মাঝে লাঠিটি ঘুরাইয়া উহার সকল অংশে তাপ লাগাইতে হইবে। ঠিকভাবে সঁকা হইয়াছে কিনা তাহা একটি কাঠি ঢুকাইয়া পরীক্ষা করিতে পার। কাঠি বাহির করিলে যদি উহাতে খামীরা লাগিয়া না থাকে তবে সঁকা ঠিক হইয়াছে বুঝিবে।



(তন্দুর ছাড়াও রুটি তৈয়ার করা যায়। একটি কাঠিতে খামিরা পেঁচাইয়া জ্বলন্ত অংগারের উপরে উহা সঁকিয়া লও)।

রুটি সঁকা উনুন

সত্যকার রুটি তৈরি করিতে হইলে এক প্রকার তন্দুরের দরকার। পুরাতন মাটির পাত্র বা টিনের বাস্র দিয়া উহা তৈরি করা যায়। উহাকে চুল্লিতে বসাইয়া জ্বলন্ত অংগার দিয়া ঢাকা দিতে হয়। নচেৎ কাদামাটি দিয়াও তন্দুর তৈরি করা যায়। উহার ভিতরে আগুন জ্বালিয়া প্রথমে তপ্ত করিয়া নিতে হইবে। যখন বেশ গরম হইয়া আসিবে তখন অংগারগুলি টানিয়া বাহির কর এবং রুটির খামিরা তন্দুরের ভিতরে রাখিয়া দাও। এইবার উনানের মুখ ভাল করিয়া বন্ধকরতঃ রুটি সঁকা না হওয়া পর্যন্ত রাখিয়া দাও।

পরিচ্ছন্নতা

অভিজ্ঞ স্কাউটেরা বিশেষ করিয়া রান্নার জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন নেয়। তাহারা সতর্কভাবে হাঁড়ি-পাতিল, বাসন কোশন, কাঁটাচামুচ, ছুরি ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে করিয়া রাখে। তাহারা জানে ময়লা কিংবা খাদ্যের টুকরো এখানে সেখানে পড়িয়া থাকিলে মাছি আসিয়া জমা হইবে।

মাছি খুবই বিপজ্জনক। কারণ তাহারা পায়ে করিয়া রোগের জীবাণু বহন করে। উহারা তোমার খাদ্যদ্রব্যের উপর বসিলে খাদ্যে রোগের জীবাণু রাখিয়া যাইবে। পরে খাদ্যের সাথে সেই জীবাণু তোমাদের পেটে যাইবে।

এইজন্যই তোমাদের তাঁবুর রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। তাহা হইলেই মাছি আসিবে না। সকল প্রকার ময়লা ও খাদ্যের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়া ফেলিবে কিংবা ঠিকমত গর্তকরতঃ পুঁতিয়া ফেলিবে। সেগুলি আবার মাটি চাপা দিবে। ইচ্ছামত যেখানে সেখানে কখনও ছড়াইয়া ফেলিবে না।

এইসব কাজ ঠিকমত করা হইতেছে কিনা উপদলের নেতারা সর্বদাই সেইদিকে নজর রাখিবে।

মনে রাখিতে হইবে- “স্কাউট সর্বদাই পরিচ্ছন্ন থাকে।”

রান্না শিক্ষায় উপদলের কাজ

ক্যাম্পে যাইবার আগেই স্কাউটদের রাখিতে শিখা উচিত। বেশী প্রয়োজনীয় কাজগুলি তাহাদের প্রথমে শিখাইতে হইবে আলু, পরিজ, গোশত ও তরিতরকারী রান্না করা। শীতের মওসুমে এইগুলি অভ্যাস করা যায়।

● খামীরা তৈরি করা, মোচড়ানো ও নির্বাপক রুটি সঁকা ইত্যাদি অভ্যাস করা দরকার।

● খড়ের বাস্তু চুল্লী তৈরি করা এবং উহার ব্যবহার।

● নিজের ব্যবহারের জন্য রসদের থলিয়া তৈরি করা।

● খাদ্যের তালিকা রচনা এবং পরিমাণ নির্ধারণে উপদলের মধ্যে প্রতিযোগিতা করা।

● পদব্রজে আনন্দ ভ্রমণে কাঁচা রসদ লইয়া গিয়া রান্না করিয়া খাও।

● তোমার উপদলের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী উনুন তৈরি করিতে না জানা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার উনুন তৈরির অভ্যাস করা। তাহারপর বিভিন্ন রকম গেজেট (কৌশলী আসবাব) তৈরি করিতে শিখ।

-----o-o-----



চতুর্থ অধ্যায়

তঁাবু-জলসা কাহিনী-১১শ

----- () o () -----

সংকেত পর্যবেক্ষণ

সাংকেতিক চিহ্ন লক্ষ করা- বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ- মৃতদেহের চারিদিকের সংকেত-পল্লী সম্বন্ধে আলোচনা-চক্ষু কর্ণ নাসিকার ব্যবহার- নৈশ স্কাউটিং।

“সংকেত” শব্দটি স্কাউটেরা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে। যেকোন ক্ষুদ্রতম বিষয়ের বর্ণনা যেমন-পদচিহ্ন, ভগ্ন প্রশাখা, পদদলিত ঘাস, খাদ্যের টুকরা, এক ফোঁটা রক্ত, এক টি চুল ইত্যাদি যে কোন ক্ষুদ্র জিনিসই হউক না কেন, যাহার দ্বারা তাহারা উদ্দিষ্ট তথ্যের সূত্র আবিষ্কার করিতে পারে তাহাই ‘সংকেত’।

মিসেস ওয়াল্টার স্মিথসন নামক এক উদ্ভলোক কাশ্মীরে কয়েকজন ভারতীয় পাঞ্জাবীর সংগে ভ্রমণ করিবার সময় একটা চিতাবাঘের পাঞ্জা অনুসরণ

করিয়াজিলেন। চিতা বাঘটি একটি মুগ-শাবক বধ করিয়া লইয়া গিয়াছে। উহা প্রকাণ্ড অনারগু শিলা খণ্ড পার হইয়া যাওয়ায় সেখানে তাহার কোমল পায়ের কোন চিহ্নই পড়ে নাই। তৎক্ষণাৎ উক্ত পাঞ্জালী পাহাড়ের অপর পার্শ্বে গিয়া দেখিল সেখানে পাথরের প্রান্তভাগ খুব ধারাল। তাহার পর তাহার আংগুলিটি ভিজাইয়া ধারাল প্রান্তে বুলাইয়া চলিল। অবশেষে উহাতে হরিণের কয়েকটি পশম তাহার হাতে লাগিল। ইহাতে চিতা বাঘটি হরিণ-শাবককে কোন দিকে লইয়া গিয়াছে তাহা পাঞ্জালী বুদ্ধিতে পারিল। স্কাউটের ভাষায় সেই কয়েক গাছি চুলই হইল “সংকেত”।

মিসেস স্মিথসন এর পাঞ্জাল এই প্রকার সংকেত লক্ষ্য করিয়া ভল্লুকও খুঁজিয়া পাইয়াছে অনেকবার।

একবার সে দেখিতে পায় যে, গাছের বাকলে একটা নতুন আঁচড় পরিষ্কার বোঝা গেল, উহা ভল্লুকের আঁচড় ছাড়া আর কিছুই নহে। অপর বৃক্ষের বাকলে একগাছি কাল চুল লাগিয়া আছে দেখিল। ইহাতে বুদ্ধিতে পারিল যে কিছুক্ষণ পূর্বে একটা ভল্লুক নিশ্চয়ই সে গাছের সংগে গা ঘঁসিয়া গিয়াছে।

সাংকেতিক চিহ্ন লক্ষ্য করা

স্কাউটের অনেক কিছু শিখিতে হয়। সে যুদ্ধের স্কাউট, শিকারী বা শান্তিকালীন স্কাউটই হউক না কেন, সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা এই যে কোন কিছুই যেন তার দৃষ্টি এড়াইয়া না যায়। ক্ষুদ্রতম বস্তু বা সংকেত তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করিয়া নিরূপণ করিতে হইবে তাহার তাৎপর্য। ইহাতে দরকার যথেষ্ট অভ্যাসের। নচেৎ কোন কচিকদমই রাতারাতি সত্যিকারভাবে সর্বপ্রকার সংকেত লক্ষ্য করিতে সক্ষম হয় না। অভ্যাসের দ্বারাই পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তখন কোন কিছুই দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। শহরেও সমানভাবেই এ বিদ্যা আয়ত্ত করা যায়।

একই উপায়ে কোন অদ্ভুত শব্দ অথবা ঘ্রাণ লক্ষ্য করিয়া উহার অর্থ কি হইতে পারে চিন্তা করিবে। সংকেত বলিতে না পারিলে টুকিটাকি একত্রে মিলাইয়া কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে তুমি সক্ষম হইবে না। সুতরাং স্কাউট হিসাবে তোমার কোন মূল্য থাকিবে না। মনে রাখিবে স্কাউট দূরের বা কাছের কোন কিছু দেখিবার আগে অন্য কোন লোক উহা দেখিয়া ফেলিলে স্কাউটের পক্ষে তাহা অতীব লজ্জার বিষয়।

সঠিকভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন স্কাউটের সহিত যদি তুমি বাহিরে কোথাও বেড়াইতে যাও, তবে দেখিতে পাইবে যে, তাহার চোখ দুইটি অবিরত চারিদিকে ঘোরাফেরা করিতেছে। কাছে ও দূরে সকল দিকেই দৃষ্টি ফিরাইয়া কোথায় কি আছে তাহা সে লক্ষ্য করিতেছে।

বি. পি বলেন : একবার আমি একজন লোকের সহিত লণ্ডনের “হাইড্-পার্ক” এ বেড়াইতে ছিলাম। সহসা স্কাউট লোকটি বলিয়া উঠিল, “ঐ ঘোড়াটি খানিকটা খুঁড়াইয়া চলিতেছে।” আমাদের কাছে কোন ঘোড়া ছিল না। কিন্তু চাহিয়া দেখিলাম সেই লোকটি অনেক দূরে “সার্পেনটাইন্” হ্রদের অপর পারে দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া আছে। আবার পর মুহূর্তেই সে মাটি হইতে একটা অদ্ভুত বোতাম কুড়াইয়া লইল। এখন সহজেই বুঝিতে পার যে, তাহার দৃষ্টি কাছে দূরে সব জায়গাতেই সতর্কভাবে ঘোরাফিরা করিতেছিল।

“তুমি একটা লোক দেখিয়াছ?”

বড় শহরের রাস্তায় চলিবার সময় যে কোন স্কাউট পথের পাশ্চস্থিত বড় বড় দালান কোঠা, শাখা অলিগলি এবং কোন কোন দোকানপাটের নিকট দিয়া সে যাইতেছে, আর উহাদের জানালায় কি কি আছে তাহা অবিরত লক্ষ্য করিয়া পথ চিনিয়া রাখে। তাহার সম্মুখ দিয়া কি রকমের কয়টা গাড়ি চলিতেছে তাহাও সে লক্ষ্য করে।

বিশেষ করিয়া সে লক্ষ্য করিবে মানুষকে; তাহাদের মুখ দেখিতে কেমন, পোশাক পরিচ্ছদ কি রকম, তাহাদের পায়ের জুতার ধরন কি এবং তাহারা কি রকম ভংগিতে হাঁটে। যদি কোন কারণে রাস্তায় পাহারারত পুলিশ তাহাকে জিজ্ঞেস করে, “কালো এবং সামনের দিকে ঝুলে পড়া জু-ওয়ালো যে লোকটি নীল রং-এর পোশাক পরিয়া রাস্তার নিম্নদিকে চলে গেছে, তুমি কি তাকে দেখেছ?” তাহা হইলে সে অত সহজেই উত্তর দিবে—“হ্যাঁ, দেখেছি। সে ডান পায়ে খানিকটা খুঁড়িয়ে চলছিলো, তার পায়ে ছিলো বিদেশী ধরনের জুতো, আর তার হাতে ছিলো একটা পুটলি। এখান থেকে রাস্তার দ্বিতীয় মোড়ে সে লেকেটি বাঁ দিকে গোল্ড স্ট্রীটের দিকে প্রায় তিন মিনিট আগে মোড় ঘুরে চলে গেছে।”

অপরদীর্ঘ সন্ধান ব্যাপারে এই প্রকার সংবাদ অনেক সময়েই খুব মূল্যবান কাজ করিয়াছে।

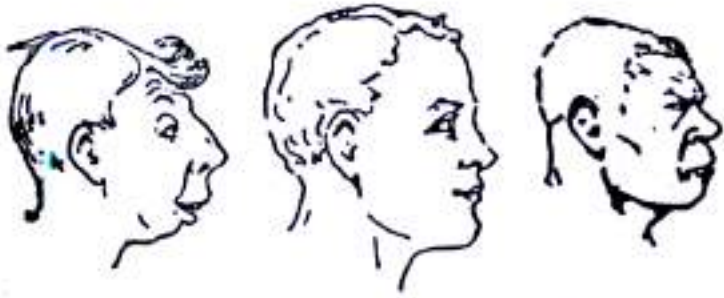
‘কিম’ এর গল্প হয়ত তোমাদের মনে আছে। একটি খেলার সাহায্যে কিম-কে পর্যবেক্ষণ শিখান হইয়াছিল। সে খেলায় একটি বারকোয়ে কতকগুলি ক্ষুদ্র বস্তু সাজাইয়া রাখিয়া এক মিনিট উহা তাহার সামনে মুক্ত রাখিয়া তারপর ঢাকিয়া দেওয়া হইত। তখন সে স্মৃতির সাহায্যে বস্তুগুলির বর্ণনা দিত।



(সহজ উপায়ে ছদ্মবেশ পরা যায়, যদি প্রণালীটা তোমার জানা থাকে। ছবির লোকটি চেহারা পরিবর্তনের জন্য কি কি জিনিস বদলাইয়াছে? লক্ষ্য কর যে সবচেয়ে বেশী পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে লোকটির দাঁড়াইবার ভঙ্গী।)

আমরাও ‘কিম’ এর খেলা ব্যবহার করি, কারণ ইহা স্কাউটের পর্যবেক্ষণ শিক্ষার পক্ষে চমৎকার অনুশীলন।

ইতালিতে “কেমোরা” নামধারী একটা বিপ্লবী দল ছিল। সেই দলের বালকদের নানা প্রকার বস্তু দ্রুত লক্ষ্য করা ও মনে রাখা শিক্ষা দেওয়া হইত। নগরের রাস্তা দিয়া চলিবার সময় হঠাৎ এক কেমোরিস্ট থামিয়া সংগীয় বালককে জিজ্ঞাসা করিত, “যে রাস্তা ছাড়িয়া আসিলাম তাহার ডানদিকের চতুর্থ বাড়ির দরজায় যে স্ত্রীলোকটি বসিয়াছিল সে কিরকম পোশাক পরিয়াছিল?” কিংবা “তিনটি রাস্তার আগের চৌমাথায় যে দুইটি লোক কথা বলিতেছিল তাহাদের বিষয়বস্তু কি?” অথবা “অমুখ গাড়ীর নম্বর কত?” অথবা “গাড়িটিকে কোথায় যাওয়ার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল?” অথবা “ঐ বাড়িটার উচ্চতা কত এবং উহার উপর তলায় জানালার প্রস্থ কতটুকু?” ইত্যাদি। অথবা, বালকটিকে একটা



(লোকের চেহারা লক্ষ্য করিও যেন তাহাদের চিনিতে পার)

দোকানের জানালার দিকে এক মিনিট তাকাইয়া থাকিবার সময় দেওয়া হইত, তাহারপর তাহাকে সেইখানের সকল দ্রব্যের বর্ণনা দিতে হইত।

স্কাউটের দৃষ্টি মাটির দিকেও থাকিতে হইবে, বিশেষ করিয়া বাড়ির পাশে সান বাঁধানো পথ এবং নর্দমার কিনারে প্রায়ই দেখিয়াছি, নানা প্রকার মূল্যবান টুকিটাকি সেইখানে পড়িয়া রহিয়াছে। অনেক লোক না দেখিয়া সেইগুলি পায়ে মাড়াইয়া গিয়েছে বা লাথি মারিয়া এক দিকে সরাইয়া দিয়াছে।

শহরের প্রত্যেক স্কাউটকে অবশ্যই জানিয়া রাখিতে হইবে কোথায় নিকটবর্তী ঔষধের দোকান ও বিবিধ দ্রব্যের দোকান (দুর্ঘটনার সময় যাহার দরকার হয়), নিকটবর্তী পুলিশের দাঁড়াইবার স্থান, থানা, ডাক্তার, হাসপাতাল, ফায়ার বিগ্রেড, টেলিফোন, এম্বুলেন্স, রেলস্টেশন ইত্যাদি।

মানুষের বৈশিষ্ট্য

ট্রেনে অথবা মোটর বাসে ভ্রমণের সময় তোমার সহযাত্রীদের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিবে। তাহাদের চেহারা পোশাক পরিচ্ছদ, কথা বলার ধরন ইত্যাদি লক্ষ্য করিবে যেন পরে তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে নির্ভুল বর্ণনা দিতে পার। তাহাদের চেহারা ও চালচলন দেখিয়া তাহারা ধনী কি গরীব (সাধারণতঃ জুতা দেখিয়া তাহা বলা যায়) এবং তাহাদের ব্যবসায় বা পেশা কি হইতে পারে, তাহারা সুখী না পীড়িত বা কাহার সাহায্যের প্রয়োজন তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিবে।

কিন্তু এইসব খুব সতর্কভাবে করিতে হইবে। তাহারা যেন ঘূর্ণাঙ্করেও বুঝিতে না পারে যে তুমি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছ। নচেৎ তাহারা সতর্ক হইয়া যাইবে।

২নং তাঁবু-জলসা কাহিনীতে যে রাখাল বালকটির কথা বলা হইয়াছিল তাহা মনে করিয়া দেখ? সে যাযাবর লোকটির জুতা লক্ষ্য করিয়াছিল, অথচ সেই লোকটির দিকে তাকায় নাই। সুতরাং যাযাবরটি তাহাকে মোটেই সন্দেহ করে নাই।

ব্যবসায় বাণিজ্যে লোকের মনমেজাজ নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করতঃ তাহাদের চরিত্র ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারা অত্যন্ত মূল্যবান গুণ। বিশেষতঃ দোকানের সহকারী বা বিক্রেতারা যদি তাহা বোঝে তবে ক্রেতাদের জিনিষ ক্রয় করাইতে সক্ষম হয় অথচ কোন জোচ্ছোর সেখানে আছে কিনা তাহা সহজেই ধরিতে পারে।

কথিত হয় যে, টুপি পরার ধরন দেখিয়া তুমি লোকের চরিত্র কেমন তাহা বলিয়া দিতে পার। যদি কোন লোক টুপিটি এক দিকে ঈশদ কাত করিয়া পরে,



(টুপি পরিবার ধরন দেখিয়া ইহাদের চরিত্র বলিতে পার কি?)

তবে সে সম্ভব-বিশিষ্ট হওয়ার কথা। যদি সে টুপি একদিকে অনেকটা কাত করিয়া পরে, তবে সে লোকটি নিশ্চয়ই দাঙ্কিক বা অহঙ্কারী। টুপি মাথার পিছন দিকে সরাইয়া পরিলে, সে স্বপ্ন পরিশোধ ব্যাপারে খুব ভাল লোক নহে। মাথার ঠিক উপরে সোজাভাবে টুপি পরিলে খুব সম্ভবতঃ লোকটি সাধু কিন্তু কিছুটা বুদ্ধি কম বা টিমা।

কোন পুরুষ বা স্ত্রী লোকের হাঁটিবার ধরনও অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের পরিচায়ক। যে লোক ক্ষুদ্র পদক্ষেপে বাহু দুইটি খুব দুলাইয়া চলে, সে হইবে দাঙ্কিক ও হুজুগ প্রিয়। যে নাকি দ্রুত পদে হেঁচকিয়ে হেঁচকিয়ে পা ফেলে, তাহার স্নায়বিক দুর্বলতা আছে। ধীরে সুস্থে মাথা নত করিয়া যে চলে সে হয়ত ভবঘুরে।

আর সমান ভালে পা ফেলিয়া বেশ দ্রুতগতিতে এবং নীরবে যে চলাফেলা করে সে একজন স্কাউট ইত্যাদি।

পর্যবেক্ষণ অভ্যাস কর

পর্যবেক্ষণ সামান্য অভ্যাস করিলে পোশাক দেখিয়াই লোকের চরিত্র তুমি নির্ভুলভাবে বলিয়া দিতে পারিবে।

পোশাকের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাধারণতঃ জুতা জোড়াই কোন মানুষের সম্বন্ধে জানিবার সর্বোত্তম উপায়।

বিঃ পিঃ বলিয়াছেন— কিছুদিন আগে আমি গ্রাম্য রাস্তায় একজন ভদ্রমহিলার সহিত হাঁটিতেছিলাম। ঠিক আমাদের সামনেই আর একটি যুবতী পথ চলিতেছিল।

আমার মহিলা-বন্ধুটি বলিল, “আশ্চর্য! এই মেয়েটি কে?” আমি বলিলাম, “সে কাহার চাকরাণী তাহা জানিতে পারিলেই হয়ত তাহাকে আপনি চিনিতে পারিবেন।”

“মেয়েটির পোশাক ভাল ছিল, কিন্তু তাহার জুতা জোড়া দেখিয়াই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, তাহার পরিহিত পোশাক তাহার নিজেই নয়— অন্য কাহারও। অন্যের পোশাক তাহাকে দেওয়া হইলে সে নিজের গায়ে নিজেই ফিট করাইয়া লইয়াছে। কিন্তু জুতা জোড়া তাহার নিজেই; সে জুতা পরিয়াই সে বেশী আরাম বোধ করিত। আমরা যে-বাড়িতে থাকিতাম মেয়েটি সেই বাড়ি পর্যন্ত গিয়া চাকরদের পথে বাড়িতে ঢুকিল। তখন বুঝিতে পারিলাম যে সে বাড়ির একজন চাকরাণী।”

“এক সময়ে আমি এক দরিদ্র মহিলার কিছুটা উপকার করিতে পারিয়াছিলাম। একদিন তাহার পশ্চাতে চলিবার সময় বুঝিতে পারিলাম যে— যদিও তাহার পরিচ্ছদ সুন্দর ছিল— তাহার জুতার তলা ছিল প্রায় মেরামতের অতীত। তাহার সাহায্যের প্রয়োজন সে কথা আমি কিরূপে অনুমান করি যদি তাহা সে ঘূর্ণাক্ষরেও জানে বলিয়া আমার মনে হয় না”।

আরেকটা মজার ব্যাপার। তুমি রেলগাড়ীতে বা মোটর বাসে কোথাও যাইতেছ। গাড়িতে অনেক লোকজন আছে। তুমি কেবলমাত্র তাহাদের পায়ের



দিকে তাকাইয়া এবং উপরে দৃষ্টি না তুলিয়া অনুমান কর, তাহাদের কে কোন্ শ্রেণীর মানুষ- বুড়ো না জোয়ান, অবস্থাপন্ন না দরিদ্র, মোটা সেটা না ছিপ্ ছিপে ইত্যাদি। তাহারপর দৃষ্টি উপরে তুলিয়া দেখ তোমার অনুমান কতটা সত্য।

(কচি কদম টমি ৭ নং
পথ সন্ধানী টমি।

কোন্ দিকেতে যাইব আমি
ঠাহর নাহি পাই,
বন্ধু কি শত্রু কারো
চিহ্ন কোথা পাই।)

“বেশী দিন আগে নয়, আমি একজন গোয়েন্দার সহিত এক ভদ্রলোকের সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলাম। আমরা উভয়ে তাহার সহিত কথা বলিয়াছিলাম এবং তাহার চরিত্র নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম।” আমি বলিলাম- “যাহাই বলনা কেন, সে জেলে না হইয়া যায় না।”

আমার সংগী আমার মন্তব্যের কারণ খুঁজিয়া পাইল না। তবে সে নিজে জেলে ছিল না।”

আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহার কোটের বাম আঙ্গিনে কয়েক গুচ্ছ ছেঁড়া সূতা আলগা হইয়া লাগিয়া আছে। অনেক জেলেই বড়শীর ফড়িং সূতা হইতে খুলিয়া শুকাইবার জন্য টুপীতে আঁটিয়া রাখে। কেহ কেহ আবার উহা জামার আঙ্গিনেও গাঁথিয়া রাখে। শুকাইয়া গেলে তাহারা সেটিকে টানিয়া বাহির করিয়া লয়। ইহাতে আঙ্গিনের দুই-একটা সূতা ছিঁড়িয়া যায়।

শার্লক হোমস্-এর কথা মনে কর। একজন অচেনা লোকের সহিত তাহার দেখা হয়। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল ঃ অবস্থা বেশ সম্বল। লোকটি নূতন পোশাকে সজ্জিত। তাহার জামার আঙ্গিনে শোক-সূচক কালো ফিতা। দেখিতে অনেকটা সৈনিকের মত। তার হাঁটিবার কায়দাটা ছিল নাবিকের মত, -দেহ সূর্যদগ্ধ, আর তাহার হাতে ছিল একটা উল্কির দাগ। সেই লোকটা কি হইবে বলিয়া তুমি মনে করিতে? শার্লক-হোমস কিন্তু সঠিকভাবেই আন্দাজ করিয়াছিলেন যে, লোকটি সম্প্রতি রাজকীয় নৌবাহিনীর সার্জেন্ট হিসেবে কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। তাহার স্ত্রী মারা গেছেন আর বাড়িতে তাহার কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে।

মৃতদেহের চারিদিকে সংকেত-চিহ্ন

এমনও ঘটতে পারে যে কাহারও মৃতদেহ তোমাদের মধ্যে কাহারও চক্ষে একদিন প্রথম পড়িবে। এইরূপ অবস্থায় মৃতদেহের উপরে বা আশেপাশের ক্ষুদ্র-তম চিহ্নটি, পর্যবেক্ষণ করতঃ লিখিয়া রাখিতে হইবে। মৃতদেহটি সেইস্থান হইতে সরাইবার পূর্বে কিংবা সেইস্থানের মাটি পায়ের তলায় মাড়াইবার পূর্বে এই কাজটি করা দরকার। মৃতদেহের সঠিক অবস্থান লক্ষ্য করা ছাড়াও সেই জায়গাটি খুব ভালো করিয়া পরীক্ষা করিবে। এমনকি তুমি নিজেও প্রয়োজনাতিরিক্ত উহার উপর পদক্ষেপ না করিয়া চলিবে। সম্ভব হইলে উহার একটি সঠিক ফটো নেওয়া উচিত। সে জায়গাটিতে যে সকল দাগ বা চিহ্ন আছে সেগুলির সূত্র যেন নষ্ট না হয়। যদি তুমি সেই জায়গার একটা ক্ষুদ্র নকসা আঁকিয়া মাটির উপর কোথায় কোন চিহ্নটি ছিল এবং মৃতদেহটিই বা কেমন অবস্থায় ছিল তাহা দেখাইতে পার তাহা হইলে আরো ভাল হয়।

বি. পি বলেন- আমি দুইটা ঘটনার কথা জানি- যেখানে মৃতদেহ দেখিয়া প্রথম অবস্থায় ফাঁসি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু চারদিকের ভূমি সতর্কভাবে পরীক্ষা করার পরে প্রথম ঘটনায় দেখা গেল, কয়েকটি

ছিন্ন ডগা এবং পদদলিত ঘাস। দ্বিতীয় ঘটনায় দেখা গিয়াছিল, একটা কুপিত গালিচা। ইহাতে বোঝা গেলঃ তাহারা আত্মহত্যা করে নাই বরং কেউ তাহাদের খুন করিয়াছে। তাহারপর সেই মৃতদেহ দুইটিকে গাছে কুলাইয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে, তাহারা আত্মহত্যা করিয়াছে।

আংগুলের ছাপ

তদন্ত করিবার সময়ে পুলিশ যে-সব জিনিষের উপর আংগুলের ছাপ থাকা সম্ভব প্রথম তাহার সন্ধান নেয়। যে ব্যক্তি খুন হইয়াছে তাহার আংগুলের ছাপের সাথে সেইগুলি না মিলিলে সেইগুলি খুনীর আংগুলের ছাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে। তখন সেই ছাপ মিলাইয়া খুনীকে সনাক্ত করা যাইতে পারে।

একজন পণ্ডিত বৃদ্ধ ভদ্রলোককে তাহার শয়ন কক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। তাহার কপালে ছিল একটা যক্ষ্ম, আরেকটা মাথার বাম পার্শ্বে।

প্রায়ই দেখা যায় যে, খুন করিয়া আততায়ী রক্তাক্ত হাতে দৌড়াইয়া পালাইবার আগে দরজাটা ধরিয়া হাত ধুইবার জন্য পানির জগ ব্যবহার করে।

উপরের ঘটনায় দেখা গেল, টেবিলের উপর একখানা খবরের কাগজে তিনটি রক্ত রঞ্জিত আংগুলের ছাপ রহিয়াছে।

মৃত ব্যক্তির ছেলেকে পুলিশ সন্দেহ ক্রমে গ্রেফতার করিল।

কিন্তু সেই ঘরটি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া এবং নানা জিনিষের উপর আংগুলের ছাপ মিলাইয়া দেখা গেল যে, গভীর রাত্রে সেই বুড়ো ভদ্রলোকটি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাহার দেহে খিঁচুনি অনুভূত হয় এবং তিনি মাটিতে পড়িয়া যান। ইহাতে তাহার মাথাটি টেবিলের কোণটিতে খুব জোরে ধাক্কা লাগার দরুন মাথার পার্শ্বে আঘাত পান। সেই ক্ষতটি টেবিলের কোণের সংগে হুবহু মিলিয়া যায়। তিনি তখন উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করেন এবং টেবিলটি হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরেন। সেই সময় টেবিলের উপরিস্থিত খবরের কাগজে তাহার রক্তাক্ত আংগুলের ছাপ পড়ে। তিনি আবার পড়িয়া যাওয়ায় খাটের পায়ায় লাগিয়া কপালে আঘাত পান।

মিলাইয়া দেখা দেল যে কাগজের উপরের আংগুলের ছাপ মৃত ব্যক্তির নিজেই। তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার— কোটি কোটি লোকের মধ্যেও

দুইজনের আঙলের ছাপ এক রকম হইবে না। সুতরাং প্রমাণ হইয়া গেল যে, সেই বুড়া ভদ্রলোক মোটেই খুন হয় নাই। কাজেই তাহার ছেলেকে নির্দোষ খালাস দেওয়া হইল।

অন্যান্য ছাপ বা চিহ্ন

রাশিয়ার এক নগরে এক ব্যাংকের মালিক খুন হইলেন। তাহার মৃতদেহের নিকটে সিগারেট খাওয়া পাইপের তৃনমনি দ্বারা বাঁধনে মুখ নলটি পাওয়া গেল। সেই মুখ নলটি ছিল একটি বিশেষ আকৃতির। সেই টিকে কেবলমাত্র এক বিশেষভাবে মুখে ধরা যাইত। উহার উপরে দুইটি দাঁতের দাগ ছিল। সেই দাগ দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায়, দুইটি দাঁতের দৈর্ঘ্য সমান নয়।

মৃতব্যক্তির দাঁত কিন্তু অসমান ছিল না। সুতরাং বোঝা গেল যে, সিগারেটের নলটি তাহার নিজের ছিলনা। সেই-ব্যক্তির এক ভাইপো ছিল, তাহার দাঁত ছিল মুখ-নলে অংকিত দাঁতের মত। অবিলম্বে তাহাকে গ্রেফতার করা হইল। পরে আরো প্রমাণ পাওয়া গেল তাহার দ্বারা সাব্যস্ত হইল যে, সে-ই খুনি।

শার্লক হোমস্ এর জীবন স্মৃতিতে অনুরূপ একটি গল্প আছে। সেই গল্পটির নাম "The Resident Patient" বা গৃহবাসী রোগী। তাহাতে একটা লোকের মৃতদেহ ফাঁসি দিয়া ঝুলান অবস্থায় পাওয়া যায়। লোকটি আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত শার্লক হোমস নানা প্রকার সাংকেতিক বস্তুর সাহায্যে, যেমন- সিগারেটের প্রান্তভাগে বিভিন্ন আকৃতির দাঁতের দাগ, পদ চিহ্ন ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, সেই লোকটির সহিত ঘরে তাহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আরও তিনজন লোক ছিল। তাহারাই লোকটিকে ফাঁসি দিয়াছিল।

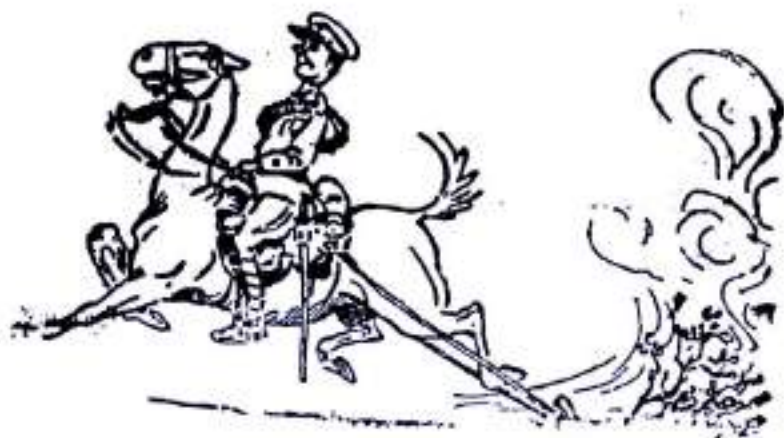
গ্রাম্য খুঁটিনাটি

গ্রামে গেলে তোমরা সেখানকার বিশেষ অভিজ্ঞানগুলি লক্ষ্য করিবে। যে সকল দৃশ্য তোমাকে পথ চিনিতে সাহায্য করে, অথবা পথহারা হইতে দেয়না, যেমন দূরবর্তী পাহাড়, গীর্জার চূড়া ইত্যাদি, আর নিকটবর্তী বস্তু, যেমন অন্ধুত দালান-কোঠা, বৃক্ষ, টিলা ইত্যাদি।

এইরূপ অভিজ্ঞান লক্ষ্য করার ব্যাপারে মনে রাখিতে হইবে, কোনদিন হয়তো অন্য কাহাকেও এই স্থানের পথ পরিচয় করাইবার জন্য তোমার এ বিদ্যাটা কাজে লাগিতে পারে। কাজেই খুব মনোযোগ দিয়া সে-সব লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা হইলেই তুমি নির্ভুলভাবে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা দিতে পারিবে। প্রত্যেকটা ছোট রাস্তা ও পায়ে চলা-পথও তোমাকে মনে রাখিতে হইবে।

তোমাকে আরো লক্ষ্য করিতে হইবে— ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকেতগুলি, যেমন পাখীরা হঠাৎ চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক উড়িয়া গেল। ইহাতে বুঝিতে হইবে, কোনো লোক বা জানোয়ার সেখানে আছে। ধূলা উড়িতে থাকিলে বোঝা যাইবে কোন জানোয়ার, মানুষ কিংবা যানবাহন সেখানে চলাচল করিতেছে।

অবশ্য শহরের মত গ্রামেও তোমাদের পথচারী লোকদের খুব সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। তোমাকে মনে রাখিতে হইবে তাহাদের পোশাক পরিচ্ছদ, মুখের চেহারা, এবং হাঁটিবার ভঙ্গী। তাহাদের পদচিহ্ন পরীক্ষা করিয়া উহার নকসা নোট বইতে আকিয়া রাখিবে তাহা হইলে ভবিষ্যতে অন্য কোথাও সে-সব পদচিহ্ন দেখিলেই তুমি চিনিতে পারিবে, যেমন করিয়া এই পুস্তকের শুরুতেই বর্ণিত রাখাল বালকটি চিনিতে পারিয়াছিল।



(বেশী ধূলা উড়িলেই অধিক লোকের অস্তিত্ব সর্বদা প্রমাণিত হয় না। দূশমনের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ব্যবহৃত একটি ফন্দীর ছবি এইখানে দেওয়া হইল। ধূলার রাস্তায় গাছের ডালপালা টানিয়া লইয়া অভিযাত্রী অস্কারোহী সৈন্যের অনুকরণ করা হইয়াছে)

আরো লক্ষ্য করিবে পশু ও পাখির পায়ের চিহ্ন এবং চাকার দাগ ইত্যাদি। কারণ, এইগুলি হইতে তুমি অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে।

মাটির উপরের নানা প্রকার দাগ বা চিহ্নের অর্থোদ্ধার এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেই বিষয়ে এই পুস্তকের অন্যত্র একটা পৃথক পরিচ্ছেদ সংযোজিত করা হইল।

চোখের ব্যবহার

কোন কিছুকেই তোমার লক্ষ্যের অযোগ্য মনে করিবেনা। একটা বোতাম, দেয়াশলাই, সিগারেটের ছাই, পাখীর পালক বা গাছের পাতাও বিশেষ কাজে লাগিতে পারে।

স্কাউট কেবলমাত্র সামনের দিকেই তাকায় না, সে তাহার পার্শ্বে এবং পিছনেও সমানভাবে দৃষ্টি রাখে। কথায় যেমন বলে, মাথার পেছন দিকেও তাহার চোখ থাকা দরকার।

অনেক সময় হঠাৎ পিছন দিকে তাকাইলে দেখিবে, শত্রুর চর কোন চোরকে সে এমনভাবে তোমার পেছন লইয়াছে যে, তুমি পেছনে তাকাইবে জানিলে সে কখনো এইরূপ কাজ করিত না।

কেনিমোর কৃপারের Pathfinder “পথ প্রদর্শক” পুস্তকে এই বিষয়ে একটা মজার গল্প আছে। সেই গল্পে বর্ণিত হইয়াছে একজন রেডইন্ডিয়ান স্কাউটের কার্যকলাপ। তাহার নাকি “মাথার পিছন দিকে চোখ” ছিল। একদা কয়েকটা ঝোপ জংগলের ভিতর দিয়া চলিবার পর কতগুলো তাজা পাতার সংগে দুই একটা শুকনো পাতা তাহার দৃষ্টিতে পড়িল। ইহাতে তাহার সন্দেহ হইল যে, কেহ ভালরূপে লুকাইবার উদ্দেশ্যে পাতা দিয়া গুপ্তস্থান তৈরি করিয়াছে। পরে সেই স্থানে সে কয়েকজন পলাতক আসামীকে ধরিয়া ফেলিল।

নৈশ স্কাউটিং

দিনের মত রাত্রিতেও স্কাউটকে বেশ ভালভাবে খুঁটিনাটি সব কিছুই লক্ষ্য করিতে হইবে। রাত্রিকালে তাহাকে একাজটি করিতে হইবে প্রধানতঃ শব্দতনিয়া, এবং কখনো স্পর্শ কিংবা স্রাণ শক্তির সাহায্যে।

রাত্রির স্তব্ধতার মাঝখানে দিনের বেলায় চেয়ে যে-কোনো ধ্বনি অনেক দূরে চলিয়া যায়। মাটিতে কান পাতিয়া থাকিতে অথবা, একটা লাঠির গায়ে কান লাগাইয়া বসিতে, অথবা তাহার চেয়েও কার্যকরী হইবে—কোনো ঢাকের গায়ে কান লাগাইয়া থাকিলে তুমি অনায়াসেই ঘোড়ার খুরের শব্দ ও মানুষের পায়ের শব্দ অনেক দূর হইতেও শুনিতে পাইবে। অবশ্য উপরে বর্ণিত বস্তুগুলির মাটির সংগে সংযোগ থাকিতে হইবে।

আরেকটা নিয়ম হইল—দুই প্রান্তে দুইটি ফলাযুক্ত একটা ছুরির একফলা মাটিতে পুঁতিয়া খুব সাবধানে আর একটা ফলা দাঁতে চাপিয়া ধরিবে। তাহা হইলে তুমি সকল প্রকার শব্দ বেশ ভালভাবে শুনিতে পাইবে।

খুব আন্তে আন্তে কথা বলিলেও মানুষের কণ্ঠস্বর অনেকটা দূরে চলিয়া যায়। অন্যকোন শব্দের সাথে ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

প্রহরীদের মৃদু বাক্যালাপ বা ঘুমন্তদের নাক ডাকার শব্দ শুনিয়া তাহারা কোথায় পাহারা দিতেছে তাহার সন্ধান গ্রহণকরতঃ আমি কতদিন রাত্রে কত আউট পোস্ট অভিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছি।

উপদলের পর্যবেক্ষণ অনুশীলন

শহরে :- প্রথমেই ছেলেদের শহরের রাস্তায় চলিবার সময় বিভিন্ন প্রকার দোকানগুলির প্রতি লক্ষ্য করিতে এবং ভ্রমণ শেষে একাদিক্রমে তাহাদের কথা মনে রাখিতে শিখাইতে হইবে। দোকানের উপরে যে নাম আছে পরে তাহাও মনে রাখিতে হইবে। ইহার পর কোন দোকানে কি কি জিনিস আছে তাহাও মিনিট দুই ভালমতে লক্ষ্য করিয়া মনে রাখিতে হইবে। অবশেষে অনেকগুলি দোকানের প্রত্যেকটায় প্রায় অর্ধমিনিট কাল তাকাইয়া থাকার পর একটি একটি করিয়া দোকানগুলির কোনটায় কি আছে তাহা মনে রাখিতে হইবে।

ছেলেরা শহরের রাস্তায় অবস্থিত অভিজ্ঞান চিহ্নস্বরূপ প্রধান প্রধান দালান, সেই রাস্তায় কতটা মোড় আছে, সেই রাস্তা হইতে কোন কোন রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে, কি কি গাড়ি বা যানবাহন সেই রাস্তায় চলাচল করে এবং বিশেষ করিয়া সেখানে যেসব লোক আসা যাওয়া করে তাহাদের পোশাক, বৈশিষ্ট্য ও হাঁটিবার

রীতি পদ্ধতি কি রকম তাহা লক্ষ্য করিবে। প্রথমটায় তাহাদের বাহিরে লইয়া গিয়া কিভাবে এইসব কাজ করিতে হয় তাহা শিখাইতে হইবে। তাহারপর তাহারা নিজেরাই যাইবে এবং ফিরিয়া আসিলে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করিবে।

শহরে আর একটা বিষয় জানা থাকা দরকার। ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ ফাঁড়ি, হাসপাতাল ইত্যাদি কোনটি কোথায় আছে তাহাও স্কাউটদের জানা দরকার।

পল্লীগ্রামেঃ- উপদলের স্কাউটদের নিয়া বাহিরে বেড়াইতে যাও। দূরবর্তী বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞানগুলি যেমন পাহাড়, গীর্জার চূড়া এবং এই ধরনের অন্যান্য বস্তুসমূহ, আর নিকটবর্তী অভিজ্ঞান যেমন বিশিষ্ট দালান কোঠা, বৃক্ষ, পাথরের ঢিবি, ফটক ইত্যাদি কি করিয়া লক্ষ্য করিতে হয়, তাহা তাহাদের শিক্ষা দাও। তাহা ছাড়া উপরাস্তা, পায়ের-চলা-পথ, বিভিন্ন প্রকারের গাছ, পাখী, জীবজন্তু ও উহাদের পায়ের দাগ, লোকজন ও গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি লক্ষ্য করিতে শিখাও।

ছেলেদের বাহিরে কোথাও বেড়াইতে পাঠাও। ফিরিয়া আসিলে এক একজন করিয়া পরীক্ষা কর অথবা কে কি দেখিয়াছে তাহা কাগজে লিখিতে বল। তাহারা যে সকল জিনিস দেখিয়া থাকিবে তাহার সম্পর্কে ছয়টি প্রশ্ন দিতে হইবে। আগে হইতেই মাটির উপরে কয়েকটি সংকেত চিহ্ন আঁকিয়া, অথবা বোতাম, দেশলাইয়ের কাঠি কিংবা অন্য যে কোন জিনিস ফেলিয়া রাখিতে হইবে। ছেলেরা সে-গুলো লক্ষ্য করিবে বা কুড়াইয়া আনিয়া দিবে। ইহার দ্বারা সেই জায়গাটা পরীক্ষা করার কাজ হইয়া যাইবে এবং এইসব কাজে তাহাদের অভ্যাস হইবে। এইরূপভাবে দূরবর্তী বস্তুসমূহ লক্ষ্য করাও কঠিন নহে।

দলের মিলন মজলিসে হঠাৎ কোন ঘটনার আয়োজন করিতে পার। যেমন- অকস্মাৎ একটা পাগলা গোছের লোক ভিতরে ঢুকিয়া ধাক্কা দিয়া স্কাউট মাস্টারকে মাটিতে ফেলিয়া দিবে। তখন প্রত্যেক ক্ষুদ্র দলই ঘটনাটা কিভাবে ঘটিল তাহার বিবরণ লিখিবে। সেই লোকটির দৈহিক বর্ণনাও তৎসঙ্গে দেওয়া দরকার।

পর্যবেক্ষণের খেলা-ধুলা

আঙ্গুস্তান খেলা (ঘরের ভিতরে)- পেট্রোলকে ঘর হইতে বাহিরে যাইতে বল।

একটা আঙ্গুস্তান, আংটি, পয়সা, এক টুকরো কাগজ বা অন্য যে কোন অনুরূপ ক্ষুদ্র বস্তু নিয়া ঘরের ভিতরে এমন এক জায়গায় রাখিয়া দাও, যেখানে সেই বস্তুটি সহজেই দেখা যায় কিন্তু কারুরই বড় একটা নজরে আসে না। এবার দলটিকে ভিতরে আসিতে বল। তাহাদের প্রত্যেকেই সেই বস্তুটি খুঁজিয়া বাহির করুক।

স্কাউটদের মধ্যে কেহ সেটিকে দেখিতে পাইলে সে জায়গায় গিয়া চূপ করিয়া বসিয়া থাকিবে—কাহাকেও কোন ইংগিত দিবে না।

বেশ কিছুক্ষণের মধ্যেও যদি অন্য কেহ সেটিকে খুঁজিয়া না পায়, তবে তাহাকে অন্যান্য ছেলেদের সেটি দেখাইয়া দিতে বলা হইবে।

দূরে অদূরে (গ্রামে বা শহরে)— বিচারক কোনো একটা নির্দিষ্ট পথ বা সমরেখা ধরিয়া অগ্রসর হইবেন। তাহার সংগে পেট্রোল আকৃতিতে একটি দল চলিতে থাকিবে। তাহার হাতে থাকিবে একটি নম্বর লিখিবার কাগজ, যাহাতে লেখা থাকিবে দলের সকল ছেলের নাম।

প্রতি স্কাউট প্রয়োজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান করিবে। যদি সে কিছু খুঁজিয়া পায়, তখনই বিচারকের কাছে দৌড়িয়া গিয়া খবর দিবে অথবা, তাহার হাতে সেই বস্তুটি দিবে। তদনুসারে বিচারক বোর্ডে তাহার নামের পার্শ্বে বেশী নম্বর দিবেন। সেই ভ্রমণ কার্যে যে স্কাউট বেশী নম্বর পাইবে সে-ই জিতবে।

নিম্নলিখিত বস্তুসমূহকে বাছিয়া স্কাউটদের পর্যবেক্ষণমূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে তাহারা কাছে ও দূরে এদিকে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চলিতে থাকিবে। প্রত্যেকবারের খেলায় ভিন্ন ভিন্ন বস্তু মনোনীত করা দরকার। একবার ৮/১০টি বস্তু নির্দিষ্ট করা ভালঃ-

প্রত্যেকটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি পাইলে	১ নম্বর
বোতাম	১
পাখীর পদ চিহ্নের জন্য	২
ধূসর ঘোড়া দেখিলে	২
উড়ন্ত কবুতর	২
প্রত্যেকটা আসীন চড়ই পাখী	২
প্রত্যেকটা তাল গাছ	২
ভাংগা জানালা	১

ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিপণী বাতায়নে (শহরে-বাহিরের খেলা)-বিচারক স্কাউটদের নিয়া শহরের রাস্তায় বাহির হইয়া ছয়টি দোকান অতিক্রম করিবেন। প্রত্যেক দোকানের সামনে আধ মিনিটকাল দাঁড়াইবেন। তাহারপর ইহাদের কিছুদূর নিয়া গিয়া প্রত্যেক বালককেই কাগজ ও পেনসিল দিবেন এবং তৃতীয় ও পঞ্চম দোকানে কি কি জিনিস দেখিয়াছে তাহা লিখিতে বলিবেন। যেসব স্কাউট নির্ভুলভাবে বেশী সংখ্যক বস্তুর নাম লিখিতে পারিবে তাহারাই জিতিবে। বালকদেরকে এই খেলায় কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতঃ প্রতিযোগিতা চালান যায়। যাহারা হারিয়া যাইবে, তাহাদের মধ্যে আবার প্রতিযোগিতা হইবে। তাহারপর ঠিক হইবে, যে সব চাইতে নিকৃষ্ট। এইভাবে নিকৃষ্ট ছেলেদেরও যথেষ্ট অভ্যাস হওয়ার দরুন পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ হইবে।

কামরা পর্যবেক্ষণ (ঘরের ভিতর)- একদল স্কাউটের মধ্যে পর পর আধ মিনিটের জন্য প্রত্যেককে একটা ঘরের ভিতর যাইতে দাও। সে ফিরিয়া আসিলে ঘরের মধ্যে কি কি জিনিস দেখিয়াছে তাহার একটা তালিকা তৈরি করিতে বলা। যে নির্ভুলভাবে সবচেয়ে বেশী জিনিসের নাম লিখিতে পারিবে তাহারই জিত। একটা কাগজে, ঘরে যে সকল জিনিস আছে, তাহার লিপি করিয়া রাখিবে, ডান দিকের কলমে প্রত্যেকটির নম্বর থাকিবে। সেই নম্বর অনুসারে প্রত্যেক স্কাউটদের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করিলেই যার যার নম্বর পাওয়া যাইবে।

বৃদ্ধের কলংকিত মুখ- কার্ড বোর্ড দিয়া কয়েকটা ক্ষুদ্র আকারের বর্গ ক্ষেত্র তৈরি করা। উহাকে ডজন খানেক ক্ষুদ্র বর্গে বিভক্ত করিয়া লও। প্রত্যেক স্কাউট এক একটা এরূপ কার্ড বোর্ড ও পেনসিল লইয়া দুই তিনশত গজ দূরে চলিয়া যাইবে।

তৎপর নেতা একটা বৃহৎ আকারের বর্গাকৃত কার্ড বোর্ড লইয়া দাঁড়াইবে। উহার মধ্যেও সমান সংখ্যক বর্গক্ষেত্র থাকিবে। সেই বর্গক্ষেত্রের পার্শ্ব হইবে তিন ইঞ্চি।

নেতার হাতে কতগুলি কালো কাগজের চাক্তি থাকিবে। উহার প্রত্যেকটার ব্যাস হইবে অর্ধ ইঞ্চি। তাঁহার হাতে আরো থাকিবে কয়েকটা আল্পিন। উহা হইতে প্রায় আধা ডজন তিনি বোর্ডে যেখানে খুশী সেখানেই লাগাইবেন। তখন

তিনি বোর্ডটি এমনভাবে তুলিয়া ধরিবেন যেন প্রত্যেক স্কাউটই উহা দেখিতে পায়। এরপর স্কাউটেরা ক্রমাগত আগাইতে থাকিবে। দৃষ্টির সীমানার ভিতরে আসিলে তাহারা নিজের কার্ডে ঠিক যেখানে যে চিহ্নটি আছে, তাহা অংকিত



(‘বৃদ্ধের কলংকিত মুখ’ পর্যবেক্ষণ শিক্ষার জন্য একটি উত্তম খেলা। ইহা দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ করিতেও সাহায্য করে)।

করিবে। সবচেয়ে বেশী দূর থেকে যে নির্ভুলভাবে চিহ্ন অংকিত করিতে পারিবে তাহারই জিত। প্রত্যেকটি চিহ্ন নির্ভুলভাবে অংকিত করিবার জন্যে পাঁচ নম্বর। সবচেয়ে দূরের লোকটির চাইতে প্রতি দুই ইঞ্চি নিকটতর হওয়ার জন্য এক নম্বর বাদ দিতে হইবে।

সীমান্তে চোরা চালানী- প্রায় চারিশত গজ লম্বা একটা সীমা রেখাকে সীমান্ত ধরিয়া লইতে হইবে। কোন রাস্তা, প্রশস্ত পায়ে চলা পথ কিংবা কোন বালুকাময় জায়গা হইলে বেশী ভাল হয়। তাহা হইলে বালুকার উপর অংকিত পদচিহ্ন সহজেই দেখা যাইবে। একদল পাহারা দিবে সীমান্তে, কিছুদূর পর পর থাকিবে তাহাদের রক্ষীরা।

শহর ও সীমান্তের মাঝ পথে আরো একদল থাকিবে সংরক্ষিত পাহারা। সীমান্ত হইতে অর্ধমাইল দূরে কোন গাছ, দালান বা পতাকার নিম্নভূমিকে ধরিয়া নেওয়া হইবে শহর। সীমান্তের অপর পারে এক দল চোরাচালানী প্রায় আধ মাইল

দূরে একত্রিত হইবে। তাহাদের সবাই যে কোন আকৃতিতে অর্থাৎ সকলে একত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, সীমান্ত অতিক্রমকরতঃ হাঁটিয়া, দৌড়াইয়া বা ঝাউট পদক্ষেপে শহরের দিকে যাত্রা করিবে। তাহাদের মধ্যে মাত্র একজন মাল পাচার করিবে— তাহার সংগে থাকিবে একটি শিকল। পাহারাওয়ালারা এদিক ওদিক পায়চারি করিতে থাকিবে, যে পর্যন্ত না বিপদ-সূচক ঘন্টা ধ্বনি হয়। তখন তাহারা চোরাচালানীদের পদচিহ্ন খুঁজিতে থাকিবে।

পদচিহ্ন দেখার সংগে সংগেই রক্ষীটি বিপদসূচক সংকেত ধ্বনি করতঃ সংরক্ষিত বাহিনীকে ডাকিতে থাকিবে। আর সে নিজে দ্রুতবেগে সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইবে। সংরক্ষিত বাহিনী তাহার সহযোগিতায় চোরাচালানী শহরে পৌঁছিবাব আগে তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিবে। যদি সে কোন প্রকারে শহরের সীমানায় গিয়া পৌঁছিতে পারে তবেই সে নিরাপদ এবং বিজয়ী—

'কিম' এর খেলা— বিশ হইতে ত্রিশটি ক্ষুদ্র বস্তু একটা ডালায় কিংবা মেঝেয় রাখ। যেমন—দুই তিন প্রকারের বোতাম, পেন্সিল, ছিপি, কাপড়ের টুকরা, সুপারী, পাথর, ছুরি, রশি, ফটো ইত্যাদি। তারপর সেগুলিকে কাপড় দ্বারা ঢাকা দাও।

সেসবের একটা তালিকা তৈয়ারী করিয়া নাও। সেই তালিকার ডান দিকে ছেলেদের উত্তরের জন্য নিম্নরূপে একটা কলাম কর :-

তালিকা—Karim, Rahim, Majib, Hamid, Sadeqe

সুপারী

কাল বোতাম

লাল কাপড়

পকেট ছুরি

হল্‌দে পেন্সিল

ছিপি

রশি

চক্

ম্যাচের কাঠি

ডাকটিকেট

ইত্যাদি



এক মিনিট ঢাকনির কাপড়টি সরাইয়া রাখ। সেই সময়ে ছেলেরা বিশেষ মনোযোগের সাথে বস্তুগুলো লক্ষ্য করিবে। তৎক্ষণাৎ আবার সেগুলিকে ঢাকিয়া দিবে।

প্রত্যেক ছেলেকে পৃথকভাবে নিয়া তোমার কানে কানে বস্তুগুলির নাম বলিতে দাও। অথবা সেইগুলো সে একটা কাগজে লিখিয়া রাখুক। তখন তুমি তালিকায় সেইসব টুকিয়া লও।

যে ছেলে সর্বোচ্চ সংখ্যা লিখিতে পারিয়াছে সেই বিজয়ী।

পলাতকগণ

উপদলের প্রত্যেক স্কাউটের সার্টের পিঠে একটি নম্বর লেখা শ্বেতবর্ণ গোল কার্ডবোর্ডের চাক্তি আঁটা থাকিবে।

তখন উপদলের একজন হইবে 'পলাতক' এবং বাকী সকলে হইবে শিকারী।

পলাতককে মিনিট দশেক আগে যাত্রা করিতে দেওয়া হয়। তাহার পায়ে চিহ্ন শলাকা পরাইয়া অথবা অন্য উপায়ে পদচিহ্ন রাখিয়া যাইবে। দলের অপর সকলে তখন যাত্রা করিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে।

যেইমাত্র কোন শিকারী অতর্কিতে পলাতকের কাছে যাইয়া তাহার নম্বর টুকিয়া লইতে পারে তখনই সে 'ধৃত' হয়। কিন্তু 'পলাতক' যদি কোন উপায়ে উন্টা তাহার কোন শিকারীর নম্বর টুকিতে পারে তাহা হইলে সে 'বহিষ্কৃত' হইয়া যাইবে।

যেইমাত্র কোন নম্বর টোকা হয়, যে স্কাউট উহা টুকে সে উচ্চস্বরে উহা ঘোষণা করিবে যাহাতে জানা যায় যে সে 'বহিষ্কৃত' হইয়াছে।

এই খেলায় সতর্ক অনুসরণ প্রয়োজন। উপদলের কোন কোন চতুর স্কাউটকেই 'পলাতক' করিতে হইবে। তাহাকে ছয় সাত জন অনুসারীকে এড়াইয়া চলা ছাড়াও তাহাদেরকে 'শ্রেষ্ঠতার' করার চেষ্টা করিতে হইবে। নচেৎ সে নিজেই মারা যাইবে।



চতুর্থ অধ্যায়

তাঁরু-জলসা কাহিনী-১২শ

পদচিহ্ন অনুসরণ

মানুষের পদচিহ্ন-পশুর পদচিহ্ন-পদচিহ্নের বয়স- পদাঙ্ক অনুসরণের ইংগিত ।

আমেরিকান সৈন্য দলের অধিনায়ক জেনারেল ডজ্জ একবার কিরূপে একদল রেড্-ইন্ডিয়ানকে অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহারই বর্ণনা দিতেছেন। সেই “লাল ভারতীয়” দলটি কয়েকজন লোককে হত্যা করিয়াছিল ।

হত্যাকারীরা প্রায় সপ্তাহখানিক আগে যাত্রা করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ছাড়া অপর কাহারও ঘোড়ার পায়ে ‘নাল’ ছিল না ।

জেনারেল ডজ্জের সাহায্যের জন্য “এসপিনোজা” নামক একজন বিখ্যাত অনুসরণ কুশল স্কাউট ছিল। অনেক দূর পর্য্যন্ত লাল ভারতীয়দের পদচিহ্ন অনুসরণ করিবার পর এসপিনোজা সহসা ঘোড়া হইতে নামিয়া পর্বতের গুপ্ত

ফাটল হইতে চারটি ঘোড়ার নাল টানিয়া বাহির করিল। নাল পরিহিত ঘোড়ার সওয়ার যে ঘোড়ার পা হইতে সেগুলি খুলিয়া ফেলিয়াছিল উহা নিশ্চিত। উদ্দেশ্য মাটির উপর যাহাতে নালের কোন দাগ না থাকে।

দীর্ঘ ছয় দিন যাবৎ ডজ ও তার সহকারীগণ সেই দলটির অনুসরণ করিল। সাধারণ লোকের চোখে পড়ে এমন কোন চিহ্নই তাহারা এ সময়ের মধ্যে দেখিতে পাইল না। দেড়শত মাইল অতিক্রমনের পর তাহারা শেষটায় সেই দলটির নাগাল পাইয়া তাহাদের ধরিয়া ফেলিল। পদচিহ্ন লক্ষ্যের কাজে এসপিনোজার বিশেষ দক্ষতা ছিল বলিয়াই তাহারা কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিল।

রাতে পদচিহ্ন অনুসরণ

আরেকবার কয়েকটি আমেরিকান সৈন্যদল জন কয়েক “লাল ভারতীয়ের” পিছনে ধাওয়া করিয়াছিল। তাহারা শ্বেতাংগদিগকে অতর্কিত আক্রমণ করিয়া হত্যা করিতেছিল। তাহাদের কাজের সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞ “লাল ভারতীয়” স্কাউট ছিল।

আক্রমণের কাজে সফলতা লাভের উদ্দেশ্যে সৈন্যরা নৈশ অভিযানে যাত্রা করে। পদচিহ্ন অনুসারীগণ অন্ধকারে আংগুলের অনুভূতি দ্বারা শত্রুর পায়ে দাগ নির্ণয় করিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহারা থামিয়া পড়ে এবং তাহারা খবর পাঠায় যে, যে পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহার উপর আর এক প্রকার নতুন পদচিহ্ন পড়িয়াছে। সেনাপতি সেখানে আসিয়া দেখিতে পান যে, স্কাউটগণ পদচিহ্নগুলি হাত দ্বারা স্পর্শ করিয়াছে যাহাতে ভ্রম না হয়।

আলো আনিয়া দেখা গেল যে, নতুন পদচিহ্নগুলি একটা ভল্লকের। সে দুশমনদের পদচিহ্ন অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। অভিযান নির্বিঘ্নে চলিতে লাগিল—এবং পথে আর নতুন কিছুই ঘটিল না। ভোরের দিকে দুশমনদের অতর্কিতে ধরিয়া ফেলা হইল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মাতাবেলেল্যান্ড-এর Shangani নদীর তীরে উইলসনের দল নিহত হয়। “ফ্রেডারিক বার্ণহাম” নামক আমেরিকার জনৈক স্কাউট তাহাদের সহিত ছিল। শত্রু কর্তৃক বেষ্টিত হইবার অল্পক্ষণ আগে বার্ণহামকে একটা চিঠি দিয়া দূরে কোথাও পাঠান হইয়াছিল। শত্রুদের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য সে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া চলিতে লাগিল। দিনের বেলা সৈন্যদলটি কাদার উপর যে

পদচিহ্ন অংকিত করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল রাত্রো হাতের সাহায্যে পদচিহ্নগুলি অনুভব করিয়া সে পথ চিনিয়া চলিতে লাগিল।

বি. পি বলেন- আমি নিজে একবার রোডেসিয়ার Matopo পর্বতের এক দুর্গম অঞ্চলে এক সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলাম। দুশমনদের দুর্গ আক্রমণের জন্য আমরা রাত্রিকালেই যাত্রা করিয়াছিলাম। আগের দিনই আম দুর্গটি দেখিয়া আসিয়াছিলাম। আমার নিজের পদচিহ্নই আমি কখনো হাতের দ্বারা কখনো বা ক্ষয় পাওয়া হালকা জুতার তলার সাহায্যে অনুভবকরতঃ অগ্রসর হইতেছিলাম। এইভাবে পথ চিনিয়া চিনিয়া যাইতে আমার কোনই অসুবিধা হয় নাই।

পদচিহ্ন অনুসরণের গুরুত্ব

পদচিহ্ন অনুসরণের কাজটিকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে আখ্যা দেওয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইহাকে বলা হয় "Spooring", ভারতবর্ষে ইহার নাম দেওয়া হয় 'Pugging'; আর উত্তর আমেরিকায় ইহাকে বলা হয় 'Trailing'.

যে সকল উপায়ে স্কাউটেরা সংবাদ সংগ্রহ করে এবং শিকারীরা শিকারের সন্ধান পায় পদচিহ্ন অনুসরণ উহাদের মধ্যে একটা প্রধান উপায়। গ্রামেই থাক আর শহরেই থাক পাকা পদচিহ্ন অনুসরণকারী হইতে হইলে ছোটবেলা হইতেই সকল সময় ইহা অভ্যাস করিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় যদি সব সময়েই এ



মর্কিন স্কাউট ফেডারিক বার্ণহাম মাতাবেলিল্যাও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

কাজটি করিবার জন্য নিজকে স্বরণ করাইতে থাক, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই ইহা তোমার অভ্যাসে পরিণত হইবে। তখন আর চেষ্টা করিয়া কিছু লক্ষ্য করার দরকার হইবেনা। এই অভ্যাস অত্যন্ত মূল্যবান। ইহার দ্বারা যে কোনো নিরানন্দ ভ্রমণও আনন্দময় হইয়া উঠে।

শিকারীরা যখন শিকারের সন্ধান করে, তখন সর্বপ্রথমই তাহারা মাটির উপরে কোন জীবের পায়ের দাগ আছে কিনা তাহাই মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করে। সেই দাগগুলি নতুন না পুরাতন তাহাও তাহারা লক্ষ্য করে। ইহারই সাহায্যে সেই বনে কোন জন্তু-জানোয়ার কাছে কিনা তাহা তাহারা জানিতে পারে। তাহারপর নতুনতর পদচিহ্নগুলি সম্বন্ধে বিচার বিবেচনাকরতঃ কোথায় সে-সব জন্তু লুকাইয়া থাকিতে পারে তাহার অনুসন্ধান কার্য চালায়। এই সময়ে নূতন পদচিহ্ন দেখিলে ইহা অনুসরণকরতঃ সেই জন্তুটিকে বাহির করিয়া উহাকে বধ করে। কার্যশেষে পুনরায় নিজের পদচিহ্ন অনুসরণ করতঃ তাহারা তাঁবুতে ফিরিয়া আসে। যুদ্ধরত স্কাউটেরাও দুষমনদের সম্পর্কে একই নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে।

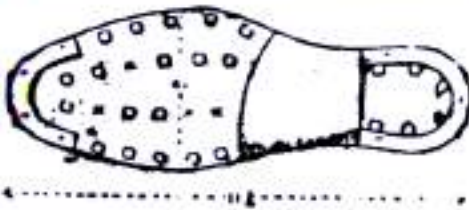
মানুষের পদচিহ্ন

সর্ব প্রথমেই তোমাকে দুইজন মানুষের পদচিহ্নের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। এইকাজটি পদচিহ্নের আকার, গঠন ও নখ ইত্যাদি দেখিয়া করা যায়। ঘোড়া কিংবা অন্যান্য জন্তুর পদচিহ্ন সম্বন্ধেও একই কথা।

মানুষের পদচিহ্ন—অর্থাৎ তার পায়ের আকৃতি ও পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য দেখিয়া সে লোকটির উচ্চতা মোটামুটিভাবে বলা যায়।

পদচিহ্ন লক্ষ্য করিতে হইলে একটা সুস্পষ্ট পদচিহ্ন খুঁজিয়া লইবে। উহার দৈর্ঘ্য, গোড়ালির মাপ, তালুর বিস্তৃতি, পদতলের উপরিভাগ ও গোড়ালির বিস্তৃতি, পেরেকের সারি, প্রত্যেক সারিতে কতটি পেরেক, গোড়ালি ও আংগুলের নীচেকার লোহার নাল, পেরেকের মাথার আকৃতি, আর উহার মধ্যে যে-সকল পেরেক পড়িয়া গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা ও অবস্থান ইত্যাদি খুব মনোযোগ সহকারে মাপিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে।

নিম্নরূপভাবে পদচিহ্নের একটি নক্সা আঁকিয়া নেওয়া উত্তমঃ-



(জুতার নৈর্ঘ্য, তলার প্রস্থ, গোড়ালির দৈর্ঘ্য এবং অন্যান্য ঝুঁটিনাটি লক্ষ্য করিবে।

X হারান পেরেক নির্দেশ করে।)

তাহা ছাড়া তোমাকে খুব মনোযোগের সহিত লোকটির এক পায়ের গোড়ালি হইতে আর এক পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পদক্ষেপের দৈর্ঘ্যও মাপিয়া লইতে হইবে।

একদা এক মৃত ব্যক্তিকে নদীতে নিমজ্জিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহার মাথায় ছিল কয়েকটা ক্ষত চিহ্ন। অনুমান করা হইল যে, লোকটি হঠাৎ পানিতে পড়িয়া গিয়া মারা গিয়াছে। নদীগর্ভের পাথরে ঠোঙ্কর লাগিয়া তাহার মাথা কাটা গিয়া থাকিবে। একজন লোক তাহার জুতার (ছাপের) একটি নক্সা আঁকিয়া নিল। অনুসন্ধানের ফলে নদীর তীরে তাহার পদচিহ্ন পাওয়া গেল। সেই চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে শেষটায় সে এমন এক জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল—যেখানে ধস্তাধস্তির চিহ্ন স্পষ্ট ছিল। স্বন্দুর ফলে সেখানকার পদদলিত ও ঝোপের গাছ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পানির কিনারা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। সেইখানে আরো দুইজন লোকের পদচিহ্ন পাওয়া গেল। যদিও সেই দুইজন লোককে কখনো খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, তবুও ইহাতে প্রমাণ হইল যে লোকটিকে হয়ত খুন করা হইয়াছিল। পদচিহ্নটি লক্ষ্য না করিলে এইরূপ কোন সন্দেহই জাগিত না।

নগ্ন পদচিহ্নের পার্থক্য

নতুন লোকের পক্ষে অনেকগুলি পদচিহ্নের মধ্যে পার্থক্য করা খুবই শক্ত। দেখিতে সেগুলি প্রায় একই রকম। কিন্তু ভারতীয় পদচিহ্নবিদরা এক নিয়মে এই কাজ করিয়া থাকে।

(নগ্ন পদ-চিহ্নের পার্থক্য বুঝিতে হইলে বৃদ্ধাংগুলির অগ্রভাগ হইতে কনিষ্ঠাংগুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত একটি সরলরেখা টান। সরল রেখা কোন স্থানের উপর দিয়া যায় তাহা লক্ষ্য কর।)



তুমি যেই লোকের অনুসরণ করিতেছ তাহার পদচিহ্ন পরিমাপ করিতে হইলে বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত একটি সরলরেখা অঙ্কিত কর। তখন সেই সরলরেখার কোনদিকে অপর আংগুলগুলি গিয়া পড়ে তাহা লক্ষ্য কর। সেইসব বৃত্তান্ত নোট বহিতে টুকিয়া লও। তৎপর যখনই তুমি একত্রে অনেকগুলি পদচিহ্নের সম্মুখীন হও তখনই সেই লাইনটি মিলাইতে থাক। একটি দুইটি করিয়া মিলাইতে মিলাইতে শেষ পর্যন্ত তুমি-যেইটি চাও সেইটি পাইবে। সব লোকের পদচিহ্নের অবস্থান বিভিন্ন।

তোমাদের উপদলের অন্যান্য স্কাউটদের নগ্ন পায়ের ছাপ পরীক্ষা করিলে প্রত্যেকের পদচিহ্নের যে বৈশিষ্ট্য তাহা রেখা টানিয়া পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিবে।

পদচিহ্নের গতিবেগ

স্কাউটদের দেখা মাত্রই বোঝা উচিত, পদচিহ্ন অঙ্কনকারী কেমন বেগে চলিতেছিল। হাঁটিয়া চলিবার সময় লোকে মাটিতে পদতলের সমস্তটার চাপ দেয়। এক পায়ের ছাপ অপর পায়ের ছাপ হইতে এক গজের কিছু কম দূরে থাকে। দৌড়াইতে থাকিলে পায়ের সম্মুখভাগ গভীরতর হইয়া মাটিতে বসে আর খানিকটা ধূলাবালি সম্মুখে নিষ্ফিণ্ড হয়। তখন দুই পায়ের দূরত্ব হয় এক গজের চেয়ে খানিকটা বেশী।

কখনও কখনও অনুসরণকারীকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য লোক পিছন দিকে হাঁটে। কিন্তু পাকা স্কাউট-পদক্ষেপের কম দূরত্ব, আংগুলগুলি ভিতরের দিকে টানা এবং গোড়ালি মাটিতে গভীরতর দেখিলেই অনতিবিলম্বে তাহা ধরিতে পারে।

পতরা দৌড়াইয়া চলিলে পায়ের আংগুল গভীরতর হইয়া মাটিতে বসে, আর ধূলাবালি সম্মুখে নিষ্ফিণ্ড হয়। ধীরভাবে চলার সময়ের তুলনায় তখন তাহাদের পদক্ষেপ দীর্ঘতর হইয়া থাকে।

ঘোড়ার খুরের চিহ্ন দেখিয়াই উহার গতিবেগ বলিতে পারা তোমার পক্ষে খুবই উচিত।

হাঁটিবার সময় ঘোড়া দুই জোড়া খুরের দাগ মাটিতে ফেলিয়া চলে। পিছনের

বাঁ পা গিয়া পড়ে সম্মুখের বাঁ পায়ের সামনে, আর সম্মুখের ডান পা পড়ে পিছনের ডান পায়ের ঠিক পশ্চাদিকে। 'কদম' তালে চলিবার সময় খুরের চিহ্ন হয় একইরূপ, কিন্তু পদক্ষেপ দীর্ঘতর।

পিছনের পা সাধারণতঃ সম্মুখের পা হইতে আকারে কিছুটা দীর্ঘতর কিন্তু অধিকতর সরু।

আগের দিনে দস্যু-তরুরেরা একটি চালাকি করিত। তাহারা উল্টা দিকে ঘুরাইয়া ঘোরার পায়ে 'নাল' লাগাইত। তাহাদের উদ্দেশ্য থাকিত অনুসরণকারীদের ফাঁকি দেওয়া। কিন্তু সুদক্ষ পদচিহ্ন অনুসরণকারীকে ঠকান যায় না।

চোরেরা অনেক সময় একই উদ্দেশ্যে পিছন দিকে হাঁটে। কিন্তু দক্ষ অনুসরণকারীর চোখে এই চালাকিও সহজেই ধরা পরে।

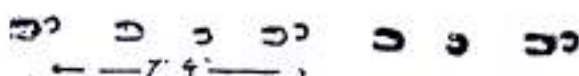
ঘোড়ার খুরের দাগ



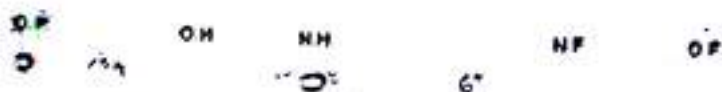
Walking.



Trotting.



Canter.



(অশ্বের খুর-চিহ্ন দেখিলে পশ্চাৎ কিরূপ বেগে চলিতেছিল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিবে। সম্মুখে ও পশ্চাৎ পদচিহ্নের দূরত্ব দ্বারা ইহা সূচিত হয়। উপরের নক্সাগুলিতে দীর্ঘতর চিহ্নগুলি পশ্চাৎ পদের।)

গাড়ীর চাকার দাগও অনুধাবন কাজে প্রয়োজন। মোটর গাড়ীর চাকার দাগ ও সাইকেলের চাকার দাগের পার্থক্য বুঝা দরকার। সেগুলি কোন্ দিকে গিয়াছে তাহাও নিরূপণ করিতে হইবে।



(সাইকেলের চাকার দাগ)

সাইকেলের গতি দিকের উল্টা দিকে চাকা দ্বারা ধূলি মাটি নিষ্কিপ্ত হয়। আরোহী যেখানে সাইকেল ঘুরায় সেই খানে একটি ফাসের মত বেট্টনী গঠিত হয়। ফাসের সরু দিকেই থাকে সাইকেলের গতি।



(মোটর গাড়ীর চাকার দাগ)



সাইকেল বা মোটর গাড়ীর চক্রচিহ্ন অনুসরণ করিতে রাস্তার অসমতল স্থানগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবে। তথায় অনেক সংকেত চিহ্ন দেখিতে পাইবে।

পদচিহ্নের বয়স বা স্থায়িত্বকাল

পদচিহ্নের গতিবেগ নির্ণয়ের সংগে সংগে উহা কতদিন আগের তাহাও জানা একান্ত দরকার। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আয়ত্ত করিতে হইলে বিস্তর অভ্যাস দরকার। ভালমতে উহার বিচার করিতে হইলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন আছে।

ভূমির অবস্থা, আবহাওয়ার প্রকৃতি ও পদচিহ্নের উপর উহাদের প্রভাবের উপরেই ইহা অনেকটা নির্ভর করে। ভূমি কোন পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়াছে।

মনে করে : পরিষ্কার দিনে প্রবল বাতাসে যদি বিভিন্ন প্রকারের মাটিতে পদাংক অনুসরণ কর তবে দেখিবে পাতলা বালুকাময় ভূমির পদচিহ্নগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই পুরাতন বলিয়া মনে হইবে। কারণ নরম মাটিতে পদাঘাতের দরুন যে মাটি আলগা হইয়া উপরে উখিত হয়, অল্প সময়েই তাহা শুকাইয়া যায়। তখন পার্শ্বের শুষ্ক মাটির সহিত উহার রংগের কোন পার্থক্য থাকে না। মাটিতে যে গর্ত হইবে বাতাসে ধূলা বালি উড়াইয়া দেওয়ায় পদচিহ্নের তীক্ষ্ণতা অনেকটা গোল হইয়া আসে। ভিজা পদচিহ্ন অংকিত হইলে উহা নতুনতর বলিয়া মনে হইবে কারণ, রৌদ্রে সেখানের অংশবিশেষ শুকাইতে পারে কিন্তু বাতাস তাহার তীক্ষ্ণ পার্শ্বদেশ মোটেই ঘঁষিয়া ফেলিতে পারে না। গাছের নীচে বা ছায়াতে কাদা-মাটির যেখানে সূর্য কিরণ পৌঁছে না, এমন জায়গায় পদচিহ্ন অংকিত হইলে তাহাকে নতুন বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু বালুকাময় ভূমিতে এইরূপ পদচিহ্নকে পুরাতন বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। পদচিহ্নগুলি কতকাল আগের তাহা জানিবার প্রধান উপায় চিহ্নটির উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়িয়া থাকিলে উহার দাগ, (বৃষ্টি কখন হইয়াছিল সেইটি জানা থাকিলে) পদচিহ্নের উপরে বায়ুবাহিত ঘাসের বীজ বা ধূলা বালি, (বাতাস কখন প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা জানা থাকিলে) অথবা সাবেক পদচিহ্নের উপর দিয়া যে পদচিহ্ন পার হইয়াছে অথবা থাকিলে সেখানকার ঘাস যে পরিমাণ মরিয়াছে বা শুকাইয়াছে।

ঘোড়ার চিহ্ন অনুসরণ কালে উহার যাওয়ার পর কতটা সময় অতীত হইয়াছে তাহা ঠিক করিতে তাহার পাদ কতটা টাটকা তাহা দেখিবে, অবশ্য উহার উপর রৌদ্র, বৃষ্টি বা পাখী যে পরিবর্তন ঘটাইয়াছে তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে।

পদচিহ্নের গতি বেগ ও বয়স নিরূপণ করিতে শিক্ষার পরে আসে যে কোন প্রকার ভূমিতে উহার অনুসরণ করিতে সক্ষম হওয়া। উহা একটি কাজ যাহা সারা জীবন ধরিয়া অভ্যাস করিলেও ক্রমশঃই উন্নতির অবকাশ থাকে।

আগনের ছাই হইতেও অনেক কিছু জানা যায়। ছাইগুলি গরম কি শীতল, খাদদ্রব্যের টুকরা ইত্যাদি দেখিয়া বলা যায়, কি কি খাদ্য খাইয়াছে। আর সেই খাদ্য প্রচুর ছিল না, অপ্রচুর ছিল।

তোমার দলের স্কাউটেরা যে চিহ্ন বা সংকেত রাখিয়া গিয়াছে শুধু তাহাই লক্ষ্য করিবে না। শত্রুপক্ষের লোকেরা যে সকল সংকেত ব্যবহার করে তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত।

চোরাই মাল উদ্ধার

মিসর ও সুদানে অনেক স্থানীয় পদচিহ্নবিদ আছে যাহারা এসকল কাজে খুব দক্ষ। আমি নিজে তাহাদের নৈপুণ্য দেখিয়াছি। মিশরের অস্বারোহী সৈন্যদলের কর্ণেলের বাড়ি হইতে কতগুলি জিনিষ চুরি হইয়াছিল। চোর ধরিবার জন্য নিকটবর্তী "জালীন" সম্প্রদায় হইতে একজন পদচিহ্নবিদকে ডাকা হইল।



কখনও এইরূপ পদচিহ্ন দেখিতে পাইবে। বাম হইতে দক্ষিণে চিহ্নগুলি যথাক্রমে হরিণ, মেঘ, নেকড়ে বাঘ ও খেকশিয়ালর।

অনতিবিলম্বেই সে চোরের পদচিহ্ন সনাক্ত করিল। চিহ্ন অনুসরণ করিয়া অনেক দূরে মরুভূমিতে গিয়া হাজির হইল। যে স্থানে গর্ত করিয়া অপহৃত জিনিষপত্র পুঁতিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা দেখিতে পাইল। দেখা গেল যে পদচিহ্ন আবার ব্যারাকে ফিরিয়া আসিয়াছে। সন্দানী যাহাতে সকলের পদচিহ্ন পরীক্ষা করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সেখানকার সৈন্যদলের সকলকে নগ্নপদে প্যারেড করান হইল। উহাদের সকলের পদচিহ্ন পরীক্ষা করিয়া সে বলিল চোর উহাদের মধ্যে নাই। ঠিক সেই সময় কর্ণেলের স্থানীয় চাকরটি এক সংবাদ লইয়া তাহার কাছে হাজির হইল। নিকটে দণ্ডায়মান পদচিহ্নবিদ তখন কর্ণেলকে বলিল, "এই লোকটাই চোরাই মাল পুঁতিয়া রাখিয়াছিল।"

বিস্মিত চাকরটি ধরা পড়িয়া স্বীকার করিল যে, সে-ই তাহার প্রভুর জিনিষ চুরি করিয়াছিল, সে মনে করিয়াছিল যে তাহাকে কখনো সন্দেহ করা হইবে না।

পদচিহ্ন সম্বন্ধে ইংগিত

অভিজ্ঞ স্কাউট মানুষ বা জন্তু জানোয়ারের খুব নতুন পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে গিয়া সাধারণতঃ উহার খুব বেশী কাছাকাছি যায় না। কারণ অনুসৃত প্রাণী কেহ তাহাকে অনুসরণ করিতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য প্রায়ই পিছন দিকে ফিরিয়া তাকায়। এইরূপ অবস্থায় অনুসরণকারী একটা বৃত্তের চারিদিক ঘুরিয়া আবার যেখানে পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়ার আশা আছে সেইখানে ফিরিয়া আসে। পদচিহ্ন পাইলেই সে সামনের দিকে আরেকটি বৃত্ত রচনা করতঃ উহার চারিদিকে ঘুরে। পদচিহ্ন না দেখা পর্যন্ত বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে যখন সে বুঝিতে পারে যে সে শিকারটির আগে চলিয়া আসিয়াছে, তখন উহাকে দেখা পর্যন্ত ক্রমশঃ নিকটে চক্র দিতে থাকে। শিকারের ঘ্রান শক্তির পাল্লার মধ্যে অসিলে তাহাকে সাবধান থাকিতে হয় যেন বাতাসে তাহার উপস্থিতি ফাঁস না করিয়া দেয়।

সিঙ্গুর কয়েকজন অনুসরণকারী একটা অপহৃত উটের পিছনে ধাওয়া করিয়া করাচী হইতে সেওয়ান পর্যন্ত একশত পঞ্চাশ মাইল বালুকা ও ধূসর পার্বত্য পথের উপর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। ধরা-না-পড়ার জন্য উট অপহরণকারীরা এক জনবহুল রাত্তায় উটটিকে কয়েকবার সামনে ও পিছনে হাঁটাইয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিলোঃ এইরূপভাবে চলার দরুন উহার পদচিহ্ন অপরাপর চিহ্নের সাথে মিশিয়া গোলমাল হইয়া যাইবে। কিন্তু অনুসরণকারীরা পূর্বাঙ্কেই তাহা অনুমান করিয়াছিল। তাই তাহারা শহরের চারিদিক "বেষ্টনি" তৈরি করিয়া দূর প্রান্তে বহির্মুখী পদচিহ্ন লক্ষ্য করে। এবং উহা অনুসরণ করিয়া সাফল্য লাভ করে।

শক্ত ভূমিতে সামনে দেখ—

শক্ত ভূমিতে যখন পদচিহ্ন দেখিবার সুবিধা নাই, অথবা ঘাসের জন্য তাহা ধরা যায় না— ভূমি সর্বশেষ যে পদচিহ্নটি দেখিতে পাইয়াছিলে উহার দ্বারা গতিমুখ ঠিক করিয়া নাও। সেই দিকে তোমার নিকট হইতে অনেকটা সামনে—কুড়ি হইতে ত্রিশ গজ দূরে লক্ষ্য কর। পথের উপরে বসিয়া থাকিলে স্বভাবতঃই দেখিবে ঘাসের পাতা অবনমিত বা পদদলিত হইয়াছে। আর কঠিন মাটি হইলে স্থান স্থানে ঢেলা বা পাথরের টুকরা স্থানচ্যুত হইবে বা আঁচড় লাগিবে। এইরূপভাবে একটার পর আরেকটা ক্ষুদ্র চিহ্ন যাহা স্বভাবতঃ চোখে পড়ে না, তোমাকে অনেক খবর বলিয়া দিবে।

একবার কোন শক্ত 'মাকাদম' পথে আমি সাইকেলের চাকার অনুসরণ করিতেছিলাম। পথে সাইকেলের চাকার কোন দাগই পড়ে নাই বলিতে হইবে। আকাশে সূর্য উঠিল। সেই রাত্তা ধরিয়া অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি নিষ্ফেপ করতঃ প্রায় অদৃশ্য শিশির বিন্দুর আবরণের ভিতর, হইতে মাটির উপর চাকার দাগ সুস্পষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল। কিন্তু চক্ররেখার উপর দাঁড়াইয়া পায়ের কাছে দৃষ্টিপাত করতঃ সেই দাগের কোন চিহ্নই দেখিতে পাই নাই।

এখানে সবচেয়ে বড় কথা এই যে— কোন অস্পষ্ট দাগ বা চিহ্ন দেখিতে হইলে সূর্যের বিপরীত দিক হইতে দেখিতে হইবে। তাহা হইলে ক্ষুদ্রতম ঝাঁজটি পর্যন্ত মাটির উপর কিছু-না-কিছু ছায়াপাত করিবেই।

লুপ্ত "সূত্র" পুনরুদ্ধার

কোন পদচিহ্ন কোথায় হারাইয়া গেলে তাকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টার জাল ফেলিতে হইবে। এই কাজে শেষ পদচিহ্নের উপর একটা রুমাল, লাঠি কিংবা অনুরূপ যে-কোন একটা বস্তু স্থাপন কর। উহাকে কেন্দ্র করিয়া উহা হইতে ত্রিশ, পঞ্চাশ অথবা একশত গজ দূরে বিস্তৃত বৃত্ত মধ্যে অনুসন্ধান করিতে থাক। অনুসন্ধানের জন্য অনুকূল স্থান নির্বাচন করা দরকার। যথা নরম মাটি-যাহাতে যে-কোনো বহির্গামী পদচিহ্ন সহজেই দৃষ্টি-গোচর হয়। উপ দলটি সংগে থাকিলে দুই একজন ছাড়া দলের বাকি স্কাউটেরা এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিবে। কার্যরত দুইজন লোক "বেষ্টনি" তৈরি করিবে। সকলে এক সংগে কাজ করিতে গেলে অচিরেই নিজেদের পায়ের তলায় সব পদচিহ্নকে মাড়াইয়া একাকার করিয়া ফেলিবে। ইহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য বিফল হইতে বাধ্য। কথায় বলে—অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

'বেষ্টনি' করিয়া অনুসন্ধানের কাজে নিজের সহজ বুদ্ধির আশ্রয় লও। কোন দিকে দূশমনরা যাইতে পারে—সেইদিক ধরিয়া অনুসন্ধান কর।

আমি একটি শূকরের পদচিহ্ন অনুসরণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। আমি যাহা বুঝাইতে চাই উহা তাহারই প্রমাণ। শূকরটি কর্দমাক্ত ক্ষেতের উপর দিয়ে দৌড়াইতেছিল। সে রাত্তার পরে প্রস্তরময় কঠিন ভূমিতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাহাকে অনুসরণ করা মোটেই শক্ত ছিলনা। কঠিন ভূমিতে যাওয়ার পর তাহার

পদচিহ্নের কোন নিশানা-ই পাওয়া গেল না। সেইখানে বেষ্টনি তৈরি করা হইল। উহার শেষ পদচিহ্নটি নির্দিষ্ট রাখিয়া অনুসরণকারী একটা প্রকাণ্ড বৃন্তের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। সবটুকু জায়গা ভাল করিয়া পরীক্ষা করা হইল। কিন্তু কোন চিহ্নই আবিষ্কৃত হইল না। অনুসরণকারী তখন সমস্ত জায়গাটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইল। তখন সে নিজেকে শূকরের স্থানে কল্পনা করিয়া মনে মনে বলিল, “আচ্ছা আমি কোন্ দিকে যাইতাম”। তাহার সামনে কিছু দূরে সাবেক পদচিহ্নের গতিমুখে অবস্থিত ছিল একটা কাটা গাছের বেড়া। উহার গায়ে ছিল দুইটি ফাঁক। শূকরটির যাওয়ার পক্ষে সুবিধাজনক এমন একটি ফাঁকের দিকে অনুসরণকারী অগ্রসর হইল। এখানকার মাটিও ছিল খুব কঠিন এবং কোন পদচিহ্নই সেখানে পাওয়া গেল না। কিন্তু বেড়ার কাটা-গাছের একটা পাতার উপরে এক গোছা কাদা মাটি লাগিয়াছিল। উহাই ইঙ্গিত সূত্রের সন্ধান দিল। সেইখানকার কঠিন ভূমিতে কাদামাটি ধাক্কার কথা নয়। কিন্তু শূকরটিই কাদা মাটি ভাংগিয়া আসার সময় কিছুটা তাহার পায়ের করিয়া আনিয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই ছোট সূত্রটি অবলম্বন করিয়াই অনুসরণকারী ঠিক পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল। এইভাবে একের পর আর সূত্র অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে শেষটায় সে গিয়া আবার পৌঁছিল, সুবিধামত জায়গায়। সর্বশেষে সে উহার বিশ্রাম স্থানে গিয়া হাজির হইল।

পদচিহ্নের সহিত পা মিলাইয়া চলা—

সুদানে আমি একজন অনুসরণকারীকে দেখিয়াছি। অনুসরণকালে কোথাও সাধারণ চোখে কোনও পদচিহ্ন দৃষ্টি গোচর না হইলে সে নিম্নরূপ পস্থা অবলম্বন করিত।



(এইখানে দুইটি খালি পদচিহ্ন। একটি সাধারণতঃ বাস করে মাটিতে আরেকটি ঝোপে কিংবা গাছে। কোনটা কোন পাখীর বলিতে পারা)

যেইখানে পদচিহ্ন সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হইত, সেইখানে সে সেই দাগের সহিত পা মিলাইয়া চলিত আর চলার সংগে সংগে লাঠিদ্বারা সে-জায়গায় গুঁতা দিয়া যেন প্রত্যেক পদচিহ্ন চিহ্নিত করিয়া যাইতে লাগিল। তখন প্রত্যেকটি পদক্ষেপের পরই সে একটা চিহ্ন দিয়া রাখিত।

পদচিহ্ন কঠিন ভূমিতে আসিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলে অথবা বালুকাময় জায়গায় বুঁজিয়া গেলেও সে সমান তালে চলিতেই থাকিত। নিজের লাঠি গাছটি দ্বারা, যেইখানে পদচিহ্ন থাকা উচিত ছিল, সেইখানে চিহ্ন দিয়া যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে কোথাও ক্ষুদ্র গহ্বর কিংবা দাগ দেখিলেই সে মনে করিত সেইখানে কোনো পদচিহ্ন আছে। এইভাবেই সে বুদ্ধিতে পারিত যে, সে ঠিক পথেই চলিয়াছে।

পদচিহ্ন সম্পর্কে উপদলের অনুশীলন—

দশ হইতে পনের গজের বর্গক্ষেত্র পরিমাণ একটি নরম মাটির জায়গা বাছিয়া লও। তাহারপর উহাকে পদচিহ্ন অনুসরণ করার ভূমিরূপে তৈরি কর। একটা রোলারের সাহায্যে স্থানটি সমতল করিয়া লও। ইহার কিয়দংশ যেন বৃষ্টিতে ভিজা এমন করিয়া প্রস্তুত করা দরকার। অপর অংশটি থাকিবে শুষ্ক। একটি ছেলে তাহার উপর দিয়ে প্রথমে হাঁটিবে, পরে দৌড়াইবে এবং শেষে সাইকেল চালাইয়া যাইবে। সেই-সব চিহ্নের পার্থক্য সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দান করিবে। তাহা হইলে ভবিষ্যতে এইরকম চিহ্ন দেখিলেই লোকটি হাঁটিয়া কিংবা দৌড়াইয়া গিয়াছিল উপ দলের কোনো স্কাউট তৎক্ষণাৎ তাহা বলিয়া দিতে পারিবে।

উপদলের একজন স্কাউটকে সংকেত চিহ্ন অংকিত করিবার জন্য পাঠাও। পরে অন্যান্য স্কাউটেরা তাহার অংকিত চিহ্ন অনুসরণ করিবে। অপর কোন লোক বা জন্তু তাহার সেই সংকেত বা পদচিহ্নের উপর দিয়া গিয়া থাকিলে উহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। বালকটির জুতার তলায় লোহার পাত কিংবা পেরেক বাসানো থাকিতে পারে। অথবা তাহার লাঠির গোড়ায় এইভাবে পেরেক বসান থাকিবে এবং উহার দ্বারা মাটিতে বিশেষ সংকেত অংকন করা যায়।

পদচিহ্নের বয়স নিরূপণের জন্য মাটির উপর পদচিহ্ন অংকিত করিয়া তাহার একদিন পরে আবার উহার পাশে নূতন চিহ্ন অংকিত কর। সেইগুলির পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করিলেই স্কাউটেরা এই ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করিবে।

প্রত্যেক স্কাউটই নরম মাটিতে নিজের স-বুট পদচিহ্ন অংকিত করিয়া কাগর্গজে উহার নক্সা আঁকিতে শিখিবে।

সব কয়টি উপদলকে বিভিন্ন পথে পাঠাইয়া দাও। কোন দল কি কি চিহ্ন দেখিয়া আসিয়াছে অর্থাৎ মানুষের পায়ের দাগ, গাড়ীর চাকার দাগ কিংবা অন্য কোন জান্নোয়ারের পায়ের দাগ-ফিরিয়া আসিয়া সে-সম্পর্কে রিপোর্ট দিবে।

পদচিহ্ন সম্বন্ধে খেলাধুলা-

পদাংক স্মৃতির খেলা- এক উপদলকে তাহাদের পা উপরে তুলিয়া বসিতে বল। যেন দলের অন্য স্কাউটেরা সবার পায়ের তলা পর্যবেক্ষণ করিতে পারে। এইভাবে মিনিট তিনেক পর্যবেক্ষণের পর উহাদের একটা কক্ষে আবদ্ধ কর অথবা দৃষ্টির আড়ালে সরাইয়া দাও। প্রথমোক্ত স্কাউটের একজন ভাল মাটিতে পদচিহ্ন অংকিত করিবে। দ্বিতীয় দল হইতে এক একজন করিয়া ডাকিয়া আনিবে। প্রত্যেকেই বলিবে উহা কাহার পদচিহ্ন।

পদচিহ্নের নকশা- এক উপদল স্কাউটকে বাহিরে আনিয়া একটা পদচিহ্ন লক্ষ্য করিতে দাও। এইবার প্রত্যেককে পদচিহ্নটির নক্সা আঁকিতে বল। নক্সা আঁকিতে হইলে একটি সুস্পষ্ট পদচিহ্নের দরকার; এই জন্য পদাংক অনুসরণকরতঃ যে কোন একটি বাছিয়া লইতে পারিবে। যাহার অংকন সবচেয়ে ভাল হইয়াছে তাহারই জিত।

চোর খুঁজিয়া বাহির কর- কোন অপরিচিত লোক ঘারা স্কাউটদের অসাম্বন্ধে পদাংক পংক্তি অংকিত করাইয়া লও। তাহারা সেই চিহ্নটি ভালরূপে পর্যবেক্ষণ-করুক, যেন পরে আবার দেখিলে চিনিতে পারে!

তৎপর লোকটিকে আরো আট দশ জন লোকের সহিত মিশাইয়া পরপর বালকদের সম্মুখে পদচিহ্ন অংকন করিতে বল। স্কাউটেরা পর্যায়ক্রমে বিচারকের কাছে আসিয়া তাহার কানে কানে বলিবে, সাবেক পদচিহ্নটি কাহার সারিতে দণ্ডায়মান লোকগুলির মধ্যে সেই লোকটির নম্বর বলিয়া দিলেই চলিবে। যাহার উত্তর নির্ভুল হইবে সে-ই জিতিবে। যদি একাধিক বালক নির্ভুল উত্তর দেয়, তবে তাহাদের মধ্যে যে সেই পদচিহ্নের সবচেয়ে নির্ভুল নক্সা আঁকিতে পারিবে তাহারাই জিত।

সংকেত অনুসরণ- একজন হইবে খর্গোস। সে পায়ে হাঁটিয়া বা সাইকেলে চড়িয়া বাহিরে যাইবে। তাহার পকেটে ভর্তি থাকিবে মুরগীর খাদ্য, সুপারির ছোবড়া, কাটা-কাগজ ইত্যাদি। সেইগুলি সে এখানে-সেখানে ফেলিতে থাকিবে। অন্যান্য স্কাউটেরা যেন সেইসব দেখিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে পারে।

অন্যথায় মাটিতে আঁচড় দিয়া স্কাউটের সংকেতও দেওয়া যায়। কিংবা গাছের ডাল ভাংগিয়া, চিঠি লুকাইয়া নানা রকমভাবে সংকেত করা যাইতে পারে।



চতুর্থ অধ্যায়

তাঁবু-জলসা কাহিনী - ১৩শ

সংকেত পাঠ বা অনুমান

এটা-ওটা-সেটা মিলাইয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া-

অনুমানে দৃষ্টান্ত-শার্পক হোমসের পদ্ধতি

স্কাউটের পক্ষে সংকেত পর্যবেক্ষণ শিক্ষা করার পরেই আসে এটা-ওটা-সেটা মিলাইয়া সে যাহা দেখিয়াছে, তাহার অর্থোদ্ধার করা। এই রকম সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়- তাহারই নাম "Deduction" বা অনুমান।

বীতিমত শিক্ষা পাইলে অল্প বয়স্ক স্কাউটেরাও কিভাবে যে কোন সংকেত পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার অর্থোদ্ধার করিতে পারে এখানে সেরকম একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

আফ্রিকার দক্ষিণ পূর্বাংশের একটি কাফ্রী গ্রাম। সেই গ্রামের নিকটবর্তী একটি ছোট্ট দোকান হইতে বৃদ্ধ-ব্রেংকিন্সন হঠাৎ দৌড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল।

চীৎকার করিয়া বলিল যে, “ঐ চোরটিকে ধরো। ও আমার দোকান থেকে চিনি চুরি করিয়াছে-ওকে ধরো।”

কিন্তু কাহাকে ধরিবে? দৃষ্টিসীমার মধ্যে কেহই দৌড়াইয়া পালাইতেছিল না। পুলিশ জিজ্ঞাসা করিল “কে তোমার চিনি চুরি করিয়াছে?”

তাহা আমি জানিনা। কিন্তু পুরো একবস্তা চিনি চুরি গেছে। মাত্র কয়েক মিনিট আগেও সেটা সেখানে ছিল।

একজন স্থানীয় অনুসন্ধানকারীকে ডাকা হইল। দোকানের চারদিকে অসংখ্য খালিপায়ের দাগ ছিল। সে সবে মধ্য হইতে চোরের পদচিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। যাহা হউক, অনুসন্ধানকারী অচিরে সেখান হইতে জঙ্গলের দিকে আশান্বিত মনে মৃদু কদমে যাত্রা করিল। কোন কোন জায়গায় কঠিন প্রস্তরময় মাটির উপর দিয়া সে চলিল। যদিও মাটির উপর কোন পদচিহ্ন পড়ে নাই তবুও সে চলা থামায় নাই।

অবশেষে অনুসন্ধানকারী হঠাৎ থামিয়া “বেষ্টনি” তৈরি করিল। সে যে পথের চিহ্ন হারাইয়া ফেলিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না।

তারপর সহসা তাহার মুখে হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে যে গাছটির নিকটে দাঁড়াইয়াছিল বুড়া আংগুল কাঁধের উপরে তুলিয়া তাহার অগ্রভাগের দিকে ইংগিত করিল। সেখানে ডাল পালার ভিতরে লুকাইয়া ছিল একটি দেশীয় লোক। তাহার সংগে ছিল অপহৃত চিনির বস্তাটি।

অনুসন্ধানকারী কি করিয়া চোরটির হৃদিস পাইল? মাটির উপর সেখানে কিছু চিনির গুড়া পড়িয়াছিল, যাহা তাহার প্রখর দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। বোধ হয় থলিটিতে একটা ছিদ্র থাকার দরুন সেই ফাঁক দিয়া চিনি পড়িতে পড়িতে একটা সূক্ষ্ম সংকেত রেখার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই সংকেত রেখার অনুসরণ করিয়া ঝোপের মধ্যে পৌঁছিয়াই সে লক্ষ্য করিল যে, অসংখ্য পিপড়ার সারি একটা গাছে উঠিয়াছে। তাহার মত পিপড়াগুলিও চিনির অনুসন্ধানেই ব্যস্ত। তাই উভয়ে মিলিয়া আবিষ্কার করিল চিনির চোরকে।

আশা করি বৃদ্ধ ব্রেন্‌কিনসন অনুসন্ধানকারীর পিঠ চাপড়াইয়া তাহার বুদ্ধির তারিফ করিয়াছিল। সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি না থাকিলে পথের ধূলায় চিনি এবং গাছে পিপড়ার সারি দেখিয়া চোরের হৃদিস খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব হইত না।

হারানো সৈনিক

ভারতবর্ষের কোথাও একদা একজন অশ্বারোহী সৈনিক হারাইয়া গিয়াছিল। তাহার সংগীরা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তাহারা একটি দেশীয় বালককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ওহে, তুমি কি হারানো লোকটিকে দেখিয়াছ?”

বালকটি তৎক্ষণাৎ বলিল “আপনারা কি সেই লম্বা গোছের সৈনিকটির কথা বলিতেছেন, যে চিতা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিল, আর সে ঘোড়াটা ছিল খানিকটা খোড়া?”

তাহারা বলিয়া উঠিল, “হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই লোকটাই। তুমি কোথায় তাহাকে দেখিয়াছ?”

বালক উত্তর দিল, আমি তাহাকে দেখি নাই, কিন্তু সে কোথায় গেছে তাহা বলিয়া দিতে পারি।’

এই কথা শুনিয়া তাহারা বালককে শ্রেফতার করিল। তাহারা মনে করিল যে, সম্ভবতঃ লোকটিকে খুন করিয়া কোথাও ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর বালকটি উহার সব কিছুই শুনিয়াছে।

কিন্তু পরিশেষে বালকটি তাহাদের বুঝাইয়া বলিল যে, সে লোকটির পদচিহ্ন দেখিয়াই সব খবর বলিতে সক্ষম হইয়াছে।

সে তখন মাটির উপর সেই লোকটির পদচিহ্নের প্রতি সৈনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং শেষ পর্যন্ত তাহাদের এমন এক জায়গায় লইয়া আসিল যেখানে কিছুকালের জন্যে সে থামিয়াছিল। সেখানে ঘোড়াটা একটা গাছের সহিত গা’ ঘাঁসিয়াছিল। উহাতেই বোঝা গেলঃ ঘোড়াটা ছিল বিচিত্র রংয়ের। উহার খুরের দাগ গভীর ভাবে মাটিতে দাগ কাটে নাই, আর অপর পাগুলির মত সে পায়ে লম্বা পদক্ষেপ ফেলিতে পারে নাই। লোকটির জুতার দাগ দেখিয়াই সে বুঝিয়া নিয়াছিল যে সে একজন সৈনিক। কারণ উহা ছিল সৈনিকদের ব্যবহৃত জুতার দাগ।

তখন তাহারা বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, “লোকটি যে দীর্ঘকায় ছিল তাহা তুমি কি করিয়া বলিলে?” বালক তখন একটা উঁচু ডালের প্রতি অংশুলি নির্দেশ করিল- যাহা লোকটি ভাঙিয়া ছিল। কোন বেটে লোকের পক্ষে সেই ডালের নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না।

Deduction বা অনুমান ঠিক বই পড়ার মত সহজ ।



(উপরের চিত্রগুলি খোঁড়া ঘোড়ার । কথা হইল কোন পাটি খোঁড়া? দীর্ঘ দাগগুলি
পিছনের পায়ের)

যে বালক কোন দিন পড়িতে শিখে নাই, সে যদি তোমাকে পড়িতে দেখে তবে জিজ্ঞাসা করিবে, “তুমি কি পড়ো?” তুমি তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলিবে বইয়ের পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকেতগুলিকে বলা হয় বর্ণ বা অক্ষর । উহার কয়েকটি একত্রে মিলিয়া গঠিত হয় শব্দ । আর কয়েকটি অর্থবোধক শব্দ একত্রে মিলিয়া গঠিত হয় বাক্য । বাক্যের সাহায্যে আমরা অনেক তথ্য জানিতে পারি ।

শিক্ষাপ্রাপ্ত স্কাউটও এইভাবে কোন সংকেত দেখিলেই সেইগুলি মনে মনে এক সাথে মিলাইয়া অতি অল্পক্ষণেই উহার অর্থ বাহির করিতে পারে । কিন্তু শিক্ষিত না হইলে কোন লোকই তাহা পারে না ।

বারবার অভ্যাস করিলে সংকেত দেখামাত্র সে তাহার তাৎপর্য বলিয়া দিতে পারে । তুমি যেমন অবিরত অভ্যাসের ফলে সহজে বই পড়িতে পার বিভিন্ন হরফ বানান না করিয়াই ।

অনুমানের দৃষ্টান্ত

আফ্রিকায় মাতাবেলে যুদ্ধের সময় আমি একদিন মাতোপা পর্বতের নিকটে এক বিস্তৃত শ্যামল প্রান্তরে অপর একজন দেশীয় লোকের সহিত স্কাউটিং এ বাহির হইয়াছিলাম ।

সহসা ঘাসের উপরে অঙ্কিত একটি নতুন পদচিহ্ন আমাদের সামনে দেখিতে পাইলাম । ঘাসের ডগাগুলি তখনও সবুজ ও সিক্ত ছিল- শুকাইয়া যায় নাই । ঘাস অবনমিত ও দলিত অবস্থায় ছিল । সবগুলি ঘাসই একদিকে নুইয়া ছিল । কাজেই যাহারা উহার উপর দিয়া গিয়াছিল তাহারা কোন দিকে গিয়াছিল বুঝা গেল । সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া কিয়দূর গিয়াই আমরা উপস্থিত হইলাম এক বালুকাময় ভূমিতে । তখন দেখিতে পাইলাম যে, সেইগুলি কয়েকজন স্ত্রীলোকের পদচিহ্ন

ছাড়া আর কিছুই নয়। (কারণ-পাগুলি ছিল ছোট, কিনারা সরল আর পদক্ষেপ খাটো।) সেই দলে কয়েকজন বালকও ছিল- (তাহাদের পা ছোট কিন্তু কিনারা বক্র এবং পদক্ষেপ কিছুটা দীর্ঘতর)। তাহা ছাড়া গিয়াছিল প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্তী একটা পাহাড়ের দিকে। আমাদের-বিশ্বাস সেইখানেই দুশমনরা লুকাইয়া ছিল।

পদচিহ্ন হইতে গজ দশেক দূরে একটা পাতা পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু কয়েক মাইলের মধ্যেও কোন গাছ ছিলনা যাহাতে এই ধরনের পাতা আছে। এইরূপ পাতাবিশিষ্ট গাছ, পদচিহ্ন যেদিক হইতে আসিয়াছে সেই দিকে পনর মাইল দূরে কোন গ্রামে আছে বলিয়া আমাদের জানা ছিল। কাজেই মনে হইল যে, স্ত্রীলোকগুলি নিশ্চয়ই সেই গ্রাম হইতে আসিয়াছে। সেই পাতাটা তাহারাই সংগে নিয়া আসিয়াছে এবং তাহারা চলিয়া গিয়াছে ওই পাহাড়টার দিকে।

পাতাটা কুড়াইয়া নিয়াই বুঝিতে পারিলাম, ওটা ভিজা। উহা হইতে দেশী মদের গন্ধ আসিতেছিল। ক্ষুদ্র পদক্ষেপগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গেল, তাহারা বোঝা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। কাজেই বুঝিতে দেবী হইল না যে, প্রচলিত



একটি কাক্সি রমণীর পাত হইতে বাতাসে বাহিত একটিমাত্র পাতা শব্দের সংবাদ সংগ্রহ সম্ভব করিয়াছিল

প্রথা অনুসারে তাহারা মাথায় করিয়া কলসী ভর্তি দেশী মদ লইয়া গিয়াছে। সেই কলসীগুলির মুখ বন্ধ করা হইয়াছিল গাছের পাতা দ্বারা। উহা হইতে পড়িয়া গিয়াছিল একটা পাতা! আর সেইটিই আমরা পাইয়াছিলাম পদচিহ্ন থেকে গজ দশেক দূরে। বুঝা গেল, পাতা পড়ার সময়ে জোরে বাতাস বহিতেছিল। তখন বেলা সাতটা। ঐ সময় সেখানে বাতাস ছিল না। কিন্তু পাঁচটার সময়ে কিছুটা বাতাস বহিতেছিল।

এইসব দেখিয়া শুনিয়া আমরা অনুমান করিলামঃ একদল স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা রাত্রিকালে পনের মাইল দূরবর্তী গাঁ হইতে 'বিয়ার' মদ বহন করিয়া পাহাড়ে আমাদের দুশমনদের কাছে লইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় ছয়টার কিছু পরেই তাহারা পৌঁছিয়াছে সেইখানে।

লোকগুলি সম্ভবতঃ এতক্ষণে মদ্যপান করিতে শুরু করিয়াছে কারণ, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 'বিয়ার' মদ টক হইয়া যায়। যতক্ষণে আমরা সেইখানে পৌঁছিব তখন তাহারা মদের নিশায় বিভোর হইয়া থাকিবে। তাহাদের চক্ষু ঘুমে ঢুলু ঢুলু আর পাহারা শিথিল হইয়া পড়িবে। এইরূপ অবস্থায় তাহাদের সবকিছু ভাল করিয়া লক্ষ্য করার সুযোগ আমরা পাইব।

তদনুসারে আমরা স্ত্রীলোকদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলাম এবং অবলীলাক্রমে তাহাদের সম্পর্কে সব খবর জানিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসিলাম।

শুধুমাত্র একটি পাতার সাহায্যেই প্রধানতঃ আমরা এই কাজ সমাধা করিতে পারিয়াছিলাম।

সুতরাং ক্ষুদ্রতম বস্তুও যে এইসব কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহা চিন্তা করিয়া দেখ।

অনুমাণে ধূলির সাহায্য

ক্ষুদ্রতম চিহ্নের পর্যবেক্ষণের দ্বারাও গোয়েন্দারা অনেক বড় বড় অপরাধ আবিষ্কার করিয়াছেন।

একবার একটি অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এক অপরিচিত লোকের একটা কোট পাওয়া গিয়াছিল। তাহা হইতে উহার মালিকের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

সেই কোটটাকে একটা শক্ত কাপড়ের খলিতে ভরিয়া লাঠি দ্বারা খুব পিটান হইল। তাহারপর খলির ভিতর হইতে ধূলা সংগ্রহ করিয়া খুব শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং (বৃদ্ধিকারক) কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, উহাতে খুব সূক্ষ্ম করাতেও গুড়া রহিয়াছে। সেই ধূলাকে আরও শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করার পরে বুঝা গেল যে উহাতে গিলেটিন শিরিষের গুড়া মিশ্রিত আছে। এই সব পদার্থ কিন্তু করাচী বা ছুতারেরা ব্যবহার করে না। সুতরাং ধরিয়া নেওয়া হইবে যে উহা কোন জোড়াদার মিস্ত্রি (Joiner)। এইভাবেই পুলিশ অপরাধীর সন্ধান কার্যে সূত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

পকেট হইতে কিংবা পকেট ছুরির ফাঁক হইতে যে ধূলা বাহির হয়, তাহাও ভালরূপে পরীক্ষা করিলে অনেক তথ্যই জানা সম্ভব হইতে পারে।

শার্লক হোম্‌স-এর পদ্ধতি

এডিনবরার ডাঃ বেল ছিলেন একজন বাস্তব লোক। কথিত আছে, তাঁকে দেখিয়াই “কোনান ডয়েল” এর মনে শার্লক হোম্‌স্‌ এর অনুপ্রেরণা জাগিয়াছিল।

একদা ডাঃ বেল হাসপাতালে কতকগুলি মেডিক্যাল ছাত্রকে শিক্ষাদান করিতেছিলেন, কি করিয়া মানুষের চিকিৎসা করিতে হইবে। কিভাবে রোগীর তত্ত্বাবধান করিতে হয় তাহা হাতে কলমে দেখাইবার জন্য একজন রোগী ব্যক্তিকে আনা হইল। এইক্ষেত্রে রোগীটি খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল। তখন ডাক্তার জনৈক ছাত্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “এই লোকটির কি হইয়াছে বলত?”

ছাত্রটি উত্তর দিলঃ “জনাব আমি তা জানি না। ওকে এখনো কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই।”

ডাক্তার জবাব দিলেন, “তাহাকে জিজ্ঞাসা করার তো দরকার নাই। তুমিই বলিয়া দিতে পার যে, সে তাহার ডান হাটুতে আঘাত পাইয়াছে। সেই পাটিতেই ও খোঁড়াইতেছিল। আঙনে তাহার পা পুড়িয়া গিয়াছে। দেখিতে পাওনি-হাটুর কাছে তার পাজামাটি পুড়িয়া গিয়াছে? আজ সোমবার সকাল বেলা। গতকাল ছিল দিনের অবস্থা ভাল। শনিবারে বৃষ্টি হইয়া গেছে। আর তাহার পাজামার নানা স্থানে লাগিয়া আছে কাদামাটি। কাজেই শনিবার রাতে লোকটি মাটিতে পড়িয়া গিয়া থাকিবে।”

তখন ডাক্তার সাহেব লোকটির দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “তুমি শনিবার মায়না পাইয়া মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছিল। বাড়ীতে আসিয়া আগুনের কাছে বসিয়া কাপড় শুকাইয়া নিবার সময় আগুনে পড়িয়া হাঁটু পুড়িয়া ফেলিয়াছিলো-নয় কি?”

লোকটি জবাব দিল, “জী হাঁ জনাব।”

-আরেকবার আমি খবরের কাগজে একটা মোকদ্দমার বিষয় পড়িতেছিলাম। জেলা-আদালতে জজ-সাহেব তাঁহার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রয়োগকরতঃ “এটা-ওটা-সেটা” একত্রে মিলাইয়া এক ঘাতকের মামলার বিচার করিতেছিলেন।

লোকটি বলিল তাহার কাজ কর্ম নাই, সে বেকার। জজ সাহেব বলিলেন, “তোমার কোন কাজকর্ম না থাকিলে কানের পিছনে গোঁজা পেনসিলটি দিয়া তুমি কি কর?”

লোকটি তখন স্বীকার করিতে হইল যে, সে তাহার স্ত্রীর ব্যবসায়ে সাহায্য করে। দেখা গেল খুবই লাভজনক ব্যবসায়। তাই হাকিম দেনা শোধ করিবার আদেশ দিলেন।

স্কাউটিং সঙ্ঘে সত্য ঘটনা

ক্যাপটেন স্টিগ্যান্ড নামক একজন সৈনিক “বর্বর দেশসমূহে স্কাউটিং ও পর্যবেক্ষণ” (Scouting and Reconnaissance in savage countries) নামক পুস্তকে স্কাউটেরা কি ভাবে ক্ষুদ্র সংকেতের চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছে, সে সঙ্ঘে নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি বর্ণনা করিয়াছেন।

একদিন সকাল বেলা তিনি ক্যাম্পের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তখন তিনি একটা ঘোড়ার নতুন পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সেই ঘোড়াটি ওখানে হাঁটিয়া চলিয়াছিল। তিনি জানিতেন যে তাঁহার সমস্ত ঘোড়া কদম তালে চলিয়াছে। সুতরাং এটা যে কোন অপরিচিত ব্যক্তির ঘোড়া তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিতে পারিলেন- শত্রুপক্ষের কোন অশ্বারোহী স্কাউট রাত্রিকালে চুপি চুপি তাঁহাদের ক্যাম্প দেখিয়া গিয়াছে।

মধ্য আফ্রিকার কোন পরিত্যক্ত গ্রামে আসিয়া স্টিগ্যান্ড এই গ্রামের অধিবাসীরা কোন জাতের লোক তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু একটি কুটির

কুমিরের পা দেখিতে পাইয়া তিনি সব বুঝিয়া ফেলিলেন যে উহারা 'আবিসা' সম্প্রদায়ের লোক। কারণ কুমিরের মাংস কেবল তাহারা খায় প্রতিবেশী অন্য কোন সম্প্রদায় তাহা খায় না।

প্রায় অর্ধমাইল দূরে একদা একজন লোককে উটের পিঠে চড়িয়া যাইতে দেখা গেল। একজন দেশীয় লোক তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। সে বলিল, "এই লোকটি নিশ্চয়ই দাস-বংশজাত।"

- "এত দূর হইতে কি করি তুমি একথা বলিলে?"

- "কারণ, লোকটা পা দুলাইয়া চলিয়াছে। খাঁটি আরব পা উটের পিঠে চাপাইয়া রাখে।"

হারানো দ্রব্য পুনরুদ্ধার

একদা একজন সেনাধ্যক্ষ কায়রো হইতে পাঁচ মাইল দূরে মরুভূমিতে কুঁচকাওয়াজের সময়ে তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্র হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সেইটিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তিনি অনুসন্ধানকারীদের ডাকিয়া পাঠাইলেন।



বিভিন্ন উটের পদচিহ্ন দেখিতে প্রায় একই রকম। কিন্তু শিক্ষিত মিশরী অনুসন্ধানকারীগণ উহাদের পার্থক্য লক্ষ্য করতঃ অপহৃত উট খুঁজিয়া বাহির করিতে পটু।

তাঁহার ঘোড়াটিকে বাহিরে আনিয়া হাঁটাইতে হইল, যাহাতে অনুসন্ধানকারীরা উহার পদচিহ্ন পরীক্ষা করিতে পারে। পদচিহ্নগুলি ভালরূপে মনে রাখিয়া তাহারা

যেখানে কুঁচকাওয়াজ হইয়াছিল, সেখানে গেল। তথায় শত শত অশ্বারোহী ও গোলন্দাযের বহু প্রকার পদচিহ্নের মাঝখানে তাহারা সেনাপতির ঘোড়ার পদচিহ্ন আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। সেই চিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাহারা যেখানে যেখানে তিনি গিয়াছিলেন তথায় খুঁজিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় দূরবীনটা পাওয়া গেল। যেখানে খাপ্ হইতে উহা বালুকার উপরে পড়িয়া গিয়াছিল।

অপহৃত উট

মিশরী অনুসন্ধানকারীরা উটের পদচিহ্ন অনুসরণ কার্যে বিশেষ পারদর্শী। এইসব কার্যে যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহাদের কাছে সকল উটের পদচিহ্নই এক রকম। কিন্তু ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকের চোখে বিভিন্ন মানুষের চেহারায় যতটা পার্থক্য উটের পদচিহ্নের পার্থক্যও অনেকটা সেই রকম। অন্য লোকে যেমন মানুষের চেহারার পার্থক্য মনে রাখে স্থানীয় অনুসন্ধানকারীরাও তেমনি পদচিহ্নের পার্থক্য মনে রাখিতে পারে।



তোমার দরজার সামনের পদচিহ্নই তোমাকে কোন কাহিনী বলিতে পারে যদি তুমি উহা পাঠ করিতে জান। উপরের পদচিহ্নগুলি একটি সহজ গল্পের— একটি কুকুর দ্বারা একটি বিড়ালের অনুসরণ এবং মালিকের জেদ।

কয়েক বছর আগে কায়রোর সন্নিহকটে একটা উট অপহৃত হইয়াছিল। সন্ধানী পুলিশ আনাইয়া উহার পদচিহ্ন দেখান হইলে অনুসন্ধানকারী সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অনেকটা অগ্রসর হইল। শেষে পদচিহ্নগুলি পাকা রাস্তায় পড়িয়া অন্যান্য বহু চিহ্নের মাঝখানে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া গেল।

এক বছর পরে সেই সন্ধানী পুলিশটি হঠাৎ একদিন সেই উটটির নতুন পদচিহ্ন দেখিতে পাইল। আগের সেই পদচিহ্নের গঠন তাহার মনে ছিল। স্পষ্টতঃ আরেকটা উটের সহিত সেইটাকে হাঁকাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। সংগীর পদচিহ্নগুলি দেখিয়াই সে চিনিতে পারিল-যে, সেইগুলি একজন কুখ্যাত উট-চোরের উটের পদচিহ্ন। কাজেই উটের পদচিহ্ন অনুসরণ না করিয়া সে তখনই একজন পুলিশ সংগে লইয়া সোজা হাজির হইল সেই চোরের আস্তাবলে। সেইখানে সে সেই দীর্ঘকাল পূর্বে হারানো উটটিকে দেখিতে পাইল।

দক্ষিণ আমেরিকার সন্ধানীগণ

দক্ষিণ আমেরিকার 'গৌকো, বা দেশীয় বালকেরা সবাই পাকা স্কাউট। আজকাল সেখানকার অধিকাংশ গোচারণ ভূমির চতুর্দিকে বেড়া দিয়া ঘেরাও করা। কিন্তু আগের দিনে গরু-বান্দুর খোওয়া গেলে রাখাল বালকদিগকে বহু মাইল বিস্তৃত জায়গায় পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া অনুসন্ধান কার্য চালাইতে হইত। কাজেই তাহারা পাকা পদাংক সন্ধানী হইত। ইহাদেরই একজনকে একবার একটা অপহৃত ঘোড়ার অনুসন্ধান কার্যে পাঠান হইল। কিন্তু সে অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিল। মাস দশেক পরে একদিন হঠাৎ সে সেই দেশের আরেক অংশে মাটির উপর উক্ত ঘোড়ার পদচিহ্ন দেখিতে পাইল। তৎক্ষণাৎ সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া ঘোড়াটিকে পুনরুদ্ধার করিল।

অনুমান অনুশীলনের দৃষ্টান্ত

একদিন প্রাতে কাশ্মীরের এক দুর্যোগময় পার্বত্য পথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিলাম। পথে কতকগুলি সংকেত লক্ষ্য করিয়া আমি নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে পৌছিলাম।

দৃষ্ট সংকেত—রাস্তার পার্শ্বে প্রায় তিন ফুট লম্বা একটা বৃক্ষ মূল। উহার নিকটেই পতিত নারিকেল আকারের একটা পাথর। উহার গায়ে লাগিয়াছিল কতকটা ধেংলান শুকনা আখরোটের ছাল। গাছের গুড়ির উপরেও কিছু আখরোটের ছাল। সেই রাস্তার দক্ষিণে গুড়ি হইতে গজ পঞ্চাশেক দূরে চারিটি আখরোটের খোসা টুকরা টুকরা হইয়া পড়িয়াছিল। রাস্তার নিকটে ছিল খুব উচ্চ একটা ঢালু শিলাকূট। গাছের গুড়ি হইতে একশ পঞ্চাশ গজ উত্তরে একটিমাত্র আখরোট গাছ দৃষ্টি সীমার মধ্যে অবস্থিত ছিল।

গুড়ির পদদেশে শুকনা এক কাঁদার চাকতি । ইহাতে তৃণনির্মিত জুতার ছাপ ।

উপরোক্ত সংকেত হইতে তোমার কি মনে হইতে পারে? আমার সিদ্ধান্ত ছিল এইরূপ-

কোন লোক দক্ষিণাভিমুখে দীর্ঘপথ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে । সে দিন দুই আগে এই পথ দিয়া গিয়াছে । তার সংগে ছিল একটা ভারী বোঝা । সেই লোকটা এই পর্বতের সানুদেশে বসিয়া আখরোট খাইয়াছিল ।

আমার অনুমান পদ্ধতি

একটি লোক এই পথে যাইতেছিল, তাহার সাথে ছিল একটা ভারী বোঝা । কারণ, ভার-বহনকারীরা বিশ্রামের দরকার হইলে বসিয়া বিশ্রাম করে না । বরং পর্বতের ঢালুতে বোঝা রাখিয়া হেলান দিয়া বিশ্রাম করে । তাহার সহিত বোঝা না থাকিলে সম্ভবতঃ লোকটি গাছের গুড়িতে বসিত । কিন্তু তাহা না করিয়া সে গজ ত্রিশেক দূরে গিয়া পর্বতের গায়ে বিশ্রাম করিয়াছিল । সেই অঞ্চলে স্ত্রীলোকেরা ভার বহনে অভ্যস্ত নয় । সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়-সে ছিল একজন পুরুষ মানুষ । লোকটা গাছের গুড়িতে পাথরের সাহায্যে আখরোট ভাংগিয়াছিল, আর সেইগুলি আনিয়াছিল একশ'পঞ্চাশ গজ দূরের উত্তর দিকের গাছটি হইতে । ইহাতে বোঝা যায়ঃ লোকটি দক্ষিণ দিকে যাইতেছিল । তাহার গন্তব্যস্থল ছিল বাড়ী হইতে অনেক দূরে । কেননা তাহার পায়ে জুতা পরা ছিল । দূরের রাস্তা না হইলে সে খালি পায়ের হাঁটত । তিন দিন আগে বৃষ্টি হইয়াছিল । মাটি ভিজা থাকিতেই কাঁদার চাকতি জুতায় লাগিয়াছিল । তাহার পরে আর বর্ষণ হয় নাই । কাজেই সেইটি শুষ্ক আছে । আখরোটের খোসাটিও ছিল শুষ্ক । ইহাতেই কয়েকদিন আগে সে এই পথে অতিক্রম করিয়াছিল তাহা সমর্থিত হয় ।

ইহার সহিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার যোগাযোগ নাই । কিন্তু স্কাউটদের দৈনন্দিন অনুশীলনের ইহা একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত ।

অনুমান সম্পর্কে উপদলের অনুশীলন

সরবে একটা গল্প বা ঘটনার বিবরণ পাঠ কর, যাহাতে পর্যবেক্ষণে অনেক খুঁটিনাটি মালমসলা থাকে । আর থাকে আনুষঙ্গিক অনুমান ও বিচার পদ্ধতি যেমন থাকে 'শার্লক হোমস্'-এর স্মৃতিকথা (Memories) বা দুঃসাহসিক ভ্রমণবৃত্তান্তে

(Adventures)'। এখন শ্রোতাদের প্রশ্ন কর কোন সূত্র কোন সমাধানের ইংগিত দিয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইবে তাহারা এই পদ্ধতিটি হৃদয়ংগম করিতে পারিয়াছে কিনা।

নরম মাটিতে ঘটনার চিহ্ন অংকিত কর। যেমন - একজন সাইকেল আরোহীর একটি পায়ে হাঁটা বালকের সংগে পথে দেখা হইল। তখন সে সাইকেল হইতে নামিয়া বালকটির সংগে কথা বলিল। তাহারপর আবার সাইকেলে চড়িয়া চলিয়া গেল।

বালকেরা সেইসব সংকেতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া ঘটনাটির পূর্ণাংগ বিবরণ প্রকাশ করিবে।

কাহারো পকেটে যেমন জিনিষ থাকে এইরূপ কতগুলি জিনিষ একটি ট্রে-তে রাখ। সেইসব জিনিষ দেখিয়া উহাদের অধিকারী কোন ধরনের লোক, তাহার ব্যবসায় কি, কিসে তার বেশী কৌতূহল ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিবে।

অনুমান বিষয়ক খেলা

বিদেশী লোক- কতকগুলি অপরিচিত লোক পথে বালকদের সহিত একসংগে পথ চলিবে। বালকেরা পৃথক ভাবে তাহাদের সব কিছু লক্ষ্য করিতে থাকিবে। কতক্ষণ পরে প্রত্যেক বালককে জিজ্ঞাসা করিবে-কোন লোকটির চেহারা কেমন, কাহার শরীরে কোন বিশেষ পরিচয় চিহ্ন আছে এবং কোন লোকটির পেশা কি হইতে পারে।

অথবা প্রত্যেক বালককে কোন অপরিচিত লোকের সহিত দুই মিনিট আলাপ করিতে দাও। এই দুই মিনিটে সে প্রশ্ন বা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তাহার সম্পর্কে সকল খোঁজ খবর জানিতে চেষ্টা করিবে।

গোয়েন্দাগিরি- কোন ঘরের ভিতরে কিংবা অন্য কোন সুবিধামত জায়গায় নানা প্রকার সংকেত অংকিত করিয়া রাখ। সরবে একটা অপরাধমূলক ঘটনার বর্ণনা পাঠ কর। সংকেতের কথা আসিলেই খামিতে হইবে। তখন প্রত্যেক বালক সংকেতগুলো ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণকরতঃ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহার সম্পর্কে তাহার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবে।

সবচেয়ে সহজতম সমস্যা সর্বাগ্রে সমাধানের জন্য দিতে হইবে। তাহারপর ক্রমশঃ জটিলতর বিষয় দেওয়া যায়।

দৃষ্টান্তরূপ কয়েকটি পদচিহ্ন এবং ব্যবহৃত দেশলাইর কাঠি রাখা যাইতে পারে- এইটুকু দেখাইবার জন্য যে, লোকটির সিগারেট জ্বলাইতে সেখানে অসুবিধা হইয়াছিল।

শার্লক হোমস্-এর, স্মৃতিকথা হইতে 'The Resident Patient' এর মত রহস্যময় গল্প পূর্ণতর আলোচনার জন্য গ্রহণ করা যায়।

একটি ঘরকে 'রোগীর ঘর' আঞ্চলিক কর-যে ঘরে লোকটিকে ফাঁসি লাগান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। কার্পেটে কর্দমাক্ত জুতার চিহ্ন থাকিবে। অগ্নিস্থানে থাকিবে পোড়া চুরটের টুকরা, উহার ছাই, স্কু-ড্রাইভার, স্কু ইত্যাদি। মেঝেতে খবরের কাগজ বিছাইয়া রাখিবে, যাহাতে সাবেক চিহ্নগুলি বালকদের পদক্ষেপে বিকৃত না হইয়া যায়।

প্রত্যেক স্কাউটকে (বা উপদলকে) পর্যায়ক্রমে ভিতরে আসিতে দাও। তিন মিনিটকাল পর্যবেক্ষণ করিবে। তাহারপর আধঘণ্টার মধ্যে সে লিখিত বা মৌখিক রিপোর্ট পেশ করিবে।

হত্যাকারীর সন্ধান- হত্যাকারী কোন লোককে ছুরিকাঘাত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। দলের অবশিষ্ট বালকেরা এক মিনিট পরে রক্তচিহ্ন অনুসরণ করিয়া হত্যাকারীকে ধরিতে বাহির হইবে। প্রতি তিন পদক্ষেপ পর পরই রক্তবিন্দু থাকিবে (লাল বুতাম বা কাগজের টুকরা ব্যবহার করা যাইতে পারে)। তাহার সহকারী (বিচারক) তাহাকে কোন্ দিকে কি পর্যন্ত যাইতে হইবে তাহা আগেই বলিয়া দিবেন। একদল তাহাকে অনুসরণ করিবে, তাহাদের ধরা ছোঁয়ার আগেই যদি সে আট মিনিটের মধ্যে সেখানে পৌছাতে পারে, তবেই সে জিতিবে।





পঞ্চম অধ্যায়

বনক্রিয়া

তাঁবু-জলসা কাহিনী-১৪শ

গোপনাভিগমন

লুকাইবার কায়দা কানুন-গোপনাভিগমন শিক্ষা প্রণালী-

গোপনাভিগমন সম্পর্কিত খেলাধুলা

বন্য পশুদের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিতে হইলে উহাদের খুব নিকটে অজ্ঞাতসারে বৃকে ভর দিয়া আস্তে আস্তে যাইতে হয়, তাহারা যেন তোমাকে দেখিতে কিংবা তোমার শরীরের গন্ধ অনুভব করিতে না পারে। কোন শিকারী যখন বন্য জন্তুকে অলক্ষ্যে অনুসরণ করিতে চায় তখন সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া অগ্রসর হয়। যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত স্কাউটদেরও শত্রুর গতিবিধির উপর নজর রাখার ব্যাপারে লুকাইয়া সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। পুলিশ উর্দি পরিহিত অবস্থায় রাস্তায় দাঁড়াইয়া পকেটমার ধরিতে পারে না। অপর লোকজনের মতই সে সাধারণ পোশাক পরিয়া দোকানের কাচের জানালার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া অনেকটা অনন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার পশ্চাতে কি হইতেছে তাহা কাচের বৃকে প্রতিফলিত দেখিতে পায়।

যদি কোন দোষী লোক বুঝিতে পারে যে, কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে, তবে সতর্ক হইয়া যায় কিন্তু এই অবস্থায় নির্দোষ লোক স্বভাবতঃই বিরক্ত হয়। কাজেই কোন লোককে লক্ষ্য করিতে হইলে তাহার মুখের দিকে সোজা তাকাইয়া থাকিও না। যেটুকু তোমার দেখা বা জানা দরকার দুই এক পলকের ভিতরেই তাহার সবটুকু জানিয়া লও। যদি তাহার সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার বাকী থাকে, তাহার পিছে পিছে চলিতে থাক। পশ্চাতে থাকিয়াও তুমি অনেক বিষয় জানিতে পারিবে; এমনকি সামনের চেয়েও বেশী। লোকটি যদি স্কাউট না হয় বা মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া না তাকায় তাহা হইলে সে বুঝিতেই পারিবেনা যে, তুমি তাহাকে লক্ষ্য করিতেছ। যুদ্ধরত স্কাউটেরা ও মৃগয়া শিকারীরা যখন অদৃশ্য থাকিতে চায় তখন দুইটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়া থাকে।

প্রথমটি—তাহারা এই বিষয়ে সাবধান হয় যে তাহাদের পোশাকের রং তাহাদের পশ্চাদ্ধিকের মাটি, গাছ-গাছড়া, দালান কোঠার রং -এর সাথে মিলিয়া যায়।

অপরটি - যদি কোন দুঃমন বা হরিণ তাহাদের দেখিতে চেষ্টা করে, তাহারা তখন সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থায় চূপ করিয়া থাকে। যে-

পর্যন্ত-না উহাদের সন্দেহ দূর হয়। এই উপায়ে যে কোন স্কাউট খোলা জায়গায় থাকিয়াও অন্যের দৃষ্টি এড়াইতে পারে।

পশ্চাদ্ ভূমি মনোনয়ন-

পশ্চাদ্ভূমি মনোনয়নের ব্যাপারে তোমার নিজের পোশাকের বর্ণ সম্বন্ধে প্রথমে চিন্তা কর। তোমার পোশাক খাকি রং হইলে, চুনকাম করা দেয়ালের বা কালো ছায়াযুক্ত ঝোপের সামনে গিয়া কখনও দাঁড়াইওনা। পশ্চাদ্ধিকে খাকি রং -এর বালি, তৃণলতা বা পাহাড় ইত্যাদি আছে এমন জায়গায় বরং দাঁড়াও। সকল অবস্থায়ই নিশ্চল হইয়া থাকিতে হইবে। তোমার পরিচ্ছদ কালো রং -এর হইলে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝোপে, জংগলের কাছে, গাছের কিংবা পর্বতের ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইবে।



কচিকদম টমীর গোপনাভিগমন।

প্রাপ্ত রাখ উচ্চ করে, শত্রু অনুসরণ ফণে,
অর্থ ইহার উভয় প্রকার, টমী এখন যেমন জানে

তোমার পিছনের ভূমিও যাহাতে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে সেই দিকেও সতর্ক হইতে হইবে। তুমি যে গাছের নীচে দাঁড়াইয়া আছ তাহার পিছনের ভূমি যদি হালকা রং-এর হয়, তবে তোমার ছবি ফুটিয়া উঠিবে। যদি পাহাড়-পর্বত বা উচ্চ ভূমিতে দাঁড়াইয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য কর তবে তোমার মাথা যেন চূড়ার উপরে বা আকাশ রেখায় গিয়া না উঠে। কচিকদমেরাই সাধারণতঃ এই ভুলটি করিয়া থাকে।

মন্ত্রর গতি

শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য জুলু স্কাউট কি প্রকারে পাহাড়ের শীর্ষস্থান বা উচ্চভূমির সাহায্য গ্রহণ করে তাহা দেখিয়া উত্তম শিক্ষা লাভ করা যায়। মাটির উপর সটান শুইয়া হাত ও পায়ের সাহায্যে বুকের উপর ভর দিয়া সে পাহাড়ে চড়ে। শীর্ষস্থানে পৌঁছিবার পর এক এক ইঞ্চি করিয়া খুব আস্তে আস্তে সে মাথা উপরে তুলিতে থাকে, লক্ষ্য বস্তুকে না দেখা পর্যন্ত। দূরে শত্রুদের দেখিতে পাইলে ভালরূপে লক্ষ্য করিতে থাকে। যদি সে মনে করে যে, শত্রুরা তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে তবে দীর্ঘকাল যাবৎ মাথা স্থির ভাবে রাখে যেন শত্রুরা মাথাটিকে একটি গাছের গুড়ি বা পাথর বলিয়া ভুল করে। যদি ধরা না পড়ে তখন আস্তে আস্তে মাটির নীচের দিকে নামিয়া আসে। তাহারপর তৃণলতার মধ্যে বুক ভর দিয়া দূরে

চলিয়া যায়। চক্রবাল রেখার উপর সহসা দ্রুত মাথা নাড়িলে লক্ষ্যকারীদের দৃষ্টি বহু দূর হইতেও আকৃষ্টি হইতে পারে। রাত্রিকালে যতটা সম্ভব নিম্নভূমি বা নালা দিয়া চলাফেরা করিবে। তাহাতে তুমি নীচেকার অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিবে।

অথচ শত্রু তোমার নিকটে আসিলে উচ্চভূমিতে নক্ষত্রের আলোকে তুমি তাহাকে দেখিতে পাইবে।

নিম্নভূমিতে ছায়াস্কন্দ জায়গায় রাত্রিকালে বিচরণ করিবার সময় একবার একজন শত্রুপক্ষীয় স্কাউট আমার নিকট তিন কদম ব্যবধানের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমি তখন নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিলাম। যখন সে আমার দিকে পিছন ফিরাইয়া দাঁড়াইল তৎক্ষণাৎ আমি আমার জায়গায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে পারিয়াছিলাম।

নিঃশব্দ হস্টন

বিশেষ করিয়া রাত্রিকালে গোপনে চলিবার সময় একটা কথা মনে রাখা দরকার। সেইটা হইল-কোন শব্দ না করিয়া চলা। সাধারণ মানুষের পদশব্দ অনেকটা দূর হইতে শুনা যায়। স্কাউট কিংবা শিকারীরা সর্বদা খুব হালকা পদক্ষেপে পদতলের সম্মুখভাগে ভর দিয়া হাঁটে। তাহারা গোড়ালির উপর ভর করিয়া কখনো হাঁটে না। হাঁটিবার সময় ইহা তোমাদের অভ্যাস করা উচিত, তাহা দিনেই হউক বা রাত্রেই হউক; আর ঘরের ভিতরেই হউক বা বাহিরেই হউক-যেন হালকা পায়ে নীরবে হাঁটা তোমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। এইরূপ অভ্যাস করিলে তুমি ক্রান্ত না হইয়া অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটিতে পারিবে। অনেক লোকই স্থূল পদক্ষেপে হাঁটার অভ্যাস করে বলিয়া কিছুদূর হাঁটিয়াই ক্রান্ত হইয়া পড়ে।

বায়ুর নিম্নদিকে বা ভাটির দিকে থাকা

আরেকটা কথা মনে রাখিতে হইবে। কোন বন্য জন্তু বা সুদক্ষ স্কাউটকে অনুসরণ করিতে হইলে, সর্বদাই লক্ষ্য রাখিবে যেন বায়ু তাহাদের দিক হইতে তোমার দিকে বহে। বায়ুর গতি যত ক্ষীণই হউক না কেন।

শত্রুদের গোপনে লক্ষ্য করিতে বাহির হইবার আগেই বায়ুগতি কোন দিক হইতে সে সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করিয়া লইবে। তাহার পর এমনভাবে চলিবে যেন লক্ষ্যের দিক হইতে বায়ুর গতি তোমার দিকে প্রবাহিত হয়। বায়ুর গতি নির্ণয় করিবার একটা সহজ উপায় আছে। তোমার বুড়ো আংগুলটি মুখে পুরিয়া



অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী ইমু পাখীর চামড়া গায়ে জড়াইয়া উহার অনুসরণ করিতেছে ।
তাহার এক হাতে আছে একটি 'বুমারে' এবং পদাংগুলির মধ্যখানে একটি বর্শা ।

ভালরূপে ভিজাইয়া সম্মুখে তুলিয়া ধর । এইবার লক্ষ্য কর আংগুলের কোন দিকটা সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা বোধ হইতেছে । কিছু শুষ্ক ধূলা বা তৃণ কিংবা পাতা হাতের মুঠোয় লইয়া উপরের দিকে নিক্ষেপ কর । তাহার পর লক্ষ্য কর, সেইগুলি কোন দিকে উড়িয়া যায় ।

ছদ্মবেশ ধারণ-

রেড ইন্ডিয়ান স্কাউটরা গোপনে শত্রু-শিবির পর্যবেক্ষণকালে নেকড়ে বাঘের চামড়ায় দেহ আবৃত করিয়া চারিপায়ে হাঁটার ভংগিতে রাত্রিকালে ক্যাম্পের চারদিকে পরিক্রমণ করিত । তাহারা নেকড়ে বাঘের ডাক অনুকরণ করিয়া ডাক দিত । যখন কোন দেওয়াল বা বেড়ার উপর উকি দিয়া দেখিবার দরকার হইত-যেখানে তাহাদের মাথা দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে-সেক্ষেত্রে তাহারা মাথায় নেকড়ের চামড়ার টুপি ব্যবহার করিত । সেই টুপিতে নেকড়ের কান লাগানো থাকিত, যেন কেহ দেখিয়া ফেলিলেও নেকড়ে বলিয়া ভুল করে ।

অস্ট্রেলিয়ায় সেখানকার আদিম অধিবাসীরা 'ইমু' নামক পাখীর পেছনে গোপনে ধাওয়া করে । 'ইমু' কতকটা উটপাখীর মতো মস্ত বড় পাখী । তাহারা

ইমুর চামড়া দেহে জড়াইয়া শরীরটাকে নোয়াইয়া হাঁটিতে থাকে। একটা হাত উপরে তুলিয়া রাখে পক্ষীটির গলা ও মাথার অনুকরণে।

স্কাউটেরা যখন ঘাসের ভিতর দিয়া কিছু দেখিবার চেষ্টা করে, তখন একটি রশি বা ফিতা মাথায় বাঁধিয়া উহাতে অনেক করিয়া ঘাস গুজিয়া দেয়। উহার কতক থাকে খাড়াভাবে আর কতক থাকে মুখের সামনে ঝুলিয়া যাহাতে তাহাদের মুখের চেহারা অদৃশ্য থাকে। কোনো বড় পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করার সময় তাহারা কখনো উহার শীর্ষ ভাগের উপর দিয়া তাকায়না বরং উহার একপার্শ্ব দিয়ে সতর্কভাবে লক্ষ্য করে।

গোপনাভিগমন সম্পর্কে উপদলের অনুশীলন

গোপনাভিগমনে পশ্চাৎভূমির সহিত পোশাকের বর্ণসাদৃশ্যের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শনের জন্য উপদলের ছেলেদের একজনকে পাঁচশত গজ দূরের কোন পশ্চাদ ভূমির সহিত তাহার পোশাকের রং মিলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পশ্চাদভূমির সম্মুখে দাঁড়াইতে দাও। দলের অন্যান্য স্কাউটেরা তখন সেই-ছেলেটি উক্ত পশ্চাদ ভূমিতে কিরূপে অদৃশ্য হইয়া যায় তাহা লক্ষ্য করিবে। ধূসর-বর্ণ পোশাক পরিহিত কোন ছেলে কালো পশ্চাদভূমির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলে সকলের চোখেই ধরা পড়িবে। কিন্তু ধূসর-বর্ণ কোন পর্বত বা বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইলে অতটা সুস্পষ্ট ভাবে দৃষ্ট হইবে না। কালো রং-এর পোশাক পরিহিত বালক সবুজ ক্ষেত্রে দাঁড়াইলে অদৃশ্য হইবে না। কিন্তু সেই ছেলেই যদি ভিতরে অন্ধকার ঘরের খোলা দরজার সামনে দাঁড়ায় তবে তাহাকে স্পষ্ট দেখা যাইবে না।

অসংযতভাবে নড়াচড়ার ফল ছেলেদের দেখাইয়া দিবে। স্কাউটদের সাধারণত গোপনীয় জায়গায় লুকাইতে বল। তাহারপর নড়াচড়া না করিলে খুঁজিয়া বাহির করা কত শক্ত তাহা প্রদর্শন কর।

এক আত্মাল হইতে অন্য কিছুর আড়ালে গিয়া লুকাইতে হইলে কিভাবে দ্রুত চলিতে হয়-তাহা শিখাইবে। নালার পার্শ্ব দিয়া এবং এক ঝোপ হইতে অন্য ঝোপে হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইবে। গোধুলির সময় গোপনাভিগমনের চেষ্টা করিবে। নিম্নলিখিত কতকগুলি খেলা সূর্যাস্তের পরে কিংবা অন্ধকারে খেলা যায়। প্রথমেই ঘোর অন্ধকারে খেলিতে আরম্ভ করিবে না।

গোপনাভিগমন সম্পর্কিত খেলাধুলা

স্কাউট শিকার- একজন স্কাউটকে বাহিরে লুকাইবার জন্য সময় দেওয়া হইবে। নির্দিষ্ট সময়ের পর অন্যান্য স্কাউটেরা তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইবে। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে কিংবা সে যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্যদের অজ্ঞাতসারে আগের জায়গায় ফিরিয়া আসিতে পারে, তবে তাহারই জিত।

সংবাদ বহন-জনৈক স্কাউটকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের দূরবর্তী কোন জায়গা হইতে অন্য কোথাও একটা সংবাদ পৌছাইয়া দিতে বলা হইবে। 'শত্রু' পক্ষের স্কাউটেরা কোন গোপনীয় জায়গায় লুকাইয়া থাকিয়া এরূপ সংবাদ বাহককে বাধা দিবে। সংবাদ বাহক সংবাদটি লইয়া নির্দিষ্ট স্থানে পৌছার পূর্বে যদি অন্তত দুইজন 'শত্রু' পক্ষের লোক তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে তবে সে 'মৃত' বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

হরিণ শিকার-উপদলের নেতা হইবে হরিণ। তাহার লুকাইবার দরকার নাই। সে ইচ্ছামত কখনো দাঁড়াইয়া থাকিবে, মাঝে মাঝে ইচ্ছামত নড়াচড়া করিবে।

অন্যান্য স্কাউটেরা তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইবে। প্রত্যেকই অদৃশ্যভাবে তার নিকটবর্তী হইতে চেষ্টা করিবে।

নেতা যেই মুহূর্তে কোন স্কাউটকে দেখিয়া ফেলিবে তখনই সে তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে নির্দেশ দিবে; এবং তাহার হার হইবে। নির্দিষ্ট সময় শেষ হইলে নেতা চীৎকার করিয়া বলিবে-“Time” অর্থাৎ সময় শেষ তখন সকলেই নিজ নিজ জায়গায় উঠিয়া দাঁড়াইবে। সব চেয়ে নিকটবর্তী স্কাউট হইবে জয়ী।

স্কাউটগণ নিঃশব্দে পা ফেলিয়া চলিতে পারে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এই একই খেলা খেলা যায়। বিচারকের চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। শুক ডালপালা ও নুড়ি পাথরময় স্থানই এই খেলার জন্য অধিকতর উপযোগী। একশত গজ দূর হইতে স্কাউটগণ অন্ধ শত্রুর সন্ধান আরম্ভ করিতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি (ধর দেড় মিনিটের মধ্যে) কাজ শেষ করিতে হইবে। অন্ধ ব্যক্তি তাহাদের সাড়া পাইবার আগে তাহাকে স্পর্শ করিতে হইবে।

পতাকা আক্রমণ-দুই পক্ষে হইবে এই খেলাটি। এক এক পক্ষে একাধিক পেট্রোল থাকিতে পারে।

প্রতি পক্ষেরই থাকিবে একটা নির্দিষ্ট স্থান বা ঘাঁটি। সেইটি হইবে একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে। সেই সীমার ভিতরে স্থাপিত তিনটি পতাকা থাকিবে। সেই-দল রক্ষা করিবে পতাকা তিনটিকে। রাত্রিকালে এই খেলা হইলে পতাকার পরিবর্তে তিনটি আলো দিলেই চলিবে। সেইগুলি রাখিবে মাটি থেকে দুইফুট উপরে। আড্ডার কেন্দ্রস্থল হইতে দুইশত গজের মধ্যে স্থাপন করিবে পতাকাগুলি (রাত্রিকালে একশত গজের মধ্যে)। রক্ষীদের স্কাউটেরা সকলে একত্রে বা জোড়ায় জোড়ায় লুকাইয়া এখানে সেখানে গুঁৎ পাতিয়া থাকিবে। তখন তাহাদেরই মধ্য হইতে কয়েকজনকে শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য পাঠানো হইবে। শত্রুপক্ষের ঘাঁটি আবিষ্কৃত হইলে, তাহারা গোপনে গুড়ি মারিয়া গিয়া সেখান হইতে পতাকা ছিনাইয়া আনিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু একজন স্কাউট একটা পতাকার বেশী আনিতে পারিবেনা।

এইরূপ ঘাঁটিতে স্কাউটেরা নিম্নরূপে দাঁড়াইতে পারে : -



কোন স্কাউট যদি অপর দলে পঞ্চাশ গজের মধ্যে আসে এবং তাহাকে তাহারা দেখিয়া ফেলে, সে 'মারা' যাইবে। বুকের উপর ভর দিয়ে গোপনে আসিতে পারিলে সে ঠিক থাকিবে।

পাহারাওয়ালার হিসাবে নিয়োজিত স্কাউটেরা জায়গা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারেনা, কিন্তু তাহাদের শক্তি দ্বিগুন বলিয়া গণ্য হইবে। দরকার হইলে তাহারা প্রতিবেশীদের কাছে বা নিজেদের দলের কাছে সংবাদ বাহক পাঠাইতে পারিবে।

প্রত্যেক ঘাঁটি এবং প্রত্যেক পেট্রোলের সহিত একজন 'বিচারক' থাকিবেন।

কোন নির্দিষ্ট সময়ে খেলা শেষ হইয়া যাইবে। তখন সকলে একত্রিত হইয়া রিপোর্ট দাখিল করিবে।

নিম্নরূপ নম্বর দেওয়া যাইতে পারে : -

প্রতিটি পতাকা বা বাতি দখল করিয়া আনিবার জন্য ৫ নম্বর, শত্রুপক্ষের ঘাঁটির অবস্থান সম্পর্কে প্রতিটি রিপোর্ট বা নক্সার জন্য ৫ নম্বর 'শত্রুপক্ষের পেট্রোল'ের গতিবিধি সম্পর্কে রিপোর্টের জন্য ২ নম্বর যে পক্ষ বেশী নম্বর পাইবে তাহাদেরই জিত।

নোট : এইরূপ খেলাকে বলা হয় "Wide Games" বা বিস্তৃত জায়গার খেলাধুলা। বিস্তৃত জায়গা জুড়িয়া এই খেলা চলে বলিয়া ইহাতে "মৃত" বা "ধৃত" করিবার প্রণালী প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক দলের একটা 'দলীয় প্রতীক' থাকা দরকার। কোন বিশেষ রং -এর কাপড়ের একটা ব্যাজ বাহুতে জড়াইয়া নিলেই চলিতে পারে। কিন্তু দূর হইতেও সেইটা দেখা যাওয়া চাই। এই প্রতীকটি খুলিয়া নিতে পারিলেই প্রতীক পরিহিত স্কাউট "মৃত" বলিয়া গণ্য হইবে। তৎপর সে বিচারকের নিকট গেলে তিনি তাকে "নব জীবন" দান করিতে পারিবেন। তখন আবার সে খেলায় যোগদান করিবে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই খেলায় সবচেয়ে ছোট্ট বা দুর্বল স্কাউটটি পর্যন্ত সবচেয়ে বলবান স্কাউটের মত সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে।



অতর্কিত আক্রমণ- পূর্নদলটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া এক দল অগ্রসর হইয়া রাস্তার নিকটবর্তী কোনো ঝোপ-জংগলে আশ্রয়গোপন করিবে। কিছুক্ষণ পর অপর দলটি তাহাদের অনুসরণ করিবে। তাহারা রাস্তা ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিবেনা। কোন স্কাউটকে দেখা মাত্রই তাহারা তার নাম ধরিয়া ডাকিবে যতক্ষণ ইচ্ছা এই খেলাটি চলিতে পারে। পর্যায়ক্রমে দলগুলি লুকাইতে ও খুঁজিতে পারে।



গোপনাভিগমনের এই পদ্ধতি

অনুসরণ করিতে চেষ্টা কর। যতদূর সম্ভব মাটির সহিত মিশিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে।

প্রথমে দলটিকে লুকাইবার সময় দিতে হইবে। একবার অভ্যাস হইয়া গেলে ঝটপট করিতে পারিবে। এই খেলায় একটা মজা আছে। কেউ দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পিছনে পড়িলে দলের অন্যান্যরা কিছু আড়ালে ঝটপট লুকাইয়া পড়ার সুযোগ গ্রহণ করিবে। যখনই পেছনের স্কাউটটি দলের সহিত একত্রিত হওয়ার জন্য দৌড়িয়া সেখানে যাইবে, সে দেখিতে পাইবে যে যেন যাদুমন্ত্রবলে তাহারা কোথাও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বেশ আমোদ হয়।

গোপনাভিগমন ও বিবৃতি

‘বিচারক’ খোলা জাগায় দাড়াইয়া থাকিয়া স্কাউটদিগকে এক একজন করিয়া বা জোড়ায় জোড়ায় বিভিন্ন দিকে যাইতে বলিবেন; তাহারা প্রায় অর্ধ মাইল দূরে যাইবে। যখন তিনি পতাকা দুলাইয়া খেলা আরম্ভ করার সংকেত দিবেন তখন

তাহারা সবাই কোথাও-না-কোথাও লুকাইবে। এইভাবে তাহারা বিচারকের অনুসরণ করিবে। অদৃশ্যভাবে বুকে ভর দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বিচারক কি করেন-না-করেন সবই লক্ষ্য করিবে। তাহারপর পুনরায় তিনি পতাকা আন্দোলিত করিলে, তাহারা সবাই উঠিয়া আসিয়া বিচারক কখন কি করিয়াছেন সে সম্বন্ধে পর্যায়ক্রমে বিচারকের নির্দেশমত লিখিত বা মৌখিক রিপোর্ট পেশ করিবে।

ইত্যবসরে বিচারক সকলদিকেই নজর রাখিবেন। তিনি কোনা ক্লাউটকে যতবার দেখিবেন ততবারই সেই ক্লাউটের নম্বর হইতে দুই নম্বর কাটিবেন। তিনি নিজে ছোটোখাটো নানা প্রকার কাজ করিতে থাকিবেন, যেমন-বসা, হাঁটুতে ভর দিয়া বসা, চশমা দিয়া দেখা, রুমাল দিয়া মুখ মোছা, কিছুক্ষণের জন্য মাথার টুপি খুলিয়া রাখা, বৃত্তাকারে কিছুক্ষণ হাঁটা, ইত্যাদি ক্লাউটেরা এইসব কাজ নোট করতঃ সে-সম্পর্কে রিপোর্ট দিবে। তাহারা প্রত্যেকটি ঠিক রিপোর্টের জন্য তিন নম্বর পাইবে। বিচারক যদি পূর্বেই একটি নম্বর দেওয়ার কার্ড তৈরি করিয়া রাখেন, তবে সময় বাঁচিবে। তাহাতে থাকিবে প্রত্যেক ক্লাউটের নাম, আর কতকগুলি বিভিন্ন ঘর (তিনি যে-সব কাজ করিবেন সেসবের জন্য) নম্বর কাটিবার জন্যও আরেকটি কলাম থাকা দরকার।

মাকড়সা ও মাছি

এক বর্গমাইল পরিমিত পল্লীগামে বা শহরের কোনো অংশ এই খেলার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া নিতে হইবে। তাহার চারদিকেই সীমানাও নির্ধারিত হওয়া দরকার। এই সমস্তটুকু জায়গাই হইবে মাকড়সার জাল। খেলার কার্য শেষ হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় থাকিবে।

একটি পেট্রোল বা উহার অংশ হইবে মাকড়সা। মাকড়সা কিছুক্ষণ আগেই একটা সুবিধামত জায়গায় গিয়া লুকাইবে। অপর একটি পেট্রোল বা উহার অংশ মিনিট পনের পরে রওনা হইবে। উহারাই হইবে মাছি। তাহারা মাকড়সাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। তাহারা ইচ্ছা করিলে নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িতে পারে কিন্তু যা কিছু দেখিবে সবই দলের নেতাকে জানাইতে হইবে।

প্রত্যেক দলের সঙ্গে থাকিবে একজন বিচারক। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে-ধর দুই ঘণ্টার মধ্যে-মাছি মাকড়সাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারে, তবে মাকড়সার জিত। মাকড়সা-দলের ছেলেরা মাছি দলের কোনো ছেলেকে দেখিতে

পাইলে তাহার নাম লিখিয়া রাখিবে। সেইরূপ মাছি দলের ছেলেরাও যদি মাকড়সা-দলের ছেলের দেরিতে পায় তাহারাও উহাদের নাম লিখিয়া রাখিবে। আর লিখিবে, কোথায় লুকাইয়া ছিল সেই জায়গাটার নাম।



বন্যপতর অগোচরে কাছে পিয়া তাহাদের অভ্যাস ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য অনেক সময়ক্ষেপন ও ধৈর্য সহকারে গোপনাভিগমন অভ্যাস করিতে হয়। নতুবা পর্যবেক্ষণের পাণ্ডায় পৌছা সম্ভব হয় না।





তারু জলসা কাহিনী-১৫শ

জীব-জন্তু

বন্য জন্তুর ডাক-পশু-পাখী-সরীসৃপ

মৎস্য শিকার-পোকা-মাকড়

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্কাউটেরা রাত্রিকালে, গভীর বনে জঙ্গলে কিংবা কুয়াসার মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বন্য পশুপাখীর ডাক ব্যবহার করিয়া থাকে। বিভিন্ন জানোয়ারের ডাক অবিকল নকল করিতে পারার আরেকটা সুবিধা আছে। কোন জন্তুর অভ্যাস ও জীবন যাত্রা প্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতে হইলে ইহাতে বিশেষ সুবিধা হয়। প্রথমটায় মুরগীর বাচ্চাদের সহিত কিংবা কুকুরদের সহিত কুকুরের ভাষায় কথা বলিতে শুরু করা যায়। খুব শিগগীরই তুমি কুকুরের ত্রুন্ধ বা ক্রীড়ামণ্ড গর্জন করিতে পারিবে। পঁচক, বন্য-পায়রা ও কোকিল প্রভৃতির ডাক সহজেই দেওয়া যায়।

ভারতবর্ষে আমি এক শ্রেণীর যাযাবর দেখিয়াছি যাহারা শৃগালের মাংস আহার করে। যত জানোয়ার আছে তাহার মধ্যে শৃগাল খুবই সন্দেহপরায়ণ। হাঁদ পাতিয়া

ইহাদের ধরা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু সেইসব যাযাবরেরা শৃগালের ডাক ডাকিয়া সহজেই উহাদের ধরিতে পারে।

কয়েকজন লোক কুকুর সঙ্গে নিয়া কোন জংলী জায়গার চারদিকে ঘাস কিংবা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে। সেই খোলা জায়গাটার মাঝখানে তাহাদের একজন আর একজনকে শৃগালের ডাকে ডাকিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তাহার স্বর উঁচুতে তুলিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মনে হইবে যেন একদল শৃগাল ডাকিতে



ভারতবর্ষে এক অদ্ভুত উপায়ে শৃগাল শিকার করা হয়। একজন লোক একপাল শৃগালের চিৎকার অনুকরণকরতঃ শুক পাতা উড়াইতে থাকে।

ডাকিতে সেইদিকে একসঙ্গে একত্রিত হইতেছে; এবং তর্জন গর্জন ও কামড়া কামড়ি করিতেছে। সেই সংগে লোকটি এক শুষ্ক শুষ্ক ডাল মাথার উপরে নাড়িতে থাকিবে, ইহাতে মনে হইবে যেন কতকগুলি জানোয়ার ঘাস ও নলখাগের ভিতর দিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। তৎপর সে আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়া ধূলাবালি উড়াইতে থাকে। এইভাবে সে ধূলাবালির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু তখনও সে একই ভাবে গজাইতে ও লড়াইয়ের মত ধস্তাধস্তি করিতে থাকে।

কোন শৃগাল সেই শব্দ শুনিতে পাইলে তখনই লতাপাতা ছিড়িয়া জংগল হইতে দৌড়াইয়া আসে আর সেই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করিবার জন্য ধূলা বাগির মধ্যে ঝাপাইয়া পড়ে। ধূলায় আবরণের ভিতরে মানুষ দেখিবা মাত্র উহা তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে বাহির হইয়া আসে। ইত্যবসরে চারদিক হইতে কুকুরগুলি দৌড়াইয়া দেওয়া হয়। তখন সেইগুলি ঝটপট উহাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলে।

বড়পশু শিকার

উইলিয়াম লঙ নামক জনৈক ভদ্রলোক “Beasts of the Field” বা “প্রান্তরের পশু” নামক তাঁহার মনোরম পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন কিভাবে একবার তিনি একটা শম্বরকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। শম্বর এক প্রকার বৃহদাকারের হরিণ এবং উহার নাকটি প্রলম্বিত ও কদাকার। এই প্রকারের হরিণ উত্তর আমেরিকা ও কানাডার বনে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের কাছে ঘেঁসা দুধর; ক্রুদ্ধ হইলে ইহারা বিপজ্জনক হয়।

হরিণটি যখন বনের ভিতরে ডাকিতেছিল, তখন লঙসাহেব নৌকায় চড়িয়া মাছ ধরিতেছিলেন। শুধুমাত্র কৌতুক করার জনই তিনি তীরে নামিয়া একটা বার্চ গাছের বাকল কাটিলেন। সেইটিকে পাকাইয়া একটা প্রায় পনের ইঞ্চি শিং তৈরিকরিলেন। বড় মাথার দিকে ব্যাস প্রায় পাঁচ ইঞ্চি এবং মুখের দিকে এক বা দুই ইঞ্চি উহার সাহায্যে তিনি সেই পুং শম্বরের গর্জনের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। উহার ফল হইল ভয়ংকর। শব্দ শুনিয় শম্বরটি ঝোপ-জংগল ভাংগিয়া ছুটিয়া আসিল। এমন কি জলে নামিয়া সাহেবকে ধরিবার চেষ্টা করিল। খুব ক্ষীপ্র গতিতে দাঁড় টানিয়া তিনি রক্ষা পাইলেন।

বিরাট জন্তু-যেমন হাতী, সিংহ, গণ্ডার, বন্যাশুকর, হরিণ এবং এরূপ অন্যান্য জানোয়ার শিকার অব্বেষণ করা কিংবা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা এক মজার খেলা। এই খেলায় কৃতকার্য হইতে হইলে তোমাকে পাকা ক্লাউট হইতে হইবে।

ইহাতে যথেষ্ট উত্তেজনা ও বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। পর্যবেক্ষণ, পদচিহ্ন বা সংকেত অনুসরণ ও আত্মগোপন সম্বন্ধে যাহা তোমাদের বলিয়াছি সে সবই এখানে কাজে লাগিবে। তাহা ছাড়াও জন্তু জানোয়ারের অভ্যাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও তোমাকে সব কিছুই জানিতে হইবে।

বলিয়াছি যে বড় পশুদের ‘শিকার’ বা পশ্চাদ্ধাবন একটি শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া, বলি নাই যে পশুদের গুলি করা উক্ত ক্রীড়ার শ্রেষ্ঠ অংগ বা বধ করার কারন। যতই তুমি পশুদের প্রকৃতি অধ্যয়ন করিবে ততই তাহাদিগকে পছন্দ করিবে। তখন দেখিবে যে বিনা প্রয়োজনে উহাদের বধ করিবার কোন স্পৃহাই তোমার মনে জাগিবে না। আর তুমি যতই তাহাদের চলন লক্ষ্য করিবে ততই তাহাদের মধ্যে খোদার অদ্ভুত সৃষ্টি-বৈচিত্র্য দেখিয়া তুমি চমৎকৃত হইবে।

শিকারীর দুঃসাহসিক জীবন

শিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ বনে দুঃসাহসিক জীবন যাত্রায়। অনেক সময়ে জন্তু-জানোয়ার শিকার করিতে গিয়া নিজেই উহাদের শিকারে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সংকেত বা পদচিহ্ন অনুসরণকরতঃ উহাদের খুঁজিয়া বাহির করা, চুপে চুপে জানোয়ারদের নিকটবর্তী হইয়া তাহাদের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করাও কম আনন্দের ব্যাপার নহে। সর্বশেষে গুলি করিয়া উহাদের বধ করার উত্তেজনা সমস্ত প্রক্রিয়ার অতি সামান্য অংশ মাত্র।

সতিকার প্রয়োজন ছাড়া কোনো কাউটেরই কোনো প্রাণী বধ করা উচিত নহে। যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই প্রাণীটিকে যতটা সম্ভব কম কষ্ট দিয়া ঝটপট হত্যা করা সমীচীন।

ক্যামেরা দ্বারা 'শিকার'

আজিকার অনেক শিকারী বড় পশু-শিকারের বেলায় বন্দুকের গুলি অপেক্ষা ক্যামেরার সাহায্যে শিকার করাই বেশী পছন্দ করেন। ইহাতেই তাহারা বেশী আনন্দ উপভোগ করেন। কিন্তু কেবল ছবি তুলিলে চলিবেনা শিকারকে বধ করিতেই হইবে।

একবার আমার ভাই পূর্ব আফ্রিকার জংগলে বড় জন্তু শিকার করিতে গিয়াছিলেন। ক্যামেরা লইয়া তিনি তখন বেশ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। বনে বসিয়া, বন্য জন্তুর পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া উহাদের নিকটে পৌঁছা এবং শেষটায় হাতী, গণ্ডর ও অন্যান্য বৃহদাকার প্রাণীর ছবি তোলা ইত্যাদি তাহাকে বিশেষ আনন্দ দিয়াছিল।

একদিন তিনি চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়া একটা হাতীর নিকটে পৌঁছিয়া ছবি তোলার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। ঠিক এমন সময় তাহার সংগী দেশীয় লোকটি চীৎকার করিয়া উঠিল; হুশিয়ার, জনাব। বলিয়াই সে দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল। পিছন ফিরিয়া আমার ভাই দেখিতে পাইলেন-একটা বড় আকারের হাতী তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আর মাত্র কয়েক গজ বাকী আছে। তৎক্ষণাৎ তিনি ক্যামেরার বোতাম টিপিয়া আলো জ্বালিলেন ও দৌড়াইয়া পলাইলেন। হাতীটি বেগে ক্যামেরার নিকট ছুটিয়া আসিয়া হঠাৎ থামিল। বোধ হয় সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ওটা একটা ছবি তোলার যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে। তখন সে খানিকটা বিরক্তির হাসি হাসিয়া ফের বনের ভিতরে চলিয়া গেল।



ক্যামেরা দ্বারা বড়পত 'শিকার' করিবার সময় তোমার পিছনেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নচেৎ তোমার শিকার তোমাকে অতর্কিতে আক্রমণ করিতে পারে।

Schilling সাহেবের "With Flashlight and Rifle in Africa" বন্য পশুদের ছবি সম্বলিত একখান চমৎকার পুস্তক। ইহার অধিকাংশ ছবিই রাত্ৰিকালে flash light এর সাহায্যে তোলা। ক্যামেরা ঠিকভাবে স্থাপন করিয়া রাখা হইত। পশুরা চলাফিরা করবার সময়ে ক্যামেরা সংলগ্ন তাহে ধাক্কা দিলেই ছবি উঠিয়া যাইত। এইভাবে Schilling সাহেব সিংহ, হায়েনা, সর্বপ্রকার হরিণ, জেব্রা ও অন্যান্য বহু প্রাণীর চমৎকার ছবি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটা ছবি আছে যাহাতে একটা সিংহ একটা হরিণ শাবকের উপর লাফাইয়া পড়িবার সময় শূন্যেই উড্ডীন অবস্থায় বিদ্যমান আছে।

বন্য শূকর ও চিতাবাঘ

সকল জন্তুর মধ্যে বন্য শূকর সবচেয়ে সাহসী, ইহাতে সন্দেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহারাই বনের রাজা, এইকথা সকল প্রাণীরই জানা আছে। রাত্ৰিকালে বনের মধ্যস্থিত কোন জলাশয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে সহজেই দেখা যাইবে যে, যে-সব জানোয়ার সেখানে জলপান করিবার উদ্দেশ্যে আসে, তাহারা সন্ত্রস্তভাবে চুপি চুপি এদিক ওদিক ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া অগ্রসর হয়। কিন্তু শূকরেরা তাহা করেনা। তাহারা সহজ গতিতে গর্বিত পদক্ষেপে বিরাট মাথাটি ধারাল দাঁতগুলি দুলাইয়া চলে। কাউকেই গ্রাহ্য করেনা তাহারা, কিন্তু সবাই তাহাদের ভয়

করিয়া চলে। এমনকি বাঘও তখন সেখানে জলপানের জন্য আসিলে চাপা গর্জনের সাথে সাথে সরিয়া পড়িবে।

মাঝে মাঝে আমি চাঁদনি রাতে বনের ভিতরে জানোয়ারদের বিশেষ করিয়া বন্য শূকরদের লক্ষ্য করিবার জন্য শুইয়া থাকিতাম।

আমি একটা বন্য শূকরের বাচ্চা ও একটা চিতা বাঘের ছানা ধরিয়া পালন করিয়াছিলাম। বাস্তবেই তারা ছিল খুব কৌতুকপ্রদ ও আনন্দদায়ক প্রাণী। শূকরটি থাকিত আমার বাগানে। যদিও উহাকে আমি খুব ছোটবেলা হইতেই পালন করিয়াছিলাম তবু পোষ মানাইতে পারি নাই। তাহাকে ডাকিলেই আমার কাছে



চিতা বাঘের ছানা মনোহর ও ক্রীড়া প্রিয় পোষা জীব হইতে পারে।

আসিত, কিন্তু খুব সতর্কভাবে। অপরিচিত লোকের কাছে ও কখন ঘেসিত না। দেশীয় লোকদের দেখিলেই ছুটিয়া গিয়া তাহাদের দাঁত দিয়া আক্রমণ করিতে চাহিত। বাগানের একটা গাছের শুড়ির চারদিক বেগে ঘুরিবার সময় সে তাহার দাঁতের ব্যবহার অভ্যাস করিত। সে অনবরত ইংরেজী আট সংখ্যাটির মত ইহার চারদিকে একবার মিনিট পাঁচেক ঘুরিয়া হঠাৎ আছাড় খাইয়া পড়ার মত মাটিতে কাত হইয়া শুইত এবং ক্রান্তির দরশন হাঁপাইতে থাকিত।

আমার চিতা বাঘটিও বেশ সুন্দর ও ক্রীড়াপ্রিয় ছিল। সে কুকুরের মত আমার সংগে চলিত। কিন্তু অপরিচিতদের বেলায় তাহার ব্যবহারের কোন নিশ্চয়তা ছিলনা।

আমার বিশ্বাস জন্তু জানোয়ার সম্বন্ধে জানিবার অনেক কিছুই আছে। প্রথমে সে-সব জন্তু পালন করিয়া এবং পরে বনের ভিতরে স্বাভাবিক পরিবেশে উহাদের সম্বন্ধে সঠিক খবর জানা সম্ভবপর।

বাড়ীতে পশু পর্যবেক্ষণ

বনে-জংগলে বড় বড় জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করিতে যাওয়ার পূর্বে বাড়ীতে বসিয়া পোষা ও বন্য সকল প্রকার জানোয়ার পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

যে সকল পোষা প্রাণী সচরাচর দেখা যায় প্রত্যেক স্কাউটেরই তাহাদের সম্পর্কে সব কিছু জানা উচিত। পল্লী গ্রামের লোক হইলে গরু-ঘোড়া-ছাগল-মেঘ ইত্যাদি সম্বন্ধে তোমাদের অনেক বিষয় জানা দরকার। কিভাবে ঘোড়ার যত্ন নিতে হয়, উহাদের দানা পানি দিতে হয়, গোসল করাইতে হয়, সাজ-পোশাক পরাইতে ও খুলিতে হয়, আস্তাবলে নিয়া কিভাবে রাখিতে হয় এবং পায়ে ব্যাথা পাইলে যে তাহাদের খাটানো অনুচিত, এই সমস্তই জানিয়া রাখা দরকার।

তোমার পোষা কুকুরটি

ভাল কুকুর স্কাউটের পরম বন্ধু বা উপকারী সাথী। সে যদি একটা কুকুরকে শিক্ষা দিয়া নিজের কাজের উপযোগী করিতে না পারে, তবে সে সত্যিকার স্কাউটই নহে। এই কাজ করিতে হইলে তাহার দরকার হইবে ধৈর্য, দয়া ও কুকুরটির প্রতি অকপট সহানুভূতির। পংখ-ভ্রান্ত লোকদের খুঁজিয়া বাহির করিতে ও চিঠি-পত্রাদি আদান প্রদানের কাজে সচরাচর কুকুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কুকুর সব প্রাণীর চাইতে বেশী মনুষ্যধর্মী। সেই জন্যই সে মানুষের সাহচর্য এত বেশী পছন্দ করে। সে স্বভাবতঃই খুব নম্রপ্রকৃতির ও বিনয়ী। সর্বদাই শিকার ধরিবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

পশু-চরিত্র পর্যবেক্ষণের স্থান

শহরের চাইতে গ্রামেই স্কাউটদের পক্ষে পশু-পাখী পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ অনেক বেশী।

কিন্তু বড় বড় শহরে বিশেষ করিয়া পার্কগুলিতে অনেক প্রকারের পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানকার চিড়িয়াখানাতে প্রায় সকল রকমের জন্তু-জানোয়ারই আছে। জীবিত অবস্থায় উহাদের দেখিবার সুযোগ পাওয়া যায় সেখানে।

ছোট শহরেও অনেক ক্ষেত্রেই জাদুঘর থাকে। সেই সকল জাদুঘরে বহু প্রকার জীব-জন্তুর কংকাল, দৈহিক আকৃতি ইত্যাদি সংরক্ষিত থাকে। জাদুঘর পরিদর্শন করিলে উহাদের নাম ও আকৃতি জানা যায়। পার্ক-এ গেলে অনেক পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। বাড়ীতে জানালায় কাছে পাখীর খাদ্যাধার রাখিলেও অনেক পাখী দেখিতে পাইবে। কিন্তু সবচেয়ে উত্তম পন্থা হইল সময় পাইলেই পল্লীগ্রামে যাওয়া। সাইকেলে কিংবা ট্রেনে চড়িয়া অথবা তোমার পা-দুটির সাহায্যে হাঁটিয়াও যাইতে পার। সেখানে পশু ও পাখীর খুব নিকটে গিয়া উহাদের ভালরূপে লক্ষ্য কর। তখন তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিতে পাইবে এবং বিভিন্ন পশুপক্ষীর নাম জানিতে পারিবে। তাহাদের পায়ের দাগ মাটির উপর দেখিতে কেমন তাহা জানিতে পারিবে। পাখীরা কেমন বাসায় বাস করে, উহাদের ডিম কেমন ইত্যাদি অনেক খবরই জানা সম্ভব হইবে।

সৌভাগ্যক্রমে তোমার নিজের ক্যামেরা থাকিলে তুমি অনায়াসেই পশুপাখীর ফটো সংগ্রহ করিতে পার। সাধারণ বালকেরা সচরাচর ডাকটিকিট ও বড় বড় লোকদের নাম, সহি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু পশুপাখীর ছবি সংগ্রহ করা উহার চাইতে অনেক বেশী আনন্দদায়ক কাজ।

পশু পর্যবেক্ষণ

প্রত্যেক প্রকার পশু-পর্যবেক্ষণই কৌতুকপ্রদ। একটি সাধারণ বেঁজির নিকটে উহার অজ্ঞাতসারে যাওয়া যতটা শক্ত একটা সিংহের নিকটে যাওয়াও ততটাই শক্ত।



পশুদের মাতা বাচ্চাদের শিক্ষা দেয়। এই সিংহী বোধ হয় বাচ্চাদিগকে বলিতেছে, মানুষ আসিলে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে।

আমরা প্রায়ই মনে করি যে, সকল জন্তুই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এই প্রবৃত্তি তাহাদের সহজাত ধর্ম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়-আমাদের বিশ্বাস একটা উদ্‌বিড়ালের বাচ্চা স্বাভাবিক নিয়মেই জলে সাঁতার কাটিয়ে পারে, কেবলমাত্র তাকে জলে ফেলিয়া দিলেই হইল, আর মানুষের প্রতি জন্মগত ভয় আছে বলিয়াই হরিণ তাহাকে দেখিলে ছুটিয়া পালায়।

উইলিয়াম লং-এর “বনের পাঠশালা”(School of the Woods) নামক পুস্তকে দেখা যায় যে, জন্তুরা তাহাদের চতুরতা মায়ের কাছে শিক্ষা করে। ছোট অবস্থায় মাতা তাহাদের এইসব শিক্ষা দিয়া থাকে। একবার তিনি একটা উদ্‌বিড়ালকে তাহার দুইটি বাচ্চাকে পিঠে করিয়া পানিতে লইয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক সাঁতারাইয়া সে হঠাৎ ডুব দিয়া তাহাদের কাছ হইতে সরিয়া গেল। বাচ্চা দুইটি তখন পানিতে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই সে উহাদের কাছাকাছি ভাসিয়া উঠিল; উহাদের তীরে উঠিতে সাহায্য করিল। এইভাবে ক্রমে সে তাহাদের সাঁতার শিখাইয়াছিল।

একবার পূর্ব আফ্রিকায় আমি একটা সিংহীকে তিনটি বাচ্চা লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। বাচ্চার এক সারিতে বসিয়া আমার আগমন লক্ষ্য করিতেছিল। আমার ঠিক মনে হইতেছিল কোন মানুষ তাহাদের দিকে আসিতে থাকিলে কি করিতে হইবে সিংহী তাহাই উহাদের শিখাইতেছিল। আপাততঃ সে তাহাদের বলিতেছিলঃ

“হে বৎসগণ, এইবার আমি চাই, শ্বেতাংগ মানব দেখিতে কেমন তাহা তোমরা সবাই লক্ষ্য করিবে, তাহারপর তোমরা একে একে লাফাইয়া উঠিবে এবং লেজ নাড়িয়া পিছনের দিকে সরিয়া পড়িবে। যে মুহূর্তে তোমরা লম্বা ঘাসের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া যাইবে, তখন হইতে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে চলিতে সেই লোকটির থেকে বাতাসের নিম্নদিকে চলিয়া যাইবে। এরপর লোকটিকে বাতাসের উজান দিকে রাখিয়াই তাহার অনুসরণ করিতে থাকিবে। তাহা হইলে সে কোথায় আছে তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে কিন্তু তোমরা কোথায় তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিবেনা।”

পাখী

যাহারা পাখী পর্যবেক্ষণ করে তাহাদের বলা হয় পক্ষিতত্ত্ববিদ । মার্ক-টোয়াইন নামক জনৈক সুরসিক ও সদাশয় আমেরিকান লেখক বলিয়াছেন -



তীব্র'কা-কা'ডাকা কাক পাখী প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় ।

“এমন লোক আছেন যাহারা পাখী বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন । তাহারা পাখীদের এত ভালবাসেন যে, নতুন কোন পাখী আবিষ্কারকরতঃ বধ করিতে মশগুল হইয়া অনেক সময় ক্ষুধা ও ক্লান্তি একেবারেই ভুলিয়া যান ।”

ইহাদেরই বলা হয় পক্ষিতত্ত্ববিদ ।

“আমি নিজেও একজন পক্ষিতত্ত্ববিদ হইতে পারিতাম, কেননা আমি সব সময়েই পাখী ও অন্যান্য প্রাণীদের ভালবাসিতাম । কি করিয়া পক্ষিতত্ত্ববিদ হওয়া যায় সেই চেষ্টাও আমি শুরু করিয়াছিলাম । একদিন আমি একটা পাখীকে এক গাছের উঁচুতে একটা মরা ডালে বসিয়া গান গাহিতে দেখিয়াছিলাম । তাহার মাথাটি ছিল পিছন দিকে হেলান আর মুখটা হা-করা । কোন কিছু না ভাবিয়াই তাহাকে গুলি করিলাম । হঠাৎ তাহার গান থামিয়া গেল আর সে গাছের ডাল হইতে সরিয়া গেল যেন একটুকরা ছেড়া নেকড়া । ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কুড়াইয়া নিলাম । কিন্তু ততক্ষণে সে মরিয়া গিয়াছে । তাহার দেহ তখনো গরম ছিল । মাথাটা এদিক ওদিক হেলিয়া পড়িতেছিল যেন তাহার ঘাড়টা ভাংগিয়া গিয়াছে । তাহার চোখের উপর পাতলা সাদা চামড়ার আবরণ, আর মাথার এক পার্শ্বে উজ্জ্বল একফোটা রক্ত । একি! আমার চোখে জল আসিল, আর কিছুই দেখিতে পারিলাম না । তাহারপর হইতে আমি আর এইরূপ কোন-জীবন-হত্যা করি নাই, যে আমার কোন ক্ষতি করে নাই ।”

পক্ষি-পর্যবেক্ষণ

মার্ক-টোয়াইনের মতানুসারে যে-কোনো পাকা স্কাউটকেই সাধারণতঃ পাকা পক্ষিতত্ত্ববিদ বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ সে গোপনে পাখীদের কাছে গিয়া তাহারা কি করে না-করে তাহা লক্ষ্য করিতে ভালবাসে। তাহাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের দ্বারা, কিভাবে এবং কোথায় তাহারা বাসা নির্মাণ করে, তাহা সে আবিষ্কার করে।

সাধারণ বালকদের মত পাখীর বাসায় গিয়া উহাদের ডিম চুরি করিতে চাহেনা। কিন্তু কিভাবে তাহারা ডিমে তা'দিয়া বাচ্চা ফোটায়, আর খাদ্য গ্রহণ করিতে ও লড়িতে শেখায় সেইটিই তাহারা লক্ষ্য করিতে পছন্দ করে। পাখীর ডাক ও উড়বার পদ্ধতি দেখিয়া কোনটা কোন পাখী তাহা সে জানিতে পারে। সে জানে কোন পাখী সারা বৎসর স্থায়ীভাবে এখানে থাকে এবং কোনটা কেবলমাত্র ঋতু বিশেষে আসে, কেমন খাদ্য তাহারা সবচেয়ে বেশী ভালবাসে, কিভাবে তাহারা পালক পরিবর্তন করে। তাহাদের বাসা কেমন আর কোথায় তাহা নির্মাণ করা হয় এবং তাদের ডিম দেখিতে কেমন।

তোমাদের বাড়ীর আশেপাশে যে সকল পাখী দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্যই জানা যায়। বিশেষ করিয়া শীত ঋতুতে প্রতিদিন তাদের খাদ্য দিলে তাহা আরো সহজ হয়। এখানে একটি মজার ব্যাপার আছে। ইহাদের গান করিবার রীতি বেশ অর্থপূর্ণ।

কতকগুলি পাখী স্ত্রীজাতীয় পাখীদের কাছে প্রেম নিবেদন করিবার জন্যে গান গায়। আবার অন্য প্রকারের পাখী যেমন মোরগ ইত্যাদি গান গাহিয়া যুদ্ধে আহ্বান জানায়।

হেরিং গাঙচিল গান গাহিতে চেষ্টা করিয়া এবং 'মহিলাদের' কাছে বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া নিজে কি ভয়ংকর গাধা বনে। বৃদ্ধ কাকের অবস্থাও 'তথৈবচ'।

পাখীর বাচ্চা যেভাবে ডিম থেকে ফুটিয়া বাহির হয় তাহাও কম মজার কথা নয়। কতকগুলি একবারে উলংগ অর্থাৎ পালকহীন; তাহাদের চোখ থাকে বন্ধ কিন্তু মুখ খোলা। আবার কতকগুলির গায়ে থাকে লম্বা লম্বা লোম। সেগুলিকে বেশ জীবন্ত বলিয়া মনে হয়। ডাহকীর বাচ্চা ডিম হইতে বাহির হইবার সংগে সংগেই সাঁতার কাটে। সাধারণ মুরগীর বাচ্চা কয়েক মিনিটের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করে।

কিন্তু চড়ই পাখীর ছানা বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত নড়াচড়া করিতে পারেনা। সেই কয়দিন উহাদের বাপ-মাকেই তাহাদের আহার ও যত্নের ভার লইতে হয়। লঙ সাহেব লিখিয়াছেন-

“ধর, তুমি একটা কাকের বাসা লক্ষ্য করিতেছ। একদিন না-একদিন তুমি দেখিতে পাইবে যে, মা-পাখীটি বাসার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার দুইটি পাখা বাচ্চাদের উপর ছড়াইয়া দিয়াছে। দেখা-দেখি বাচ্চারাও মায়ের অনুকরণ করিয়া পাখা মেলাইয়া দিবে। ইহাই হইল ইহাদের প্রথম পাঠ।”



পাখীর ছানা বাসা হইতে পড়িয়া গেলে তাহার পিতামাতা তাহাকে খাওয়াইতে আসে।

“পরদিন হয়ত তুমি দেখিবে বুড়া পাখীটা নখের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া খুব জোরে পাখার ঝাপটা দিতেছে। তখন বাচ্চারাও তাহা অনুকরণ করিবে। এইভাবেই তাহারা বৃদ্ধিতে পারে যে, পাখা দুইটি উহাদের দেহটিকে বহন করিবার একটি শক্তি। অন্য একদিন হয়ত তুমি দেখিবে -বুড়া পাখী দুইটিই বাসার চারিদিকে পাখার সাহায্যে লম্বা লম্বা লাফ মারিয়া এই ডাল হইতে ওই ডালে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সংগে বাচ্চারাও যোগ দিবে এবং এই খেলা খেলিতে থাকিবে। এইভাবে উহাদের অজ্ঞাত-সারেই তাহারা উড়িতে শিখিবে, কিন্তু বৃদ্ধিতেও পারিবেনা যে, উহাদের মা-বাবা উহাদের উড়িতে শিখাইতেছে।”

ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার পাখী আছে। নিচে কতগুলি পাখীর নাম দেওয়া হইল যাহাদের দেখিয়া বা ডাক চিনিয়া ক্লাউটদের উহাকে চিনিতে পারা উচিত।

ঘুঘু	কোয়েল	বাগিহাস
ফিসে	তিতির	বুলবুলি
পাতিহাস	টিট্টিভ	শঙ্খচিল
রাজহাঁস	ময়না	মুনিয়া

ডাহুক	পাপিয়া	বাবুই
বক	কোকিল	টিয়া
দোয়েল	চিল	শালিক
কাঠঠোকরা	রাজপাখি	তোতা
পেঁচা	ঈগল	কাকাতোয়া
শকুন	বুলবুলি	ময়ূর
চডুই	দাড়কাক	কাক
সামুদ্রিক কাক	মাছরাঙা	

অনেক বালকই পাখীর বাসা দেখিলে তাহার সমস্ত ডিম চুরি করিয়া লইয়া আসে। এইভাবে কত জাতীয় পাখী যে ধ্বংস হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই।

পাখীর বাসায় চুরি

পাখীর বাসায় চুরি অনেকটা বৃহদাকার-প্রাণী-শিকারের মত। পাকা শিকারীর মত তুমি যে পাখী চাও তাহার বাসা কোথায় থাকা সম্ভব তাহা তুমি অনায়াসেই বুঝিতে পার। বাসার ভিতরে হইতে বাহিরে, আর বাহির হইতে ভিতরে আসা-যাওয়া দেখিয়াই উহার বাসার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু কখনো বাসাটি নষ্ট করিয়া সব ডিমগুলি চুরি করিও না। যদি সত্যিই তুমি ডিম সংগ্রাহক হও তবে, একটিমাত্র ডিম লইতে পার। বাকিগুলি বাসায় রাখিয়া দেওয়া উচিত। সবচেয়ে বড় কথা-কখনই বাসাটিকে টানাহেঁচড়া করিও না। তাহা হইলে বুড়া পাখী দুইটি বাসা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে। আর বাসাস্থিত ডিমগুলি যাহাদের ভিতর হইতে একদিন ফুটফুটে বাচ্চা বাহির হইতে পারিত তাহার সবগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে।

ডিম না আনিয়া আর একটা কাজ করিতে পার। উহার একটা ফটো নাও কিংবা মা-পাখীটি ডিমের উপর বসিয়া তা দিতেছে এমন একটা ছবি আঁক। এইভাবে বিভিন্ন রকমের পাখীর ছবি সংগ্রহ করা বেশ চমৎকার অভ্যাস।

মৎস্য ও মৎস্য-শিকার

নিজের খাদ্যের প্রয়োজনে প্রত্যেক স্কাউটেরই মাছ ধরিতে জানা উচিত। যে কচিকদম মৎস্য-পরিপূর্ণ নদীর পারে থাকিয়া খাদ্যের অভাবে উপবাসী থাকে, তাহার মত বোকা আর নাই। তথাপি, মাছ ধরিতে না জানিলে, সেইরূপ অবস্থায় পতিত হওয়া একেবারেই বিচিত্র নয়।

মৎস্য-শিকারে স্কাউটিং এর অনেক গুণ বিকাশ লাভ করে। বিশেষতঃ বড়শী দিয়া মাছ ধরিবার বেলায় একথা আরো বেশী খাটে। মাছ ধরিবার কাজে কৃতকার্য হইতে হইলে মাছের অভ্যাস ও চালচলন, উহারা কেমন জায়গায় থাকিতে ভালবাসে, আবহাওয়া কেমন থাকিলে এবং দিনের কোন সময়টায় আহার করে, কোন রকম খাদ্য বেশী পছন্দ করে, কতদূর হইতে উহারা তোমাকে দেখিতে পাইবে ইত্যাদি সবই তোমার জানা উচিত। এইসব জানা না থাকিলে সারাদিন বসিয়া চোখ কানা করিলেও তোমার দ্বারা মাছধরা হইবেনা।

সাধারণতঃ প্রত্যেক প্রকারের মাছেরই নদীতে একটা নিজস্ব জায়গা আছে। যখনই কোন মাছকে তুমি তার নিজের বাসস্থানে দেখিতে পাইবে, তখনই তাহার কাছে গিয়া সে কি করে তাহা লক্ষ্য করিবে।

এইবার সরু সুতা দ্বারা তোমার কয়েকটা বিশেষ গেরো দিতে শেখা দরকার। যে ছেলের সব কয়টা আংগুলই বুড়ো আংগুলের মতো অচল, তার পক্ষে এইগেরো খুবই শক্ত।

নিচে অল্প কয়েকটি গেরোর নমুনা দেওয়া গেল। ইহা ছাড়াও আরো অনেক গেরো আছে।

এবার ফাঁসটির প্রতি লক্ষ্য কর-



সুতার সাথে ফাঁস পরাইতে হইলে এইরূপ কর -



সুতার সংগে বড়শী বাঁধিতে প্রায় একইরূপ গেরো দরকার—



দুইটি সুতা, এমনকি একটার চেয়ে আরেকটা মোটা বা মিহি হইলেও, এই নিয়ম অনুসরণ করিবে —



আর এইকাজে তোমার অসীম ধৈর্য থাকার প্রয়োজন। কখনো তোমার সুতা ঝোপ-জংগলে আটকাইয়া যাইবে, অথবা তোমার কাপড়েও আটকাইতে পারে। যখন অন্য কোন কিছুর সাথেই সংযোগ সাধন করিতে না পারে, তখন উহাতেই একটা গেরো বা প্যাঁচ করিয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়। সেইরূপ অবস্থায় রাগ করিয়া কোন ফায়দা নাই। তখন মাত্র দুইটি কাজ করিবার আছে—তাহার প্রথমটা হইল কপট হাস্য করা, আর দ্বিতীয়টি ধীরে সুস্থে বসিয়া বসিয়া কাজটি গুছাইয়া নেওয়া। তাহারপর এমনও হইতে পারে যে, সুতা ছিড়িয়া মাছটি পলাইয়া গেল। তখন অপরিমেয় নৈরাশ্য তোমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে কিন্তু মনে রাখিতে হইবেঃ মাছ যাহারা ধরিতে যায় তাহাদের প্রত্যেকেরই এইরূপ অবস্থা হয়। তবে সব দুঃখের অবসান হয় তখন, যখন সবশেষে একটা মোটা তাজা মাছ তোমার বড়শীতে ধরা পড়ে, আর তুমি সেইটা টানিয়া নিজের আয়ত্তে নিয়া আস।

বড়শীতে যখন মাছ ধর তখন আমি যেমন করি তেমন করিও। যেইটাকে তোমার খাদ্যের জন্য দরকার কিংবা নমুনাস্বরূপ যেইটা তুমি রাখিতে চাও, সেইটা ছাড়া বাকি সব শুকনায় তোলা মাছ ছাড়িয়া দাও। উহাদের মুখে বড়শীর যে

আঘাত লাগে তা বেশীক্ষণ যন্ত্রণাদায়ক হয়না। পুনরায় পানিতে ছাড়িয়া দিলে তাহারা আনন্দ-চিত্তে আবার সাঁতরাইয়া বেড়াইতে থাকে।



রুইমাছ ধরিতে বিশেষ নৈপুণ্য ও চালাকি প্রয়োজন।

রুইমাছ বেশ খানিকটা প্রতিরোধ করিতে পারে।

কাজেই উহা শিকার করিতে বেশ সতর্কতা প্রয়োজন।

তোমার ব্যবহারের টোপু শুষ্ক হলে অর্থাৎ উহা পানিতে না ডুবিয়া ভাসিয়া থাকিবে, মাছ শিকারে তোমাকে কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে-যেমন করিয়া হরিণ শিকারের সময় করা হয়। জাল দিয়াও মাছ ধরা যায়। স্কাউটেরা 'টেটা' দিয়া মাছ ধরিয়া থাকে। উহার তিনটি ধারাল ফলা থাকে। আমি নিজেও অনেকবার টেটা দিয়া মাছ ধরিয়াছি, কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট অভ্যাসের দরকার।

সাপ-খোপ্

স্কাউটদের সাপ-খোপ সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানা উচিত। কারণ, প্রায় সকল বন্য দেশেই অসংখ্য সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের অনেকগুলিই আবার বিষধর।

কখনও কখনও সাপ তাঁবুর ভিতরে এমনকি কবলের নিচেও অতর্কিতভাবে প্রবেশ করে। কখনও জুতোর ভিতরে গিয়া ঢোকে। সাপে পরিপূর্ণ দেশের বৃদ্ধরা রাত্রে বিছানায় শুইতে যাওয়ার পূর্বে ভাল করিয়া কবল ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া দেখে। ভোরে জুতো পায়ে দিবার আগে উহা ঝারিয়া সন্দেহ দূর করে তাহারপর পায়ে দেয়। আগের অভ্যাসবশতঃ এখনও আমি বাড়ীতে তাহা করিয়া থাকি।

সচরাচর সাপ খসখসে কোন কিছুর উপর দিয়া চলিতে চাহেনা। এজন্যই ভারতবর্ষে বাড়ীর চারিদিকে এমন একটি রাস্তা তৈরিকরা হয় যাহার পাথরগুলি অসমান ও ধারাল। বাড়ীর চারিদিকে এইরূপ প্রাচীর থাকিলে বাগান হইতে গৃহের ভিতরে সাপ উঠিয়া আসিতে পারেনা।

ছোটবেলায় আমি যখন কুলের ছাত্র ছিলাম তখন এক পদ্ধতিতে আমি সাপ মারিতাম। একটা লম্বা লাঠির এক প্রান্তে একটা ক্ষুদ্র চিম্টার মত বসাইয়া নিতাম। কোন সাপ দেখিলেই চুপি চুপি তাহার কাছে গিয়া তাহার ঘাড়ের উপর চিম্টাটি দৃঢ়ভাবে বসাইয়া দিতাম। তৎপর পুরাতন রুমালে পাকানো রশি দিয়া উহাকে বাঁধিয়া টানিয়া আনিতাম। তখন সাপুড়িয়াদের কাছে সেই সাপটি বিক্রি করা যাইত। কিন্তু সাপ পোষা খুব ভাল কাজ নয়। কারণ অনেক লোকই ইহাকে বিস্তর ভয় করে। বাড়ীর আশে পাশে যেখানে লোকজন যাতায়াত করে, সেই সব জায়গায় সাপ ছাড়িয়া দিলে অনেকে ভয় পাইতে পারে। সুতরাং এই কাজটি করা একেবারেই সমীচীন হইবেনা।

বিষধর সাপ

বিষধর সাপের মুখের ভিতরে একটি ছোট থলিয়া আছে। উহার ভিতরই থাকে সাপের বিষ। সাধারণতঃ সাপের দুইটি লম্বা আকারের দাঁত থাকে। সেইগুলি এক প্রকার কবজার উপর স্থাপিত। বিষদাঁত দুইটা মাড়ির সংগে বিছান থাকে। কিন্তু সাপ ক্রুদ্ধ হইলে এবং অপরকে দংশন করিতে চাহিলে সেইগুলি খাড়া হইয়া উঠে। তখন উহা সামনের দিকে মাথা ঝুঁকাইয়া শত্রুকে দংশন করে। সেই সময়ে মুখের ভিতরকার থলিয়া কিংবা বিষগ্রন্থি হইতে বিষ বাহির হইয়া চামড়ার উপরে দুইটি দাঁতের দ্বারা যে-ছিদ্রপথ তৈরি হইয়াছে তাহার ভিতরে গিয়া ঢোকে। তখন সেই বিষ দংশনপ্রাপ্ত লোকটির শিরায় প্রবেশ করামাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের সংগে সংগে সারা দেহে ছড়াইয়া পড়ে। উহা বন্ধ করিতে হইলে

তৎক্ষণাৎ শিরার উপরের দিকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া বিষটুকু চুষিয়া বাহির করিতে হইবে। সাপের বিষ মুখ দিয়া চুষিলে কোন ক্ষতি হয় না। যদি মুখে কোন প্রকারের ক্ষত না থাকে।

পোকা-মাকড় বা কীট পতংগ

পোকা মাকড় ইত্যাদি সংগ্রহ করা, মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করা বা উহাদের ফটো তোলা এক মজার ব্যাপার।

স্কাউটের মধ্যে যাহারা মাছ ধরে, পাখী কিংবা সাপ-খোপ সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে পোকা-মাকড় সম্বন্ধেও কিছু জানা একান্ত দরকার। কারণ উপরোল্লিখিত জীবসকল বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে বা দিনের বিভিন্ন সময়ে পোকা-মাকড় খাইতে খুবই পছন্দ করে।

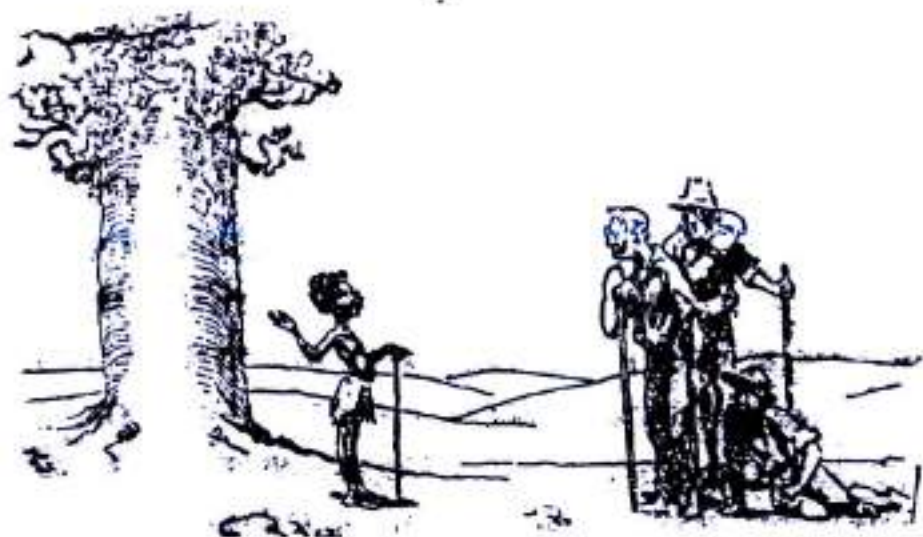
কেবলমাত্র মৌমাছি সম্বন্ধে বড় বড় পুস্তক লিখিত হইয়াছে। কারণ, মৌচাক রচনায় ইহাদের ক্ষমতা অদ্ভুত। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি ছয় মাইল পর্যন্ত গিয়া পৌঁছে। যে ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিবার রস পাওয়া যায়, উহা তাহারা দূর হইতে সহজেই চিনিতে পারে। মধু সংগ্রহ করিয়া তাহারা আবার অনায়াসে মৌচাকে ফিরিয়া আসিতে পারে। তাহারা পুরোপুরিভাবে একটা আদর্শ সমাজ গঠন করিয়া বাস করে। তাহারা তাহাদের রানী মৌমাছিকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া চলে আর যাহারা অকর্মণ্য হইয়া যায় তাহাদের মারিয়া ফেলে।

আবার এমন কতগুলি পোকা আছে যাহারা খাদ্য হিসাবে বেশ উপকারী। লোকাষ্ট নামক একপ্রকার বৃহদাকার ফড়িং ভারতীয় ও দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীরা আহার করিতে অভ্যস্ত। মেফেকিং থাকাকালীন বার দুই আমাদের মাথার উপর ইহাদের ঝাক দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। যখন তাহারা মাটির উপরে বসিয়া পড়িল তখন চটের খালি থলিয়া দিয়া তাহাদের পিটাইয়া মারিয়াছিলাম। পরে তাহাদের রৌদ্রে শুকাইয়া গুড়া করিয়া খাইয়াছিলাম। পিপড়া লবণের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

জীবন রক্ষীরূপে পিপড়া-

আমি এমন একটা ঘটনার কথা জানি যেখানে পিপড়া বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহারা তখন অনেকগুলি লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

একদল বৈজ্ঞানিক প্রফেসর একবার অস্ট্রেলিয়ার অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন দুশ্রাপ্য লতা-পাতা, গাছগাছড়া, জলু সাপ কীট ইত্যাদির খোঁজে।



অস্ট্রেলিয়ার বনে পশুভোজী ভ্রমণ করিবার সময় একদল বৈজ্ঞানিক
অধ্যাপক পানির অভাবে বিপদে পড়িলে একটি ক্ষুদ্র
দেশীয় বাপিকা তাহাদের সাহায্য করিয়া প্রাণ রক্ষা করে।

মরুভূমির উপর দিয়া চলিবার সময় তাহাদের পানি ফুরাইয়া গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহারা তৃষ্ণায় পাগলের মত এবং ক্রান্তিতে দুর্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শত চেষ্টাতে কোথাও পানি খুঁজিয়া পাইলেন না। মনে হইল তাহাদের পূর্ববর্তী অন্যান্য ভ্রমণকারীদের মত তাহারাও অবসন্ন হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিবেন।

সৌভাগ্যক্রমে একটি ছোট দেশীয় মেয়ে সেইখানে আসিয়া হাজির হইল। তাহারা সেই মেয়েটিকে আকারে ইংগিতে জানাইলে যে, তাহারা তৃষ্ণায় মৃতপ্রায়, সে তাহাদের জন্য গিয়া পানি লইয়া আসুক।

উত্তরে মেয়েটি এক পিপড়ার সারির প্রতি হস্ত সংকেত করিল। সেইগুলি একটা 'বাওবাব' গাছে সারিবদ্ধ-ভাবে আরোহণ করিতেছিল। এই গাছের গুড়ি বেশ মোটা ও ভিতরে ফাঁপা। উহার ভিতরটা একটা পানির টেংক বলিলেও

অত্যাক্তি হয় না। তখন সেই মেয়েটি একটা শুষ্ক ঘাসের ডগা কুড়াইয়া নিয়া গাছের একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র পথ পর্যন্ত আরোহণ করিল। সে ছিদ্র দিয়েই পিঁপড়াগুলো ভিতরে যাইতেছিল। ঘাসের ডগাটির একপ্রান্তে ছিদ্রপথে ঢুকাইয়া দিয়া অপর প্রান্ত নিজের মুখে পুরিয়া সে চুম্বিয়া পানি খাইতে লাগিল। এই উপায়ে মরুবাসী একটি ছোট্ট অসভ্য বালিকা কতগুলি পণ্ডিত ভদ্রলোককে এক অমূল্য জ্ঞান দান করিল। তাঁহারা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিদ্যা একত্র করিয়াও এই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই।

আমার বিশ্বাস ইহাদের সংগে কোন স্কাউট থাকিলে সে অনায়াসেই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিত। যে কোনভাবে সে তাহার চক্ষু ও বুদ্ধির সাহায্যে পিঁপড়াগুলির কার্য লক্ষ্যকরতঃ অনুমান করিতে পারিত যে, গাছের ছিদ্রপথে উহাদের যাওয়া-আসার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য বিদ্যমান আছে।

কীটপতংগ পর্যবেক্ষণ

পোকা মাকড় পর্যবেক্ষণ কথাটা শুনিতে খুব গুরুতর মনে হয় না। কিন্তু ফরাসী দেশের বিখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী কৃষক পুত্র হেনরী ফেব্রার (Henri Fabre) পোকামাকড়ের জীবন যাত্রা প্রণালী ও উহাদের চালচলন ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের সম্পর্কে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই গবেষণার জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

এমন কতকগুলি পোকা আছে, যাহারা সত্যিই আমাদের বন্ধু-যেমন গুটীপোকা, পল্লকীট ইত্যাদি। আবার এমন কতকগুলি পোকা আছে যাহারা আমাদের দূশ্মন। তাহারা শাক-সবজি নষ্ট করে এবং ফুলের উপর আক্রমণ চালায়। তোমরা সবাই জান যে, মশা ম্যালেরিয়া ও পীত জ্বরের জীবাণু ছড়াইয়া দেয়। এইগুলি খুব বিপজ্জনক রোগ সন্দেহ নাই। কিভাবে মাছি রোগের জীবাণু বহন করে তাহা স্বরণ করাইয়া দেওয়া নিম্প্রয়োজন। সেইজন্যেই বাড়ীতে কিংবা তাঁবুবাসে সর্বত্রই খাদ্যবস্তু ঢাকিয়া রাখা এবং কোন ময়লা যাহাতে এখানে সেখানে পড়িয়া না থাকে সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

বিভিন্ন প্রাণী পর্যবেক্ষণে উপদলের অনুশীলন

পর্যবেক্ষণের সাহায্যে নিম্নের বিষয় সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য স্কাউটদের পল্লীগ্রামের বিভিন্নস্থানে প্রেরণ করা যাইতে পারে:-

- (ক) কোন পদ্ধতিতে বন্য খরগোস গর্ত করে? যখন অনেকগুলি খরগোস ভীত হইয়া দৌড়াইতে থাকে, তখন অন্যদের দেখাদেখি কোন খরগোস দৌড়ায় কিনা? অথবা দৌড়াইবার আগে ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য সে চারদিকে দৃষ্টিপাত করে কিনা?
- (খ) কাঠঠকরা কীটপতংগ পাওয়ার আশায় গাছের গুড়িতে গর্ত করে কি? সে কি গাছের সাবেক গর্ত হইতে পতংগাদি ধরে? কিভাবে কাঠঠকরা উহাদের নাগাল পায়?
- (গ) মাছকে তাড়া করিলে নদীর কিনারা ধরিয়া শ্রোতের উজান দিকে না ভাটির দিকে যায়? তখন তাহারা কি স্থান ত্যাগ করিয়া একেবারে অন্যত্র চলিয়া যায়, না আবার নিজেদের জায়গায় ফিরিয়া আসে?

কোন বড় শহরে স্কাউটদের চিড়িয়াখানায় কিংবা প্রাকৃতিক ইতিহাস বিষয়ক যাদুঘরে লইয়া যাইতে পার। একদিনের জন্য প্রায় অর্ধ ডজন জানোয়ার পর্যবেক্ষণ করাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট।

তোমাদের উপদল যে প্রাণীর নাম ধারণ করে তাহাদের সম্পর্কে সব খবরাখবর জানিয়া লও। উহার ডাক, উহার বাসস্থান, পদচিহ্ন ও চালচলন জানা দরকার। উহা স্থানীয় কোন প্রাণী না হইলে চিড়িয়াখানা বা যাদুঘরে গিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে পার।

প্রত্যেক উপদলেরই বাইরের কাজের জন্য মাসিক "লগ্-বুক" রাখিতে হইবে। দলগতভাবে উহার ফলাফল তুলনা করা দরকার। প্রত্যেক স্কাউটেরই লগ্‌বুকে কিছুটা অবদান থাকা চাই, যেমন-কোন বিষয়ের বর্ণনা, কোন পাখী বা জন্তুর ছবি ইত্যাদি। স্কাউটদের নিজস্ব প্রাকৃতিক "ক্রাব বুক" যে পুস্তকে সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিন হইতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ছবি, প্রকৃতি বিষয়ক নানা তথ্য, বাইরের কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রয়োজনীয় খবরাখবর ইত্যাদি টুকিয়া রাখা যায়।



পল্লীগ্রামে পাখীদের জন্য 'ক্লাব' বানাতে পার,
খাওয়ার ঘর পানির গামলা এবং আরামে
বসিবার জন্য শাখার ব্যবস্থাসহ

স্কাউটদের ছবি তোলায় কাজে উৎসাহিত করিবে। চারিদিকের গাছগাছড়া, পাখীর বাসা প্রভৃতির ছবি তোলায় কাজে সস্তা দামের ক্যামেরাও ব্যবহার করা যায়।

গ্রামে কিংবা শহরে বিশেষ করিয়া শীতকালে পাখীদের আহার দান অভ্যাস করিতে পার। শহরে জানালার পার্শ্বে রক্ষিত খাদ্য ভাণ্ডার অনেক পাখীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রীষ্মকালে তৎসঙ্গে পানির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

ভালোভালো ছবি সংযুক্ত পুস্তকের সমন্বয়ে দলের লাইব্রেরি গঠন কর। উহাতে যে ছবি থাকিবে উহার সাহায্যে ছেলেরা বিভিন্ন জানোয়ার, পাখী, সাপখোপ, কীটপতঙ্গ, মছ ইত্যাদি চিনিতে পারিবে।

দলের জন্যে একজোড়া দূরবীন সংগ্রহ কর। তাহা হইলে স্কাউটেরা জন্তু জানোয়ার ও পাখীদের লক্ষ্য করিবার আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। বিবর্ধক কাঁচ এবং সম্ভব হইলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার স্কাউটদের শিক্ষা দাও। তাহারা যে কোন যন্ত্রপাতি ভালোবাসে, যাহার ফলে এক নতুন জগত তাহাদের চোখের সামনে জাগিয়া উঠে। এইসবের দ্বারা স্বভাবতঃই স্কাউটেরা আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

তাঁবু-জলসা কাহিনী-১৬শ

গাছ গাছড়া বা উদ্ভিদ

বৃক্ষ ও উহার পত্র-আহার্য উদ্ভিদ

উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ

যে অরণ্যবাসী লোকালয় হইতে অনেক দূরে গভীর বনে বাস করে তাহার পক্ষে মানুষের কাজে লাগে এমন গাছ গাছড়া ও লতাগুল্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা একান্ত দরকার। যে সকল পল্লী অঞ্চলের ভিতর দিয়ে স্কাউটেরা যাতায়াত করে, সেই সম্পর্কে অনেক সময় তাহাদের বর্ণনা লিখিতে হয়। কোন একটি বিশেষ জায়গা সম্বন্ধে যদি সে রিপোর্ট করে যে, উহা একটা “ঘন অরণ্যঞ্চল” তাহা হইলে পাঠকদের পক্ষে সেই অরণ্যে কি কি ধরনের গাছগাছড়া আছে তাহা জানা বিশেষ জরুরী।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়-যদি সেই অরণ্যে দেবদারুজাতীয় গাছ থাকে, তবে বৃষ্টিতে হইবে যে, সেতু নির্মাণের জন্য সেইখানে প্রচুর কাষ্ঠখণ্ড পাওয়া যাইবে। আর যদি সেইখানে নারিকেল গাছ থাকে, তাহা হইলে খাইবার জন্য নারিকেল ও পান করিবার জন্য “দুগ্ধ” (ডাবের পানি) পাওয়া যাইবে। উইলোগাছ থাকিলে বৃষ্টিতে হইবেঃ নিকটেই কোথাও পানি আছে। দেবদারু, ‘আখের’ ঝোপ বা আঠার গাছ ইত্যাদি জাতীয় গাছ থাকিলে সেইখানে প্রচুর জ্বালানী কাঠ পাওয়া যাইবে।

সুতরাং স্কাউটদের পক্ষে দেশের নানা প্রকার বৃক্ষের নাম, উহাদের আকৃতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে সব খবরই জানা একান্ত দরকার।

স্কাউটদের প্রত্যেক রকম গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়া পরে সেইগুলি গাছের তাজা পাতার সংগে মিলাইয়া দেখা উচিত। তৎপর ভিন্ন ভিন্ন গাছের সাধারণ আকৃতি ও গঠন সম্পর্কে ধারণা করা দরকার। তাহা হইলে দূর হইতেও গাছ

চিনিতে তাহাদের অসুবিধা হইবে না; গ্রীষ্মকালেও নহে, শীতকালেও নহে। কোন কোন গাছের আকৃতি বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দূর হইতে দেখিলে গঠন থেকেই বলিয়া দেওয়া যায়, উহারা কোন শ্রেণীর গাছ। আমাদের দেশের দেবদারু, তাল নারিকেল-সুপারি গাছ চিনিতে কাহারও কষ্ট হয় না। আমগাছ, জামগাছ, বটগাছ ইত্যাদিও অনেকটা সেই রকম সহজেই চেনা যায়।

ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত গাছসমূহ স্কাউটদের চেনা প্রয়োজন।

বদরী ফল	কাঠবাদাম	সেগুন	পিত্তরাজ
নিম	তেতুল	কাঁঠাল	কাচগোলাপ
পেয়ারা	ডুমুর	শাল	নারিকেল
অশোক	ওক	দারুচিনি	দেবদারু
ভূত	আম	একশিয়া	
চন্দন	কড়ই	মহুয়া	
সিরিশ	বট	পিপুল	
খেজুর	তাল	সুপারি	
চাঁপাফুল	জারুল	ঝাউ	

বন-রক্ষী

স্কাউট হিসাবে তোমাদের প্রত্যেকেই বন-রক্ষী। স্কাউট কখনো ছুরি বা কুড়াল দ্বারা বনের কোন গাছকে কাটিয়া নষ্ট করেনা। গাছ কাটিয়া ফেলিতে বেশী সময় লাগে না, কিন্তু একটা গাছ বাড়াইয়া তুলিতে অনেক বছর লাগে। কাজেই বিশেষ প্রয়োজন না হইলে সে কখনো গাছ কাটে না। কেবলমাত্র হাতের সুখে কুড়াল চালান তাহার কাজ নহে। একটা গাছ কাটিলে অন্তত দুইটা গাছ রোপণ করা সবারই কর্তব্য।



Learn to sketch the leaves and outline of trees, such as this Oak.

জ্বালানী কাঠ

জ্বালানী কাঠরূপে ব্যবহারের জন্য তাজা গাছ কাটার দরকার সচরাচর হয় না। কারণ, সব জায়গাতেই মাটিতে প্রচুর মরা গাছ ও ডালপালা পড়িয়া থাকিতে দেখা

যায়। তাহা ছাড়াও গাছের শুষ্ক ডাল ভাংগিয়া নিলেই সে কাজটি অনায়াসে চলিতে পারে। তাজা গাছের চেয়ে শুষ্ক কাঠ সহজেই জ্বলে।

সচরাচর দেখা যায় যে, নরম কাঠ, যেমন-মাদার, দেবদারু, হিজল, শিমুল ইত্যাদি অতি সহজেই আগুনে জ্বলে উঠে। পানি গরম করা ইত্যাদি ছোটখাটো কাজের জন্যে এগুলি বেশ উপযোগী। আবার শক্ত কাঠ, যেমন-তেতুল, গজারী, আম, কাঁঠাল, ইত্যাদি রান্না বান্নার কাজে সুবিধা হয়।

আমেরিকায় একটা কথা আছে, একটা গাছ হইতে লক্ষ লক্ষ দিয়াশলাইয়ের কাঠি তৈরি হয়, আবার একটা কাঠি দ্বারা লক্ষ লক্ষ গাছ ধ্বংস হইতে পারে। কিন্তু স্কাউটেরা আগুন সম্পর্কে খুব হুঁসিয়ার। যখনই তাহারা আগুন জ্বালিয়া কোন কাজ করে, কার্যশেষে তাহা পানি ঢালিয়া, পুরোপুরি নিবাইয়া তারা সেই স্থান ত্যাগ করে।

বিভিন্ন রকমের গাছ

কোন প্রকারের গাছ তোমাদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা অবশ্যই জানা উচিত।

মনে কর সংগে কোন খাদ্যসামগ্রী না লইয়াই তোমরা বন বিহারে গিয়াছ। গাছ গাছড়া, লতাপাতা সম্বন্ধে তোমাদের কোন ধারণা নাই। এইরূপ অবস্থায় পড়িলে হয় না খাইয়া, নয়ত বা অজ্ঞতা বশতঃ বিষাক্ত কোনো গাছের ফল মূল ইত্যাদি খাইয়া তোমরা মারা যাইতে পার। কারণ, কোন গাছের ফল কিংবা মূল বিষাক্ত আর কোনটা উপাদেয় খাদ্য সেই সম্পর্কে তোমাদের মোটেই জ্ঞান নাই।

খাদ্যের উপযুক্ত গাছ-গাছড়া

এমন অনেক জাম, বাদাম, মূল, বাকল, পাতা ইত্যাদি আছে যেগুলি বেশ ভাল খাদ্য। ক্যাম্পের আশে পাশে সেইসবের কোন কোনটা পাওয়া যায় তাহা দেখিয়া লও। এইগুলি দিয়া শিবিরে এক বেলা ভোজের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা কর।



ইউরোপীয় এলুম বৃক্ষের আকৃতি বিশেষ ধরনের। লোমবারতির পপুলার বৃক্ষের গঠনও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

বিভিন্ন প্রকার শস্য ও বীজ, শাক-সব্জীর মূল ও ঘাসপাতা ইত্যাদি আহার্যরূপে ব্যবহার করা যায়। এক প্রকার শেওলা আছে যাহা খাওয়া যায়। কোন কোন সামুদ্রিক তৃণও খাদ্য শ্রেণীভুক্ত।

মাঠে কিংবা বনে যে সকল সাধারণ ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, সেইসবের নাম ও গুণাগুণ তুমি হয়ত জানিতে চাহিবে। আমাদের বাগানে যে সকল ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের কতকগুলির সহিত উহাদের সম্পর্ক আছে। সৌন্দর্যের দিক দিয়াও ইহাদের কোন কোনটির মধ্যে মিল আছে। আবার কতকগুলি আছে শাক পাতাজাতীয়। সেইগুলি খাদ্যে সুগন্ধের জন্যে রান্নায় ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গাছগাছড়া পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে উপদলের অনুশীলন

বালকদের বাহিরে লইয়া গিয়া নমুনারূপ বিভিন্ন প্রকার গাছের পাতা, ফল কিংবা ফুল সংগ্রহ করিয়া তাহাদের আকার ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে শীতকালে কিংবা গ্রীষ্মকালে উভয় ঋতুতেই

হরেক রকম গাছের পাতা সংগ্রহ কর। উহাদের নক্সা অংকন করতঃ স্কাউটেরা প্রত্যেকটিতে উহাদের নাম লিখিবে।

পল্লী গ্রামে বালকেরা শয্যাক্ষেত্রে গিয়া সেইখানে এইসবের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিবে। তাহা হইলে দেখামাত্রই কোন ফসল উৎপন্ন হইতেছে তাহা চিনিতে পারিবে।

তোমাদের অঞ্চলে যে সকল বন্য গাছগাছড়া খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় উহাদের খুঁজিয়া বাহির কর।

গাছের পাতার ছাপ খাতায় সংগ্রহ করিয়া রাখ।

প্রথমেই কার্বন পেপার (ছাপ নেওয়ার কাগজ) যোগাড় করিয়া লও। সেই কাগজটি খাতার পাতায় বিছাইয়া তাহার উপর পাতাটি বিছাও। পাতার শিরাগুলি থাকিবে নীচের দিকে। উহার উপরে একটা পাতলা কাগজ পাতিয়া খুব ঘষিতে থাক। এইবার উপরের কাগজটি তুলিয়া নিয়া পাতাটি সরাইয়া ফেল। তৎপর সেই পাতাটি পুনরায় আসল কাগজের উপরে স্থাপন কর। শিরাগুলো এবারেও নীচের দিকেই থাকিবে। উহার উপরে আবার একটা পাতলা কাগজ পাতিয়া পূর্বের ন্যায় ঘষিতে থাকিবে। ইহাতে সেই পাতার পরিষ্কার ছাপ পাওয়া যাইবে।

নানা প্রকার বন্য ফুল যোগাড়ের কাজে স্কাউটদের উৎসাহিত করিবে। সেই সকল ফুল তাহারা ব্লটিং কাগজের (Blotting paper) মোটা বইয়ের ভিতরে দুই পাতার মধ্যে চাপিয়া রাখিবে।

বৃক্ষ পর্যবেক্ষণের খেলা

ওটা আবার কি?—দুইজন স্কাউট বাহিরে গিয়া সংকেতের সাহায্যে একটা সুনির্দিষ্ট পথ তৈরি করিবে। তাহারা এমন একটা বিশিষ্ট সংকেত উদ্ভাবন করিবে যাহার অর্থ হইবে—ওটা আবার কি? যেমন— একটা বৃন্ত অংকন করিয়া উহার মধ্যভাগে একটা সরল রেখা টানিয়া দেওয়া এবং উহার পাশেই একটা সংখ্যা। প্রথম দুইজনের মিনিট দশেক পরে দলের বাদবাকি ছেলেরা রওনা হইবে। তাহারা সবাই এক সংগে কিংবা ভিন্ন ভিন্নভাবেও যাইতে পারে। তাহাদের প্রত্যেকেরই সংগে থাকিবে নোট বই ও পেনসিল। খেলার আসল ব্যাপারটি হইল এই যে— যতগুলো “ওটা আবার কি” চিহ্ন দেখিতে পাইবে তাহার সবগুলি নোট বইয়ে টুকিবে, উহার নিকটতম বস্তুটির প্রকৃতি উল্লেখ করিবে যেমন একটা বটগাছ, বন্য ফুলগাছ ইত্যাদি।

কে কতটা সংকেত—চিহ্ন আবিষ্কার করিল এবং উহাদের পার্শ্বস্থিত বস্তুর নির্ভুল বর্ণনা দিল তাহার উপরেই নম্বর দেওয়া হইবে।

এই খেলাটি কেবল আনন্দদায়কই নহে। উহার দ্বারা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায়। উহা উদ্ভিদ-বিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের সহায়ক। উদ্ভিদ-সংগ্রহ দৌড়ের প্রতিযোগিতা—উপদল নেতা তাহার স্কাউটদের পদব্রজে বা সাইকেলে রওনা করাইয়া দিবে, তাহারা খুশীমত যে কোন দিকে ছুটিয়া গিয়া আদিষ্ট গাছ কিংবা উহার পাতা, ফুল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিবে। যেমন—বিষকাটালি, ক্ষেতপাঁপড়া ও টাকামানকুনি গাছ; কাঁঠাল, লেবু ও লিচুগাছের পাতা; গোলাপ, বেলি ও ধূতুরা ফুল ইত্যাদি। ইহাতে গাছগাছড়া সম্বন্ধে তাহাদের বিদ্যার অনুশীলন হইবে। যে সকল গাছ পাতা সংগ্রহ করিতে হইবে তাহাদের কোন্টা কোথায় দেখিয়াছে সে সম্পর্কে স্মৃতি শক্তিরও পরীক্ষা হইবে। আর সেইস্থানে ঝটপট গিয়া অসীষ্ট বস্তুটি লইয়া দ্রুত ফিরিয়া আসার তৎপরতাও অভ্যস্ত হইবে।



৬ষ্ঠ অধ্যায়-সহনশীলতা
তাঁবু-জলসা কাহিনী-১৭শ
শক্তি-সঞ্চয়ের উপায়

স্কাউটদের শক্তি-সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা-ব্যায়াম-দেহ, নাক, কান, চোখ,
নখ ও দাঁতের যত্ন নেওয়ার অভ্যাস।

এক সময়ে জনৈক স্কাউট মারাত্মক কলেরাজক্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষের এক হাঁসপাতালে চিকিৎসার জন্যে আনীত হইয়াছিল। ডাক্তার রোগীর দেশীয় শুশ্রূষাকারীকে বলিলেন-এই ছেলেটির জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় হইল তাহার পাদুইটি গরম রাখা আর তাহার শরীরটা অবিরত মর্দনকরতঃ রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া চালু রাখা।

ডাক্তার সেইখান হইতে সরিয়া যাইবার মাত্রই দেশীয় লোকটি মর্দন বন্ধ করিয়া দিব্যি আরামে ধূমপান শুরু করিয়া দিল।

হতভাগ্য রোগীটি কথা বলিতে না পারিলেও কি ঘটিতেছে সবই বুঝিতে পারিল! দেশীয় শুশ্রূষাকারী লোকটির আচরণে সে খুব রাগান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ

স্থির সংকল্প করিল যে অন্ততঃ ঐ লোকটিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্যই তাহাকে ভাল হইয়া উঠিতে হইবে। তাহার প্রবল ইচ্ছা শক্তির জোরেই শেষ পর্যন্ত সে সত্যই ভাল হইয়া উঠিল।

স্কাউটের নীতিবাক্য হলো—মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কথা মুখে আনিও না। সে যদি বাস্তবিকই ইহা মানিয়া চলে, তবে অনেক বিপদের হাত হইতেই উহা তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিবে, এমন কি সব কিছুই তাহার প্রতিকূল মনে হইলেও উহা সাহস ধৈর্য ও শক্তির সমবায়ে গঠিত এক মিশ্র গুণ, যাহাকে অন্য কথায় আমরা “সহনশীলতা” বলি।

সহনশীলতার দৃষ্টান্ত

দক্ষিণ আফ্রিকার নামজাদা শিকারী ও স্কাউট এফ. সি. সিলাস (F.C. Selous) কয়েক বৎসর আগে জামবেসী নদীর উত্তরে অবস্থিত ব্যারোটসিল্যান্ড (Barotseland) নামক স্থানে শিকার অভিযান কালে স্কাউটের সহনশীলতার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মধ্য রাত্রিতে বিপদের এক দল



শরীর সবল রাখিবার জন্য কি ভাবে ব্যায়াম করিতে হয় তাহা পতরা জানে, ঘোড়া ছাড়িয়া রাখিলে মনের সুখে লাফালাফি করিতে থাকে।

লোক অতর্কিতে তাহাদের তাঁবুর উপর আক্রমণ চালায়। দুশমনরা খুব নিকটবর্তি স্থান হইতে গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তিনি তাঁহার স্থানীয় লোকের ক্ষুদ্র দলটিসহ তৎক্ষণাৎ আঁধারের বুকে ছড়াইয়া উচ্চ ঘাসের

আড়ালে আত্মগোপন করেন। সিলাস্ নিজের বন্দুকটি তার কিছুসংখ্যক কারটিজ লইয়া ঘাসের মধ্যে নিরাপদে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের দলের একজনকেও দেখিতে পান না। তিনি দেখিলেন, দুশ্মনরা তাহাদের তাঁবুটি অধিকার করিয়া নিল। তখন তাঁহার হাতে ছিল মাত্র অল্প কয়েক ঘণ্টার অস্ত্রকার। এই সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে পলাইতে হইবে। তিনি দক্ষিণমুখী যাত্রা শুরু করিলেন। দক্ষিণ-আকাশের দিক নির্ণয়কারী তারাগুলি লক্ষ্যকরতঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দুশ্মনদের একটা ঘাঁটির নিকট দিয়া সত্ত্বর্ণপে যাইবার সময় তিনি শুনিতে পাইলেন, তাহারা কথাবার্তা বলিতেছে। তৎপর তিনি সাতরাইয়া একটা নদী পার হইলেন। শেষটায় অনেক দূরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন তাঁহার পরিধানে ছিল সার্ট ও সর্ট আর পায়ে এক জোড়া জুতা মাত্র। পরের কয়টা দিন ও রাত্রি তিনি কেবল দক্ষিণ দিকেই ক্রমাগত চলিলেন। দুশ্মনদের এড়াইবার জন্য প্রায়ই তাঁহাকে আত্মগোপন করিতে হইত। খাদ্যের জন্য তিনি হরিণ শিকার করিতেন।

একদিন রাত্রিকালে মিত্র মনে করিয়া এক গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সেইখানে তাঁহার বন্দুকটি চুরি গেল। তিনি আবার পলাতক হইলেন। তখন তাঁহার আত্মরক্ষার কিংবা আহাৰ্য্য সংগ্রহের কোন উপায়ই রহিল না। সে যাহাই হোক বাঁচিয়া থাকিবার শেষ সুযোগটি অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত তিনি দমিবার পাত্র ছিলেন না। ক্রমাগত তিনি চলিতে থাকিলেন। অবশেষে এমন এক জায়গায় আসিয়া পৌঁছিলেন যেখানে তাঁহার দলের কয়েকজন লোকের সাথে দেখা হইয়া গেল। তাহারাও কোন রকমে জীবন লইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। আরো অনেকদূর ভ্রমণের পর তাহারা মিত্র এলাকায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

কিন্তু কী ভয়ানক বিপদের মধ্যেই না তাহাদের সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

সেই আক্রমণের পর তিন সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ সময়ই সিলাস্ একাকী কাটাইয়াছেন, -শত্রুদ্বারা অনুসৃত, তীব্র ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির, রাত্রিতে-হাড়-কনকনে শীত আর দিবসে অসহ্য গরমের তীব্র দহন।

অসামান্য সহনশীল স্কাউট ব্যতীত অন্য কেহই এই বিপদে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। তবে সিলাস্ ছিলেন এমন পুরুষ যে বাল্যকালে রীতিমত যত্ন ও ব্যায়ামের সাহায্যে শরীরটাকে শক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। সেইজন্যই সব সময় তাঁহার মনে ছিল অসীম সাহস।

এতে বোঝা যায় যে, পরিণত বয়সে এরূপ দুঃসাহসের কার্যে না দমিয়া বীরের মত বিপদ উদ্ভীর্ণ হইতে হইলে বাল্যকালে নিজেকে শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সহনশীলতা শিক্ষার ভুল পথ

কিছুদিন আগে একজন লোক আমার কাছে বানিকটা গর্বের সহিত বলেতেছিল যে, তিনি তাহার ছেলেকে দীর্ঘ পথ মার্চ করাইয়া আর সাইকেলে দৌড়াইতে দিয়া সহনশীলতা শিক্ষা দিতেছেন। আমি সেই লোকটিকে বলিয়াছিলাম— যে আপনি ছেলেকে সহনশীলতা শিক্ষার পরিবর্তে উল্টা কাজ করিতেছেন, কারণ, সহনশীলতা শিক্ষা করিতে হইলে বিশ্বয়কর শারীরিক ডন-কুস্তির দ্বারা তাহা লাভ করা সম্ভব নহে। ইহাতে তাহার হৃৎপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে পারে। কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিমিত অংগ চালনার দ্বারা সে সুস্থ ও বলবান হইতে পারে। এইরূপভাবে বড় হইলে তাহার মাংসপেশী সুগঠিত হইবে এবং সে কোন কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ অনায়াসেই করিতে পারিবে; যাহা কোন দুর্বল লোকের পক্ষে সম্ভব নহে।

শারীরিক ব্যায়াম ও উহার উদ্দেশ্য

শারীরিক ব্যায়ামের নামে আজোবাজে অনেক কিছুই লোকে করিয়া থাকে। অনেকেই মনে করে যে, ব্যায়ামের উদ্দেশ্য হইল বিপুল মাংসপেশী গঠন করা। কিন্তু সুস্থ ও সবল হইতে হইলে প্রথমেই শুরু করিতে হইবে দেহের ভিতরটা লইয়া; যাহাতে দেহে নিয়মিত রক্ত-সঞ্চালন হয় এবং হৃৎপিণ্ড সঠিক কাজ করে। উহাই স্বাস্থ্য গঠনের গূঢ়-রহস্য আর দৈহিক ব্যায়ামের দ্বারাই সেই রহস্য উদ্ঘাটন করা যায়।

উহার প্রণালী এই :-

- (ক) হৃৎপিণ্ডকে শক্তিশালী কর। তাহা হইলে দেহের সকল অংগ-প্রত্যংগে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সুচারুরূপে চলিতে থাকিবে। উহার দ্বারাই মাংস, হাড় ও পেশীসমূহ সুগঠিত হইয়া থাকে। ব্যায়াম :- ধ্বস্তাধস্তি এবং কজির যুদ্ধ।
- (খ) ফুসফুসটি শক্তিশালী কর, রক্তে প্রচুর পরিমাণে টাটকা বায়ুর স্পর্শ দানের জন্য; ব্যায়াম:-গভীর শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া;
- (গ) রক্ত হইতে দূষিত পদার্থ দূর করিবার জন্য শরীর ঘামাও। ব্যায়াম :- গোসল বা ভিজা গামছা দ্বারা শরীর মার্জনা করা।
- (ঘ) রক্তের পুষ্টির জন্য পাকস্থলিকে কাজ করাও।
ব্যায়াম:- শরীর বাঁকানো বা মোচড় দেওয়া; পৃষ্ঠা
- (ঙ) শরীর হইতে খাদ্যের অবশিষ্টাংশ ও ময়লা দূর করিবার জন্য অন্ত্রকে সক্রিয় রাখ।
ব্যায়াম :- শরীর বাঁকানো বা তলপেট ঠাসানো। প্রচুর ঠাণ্ডা পানি পান করা।
দৈনিক মলত্যাগ
- (চ) দেহের সর্বাংশে রক্ত সঞ্চালনের জন্য পেশীগুলিকে চালিত করা। ইহাতে দেহের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

ব্যায়ামঃ- ভ্রমণ ও দৌড় । বিশেষ বিশেষ মাংসপেশীর জন্যে বিশেষ ব্যায়াম যথা কব্জি যুদ্ধ ।;

সুস্থ থাকার 'গোপন কথাটি' হইল রক্ত পরিষ্কন্ন ও সক্রিয় রাখা । প্রতিদিন নিয়মিতভাবে উপরের ব্যায়ামগুলির চর্চা করিলে শরীর অবশ্যই সুস্থ থাকিবে ।

সাদাসিধা পুষ্টিকর খাদ্য, প্রচুর অংগ চালনা, টাটকা বায়ু গ্রহণ, দেহের ভিতর বাহির পরিষ্কন্ন রাখা এবং নিয়মিত দেহের ও মনের প্রচুর বিশ্রাম ইত্যাদির দ্বারাই রক্ত পুষ্টি লাভ করে ।

স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে ছয়টি ব্যায়াম

ছোটই হউক আর দুর্বলই হউক প্রত্যেক বালকের পক্ষেই সবল ও সুস্থ হওয়া সম্ভবপর যদি খানিকটা কষ্ট করিয়া প্রতিদিন কয়েকটা শারীরিক ব্যায়াম করে । উহাতে মাত্র দশ মিনিট সময় লাগিবে । অথচ কোন যন্ত্রপাতিরও দরকার হইবে না ।

১ নম্বর পিটি : মাথা ও ঘাড়ের জন্য

প্রথমে দুই হাতের তালু ও আংগুল দিয়ে কয়েকবার মাথা, মুখমন্ডল এবং ঘাড় ঘসে নিতে হবে । তার পর আংগুলগুলি দিয়ে ঘাড় এবং গলার মাংশপেশী টিপে নিতে হবে । ঘুম ভাংগার পর বিছানায় বা ঘরেও এই পিটি করা যেতে পারে । তার পরে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে, দাঁত ব্রাস করে (মেজে) নাক মুখ ধুয়ে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি পান করে পরবর্তী পিপিগুলি করতে হবে ।

(যদিও এই পিটিটি ১নং পিটি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে কিন্তু সাধারণ পিটি অর্থে যা বোঝায় এটা তা না হলে বিপির পিটিগুলির মধ্যে এটি প্রাথমিক এবং প্রস্তুতিমূলক কাজ । ঘুম থেকে উঠে এই কাজগুলি করে নিয়ে পরবর্তী পিটিগুলি করতে হবে ।)

পিটি কার সময় সকল সঞ্চালন যতখানি সম্ভব ধীরে করতে হবে ।

২ নম্বর পিটি : বক্ষদেশের জন্য

সোজা অবস্থা থেকে সামনে দিকে ঝুঁকে বাহু স্থির অবস্থায় সামনে নিচের দিকে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিতে হবে যেন অগ্রবাহুর পেছন দিকটা পাশাপাশি অবস্থায় হাঁটুর সামনের দিকে থাকে । নিশ্বাস গ্রহণ করে ধীরে ধীরে হাত উপর দিকে উঠাতে হবে । এসময় নাক দিয়ে গভীরভাবে যতটুকু সম্ভব নিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে । এরপর হাতদুটো ক্রমান্বয়ে পিছন দিকে নিতে হবে এবং শব্দ করে দম ছাড়তে হবে ।



শ্রুটার এই মুক্ত বাতাস ফুটফুসে প্রবেশ করে রক্ত সঞ্চালন সহায়ক হবে। মুখে মুখে উচ্চারণ করতে হবে 'কদটভপ্র' (শ্রুটার উদ্দেশ্যে)। এর পর আবার সামনের দিকে দিকে পূর্বের ন্যায় ঝুঁকে পরে নিশ্বাস এমনভাবে ত্যাগ করতে হবে যেন সবটুকু বাতাসই বের হয়ে যায়। এসময় যতবার একরূপ করা হলো সেই সংখ্যা (ইংরেজী) উচ্চারণ করতে হবে। এই পিটি ১২ (বার) বার করতে হবে।

শ্বরগ রাখতে হবে, এই পিটির মূল উদ্দেশ্য কাঁধ, বক্ষ, হৃৎপিণ্ড এবং শ্বাসযন্ত্র সহ আভ্যন্তরীণ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশের উন্নয়ন সাধন করা।

গভীরভাবে নিশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিক মুক্ত বায়ু গ্রহণ ফুসফুসের জন্য এবং রক্ত সঞ্চালনের জন্য খুবই প্রয়োজন, বক্ষের আকার বৃদ্ধিতেও এর প্রয়োজন রয়েছে। কিনতউ এই পিটি করতে হবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং কখনও এক নাগাড়ে অনেকবার করা যাবে না। যতখানি সম্ভব বুক বিশেষ করে বুকের হাড় ও পেছন দিকটা পর্যন্ত ফুলে না উঠা পর্যন্ত নাকের সাহায্যে বাতাস গ্রহণ করতে হবে। এভাবে এক বার শেষ করার পর পুনরায় পূর্বের ন্যায় নাক দিয়ে বাতাস গ্রহণ করতে হবে এবং পুনরায় ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়তে হবে এবং এইভাবেই যথার্থ নিশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের মাধ্যমে বক্ষ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও কণ্ঠনালীর সমভাবে উন্নয়ন সাধন হয়।

৩ নম্বর পিটি : পেটে জন্য

এই পিটির সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আংগুলগুলি মুক্তরেখে দুই হাত সামনে প্রসারিত করতে হবে। তারপর কোমরের উপরিভাগ ধীরে ধীরে ডান দিকে ঘোরাতে হবে যেন পা অর্থাৎ কোমরের নিম্নভাগ না নড়ে। এভাবে যতটুকু পারা যায় ডান দিকে ঘুরাতে হবে। এসময় ডান হাত যতটুকু পেছনে নেয়া যায় ততটুকু নিতে হবে ও দুই বাহু এক বরাবর রাখার চেষ্টা করতে হবে যেন তা কাঁধের বরাবর থাকে। একই রকম করে আবার ডান দিক থেকে ধীরে ধীরে বাম দিকে ঘুরতে হবে। এভাবে ডান থেকে বামে ও বাম থেকে ডানে ১২ বার আবশ্যিক।



এই পিটি করার সময় সতর্কতার সাথে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হবে। নাকের সাহায্যে বাতাস গ্রহণ করতে হবে (মুখের সাহায্যে নয়)। ডান প্রান্তে হাত নেয়ার সময় নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হবে। ডান প্রান্ত থেকে হাত দুটো একই পদ্ধতিতে ক্রমান্বয়ে মুখের সাহায্যে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বাম দিকে নিতে হবে। বাম প্রান্তে এসে নিঃশ্বাস ছাড়া শেষ করতে হবে। বাম দিকের শেষ প্রান্তে পৌঁছার পর কতবার হলো সেই সংখ্যা গুনসতে হবে। সংখ্যা না গুনে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসাসূচক কোন শব্দও উচ্চারণ করা যায়। এভাবে ছয় বার ডান দিকে যাওয়ার সময় নিঃশ্বাস গ্রহণ করে বাম

দিকে যাওয়ার সময় নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। পরের ছয় বার বাম দিকে যাওয়ার সময় নিঃশ্বাস গ্রহণ এবং ডান দিকে যাওয়ার সময় নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে।

এই ব্যায়ামের ফলে আভ্যন্তরীণ অংগসমূহ বিশেষ করে যকৃত, অগ্নাশয় নড়াচড়া করে এবং তাদের কাজ সহজ করে দেয়। এ ছাড়াও পাজর ও পাকস্থলির চারপাশের বাইরের মাংশপেশীকে সবল করে।

৪ নম্বর পিটি : মধ্য শরীরের জন্য

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথার উপর দিকে দুই হাত যতটুকু সম্ভব তুলে ধরে উভয় হাতের আঙুলগুলি সংযুক্ত করে ধরে পেছন দিকে ঝুঁকে দাঁড়াতে হবে। তারপর খুব ধীরে ধীরে বাহুসহ দেহের উপরিভাগ এমনভাবে ঘুরিয়ে আনতে হবে যেন দেহের চারদিক একটি প্রশস্ত বৃত্তাকারে ঘুরে আসে। কোমর থেকে দেহের উপরিভাগ একদিক থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তারপর আবার অপর দিক দিয়ে পেছনে পূর্বের অবস্থানে যেতে হবে। এই পিটি কোমর এবং পাকস্থলীর পেশীর জন্য অত্যন্ত কার্যকর।



একদিক দিয়ে ৬ বার আবার অন্যদিক দিয়ে ৬ বার এই ব্যায়াম করতে হবে। এরূপ করার সময় চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তা দেখার চেষ্টা করতে হবে।

এই পিটি করার সময় মনে এমন একটি অনুভূতি আনতে হবে দুই ডাত যে ভাবে আঁকড়ে ধরা আছে তাতে মনে হবে যেন-বন্ধুদের অর্থাৎ অন্য স্কাউটদের সাথে করমর্দন বা আলিঙ্গনে আবদ্ধ রয়েছে। প্রতিবার নুইয়ে ঘুরার সময় ডান দিকে বাম দিকে সামনে এবং পেছনে প্রত্যেক দিকে বন্ধুদের সাথে মিশে রয়েছে। সবাই আমাকে ভালোবাসে, সবার সাথে আমার বন্ধুত্ব রয়েছে। আমাকে এই বন্ধুত্ব স্রষ্টাই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। উপর দিয়ে ঘুরার সময় উপর দিকে তাকিয়ে স্বর্গীয় বায়ু গ্রহণ করলে ভাল এবং চাংগা বোধ হবে। আর বৃত্তাকারে ঘুরে আসার সময় ভেতরের বাতাসগুলি চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে। নিচের দিকে নামার সময় নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে এবং উপরের দিকে উঠার সময় নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে হবে।

৫ নম্বর পিটি : দেহের নিম্নভাগ এবং পায়ের পেছনের অংশের জন্য

অন্য পিটিগুলির মত এই পিটির সাহায্যেও শ্বাস প্রশ্বাসের কারণে হৃদপিণ্ড, ফুসফুসের উন্ন ঘটে এবং রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া সুন্দর রাখে।

এই পিটির জন্য সোজা হয়ে নিজেকে সর্বাধিক উঁচুতে তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে। দুই পা পরস্পর থেকে কিছুটা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে এবং চিত্রের মত করে দুই

হাতের কনুই ভাগ করে আংগুলগুলি দিয়ে শাখার পেছন দিকে স্পর্শ করে রাখতে হবে। সাথে সাথে দেহের উপরিভাগ পেছন দিকে নুইয়ে দিয়ে আকাশের দিকে তাকাতে হবে। আকাশের দিকে তাকানোর সময় স্রষ্টার উদ্দেশ্যে এমন প্রার্থনা করা যায় “আমি তোমার, আমার মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত”। এ সময় নাক দিয়ে প্রাণভরে বাতাস গ্রহণ করতে হবে। (মুখে বাতাস গ্রহণ করা যাবে না)।



তারপর পুনরায় হাত উপরের দিকে দিয়ে/হাঁটু সোজা রেখে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামনের দিকে বাঁকা হতে হবে। এসময় হাতের আংগুলগুলি দিয়ে পায়ের আংগুল স্পর্শ করার চেষ্টা করতে হবে। তবে এ জন্য শরীর ঝাকানোর প্রয়োজন নেই বা কোন বল প্রয়োগ করা যাবে নর, এক্ষেত্রে যতটুকু পারা যায় ততটুকুই যথেষ্ট। এরপর ক্রমেই দেহ উপরে উঠাতে হবে এবং পূর্বের স্থানে নিয়ে যেতে হবে। এ সময় মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। এভাবে এই পিটি ১২ বার করতে হবে। এই পিটিতে পায়ের আংগুল স্পর্শ করা মুখ্য উদ্দেশ্য নয় এর উদ্দেশ্য হলো পেটের পেশীগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

৬ নম্বর পিটি : পা, পায়ের পাতা এবং পায়ের অগ্রভাগের জন্য

খালি পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত কোমরে রাখতে হবে। পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে হাঁটু বাইরের দিকে ভাঁজ করে গোটা দেহ সোজা রেখে নীচের দিকে নামাতে হবে। এই সময় পায়ের গোড়ালী মাটি থেকে উপরে থাকবে।



এই পিটির সময় গোড়াল পশ্চাৎ দেশে সামান্য স্পর্শ করবে। আবার ধীরে ধীরে নীচে থেকে উপরে উঠে পূর্বের ন্যায় দাঁড়াতে হবে। একে একে ১২ বার করতে হবে।

নীচের দিকে নামার সময় মুখের সাহায্যে সংখ্যা গননা করতে করতে বাতাস ত্যাগ হবে এবং উপরের দিকে উঠার সময় নাক দিয়ে বাতাস নিতে হবে।

দেহের সমস্ত ভর সকল সময় পায়ের অগ্রভাগে পড়বে। হাঁটু বাইরের দিকে ভাঁজ করে বসলে সহজে ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে।

এই পিটি অভ্যাস করার সময় মনে রাখতে হবে এর মূল উদ্দেশ্য উরু, পায়ের পাতার পেশীতন্ত্র মজবুত করা এবং একই সাথে এটা পাকস্থলীর ব্যায়াম। সুতরাং এই পিটি দিনে একাধিকবার বা যে কোন সময় করা যেতে পারে।

বিপি পিটিগুলো শুধুমাত্র সময় কাটানোর জন্য নয়। বরং এই পিটিগুলো শরীর গঠনে খুবই সহায়ক।

বৃক্ষারোহণ ও পর্বতারোহণ

সব ছেলেই গাছে চড়িতে ভালবাসে। ইহাতে লাগিয়া থাকিয়া পাকা হইয়া উঠিলে তুমি সারাজীবন বৃক্ষারোহণ করিতে চাহিবে।

পর্বতারোহীদের প্রায় সকলেই ছেলেবেলায় রশি বা খুঁটি বাহিয়া উপরে উঠার অভ্যাসকরতঃ শেষটায় গাছে চড়ার কাজটি রপ্ত করিয়া থাকে। তার বহু পরে-কারণ নিয়মিতভাবে যথেষ্ট অভ্যাস করিয়া পেশীগলো দৃঢ় ও শক্তিশালী না করিলে হেঁচট খাইয়া পড়ার এবং কাফন দাফন অনুষ্ঠানের নায়ক হইবার সম্ভাবনা খুবই বেশী; প্রথমে ছোটখাট পাহাড় ও তাহারপর সুউচ্চ বৃক্ষারোহণ একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। একটি শক্ত ডালে মোটা রশি বাঁধিয়া বিভিন্ন প্রকারে উহাতে চড়িতে চেষ্টা কর।



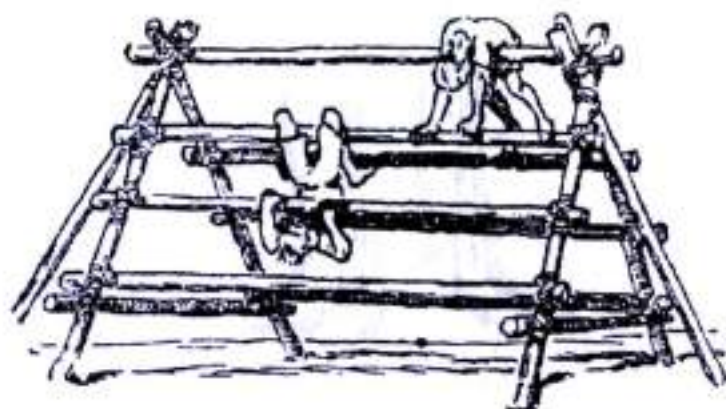
বৃক্ষারোহণ একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। একটি শক্ত ডালে মোটা রশি বাঁধিয়া বিভিন্ন প্রকারে উহাতে চড়িতে চেষ্টা কর।

পর্বতারোহন করার কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হয়। পর্বতারোহন এক গৌরবময় অভিযান। ইহার জন্য প্রয়োজন দেহের সর্বাংশে প্রচুর শক্তি, দৃঢ়সংকল্প ও সহিষ্ণুতার। রীতিমত অভ্যাসের দ্বারাই এইসব লাভ করা সম্ভব হয়।

পর্বতারোহণে সর্বাঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল দেহের ভারসাম্য বজায় রাখিয়া যেইখানে পা ফেলা উচিত চটপট সুস্থভাবে সেইখানে রাখিতে সক্ষম হওয়া। এই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করিতে হইলে “তক্তার উপর দিয়া হাঁটা” খেলাটির মত কার্যকরী আর কিছুই নাই। আর একটি খেলা আছে যাহাকে বলা হয়—“পাথরের উপর দিয়া ধাপে ধাপে হাঁটা”। মাটির উপর বিভিন্ন দূরত্বে ও কোনায় পাথরের টুকরা স্থাপন করিয়া তাহার উপর দিয়া হাঁটা। এইটাও ভারসাম্য রক্ষার উত্তম অনুশীলন।

যখন আমার বয়স কম ছিল এবং দেহে ছিল প্রচুর কর্মশক্তি তখন প্রায়ই আমি একপ্রকার শ্রমসাধ্য লোকনৃত্যে যোগদান করিতাম। আমাদের সোনানিবাসের সখের অভিনয়ে ইহা সকলকে আনন্দ পরিবেশন করিত এবং আমার পক্ষে ইহা ছিল এক চমৎকার ব্যায়াম। পরে আমি ইহার একটি নতুন উপকারিতার সন্ধান পাইয়াছিলাম, যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যাটাবেলিদের বিপক্ষে আমি স্কাউটিং এর কার্যে নিযুক্ত ছিলাম।

ম্যাটোপো পাহাড়ের উচ্চ শিখরে তাহাদের দুর্গে আরোহণ করার পর দুশমনরা আমাকে দেখিয়া ফেলে। সেইজন্যে আমাকে দৌড়িয়া পালাইতে হইয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে জীবন্ত ধরিয়া মামুলি গুলি দ্বারা মাথার খুলিটা উড়াইয়া দেওয়ার



ইহা একটি স্বহস্তে তৈরি শিবির ব্যায়ামাগার, শক্ত খুঁটি
 ও দড়ির বাঁধন দ্বারা তৈরি করিলেই হইল, কোন
 নিয়মমাফিক ব্যায়ামের প্রয়োজন নাই।
 স্ব স্ব চাতুরী নিজেরাই উদ্ভাবন করিবে।

পরিবর্তে বিশেষ ধরনের অন্য কোন শাস্তি বিধান করা। আমার জন্য তাহারা
 এক প্রকার কঠোর যন্ত্রণার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং যখন আমি
 দৌড়াইতেছিলাম তখন প্রাণপনেই দৌড়াইতেছিলাম।

সেই পর্বতটি ছিল বড় বড় প্রস্তর খণ্ডের, একটির উপর অপরটি স্থপীকৃত।
 কাজেই আমাকে এক পাথর হইতে আরেক পাথরে লাফাইয়া লাফাইয়া দৌড়াইতে



মাটাবেলীদের এড়াইবার কাজে লোকনৃত্যের শিক্ষা বিশেষ কাজে আসিয়াছিল।

হইয়াছিল। লোকনৃত্যে রণকরা দেহের ভারসাম্য রক্ষা ও পদ পরিচালনার
 কায়দাটি সেই সময় আমার বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল। শিলা হইতে শিলাস্তরে
 লাফাইয়া চলিবার সময় আমি অবলীলাক্রমে আমার অনুসরণকারীদের অনেকটা

পিছনে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। অনুসরণকারীরা সমতল ভূমির অধিবাসী বলিয়া পার্বত্য পথে চলাফিরার কায়দা জানিত না। সুতরাং অতি কষ্টে তাহারা তুপীকৃত প্রস্তর খণ্ডের উপর দিয়া কোন বকমে অগ্রসর হইতেছিল। ফলে অতি সহজেই আমি পালাইয়া বাঁচিলাম। এই ঘটনার পর হইতেই আমার আত্মবিশ্বাস জাগিল। পরে বেশ কয়েকবারই আমি সম্পূর্ণ সফলতার সহিত পার্বত্য-অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছি।

নাকের যত্ন

রাত্রিকালে দুশমনদের অস্তিত্ব অনুভব করিবার জন্য স্কাউটদের প্রবল ঘ্রাণ শক্তির প্রয়োজন। যদি তাহারা সকল সময় মুখের ভিতর দিয়া শ্বাস গ্রহণ করার পরিবর্তে নাকের ভিতর দিয়া শ্বাস গ্রহণ করে, তাহা হইলে উহা তাহাদের যথেষ্ট সহায়ক হইবে। কিন্তু ইহার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কারণ আছে। যাহার জন্য সর্বদা নাকের ভিতর দিয়া শ্বাস গ্রহণ করা উচিত। একসময়ে জনৈক আমেরিকান “মুখ বন্ধ করিয়া জীবন বাঁচাও” নামে একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সেই পুস্তকে তিনি দেখাইয়াছিলেনঃ রেড্-ইণ্ডিয়ানরা তাহাদের শিশুদের জন্য বহুদিন যাবত সেই পদ্ধতি কিভাবে অবলম্বন করিয়াছে। এমন কি রাত্রিবেলা ছেলে-মেয়েদের চোয়াল বাঁধিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিত যাহাতে কেবল নাকের ভিতর দিয়াই তাহাদের শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়।

নাকের ভিতর দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিলে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান অনেক রোগের জীবাণুই গলার ভিতর দিয়া ফুস্ফুসে প্রবেশ করিতে পারে না।

তাহাছাড়া স্কাউটদের জন্য নাক দিয়া শ্বাস গ্রহণ বিশেষ উপকারী। মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে কঠোর পরিশ্রমেও তৃষ্ণার্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। রাত্রিকালে মুখ বন্ধ করিয়া ঘুমাইলে নাক ডাকে না। শত্রু অধ্যুষিত জায়গায় ঘুমাইবার সময় নাক ডাকা অন্তত বিপদজনক। সুতরাং সকল সময়েই মুখ বন্ধ করিয়া নাকের ভিতর দিয়া শ্বাস গ্রহণ করার অভ্যাস করিবে।

কানের যত্ন

স্কাউটের শ্রবণ শক্তি প্রখর থাকা দরকার। সাধারণতঃ শ্রবণেন্দ্রিয় খুব সূক্ষ্ম। একবার তাহা নষ্ট হইলে সারা জীবনের জন্য বধির হইতে হইবে। তখন আরোগ্য লাভের আর কোন আশাই থাকিবে না।

লোকে সাধারণত কানের ভিতরটা পরিষ্কার করিবার জন্য উহার ভিতর কুমালের প্রান্তভাগ, চুলের কাঁটা ইত্যাদি চুকায়। অনেক সময় শক্ত তুলা ভর্তি করিয়া রাখে। ইহার সবগুলিই বিপদজনক। কারণ, কর্ণপটই খুব অনুভূতিপ্রবণ একটি সটান চর্ম, যাহা অতি সহজেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। শিশুকালে কানের উপর চড়-চাপড় ইত্যাদি দেওয়ার ফলে অনেক বালকেরই কান স্থায়ীভাবে নষ্ট হইয়া যায়।

চোখের যত্ন

স্কাউটের দৃষ্টিশক্তি বিশেষ প্রখর থাকা অত্যন্ত আবশ্যিক। তাহাকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখিতে সক্ষম হইতে হইবে। অনেক দূরের বস্তু দেখার অভ্যাস করিলে দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ প্রখরতর হইতে থাকিবে। বয়স কম থাকিতে যতটা সম্ভব চক্ষুকে বাঁচাইয়া চলা প্রয়োজন। অল্প বা ক্ষীণ আলোকে পড়াশুনা করিবে না। দিনের বেলা বসিয়া কাজ করিবার সময় আলোর দিকটা দেহের পার্শ্বে রাখিয়া বসিবে। আলোর দিকে মুখ করিয়া বসিলে চোখের উপর অত্যধিক চাপ পড়িবে।

চোখের উপর ক্ষতিকর চাপ দেওয়া বাড়ন্ত ছেলেদের এক সাধারণ ত্রুটি, যদিও অনেক সময় অজ্ঞাতসারেই তাহারা এইরূপ করিয়া থাকে। চোখের অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাহাদের প্রায়ই মাথা ধরা ইত্যাদিতে ভুগিতে দেখা যায়। ছেলেদের জ-কৃষ্ণন করা চোখে চাপ পড়ার একটি লক্ষণ।

কেবলমাত্র ভাল দৃষ্টিশক্তি থাকিলেই চলিবে না। স্কাউটদের দৃষ্টি বস্তুর বর্ণ বলিয়া দেওয়ার ক্ষমতাও থাকা চাই। বর্ণাঙ্কতা একটা মস্তবড় রোগ। অনেক ছেলেকেই এই রোগে ভুগিতে দেখা যায়। ইহাতে তাহাদের মনের আনন্দ হ্রাস পায়। কয়েক প্রকার ব্যবসায় ও পেশার জন্য তাহারা অযোগ্য হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—রেলপথের সংকেতকারী (Signalman), ইঞ্জিন চালক কিংবা নাবিক, লাল ও সবুজের পার্থক্য করিতে না পারিলে কোন কাজই করিতে পারিবে না।

এই ত্রুটি জয় করিবার একটা উপায় আছে। যদি তুমি মনে কর যে, তুমি বর্ণ-অন্ধ তাহা হইলে বিভিন্ন রং-এর কতকগুলি উল বা কাগজের টুকরা সংগ্রহ কর। তখন সেগুলি হইতে তোমার চক্ষে যেগুলি লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি রং-এর মনে হয় সেই টুকরাগুলি কুড়াইয়া লও। তারপর আরেক জনকে তোমার

নির্বাচিত রং-এর কোনটা ভুল বা নির্ভুল হইয়াছে তাহা জানাইতে বল। এই কাজটি আর একবার কর। এইরূপ ক্রমশঃ তোমার দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হইতে থাকিবে। শেষ পর্যন্ত সঠিকভাবে বর্ণ চিনিতে তোমাকে একবারেই বেগ পাইতে হইবে না।

দাঁতের যত্ন

একবার একজন চাকুরী প্রত্যাশী ব্যক্তি নিয়োগকারী অফিসারের নিকট সৈন্যদলে ভর্তি হইতে আসিয়াছিল। লোকটি ছিল বেশ বলবান ও সুগঠিত দেহের। কিন্তু ডাক্তারেরা তাহার দাঁত পরীক্ষা করিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, তাহার দাঁতের অবস্থা খারাপ। তখন তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হইলঃ সৈন্যদলে তাহাকে নেওয়া যাইতে পারে না। ইহাতে সে উত্তর করিয়াছিলঃ জনাব আমার মনে হয় এইটা অসংগত যুক্তি। শত্রুদের বধ করিবার পরে নিশ্চয়ই আমরা তাহাদের চিবাইয়া খাইব না। নয় কি?



ঝোপবাসীরা প্রায় ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ কোন তরু কাঠির প্রান্ত খেঁতলাইয়া সহজলভ্য দাঁতন প্রস্তুত করিয়া লয়।

অল্প বয়সে দাঁতের যত্ন নেওয়ার পরেই উহার ভাল থাকা না থাকা নির্ভর করে। ইহার অর্থঃ বিশেষ যত্ন সহকারে দাঁতগুলি পরিষ্কার রাখিতে হইবে। দিনে অন্তত দুইবার ভিতরে ও বাহিরে দন্ত মাজন করা দরকার, প্রাতে শয্যা ত্যাগের পর এবং রাত্রিতে শয্যা গ্রহণের আগে। ইহাতে ব্রাশ ও দাঁতের পাউডার ব্যবহার করা

যায়। প্রত্যেকবার খাওয়ার পরেই সম্ভব হইলে পানি দিয়া ভাল মত কুলকুচা করিতে হইবে।

বনে জংগলে থাকাকালে ক্লাউটেরা সবসময় দাঁত পরিষ্কার করিবার সময় ব্রাশ পায় না। কিন্তু তখন তাহারা উহার বিকল্প হিসাবে গাছের গুঁড় ডালের প্রান্তভাগ খেঁতলাইয়া নকল ব্রাশরূপে ব্যবহার করে।

নখের যত্ন

সৈনিকেরা এবং অন্যান্য লোকও প্রায়ই নখের যত্নপায় খুঁড়াইয়া হাঁটিতে বাধ্য হয়। তাহাদের পায়ের বুড়া আংগুলের নখ বাড়িতে বাড়িতে কিনারের মাংসের ভিতর ঢুকিয়া যায়। সাধারণতঃ নখ না কাটিয়া বাড়িতে দিলেই এইরূপ হইয়া থাকে। শেষ পর্যন্ত জুতার চাপে নখগুলি পার্শ্বের দিকে আংগুলের ভিতর প্রবেশ করে। কাজেই প্রত্যেক ক্লাউটকেই কয়েকদিন পর পর সতর্কভাবে পায়ের নখ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। সপ্তাহে বা দশদিনে একবার পায়ের নখ কাটিলেই চলিবে। খুব ধারালো কাঁচি দিয়া নখের অগ্রভাগ গোলাকার না করিয়া সোজা করিয়া কাটাই উচিত।

হাতের আংগুলের নখগুলিও সপ্তাহে একবার ধারালো কাঁচির সাহায্যে কাটিয়া দেওয়া দরকার। তাহা হইলে নখগুলি সুস্থ থাকিবে। দাঁতে কামড় দিয়া নখ কাটা মোটেই ভাল নয়।

স্বাস্থ্য সম্পর্কে উপদলের অনুশীলন

দৃষ্টান্তের সাহায্যে অনেক বেশী শিক্ষা হয়। শুধু উপদল নেতার ব্যক্তিগত কাজ নহে, বরং ঘরের ভিতরে কাজ করিবার সময় জানালা খোলা রাখা এবং তাঁবু বাসের সময় তাঁবুর দরজা খোলা রাখার দৃষ্টান্ত।

তাঁবুবাসে—যেখানে পরিচ্ছন্ন ও সদাচারের প্রতি মনোযোগ দিবার যথেষ্ট সময় ও সুযোগ আছে সেইখানে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।

তাঁবুবাসে বিশ্রাম ও প্রচুর সুন্দ্রার গুরুত্ব ভুলিলে চলিবে না। প্রধান ভোজনের পর ঘন্টাখানিক বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

এই “কাহিনীতে” বর্ণিত ছয়টি ব্যায়াম শিক্ষা দিবে। কিন্তু সেগুলিকে ড্রিল হিসাবে করিবে না। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ব্যায়াম চর্চা করিতে ক্লাউটদের উৎসাহিত করিবে। প্রত্যেক ক্লাউটকে একটি করিয়া কার্ড দিতে হইবে। সেই কার্ডে সে নিজের শারীরিক মাপ-জোক্ টুকিয়া রাখিবে। প্রতি তিনমাসে একবার করিয়া দেহের মাপ নিবার ব্যবস্থা করিবে।

দৈহিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য খেলাধুলা

মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, নৌকাবাইচ, সাঁতার কাটা, দড়ির সাহায্যে লফ-বাম্প, ধ্বস্তাধস্তি ইত্যাদি দৈহিক শক্তিবৃদ্ধির পক্ষে বেশ সহায়ক। কিন্তু পর্বতারোহণ সর্বোত্তম।

কব্জি ঠেলা-বাহু দুইটি সম্মুখে কোমরের সমান উঁচু রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও। হাতের কব্জি আড়াআড়িভাবে স্থাপন কর যেন এক হাতে উপরের দিকে ও আরেক হাতে নীচের দিকে ধরা যায়। হাত দুইটি দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ কর।

এইবার নীচের হাত দিয়া উপরের দিকে আর উপরের হাত দিয়া নীচের দিকে কষে চাপ দাও।

উভয় হাত দিয়াই ক্রমশঃ অধিকতর জোরে চাপ দিতে হইবে। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। তারপর নীচের দিকে নামাইয়া আনিবে।

এই দুইটি ব্যায়াম খুব সাধারণ ও সহজ বলিয়াই মনে হইয়া থাকে, কিন্তু শরীরের অধিকাংশ পেশী হইতে সুগঠিত হয় যদি সমস্ত শক্তি দিয়া উহার চর্চা করা হয়। এই ব্যায়াম অধিকক্ষণ করা অনুচিত। কিন্তু সারা দিনে কিছুক্ষণ পর পর মিনিটখানেকের জন্য এই ব্যায়াম করা যাইতে পারে।

লাঠি আঙ্গালন- ডান হাতের দ্বারা তোমার লাঠির গোড়ার দিকটা শক্ত করিয়া ধর উপরের দিকে ঝাড়াভাবে রাখ। তৎপর উহাকে উর্ধ্বে নিক্ষেপ কর। প্রথমে অল্পদূরে ছুঁড়িবে। লাঠি নীচে নামিবার সময় বাম হাতে উহার গোড়ার দিকে ধরিবে। এইবার বাম হাতে উহাকে আবার উর্ধ্বে নিক্ষেপ করিয়া ডান হাতে ধরিবে। খেলা এইভাবে অভ্যাস করিবে যতদিন না একশতবার পর্যন্ত লাঠিটি মাটিতে পড়িতে না দিয়া উর্ধ্বে তুলিতে পার।

নেতার অনুসরণ— নেতা নানা রকম ব্যায়াম করিতে করিতে আগে আগে চলিবে। অপর স্কাউটেরা সে যাহা করে তাহাই করিতে করিতে অনুসরণ করিবে।

ধস্তাধস্তি—একগজ ব্যবধানে দুইজন স্কাউট পরস্পরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে। উভয়েই পাশে দুইবাহু প্রসারিত করিয়া পরস্পরের আংগুলে আংগুলে গাট্টা বাঁধিবে। তারপর উভয়েই সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে এবং বুক বুক লাগাইয়া পরস্পরকে ধাক্কা দিতে থাকিবে। যে অপরজনকে পেছনের দেয়ালে বা কোন নির্দিষ্ট জায়গায় ঠেলিয়া নিতে পারিবে তাহারই জিত।



কজির যুদ্ধ—দুইটি বালক পরস্পরের দিকে মুখ করিয়া বসিবে। উভয়েই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে এক গজ দূরে বাহু প্রসারিত করিবে। তাহারা পরস্পরের নিকটতর কজি ধারণ করিয়া পরস্পরকে ঠেলিতে থাকিবে এবং অপর জনকে পিছনের দিকে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে।



দুইজন বালক পরস্পরের পা ঠেলিলে পায়ের পেশী সবল হইবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

তাঁবু-জলসা কাহিনী-১৮শ

স্বাস্থ্যপ্রদ অভ্যাস

পরিচ্ছন্ন থাক-ধূমপান করিওনা-মদ্যপান করিওনা-পবিত্র থাক-প্রত্যুষে ঘুম
হইতে উঠ-প্রাণ খুলিয়া হাস।

যে সব বড় বড় শান্তিকালীন স্কাউট অরণ্য প্রদেশে অনুসন্ধানমূলক ভ্রমণ বা শিকারের অভিযানে সফল হইয়াছেন তাহারা সকলেই নিজের এবং অপরের স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম কানুন সম্বন্ধে অবহিত থাকার জন্য কৃতকার্য হইয়াছেন। তাহারা জানিত যে, বনে-জংগলে রোগ, দুর্ঘটনা, আঘাত ইত্যাদির দরুন তাহাদের ভুগিতে হইতে পারে এবং সেইখানে প্রয়োজনের সময় চিকিৎসার জন্য ডাক্তার পাওয়া যাইবে না। যে স্কাউট নিজের দেহের যত্ন নিতে জানেনা, সে কখনো এই কাজে উন্নতি করিতে পারেনা। তাহার মত ছেলের পক্ষে বাড়ীতে বসিয়া থাকাই সবচেয়ে ভাল। কাজেই নিজের দেহটিকে সুস্থ রাখিতে চেষ্টা কর। তাহা হইলে অপরের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কি করা দরকার তাহা তুমি দেখাইতে পারিবে। এই প্রকারে তুমি অনেক পরোপকারের কাজ করিতে পারিবে।

তুমি যদি নিজের দেহের যত্ন নিতে জান, তবে তোমাকে ঔষধের জন্য পয়সা খরচ করিতে হইবেনা। মহান ইংরেজ কবি "Dryden" তার বিখ্যাত কবিতা "Cymon and Iphigenia" তে লিখিয়াছেন যে (টাট্কা বায়ু ও ব্যায়ামের উপর নির্ভর করা, স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে) ডাক্তারকে টাকা দিবার চেয়ে অনেক ভাল। কবিতাটি এইরূপঃ-

টাকা দিয়ে তেতো ওষুধ কিনে খাওয়ার চেয়ে
বিনি পয়সায় শিকার করে মাঠের মাঝে যেয়ে।
রোগ হলে সুধীজন, ব্যায়াম করে বাঁচে,-
খোদার কাজে 'খোদকারি' কি মানুষেতে সাজে?

পরিচ্ছন্ন থাক

ময়লা অবস্থায় হাত কাটা গেলে উহা দূষিত ও বিঘাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হাত পরিচ্ছন্ন ও উত্তমরূপে ধৌত থাকিলে উহা কাটিয়া গেলেও কোন ক্ষতি হইতে পারেনা এবং শীঘ্র ক্ষত শুকাইয়া যায়।

চর্ম পরিচ্ছন্ন রাখিলে রক্ত পরিষ্কারে সাহায্য হয়, ডাক্তারেরা বলেন- ব্যায়ামের অর্ধেক উপকার নষ্ট হইয়া যায় যদিনা উহার অব্যবহিত পরেই স্নান করা হয়।

প্রতিদিন নিয়মিতভাবে গোসল করা তোমার পক্ষে সব সময় সম্ভব না-ও হইতে পারে। কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই ভিজা তোয়ালে দিয়া পা মুছিয়া ফেলা, অথবা শুষ্ক তোয়ালে দ্বারা শরীর মর্দন করা তোমার পক্ষে মোটেই কঠিন নহে। যদি সুস্থ দেহে সক্ষম হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাও তাহা হইলে একদিনও এই কাজে অবহেলা করা তোমার উচিত হইবে না।



কচিকদম টমির ধূমপানের প্রয়াস
টমি ভাবে ধূমপানে কত জানি মজা!
ভুরিতে বুঝিল ইহা কত বড় সাজা।

পোশাক পরিচ্ছন্নও পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার-বহির্বাস এবং অন্তর্বাস সবই।

সুস্থ ও সবল থাকিতে হইলে দেহের ভিতরকার রক্তকে দোষমুক্ত ও নির্মল রাখিতেই হইবে। মুক্ত বায়ুতে গভীরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য চালনার দ্বারাই, আর পাকস্থলীর ভিতর হইতে ময়লা আবর্জনা নিষ্কাশনের দ্বারা উহা সম্ভব হইতে পারে।

প্রতিদিন অপরিহার্যভাবে মলত্যাগ করিলেই সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। অনেক লোকই দিনে দুইবার পর্যন্ত মলত্যাগ করিয়া ভাল বোধ করে। কোন দিন ইহাতে অসুবিধা হইলে প্রাতঃ ভোজনের পূর্বে ও অব্যবহিত পরে প্রচুর ঠাণ্ডা পানি পান করিবে এবং দেহ মোচড়ানো ব্যায়াম করিবে। ইহাতে সুফল ফলিবে। ভোর বেলা খাদ্য গ্রহণ না করিয়া কোন কাজে হাত দিবে না।

ধূমপান করা

প্রত্যেক স্কাউটই “স্কাউটের আইন” সম্বন্ধে ওয়াকিফ্‌হাল। কিন্তু উহাতে আর একটি ধারা আছে। সেইটি লিখিত না থাকিলেও প্রত্যেক স্কাউটই তাহা বুঝিতে পারে। সেইটি হইল—“স্কাউট বোকা নয়।” সেই জন্যই অল্প বয়সে বাড়ন্ত অবস্থায় কোন স্কাউট ধূমপান করে না।

ধূমপান এমন কোন বিষয়কর ব্যাপার নহে—যে কোন ছেলেই ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পারে। কিন্তু কোন স্কাউটই তাহা করে না কারণ, সে বোকা নয়। সে জানে যে, সম্পূর্ণ পরিণতি লাভের পূর্বে ধূমপান করিলে তাহার রুধিও দুর্বল হইয়া পড়ে। আর ইহাও জানে যে রুধিওই তাহার দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংগ। উহা পাম্প করিয়া সারাদেহে রক্ত সঞ্চালিত করে, উহা দ্বারা মাংস, হাড় ও পেশী সংগঠিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে। রুধিওয়ের ক্রিয়া নিয়মিতভাবে পরিচালিত না হইলে বালকেরা সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। সকল স্কাউটই জানে যে, ধূমপান ঘ্রাণ শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয়। সক্রিয়ভাবে (সৈন্য বিভাগে) স্কাউটের কাজে ঘ্রাণশক্তির গুরুত্ব অনেক বেশী।

উত্তম খেলোয়াড়, সৈনিক, নাবিক ও অন্যান্য অনেক লোকই ধূমপান হইতে বিরত থাকে। তাহারা বুঝিতে পারে যে, ধূমপান না করিলেই তাহাদের কাজের সুবিধা হইবে।

মজা লাগে বলিয়া কোন বালকই ছোটবেলায় ধূমপান করিতে শিখে না। সাধারণতঃ অপর বালকেরা তাহাকে “ধূমপান ভীতু” বলিয়া ঠাট্টা করিবে এই ভয়েই সে তাহা শুরু করে। কিংবা ধূমপান করিলে তাহাকে একজন বড়লোকের মত দেখাইবে। ইহা মনে করিয়াও কেহ কেহ ধূমপান করিয়া থাকে। অথচ এই ক্ষেত্রে তাহাকে একটি ক্ষুদ্র গর্দভের মত দেখায় মাত্র। সুতরাং এখনই সংকল্প স্থির করিয়া লও যে, পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পূর্বে তুমি কখনই ধূমপান করিবেনা। আর সে

সংকল্পে অটল থাক। অর্ধ-দশক সিগারেট ঠোঁটের মাঝে চাপিয়া মাতালের মত কথা বলার চেয়ে বরং তামাক না খাইলে তোমাকে প্রকৃত মানুষের মত দেখাইবে। তাহা হইলে তুমি অপর বালকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত তাহারা গোপনে গোপনে তোমার পদাংক অনুসরণ করিবে।

মদ্যপান

সৈনিকের মত দেখিতে একজন লোক একদিন রাত্রিকালে আমার সংগে দেখা করিল। তাহার সংগে ছিল মিলিটারী চাকুরী হইতে বরখাস্তের সার্টিফিকেট। লোকটি আমাকে দেখাইতে চাহিল যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় সে আমার অধীনে চাকুরী করিয়াছিল। সে বলিল যে, তাহার কোন চাকুরী না থাকায় উপোস করিয়া মরিবার অবস্থা হইয়াছে। সৈন্য বিভাগে ছিল বলিয়া কেহ তাহাকে পছন্দ করে না। আমার চক্ষু ও দ্রাণ-শক্তি মুহূর্তকালের মধ্যে আমাকে অন্য ব্যাপারের সন্ধান দিল সেইটাই ছিল তাহার বরখাস্ত হওয়ার প্রকৃত কারণ।

লোকটির জামা-কাপড় হইতে তামাক ও মদের একটা গন্ধ আসিতেছিল। তাহার করাংগুলির অগ্রভাগে সিগারেটের ধোঁয়ায় হলুদ বর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার মুখের তীব্র মদের গন্ধ লুকাইবার চেষ্টায় সে সুগন্ধি লজেনজ্ খাইয়াছিল। মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, কোন লোকই তাহাকে কার্যে নিযুক্ত করিয়া মদ্যপান করার জন্য পয়সা যোগাইতে চাহিবেনা। কারণ-পয়সা পাইলে তাহা দিয়া সে ইহা ছাড়া আর কিছুই করিবেনা।

দুনিয়ায় মানুষের দুঃখ ও দারিদ্রের প্রধান হেতু যাহারা মদ্যপান করিয়া অর্থ ও সময় নষ্ট করিয়া থাকে। আর অধিকাংশ অপরাধ, শারীরিক ব্যাধি-এমন কি মস্তিষ্ক বিকৃতিও অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেই হইতে দেখা যায়। “তীব্র পানীয় মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়”-এই প্রাচীন উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মদ্যপায়ীর পক্ষে স্কাউট হওয়া একেবারেই অসম্ভব। প্রথম হইতেই মদ্যজাতীয় পদার্থ বিল্কুল বর্জন করিবে। সংকল্প করিতে হইবেঃ জীবনে উহার সহিত কোন সম্পর্কই রাখিবে না। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য চা, কফি ইত্যাদিই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। যে কোন সময় উহা তোমার জড়তা দূর করতঃ তোমাকে কাজের উপযুক্ত করিয়া তুলিবে। গরমের সময় এক বোতল লেমোনেড অথবা লেবুর রস পান করিলে দেহ ও মন চাংগা হইয়া উঠে।

পদব্রজ ভ্রমণে

ভাল স্কাউটেরা মদ্যপান ছাড়াই চলিতে শিক্ষা করিয়া থাকে। ইহার অনেকখানিই নির্ভর করে অভ্যাসের উপর। হাঁটিবার বা দৌড়াইবার সময় মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে, কিংবা একটা পাথরের টুকরা মুখে পুরিয়া রাখিলে (উহা মুখ বন্ধ রাখিতে সাহায্য করে) চলিবার সময় তোমার তৃষ্ণা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু মুখ খোলা অবস্থায় চলিবার সময় খুব তৃষ্ণা পায়। সেই অবস্থায় মুখের ভিতরে বায়ু ও শুষ্ক ধূলাবালি প্রবেশ করে বলিয়াই এইরূপ হইয়া থাকে। অবশ্য তোমার দেহের গাঁথুনিও বেশ শক্ত হওয়া দরকার। ব্যায়ামের অভাবে শরীর স্থূল হইয়া গেলে প্রতিটি মাইল পথ চলিতেই তৃষ্ণা পাওয়া অনিবার্য। তখন তোমার পানীয়ের দরকার হইবে। সেই সময় জলপান না করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তৃষ্ণা মরিয়া যাইবে। পথ চলিবার সময় কিংবা খেলার সময় জলপান করিলে, অতি শীঘ্রই তুমি ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। তখন আর তোমার দম থাকিবে না।

সামাজিক অভ্যর্থনা

কোন অন্তরংগ বন্ধু তোমাকে অভ্যর্থনা করিতে চাহিলে মদ্যপান পরিহার করা কঠিন হয়। এমন অবস্থায় তুমি ওইসব কিছুই খাইবেনা বলিলেই বরং তোমার বন্ধু তোমাকে বেশী পছন্দ করিবে। কারণ, তাহা হইলে তাহাদের পয়সা বাঁচিয়া



যাহারা মদ্যপানে আসক্ত হয় তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট এবং নিজের ও পরিবারের সুখ বিনষ্ট হয়।
'ত্রি পানীয় দুর্বল লোক সৃষ্টি করে'-এই প্রাচীন বাক্যটি অতি সত্য।

যাইবে। যদি তাহারা কিছু খাইবার জন্য জেদ করে তবে এমন কিছু খাও যাহাতে ক্ষতির আশংকা নাই। অপব্যয়ীরা সাধারণতঃ পরের পয়সায় মদ খাইয়া আমোদ হেলা করিতে ভালবাসে। এইরূপ লোক পরস্বাপহারী বটে ইহাদের সংসর্গ পরিত্যাজ্য। তাহা না হইলে জীবনে উন্নতি করিতে পারিবে না।

মানে রাখিবে-মদ্যপান জীবনের কোন দুঃখকষ্টই লাঘব করিতে পারেনা বরং দুঃখকে আরো বাড়াইয়া তুলে। যতই পান শক্তি বাড়িতে থাকে, দুঃখও ততই বাড়িয়া যায়। ইহার দ্বারা সাময়িকভাবে দুঃখকষ্ট ভুলিয়া থাকা যায় বটে, কিন্তু সেই সংগে অন্য সব কিছুই ভুলিতে হয়। ঘরে স্ত্রী-পুত্র থাকিলে মদ্যপায়ী ভুলিয়া যায় যে দুঃখ দূর করিবার জন্য কাজ করাই তাহার কর্তব্য, মদ খাইয়া কাজের অনুপযুক্ত হওয়া উচিত নয়।

কোন কোন লোক অর্ধ মূঢ়তার অনুভূতি ভাল লাগে বলিয়া মদ্যপান করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা নির্বোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ পানাসক্ত লোককে কেহই বিশ্বাস করিয়া কার্যে নিয়োগ করিবেনা। তাহারা অত্যল্প কাল মধ্যেই বেকার হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়িতে বাধ্য হইবে। মাতাল হওয়ার মধ্যে কোন পৌরুষ নাই। একবার মদ্যপান আরম্ভ করিলে স্বাস্থ্যহানি ঘটিবেই এবং মদ্যপায়ীর নিজের ও পরিবারের জীবন ও সুখশান্তি চিরতরে ধ্বংস হইতে বাধ্য। এই রোগের একটা মাত্র ঔষধ হইল-কখনো মদ্য স্পর্শ না করা।

ইন্দ্রিয় সংযম

ধূমপান ও মদ্যপান কোন কোন লোককে প্রলুব্ধ করে বটে, কিন্তু সকলকে করেনা। কিন্তু আরেকটা প্রলোভন আছে যাহা কোন না কোনদিন তোমার জীবনে আসিবেই। সেই সম্পর্কে এখনই আমি তোমাদের সতর্ক করিয়া দিতে চাই।

এই বিষয়ে আমি যাহা লিখিয়াছি সেই জন্য আমাকে মোবারকবাদ জানাইয়া কত বালক যে চিঠি লিখিয়াছে, তাহা গুনিলে তোমরা হয়ত আশ্চর্য হইবে। কাজেই আমি আশা করিঃ সেই গোপন পাপকার্যের বিরুদ্ধে আমি যে উপদেশ দিতেছি তাহার জন্য আরো অনেক বালক খুশী হইবে। কারণ, উহা অনেকের উপরেই প্রভাব বিস্তার করে। ধূমপান, মদ্যপান ও জুয়াখেলা এইসব পুরুষের পাপ। সুতরাং কোন কোন বালক মনকে উহা সহজেই আকর্ষণ করে। কিন্তু এই গোপনীয় পাপকার্যটি পুরুষোচিত অপরাধ নয়, ইহার স্রোতে যাহারা গা ভাসাইয়া দেয় তাহাদের জন্য চারদিক হইতে আসে কেবলই ঘৃণা।

কোন কোন বালক যেমন যাহাদের ধূমপানে হাতেখড়ি হইয়াছে এমন সব বালকেরা, মনে করে যে, অশ্লীল গল্প বলা বা শোনার মধ্যে বাহাদুরী আছে। কিন্তু তাহারা জানে না যে ইহা তাহাদের বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় দেয়।

অথচ কুরুচিপূর্ণ কথা-বার্তা, অশ্লীল পুস্তক পাঠ করা কিংবা কামোদ্দীপক ছবি দেখা নির্বোধ বালকদের সাধারণতঃ প্রলোভনের দিকে আকর্ষণ করে। ইহা তাহাদের পক্ষে খুবই বিপদজনক। কারণ, ইহা একবার অভ্যাসে পরিণত হইলে তাহাদের স্বাস্থ্য ও মনোবল উভয়ই নষ্ট হইয়া যাইবে।

যদি তোমার মনে কিছুমাত্র পৌরুষ থাকে তবে অবিলম্বে ঐরূপ প্রলোভনকে ঝাড়িয়া ফেলিবে। তুমি ঐরূপ পুস্তকের দিকে চোখ তুলিবে না এবং ঐরূপ গল্পে কান দিবে না। বরং নিজের মনকে উন্নততর অন্য কোন চিন্তায় ডুবাইয়া রাখিবে।



'স্কাউট চিন্তায়, কথায় ও কার্যে নির্মল।' যে অশ্লীল কথা বলে তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় সে সম্বন্ধে সে সচেতন।

কখন কখন বদহজম হইতে ঐরূপ কুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। অতিরিক্ত চর্বিদার খাদ্যের দ্বারা, কোষ্ঠকাঠিন্যের দ্বারা, অথবা প্রচুর লেপ তোষক বিশিষ্ট কোমল বিছানায় শয়নের ফলেও এই প্রবৃত্তির উদ্বেক হইয়া থাকে। এইসব অসুবিধা দূরীভূত হইলে এবং ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করিয়া নিলে, অথবা দেহের উর্ধ্বাঙ্গের অর্থাৎ বাহুর ব্যায়াম করিলে এই রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

প্রথম অবস্থায় এ প্রলোভন দমন করা বেশ কঠিন মনে হইবে। কিন্তু একবার উহা দমন করিতে পারিলে পরে সমস্যা সহজতর হইয়া যাইবে।

এখনো যদি এই ব্যাপারে তোমার কোন অসুবিধা থাকে, তবে কিছুই গোপন করিও না। তোমার বাবার কাছে কিংবা স্কাউট-মাস্টারের কাছে গিয়া, তাঁহার সহিত এই সম্পর্কে আলোচনা করিও, তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।

প্রাতঃস্থান

স্কাউটের কাজের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ভোর বেলা। কারণ সেই সময়েই বন্যপতরা খাদ্যের অন্বেষণে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। কাজেই প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করার অভ্যাসটি আয়ত্ত করার জন্য স্কাউটদের রীতিমত সাধনা করিতে হয়। একবার এ অভ্যাস হইয়া গেলে আর কোন কষ্টই থাকে না। যেমন কোন কোন স্থলকায় লোক সূর্য অনেক উপরে উঠিলেও বিছানা ত্যাগ করা কষ্টকর মনে করে।

ডিউক-অব-ওয়েলিংটন একটি ছোট্ট ক্যাম্প খাতে শুইতে পছন্দ করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন-যখন বিছানায় ফিরিবার সময় হয় তখনই বিছানা হইতে উঠিবারও সময় হয়।

অন্য লোকের তুলনায় দিনের বেলা যাহাদের অনেক বেশী কাজ করিবার থাকে তাহারা সাধারণত দুইএক ঘণ্টা আগে ঘুম হইতে উঠিয়া তাহা সমাধা করিয়া থাকে। খুব সকালে ঘুম হইতে উঠিলে খেলার জন্যেও বেশী সময় পাওয়া যায়।

অপর লোকের তুলনায় এক ঘণ্টা আগে উঠিলে তাহাদের চেয়ে মাসিক তোমার জীবন ত্রিশ ঘণ্টা বাড়িয়া গেল। তাহাদের বছর বার মাসে কিন্তু তুমি পাইলে ৩৬৬ টি কাজের ঘণ্টা বা ত্রিশটি দিন বেশী। অর্থাৎ তোমার বছর হইল তের মাসে।

নিম্নের কবিতাটিতে অনেকখানি সত্যি আছে :-

সকাল সকাল শুতে গিয়ে
উঠো সকাল বেলা।
কাজের হাতে খেলার মাঠে
সময় পাবে মেলা।
জ্ঞান-গরিমা স্বাস্থ্য সুখে
কাটবে এ-জীবন।
ধরায় মাঝে করবে তুমি
অসাধ্য সাধন

হাসি

হাসির অভাব স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ। যত পার হাস। ইহাতে তোমার উপকারই হইবে। সুতরাং সুযোগ পাইলেই প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া লইবে। কেবল তাহাই নয়, সম্ভব হইলে অপরকেও হাসাও। উহাতে তাহাদের উপকার হইবে।

দুঃখ-কষ্ট হইলে হাসি দিয়া তাহা উড়াইয়া দাও। এই কথাটি মনে থাকিলে এবং জোর করিয়া তদনুসারে কাজ করিলে ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিবে।

'পথপ্রদর্শক' ক্যাপটেন জন শ্বীথের মত বড় স্কাউটদের জীবনী পাঠ করিলে দেখিবে যে, তাহারা বুড়া হইলেও কেমন হাস্য মধুর স্মৃতিবাজ লোক ছিলেন।

সাধারণ ছেলেরা একটু কষ্টকর ব্যায়াম করিবার সময় জ্রকৃষ্ণিত করে। কিন্তু স্কাউটকে সকল সময়েই হাসিমুখে থাকিতে হইবে। যখনই সে জ্র-কৃষ্ণিত করে তখনই তাহার এক নখর কাটা যায়।

খেলাধুলা

রিলে-রেস্- দুইটি পেট্রোলের মধ্যে হইবে প্রতিযোগিতা। একটা সংবাদ কাহারা দৌড়াইয়া বা সাইকেলে আগে কোন দূরবর্তী স্থানে পৌছাইয়া দিতে পারে। তাহা লইয়া তাহারা রিলে করিয়া বা স্থানে স্থানে হাত বদলাইয়া সংবাদটি গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দিবে। পেট্রোলকে পর পর তিনটি সংবাদ বা অভিজ্ঞান বস্তু কোন নির্দিষ্ট জায়গা হইতে আরেকটি নির্দিষ্ট জায়গায় প্রেরণ করিতে বলা যাইতে পারে আনুমানিক দুই মাইল দূরে।

নেতা নিজের দলটিকে লইয়া বাহিরে গিয়া সুবিধামত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্কাউটদের স্থাপন করিবে। তাহারা এক জায়গা হইতে আরেক জায়গা পর্যন্ত দৌড়াইয়া গিয়া বার্তা পৌছাইয়া আবার ফিরিয়া আসিবে।

যদি স্কাউটদের জোড়ায় জোড়ায় স্থাপন করা হয় তাহা হইলে উভয় দিকেই তাহারা সংবাদ বহন করিতে পারে।

বর্শা নিষ্কেপ : একটা বস্তায় হালকাভাবে খড়কুটা ভর্তি একটুকরা কার্ড বোর্ডের দ্বারা অথবা একটা ফ্রেমে ক্যানভাস লাগাইয়া লক্ষ্য বস্তু (চাঁদ মারি) তৈয়ার কর। বর্শা তৈয়ার কর কোন যষ্টির দ্বারা। উহার ভারী মাথাটা ছুঁচলো করিয়া লও কিংবা লৌহনির্মিত বর্শাফলক লাগাইয়া লও।

বর্শানিক্ষেপের দ্বারা বাহুর খুব চমৎকার ব্যায়াম হয়।



বর্শানিক্ষেপ বাহুর পক্ষে উত্তম ব্যায়াম। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা একখণ্ড কাঠের দ্বারা বাহু দীর্ঘায়িত করে যাহাতে বর্শাটিকে অধিকতর জোরে নিক্ষেপ করা যায়।





৬ষ্ঠ অধ্যায় তাঁবু-জলসা কাহিনী-১৯শ রোগ প্রতিরোধ

রোগের জীবাণু-উহা প্রতিরোধের উপায়-উপযুক্ত
খাদ্য-পোশাক পরিচ্ছদ-দলের বিভিন্ন গঠন।

কয়েক বছর আগের কথা। আমি তখন উত্তর ভারতে কাশ্মীরে ছিলাম। একদিন কয়েকজন দেশীয় লোক একজন যুবককে আমার কাছে লইয়া আসিয়াছিল। তাহারা বলিল যে, ছেলেটি এক উচ্চ জায়গা হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার খুব কষ্ট হইতেছিল। তাহার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা তাহাকে মৃত বলিয়াই গণ্য করিতেছিল।

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম তাহার কোন অস্থি ভাঙে নাই। কিন্তু ডান পাশের কাঁধের অস্থি স্থানচ্যুত হইয়াছে। আমি ছেলেটিকে চীৎ করিয়া মাটিতে শোয়াইতে বলিয়া আমার ডান পায়ের জুতা খুলিয়া ফেলিলাম। রোগীর মুখের দিকে মুখ

করিয়া আমি তাহার পাশাপাশি বসিলাম । আমার ডান পা'টি তাহার দেহের ডান পাশে এমনভাবে স্থাপন করিলাম যে, আমার পায়ের গোড়ালি গিয়া ঠেকিল তাহার বগলে ।

ছেলেটির অপর এক বন্ধুকে আমি তাহার আরেক পাশে বসিতে বলিলাম তাহাকে চাপিয়া ধরিবার জন্য । তখন দুইহাতে তাহার ডান হাতের কব্জি ধরিয়া আমি তাহার বাহুটি জোরে টানিতে লাগিলাম আমার গোড়ালিকে লিভার রূপে ব্যবহার করিয়া । শেষ পর্যন্ত 'খট' শব্দ করিয়া স্থানচ্যুত অস্থিটি যথাস্থানে বসিয়া গেল ।

ছেলেটি তখন অজ্ঞান হইয়া পড়িল । তাহার মা উচ্চস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল । বলিল যে, আমি খেয়াল খুশী মত কাজ করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি । কপট হাসি হাসিয়া আমি জুতা পরিয়া নিলাম এবং তাহাকে বলিলাম যে তাহাকে আমি এখনই সুস্থদেহে সজীব করিয়া তুলিব । তাহার মুখে জল ছিটাইয়া দিয়া আমি কাজ আরম্ভ করিলাম, ক্রমশ তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল । কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝিতে পারিল যে তাহার বাহুটি প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছে ।

এই ঘটনার পর হইতেই দেশীয় লোকগুলি মনে করিল :

আমি নগন্য ডাক্তার নহি । সুতরাং তাহারা দেশের চারিদিকে লোক পাঠাইয়া যত সব রোগী আমার কাছে চিকিৎসার জন্য লইয়া আসিতে খবর পাঠাইল । পরের দুইটা দিন আমার পক্ষে ভয়ানক হইয়া উঠিল । নানা প্রকার অদ্ভুত রোগের রোগী আসিয়া জুটিতে লাগিল । কিন্তু তাহাদের চিকিৎসা করিবার মত কোন ঔষধই আমার কাছে ছিল না । তাহাদের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম । নিঃসন্দেহে বলিতে পারি উহাদের কয়েকজন— আমি তাহাদের উপকার করিতেছি কেবলমাত্র এইটুকু মনে করিয়াই অনেকটা ভাল বোধ করিতে লাগিল ।

উহাদের অনেকেই অপরিচ্ছন্ন থাকার জন্য এবং দেহের ক্ষতস্থানে ময়লা লাগিয়া বিষাক্ত হইয়া যাওয়ার দরুনই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল । অনেকে আবার ময়লা পানি নিকাশের সুবন্দোবস্তের অভাবে এবং নোংরা পানি পান করার জন্যও অসুখে পড়িয়াছিল ।

গ্রামের নেতৃস্থানীয় লোকদের আমি এইসব বুঝাইয়া বলিলাম । আমার বিশ্বাস, তাহাদের ভবিষ্যত স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমি কিছু করিতে পারিয়াছিলাম ।

যাহা হউক, তাহারা খুব কৃতজ্ঞ হইয়াছিল। পরবর্তীকালে আমাকে ভাল ভাল খাদ্যবস্তু যোগাইয়া আর ভলুক শিকারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া তাহারা উহার প্রতিদান করিয়াছিল।

ডাক্তারীবিদ্যা খানিকটা জানা না থাকিলে আমি এইসব লোকের জন্য কিছুই করিতে পারিতাম না।

চিকিৎসা বিষয়ে কিছু বলার সময়ে আমি তোমাদিগকে অতিরিক্ত মাত্রায় প্যাটেন্ট ঔষধ ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতে চাই। অসুখে পড়িলেই কোন যোগ্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হও। তোমার কি হইয়াছে তিনিই সঠিক বলিতে পারিবেন।

তাহা না করিয়া বাজারের বিজ্ঞাপন দেখিয়াই ঔষধ কিনিয়া খাইয়া আরোগ্য লাভের চেষ্টা করা তোমার পক্ষে খুবই অন্যায হইবে।

জীবাণু ও উহা প্রতিরোধের উপায়

রোগের জীবাণু বায়ুতে এবং পানিতে ভাসিয়া বেড়ায়। উহারা অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য জীব। উহাদের দ্বারাই রোগ সংক্রমিত হইয়া থাকে। তোমরা স্বাভাবিকভাবেই মুখের ভিতর দিয়া নিঃশ্বাসের সহিত এবং খাদ্য ও পানীয়ের সহিত অনেক সময় রোগের জীবাণু উদরস্থ করিয়া থাক। তখন উহারা দেহাভ্যন্তরে রোগের সৃষ্টি করে। দেহের রক্ত ভাল থাকিলে উহাতে তেমন কিছু আসে যায় না;—উহাতে তোমার কোন ক্ষতি হয় না।

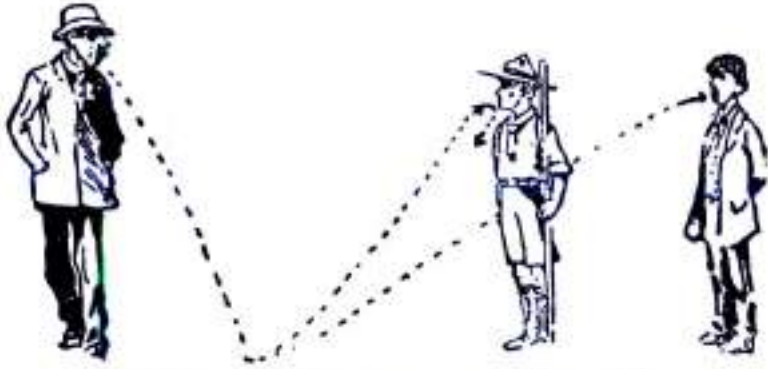
কিন্তু রক্ত দূষিত থাকিলে উহাতে তুমি সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িবে।

এই বিষয়ে বড় কথা হইল এই যে—সম্ভব হইলে জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করিতে হইবে। উহারা অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে ময়লাযুক্ত স্থানে থাকিতে ভালবাসে। নোংরা নর্দমা, পুরাতন ডাস্টবিন্ (ময়লা বা আবর্জনা ফেলিবার বাস্কে), পচা আবর্জনা ইত্যাদি হইতে উহারা আসিয়া থাকে। সুতরাং তোমাদের ঘর—দোর তাঁবু এবং পোশাক পরিচ্ছদ যতটা সম্ভব পরিচ্ছন্ন ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হইবে। সেইসব স্থানে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দুর্গন্ধযুক্ত যাবতীয় বস্তু সেখান হইতে দূরে সরাইয়া ফেলিতে হইবে।

খাদ্য গ্রহণ করিবার আগে হাত ও আংগুলের নখগুলি ধুইয়া পরিষ্কার করা দরকার। কারণ, কাজ করিবার সময় অন্য জিনিষ হইতে হাতে জীবাণু লাগিয়া থাকিতে পারে।

যেখানে সেখানে থু তু ফেলিও না

তোমরা প্রায়ই অফিস-আদালতে এক রকম বিজ্ঞপ্তি দেখিয়া থাক। উহাতে লেখা থাকে 'থুতু ফেলিও না'। ইহার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। এমন অনেক লোক আছে যাহাদের ফুসফুস রোগাক্রান্ত। তাহারা পথে-ঘাটে থুতু ফেলে। সেই



নানাভাবে যক্ষারোগ বিস্তার লাভ করে। এই চিত্রে একটি প্রক্রিয়া দেখা যাইতেছে। জনৈক রোগী থুতু ফেলিল। থুতু শুকাইয়া বাতাসে রোগের জীবাণু ভাসিতে থাকে। যে বালক মুখের ভিতর দিয়া নিঃশ্বাস নেয় সে রোগের বীজ তাহার ফুসফুসে টানিয়া লইতে পারে। যে কাউট নাকের ভিতর দিয়া নিঃশ্বাস নেয় তাহার রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা আছে।

থুতু হইতে রোগের জীবাণু বায়ু-মণ্ডলে ভাসিয়া বেড়ায়। সুস্থ লোক সেই বায়ু নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে রোগের জীবাণু তাহাদের ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া রোগ জন্মায়। অনেক সময় তোমাদের অজ্ঞাতসারেই রোগ হইয়া দুইতিন বছর কাটিয়া যায়। এই অবস্থায় যেখানে সেখানে থুতু ফেলিলে সুস্থ লোকের দেহেও সেই রোগ সংক্রমিত হইতে পারে। সুতরাং তাহাদের দিকে চাহিয়া এইরূপ না করা তোমার পক্ষে সমীচীন।

আজকাল অনেক লোকই যক্ষা রোগে ভুগিতে দেখা যায়। উহা ভীষণ সংক্রামক রোগ। তুমি যদি সর্বদা নাকের ভিতর দিয়া শ্বাস গ্রহণ কর আর তোমার দেহের রক্ত প্রবাহ যদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তবে উহাতে তোমার ভয়ের কোনই কারণ নাই। থিয়েটার হল, সিনেমা, গীর্জা, মসজিদ, সভা সমিতিতে অনেক জনসমাগম হইয়া থাকে। এইরূপ স্থান হইতে বাহিরে আসিয়া কাশিয়া গলা

পরিষ্কার করিবে ও নাক ঝাড়িয়া নিবে। তোমার নিঃশ্বাস গ্রহণকালে অপর লোক হইতে তোমার দেহে রোগের জীবাণু আসা বিচিত্র নয়। এইরূপ করিলে অনেক রোগের জীবাণুর হাত হইতে তুমি মুক্তি পাইবে। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইলে সর্বদাই ঘরের বাহিরে ঘুমাইবে, আর প্রচুর বিশ্রাম গ্রহণ করিবে।

মুক্ত বায়ুতে নিদ্রা যাওয়া

যে প্রকারেই হউক স্কাউটকে অনেক সময় মুক্ত বায়ুতে শয়ন করিতে হয়। কাজেই যখন সে ঘরের ভিতরে ঘুমায়, জানালাগুলি

সম্পূর্ণরূপে খোলা রাখে। উষ্ণ পরিবেশে ঘুমাইবার অভ্যাস থাকিলে তাঁবু-বাসে গেলেই তোমার ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। ইহা অত্যন্ত হাস্যাস্পদ ব্যাপার। সবাই মনে করিবে তুমি একেবারে কচিকদম। মাথায় ঠাণ্ডা লাগা স্কাউটের চেয়ে হাস্যাস্পদ আর কিছুই নাই। একবার জানালা খোলা রাখিয়া শোয়ায় অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকে না।

যে সকল লোকের মুখ মলিন ও চেহারা জীর্ণ শীর্ণ তাহাদের এইরূপ হওয়ার কারণ বন্ধ ঘরে বসিয়া থাকা যেখানে কদাচিত জানালা উন্মুক্ত করা হয়। জানালা বন্ধ থাকিলে ঘরের ভিতরকার বায়ু অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে এবং উহাতে দূষিত গ্যাস ও রোগের জীবাণু বাসাবাঁধে। প্রতিদিন ঘরের সবগুলি জানালা খুলিয়া দিয়া ঘরের দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

খাদ্য

অতি ভোজন অথবা কুখাদ্য ভোজনের ফলেই অনেক রোগ হইয়া থাকে।

স্কাউটকে অবশ্যই জ্ঞাপিতে হইবে— কিরূপে হাল্কা ও কর্মক্ষম থাকা যায়। একবার দেহের পেশীগুলি সুগঠিত হইয়া গেলে সব পেশীর ব্যায়াম না করিয়াও সে কাজের উপযুক্ত থাকিতে পারে। অবশ্য সে যদি উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে।

মাফেকিং অবরোধকালে আমাদের খাদ্যের টানাটানি ছিল। সৈন্যদলে যাহারা কম খাদ্য খাইতে অভ্যস্ত ছিল, তাহাদের খুব বেশী ভুগিতে হয় নাই। আর যাহারা শান্তির সময়ে অতিভোজনে অভ্যস্ত ছিল তাহাদেরকেই ভুগিতে হইয়াছিল বেশী ফলে তাহারা দুর্বল খিটখিটে হইয়া পড়িল। শেষের দিকে আমাদের খাদ্য আরো

কমাইয়া দেওয়া হইল। পরে তাহা গিয়া দাঁড়াইল সারাদিনের জন্য জই নির্মিত একটি ক্ষুদ্র রুটি, আধসের মাংস আর তিন পোয়া 'সোয়েনে'-নষ্ট হয়ে যাওয়া লেইর মত একটি দ্রব্য।

সবচেয়ে সস্তা খাদ্য হইল- মটর ভাজা, ময়দা, জইচূর্ণ, আলু, ভাত, ময়দার সেমাই, ভুট্টা ও পনির। অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে ফল, শাকসবজি, মাছ, ডিম, বাদাম ও দুধ উল্লেখযোগ্য। এইসব খাদ্য গ্রহণ করিয়া মাংস ছাড়াও মানুষ বেশ ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

প্রচুর পরিমাণ টাটকা বায়ু গ্রহণ করিলেই খাদ্য তোমার স্বাস্থ্যোন্নতির সহায়ক হইবে। অপর পক্ষে সারাদিন ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিলে অতিভোজন তোমার দেহকে স্থূল ও তন্দ্রালু করিয়া দিবে। সকল অবস্থায়ই পরিমিত আহার বাঞ্ছনীয়। তাহা সত্ত্বেও বাড়ন্ত ছেলে-পিলেদের কম খাওয়া উচিত নহে। তাই বলিয়া স্কুলের ভোজের সময়কার সেই লোভী ছেলেটির মত হওয়া তাহাদের উচিত নহে। তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল,

“তুমি কি আরো কিছু খাইতে পারিবে?” সে উত্তর করিয়াছিল

“হ্যাঁ, তা অবশ্য পারতাম। কিন্তু পেটে যে আর তিল ধারণের জায়গাও নেই।”

আজকালকার মানুষের একটা মস্তবড় দুর্বলতা আছে। যখন ঔষধ সেবনের কোন প্রয়োজন নাই তখনও অকারণে তাহারা বহু ঔষধ গিলিয়া থাকে।

সবচেয়ে উত্তম ঔষধ হইল মুক্ত বায়ু ও অংগ চালনা। আর যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তবে খুব ভোরে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি পান কর এবং রাতে শুইতে যাওয়ার আগে পোয়াখানেক গরম পানি খাও।

পোশাক-পরিচ্ছদ

শীত প্রধান দেশে স্কাউটের পোশাক যথাসম্ভব পশমি হওয়া দরকার। কারণ, উহা খুব তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়। দেহের সূতি কাপড় ভিজিবার সংগে সংগেই বদল করিতে হয়। তাহা না করিলে ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনা থাকে।

আরেকটা বিষয় সম্বন্ধে স্কাউটদের সতর্ক হওয়া দরকার, তাহা না হইলে তাহার ধৈর্যের সীমা রক্ষা করিয়া দীর্ঘ পথ মার্চ করিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। সেইটি হইল-জুতা। আমি নিজে বুটের চাইতে জুতা বেশী পছন্দ করি। কারণ, জুতা পরিলে ভিতরে অধিক পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে।

অধিকক্ষণ হাঁটার ফলে যে স্কাউটের পায়ে ক্ষত হয়, সে একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে ।

সুতরাং জুতা ব্যবহারের ব্যাপারে তোমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার । জুতা হইবে মাপমত সুন্দর, পায়ের পক্ষে ম্যানানসই ও ভিতরের দিকে বেশ প্রশস্ত মজবুত । তোমার খালি পায়ের আকারের সংগে যথাসম্ভব খাপ খাইতে হইবে । ভিতরের দিকের কিনারাগুলি সোজা ও সরল হইতে হইবে । চর্বি, রেড়ীর তেল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে মালিশ করিয়া জুতা মোলায়েম রাখিতে হয় । দেহের ঘাম ও বাইরের অর্দ্রতা হেতু পা ভিজিয়া গেলে পায়ের চামড়া কোমল হইয়া শেষটায় পায়ে ফোস্কা পড়িয়া যায় । সেগুলিতে জুতার সামান্য ঘর্ষণ লাগিলেই আবার ছাল উঠিয়া রক্ত বাহির হয় ।



এই জুতার ফিতা স্কাউটের নিজস্ব পদ্ধতিতে বাঁধা হইয়াছে ।
ফিতার এক প্রান্ত নিম্নতম ছিদ্রের নিচে গিয়া বাঁধিয়া রাখাইয়াছে ।
তারপর ফিতাটি বিপরীত দিকের ছিদ্রটির ভিতর দিয়া ঘুরাইয়া আনা হইয়াছে ।
পরে উপরের দিকে তোলা হয় এবং ফিতাটি নিচের দিকে ঘুরাইয়া নামান হয় ।
ছবিতে ফিতার গাঢ় কাল অংশ জুতার ভিতরে অদৃশ্য থাকিবে ।

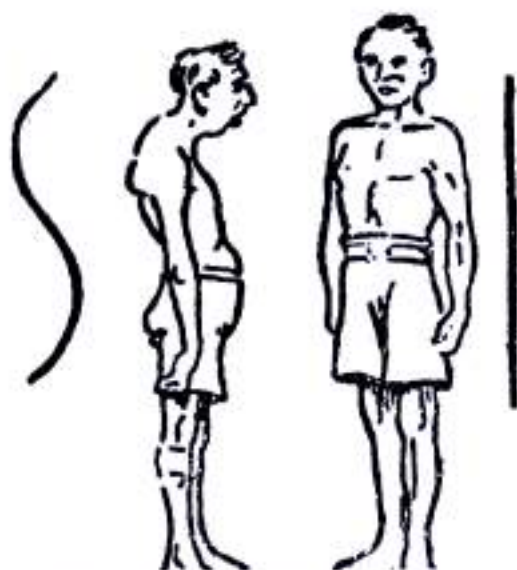
কাজেই পা যথাসম্ভব শুষ্ক রাখিতে হইবে । ইহার জন্য ভাল পশমি মোজা ব্যবহার করা উচিত । যে লোক মিহি সূতার বা রেশমের মোজা ব্যবহার করে, সে যে হাঁটিতে পটু নহে তাহা তুমি অনায়াসেই বলিতে পার । যে ব্যক্তি প্রথমবারেই দীর্ঘ পথ ভ্রমণে বাহির হয় তাহাকেই বলা হয় “কচিকদম” । কারণ, ইহাতে সাধারণত তাহার পা কাটিয়া ক্ষত হয় । ক্রমে কি ভাবে পা ভাল রাখিতে হয় অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহা শিখিতে থাকে ।

যদি পা দুইটি কেবলই ঘামিতে থাকে, তবে “বোরিক এসিড” (Boric Acid), স্টারচ ও জিঙ্ক অক্সাইড সমানভাবে মিশাইয়া সেই পাউডার পায়ে ব্যবহার করিতে পার। আংগুলের ফাঁকেও এই পাউডার ঘসিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে সেখানে ‘কড়া’ গঠিত হইতে পারিবে না। পাগুলি কিছুটা দৃঢ় করিতে হইলে ফিটকিরি মিশ্রিত পানিতে, কিংবা লবণ জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিতে হয়। এইভাবে প্রতিদিন পা ধৌত করিবে।

দলের গতিবিধি ও বিভিন্ন সংগঠন

দলের চলাচল— দল ও উপদল হিসাবে কিভাবে দ্রুত একস্থান হইতে অন্যস্থানে শৃঙ্খলার সহিত চলাচল করিতে হয় স্কাউটদের তাহা ভাল করিয়া জানা উচিত।

এই কাজটি ভাল করিয়া শিখা হইলে দ্রুত ও শৃঙ্খলার সহিত চলার অভ্যাস তাহাদের স্বভাবে পরিণত হয় এবং ফলে তাহারা চালাক চতুর ও চটপটে হইয়া উঠে। ভার বহনকারী পেশীগুলি ইহাতে মজবুত হইয়া গড়িয়া উঠে। আর শরীরটাকে সোজা রাখার দরুন ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড সুচারুরূপে কাজ করিবার সুযোগ পায়। দেহের ভিতরকার ইন্দ্রিয়গুলিও সঠিকভাবে পরিপাক ক্রিয়া চালাইতে পারে।



S এর অর্থ Sloucher বাঁকা বা অকর্মণ্য, এবং I এর ভূমি। অর্থ ভূমি ঝড়ু হও। নিজেকেই জিজ্ঞাসা কর— ভূমি S না Itr

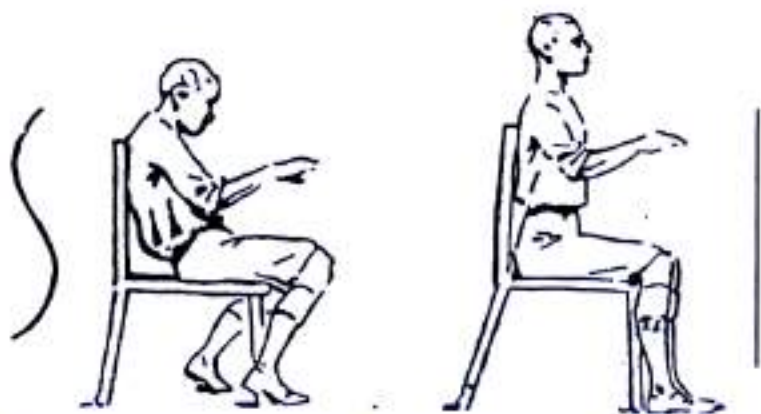
পক্ষান্তরে বাঁকা হইয়া দাঁড়ানো দেহের অপর অংগগুলিকে নিস্তেজ করিয়া দেয়। তখন সেগুলি নিজেদের কাজ ঠিকমত করিতে পারে না। সুতরাং এইরূপ লোক সচরাচর দুর্বল হইয়া প্রায়ই অসুখে পড়ে।

বাড়ন্ত ছেলেদের মধ্যে বাঁকা হইয়া উঠা-বসার প্রবৃত্তি কিছুটা বেশী দেখা যায়। এই বদভ্যাস হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। প্রচুর শারীরিক ব্যায়াম ড্রিল তাহাদিগকে এই কাজে সাহায্য করিবে।

দাঁড়াইবার সময় সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। আর যখন বসা অবস্থায় থাক, তখনও সোজা হইয়া বসা উচিত। তখন পিছন দিকটা থাকিবে চেয়ারের পিছন দিকের সংগে সমানভাবে খাড়া। দাঁড়ান অবস্থায়, হাঁটার সময়ে, বসিয়া থাকার সময়-সকল অবস্থাতেই দৈহিকভাবে তৎপর থাকিতে হইবে। দেহ প্রস্তুত না থাকিলে মনও প্রস্তুত থাকিতে পারে না আর এইরূপভাবে প্রস্তুত হইতে পারা খুবই লাভজনক। কার্যে-নিয়োগকারীরা সব সময়ই টিলেঢালা চালচলন বিশিষ্ট ছেলেদের চেয়ে সতর্ক-স্বভাব ছেলেদেরই বেশী পছন্দ করেন। টেবিলের সামনে বসিয়া কোন কিছু লিখিবার সময় এবং জুতার ফিতা বাধিবার সময় কখনও পিঠ বাঁকিয়া বসিওনা। তখন কোমর সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া রাখিবে। ইহাতে দেহের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে (ছবি দেখ)।

“এলার্ট” বা “এটেনশন্”-এই আদেশের সংগে সংগে স্কাউটেরা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সামনের দিকে তাকায়। তখন পা-দুইটি থাকে একত্রে, হাতদুইটি দেহের পাশে স্বাভাবিকভাবে ঝুলিতে থাকে আর হাতের আংগুলগুলি থাকে সরলভাবে। “ঈজি” (Easy) অথবা “এট ঈজ” (At ease) এই আদেশের সংগে সংগে স্কাউটদের বাঁ পা ছয় ইঞ্চি সরাইয়া বাঁদিকে আনে আর দুইহাত পিছনে লইয়া বাঁ-হাত দিয়া ডান হাতের কব্জি চাপিয়া ধরিবে। এই অবস্থায় ইচ্ছা করিলে তাহারা এদিক সেদিক মাথা ঘুরাইয়া তাকাইতে পারে। “সিট ইজি” (আরামে বস-Sit easy) শব্দটি উচ্চারণ করিলে যে কোনভাবে তাহারা মাটিতে বসিতে পারে। এই আদেশ এমন অবস্থায় দিতে হইবে-যখন বালকদের “এলার্ট” (Alert) পজিশনে রাখিবার প্রয়োজন থাকে না এবং সেই স্থানের মাটিও শুষ্ক থাকে।

“কুইক মার্চ” (Quick march জোরে চল)-এই আদেশে ছেলেরা আগে বাঁ-পা সামনে বাড়াইয়া দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হইবে। বাহু দুইটা পাশে ঝুলিতে থাকিবে খুব স্বচ্ছন্দভাবে। কারণ ইহাতে দেহের, মাংসপেশীর ও ভিতরের কলকবজার যথেষ্ট ব্যায়াম হইয়া থাকে।



চেয়ারে বসিবার সময় ঋজু হইয়া বস; তোমার শরীর যেন বাঁকা হইয়া S-এর আকার ধারণ না করে।

“ডবল” (Double)-এই আদেশে হ্রস্ব, সহজ ও নিয়মিত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে দৌড়াইতে হইবে। বাহুদ্বয় দেহের সংগে আবদ্ধ না রাখিয়া দুলাইতে হইবে।

“স্কাউট পদক্ষেপ” (Scout pace)-বলার সংগে সংগে স্কাউটপদ কুইক মার্চে বিশ কদম অগ্রসর হইয়া আরো বিশ কদম ‘ডবল’ চলিবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে বিশ কদম হাঁটিয়া ও দৌড়াইয়া চলিতে থাকিবে। অবশেষে “কুইক মার্চ বা “হলট (Halt) আদেশ দিলে সেই অনুসারে কাজ করিবে। “ডানদিকে ফের” (Right turn)-প্রত্যেক ছেলেই এই আদেশে ডান দিকে ফিরিবে। “ফলো ইণ্ডর লীডার” (Follow your leader নেতাকে অনুসরণ কর) “লীডার রাইট টার্ন” (Leader Right Turn নেতা ডাইনে ফির) আদেশে নেতা ডান দিকে ঘুরিবে আর অবশিষ্ট বালকেরা তাহাকে অনুসরণ করিয়া সে যেখানে ঘুরিয়াছিল সেই স্থান পর্যন্ত গিয়া তাহার অনুসরণ করিবে। ‘ফ্রন্ট ফরম লাইন (Front form line সামনে সারি বাঁধ)- নেতাকে অনুসরণ করিবার সময় এই আদেশে পিছনের স্কাউটেরা দৌড়াইয়া গিয়া নেতার বাঁ-পাশে সারি বাঁধিবে।

দলের বিভিন্ন গঠন

“লাইন” (Line মানে পাশাপাশি দাঁড়ান সারি)-প্রত্যেক উপদলে স্কাউটেরা পরস্পরের পাশাপাশি দাঁড়াইবে। সকলের ডানদিকে থাকিবে নেতা আর বাম দিকে থাকিবে সহকারী বা সেকেন্ড। স্কাউটদের সংখ্যানুসারে অপরেরা থাকিবে ডানদিক হইতে পর পর বাঁ দিকে। স্কাউট-মাস্টার থাকিবেন তাহাদের সামনে কেন্দ্রস্থলে।

“ওপেন কলাম” (Open Column মুক্তস্তম্ভ-উপদলগুলি একটির পিছনে আরেকটি) -আদেশ দাও পোট্রোল রাইট হুইল (সারি বাঁধ)-হলট। একজনের পিছনে অন্যজন দাঁড়াইবে দাঁড়াইবার সময় এমন দূরত্ব রাখিবে যাহাতে পরস্পর ডানদিকে কিংবা বাঁ-দিকে ঘুরিয়া একটা বড় লাইনে দাঁড়াইতে পারে।

“ক্লোজ-কলাম” (Close Column পাশাপাশি স্তম্ভ সাজানো) পিছনের পোট্রোলগুলি সামনে সরিয়া আসিবে যাহাতে অল্প জায়গাতেই প্যারেড করা চলে। অথবা নেতার ভাষণ সহজেই শোনা যায়।

“ওপেন কলাম” হইতে ডাইনে বা বামে লাইন গঠন করা যাইতে পারে। উপদলগুলিকে প্রয়োজন মত একদিকে ঘুরাইয়া নিলেই হইল। অথবা উপদলগুলি সামনের দিকেও অগ্রসর হইতে পারে। তখন সকলের সামনের পেট্রোল এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিবে কিংবা সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে। দ্বিতীয় উপদলটি সরিয়া ডান পাশে আর তৃতীয়টি যাইবে বাঁ-পাশে। পরেরগুলিও এইভাবে অগ্রসর হইবে। জোড় সংখ্যা ডান দিকে আর বে-জোড় সংখ্যা বাঁ-দিকে দাঁড়াইবে। এইরূপভাবে চলাচলের সময় স্কাউটরা সব সময়েই ‘ডবল’ তালে অগ্রসর হইবে।



নিচের দিকে তাকাইয়া বাঁকিয়া চলিও না-যেন নিজের কাছেই ভূমি লক্ষিত। সোজা বুক ফুলাইয়া চল এবং স্কাউটসুলভ একটি হাসির ঝলক দীপ্ত কর।

স্কাউটের লাঠি হাতে ড্রিল

DRILL WITH SCOUT STAFFS



Alert (Attention)



At Ease



Secure Staffs
(For close order and at funerals)



Sit at Ease



Rest on Staffs
(At funerals)



Trail Staffs



Slope Staffs



Shoulder Staffs



Support Staffs

SALUTES WITH AND WITHOUT STAFFS



When Marching



When at the Alert



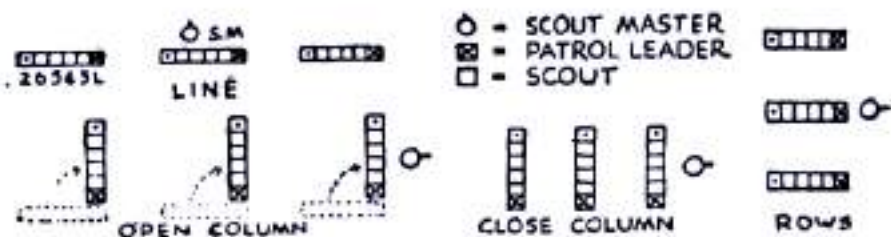
Without Staff

ওপেন কলাম হইতে পশ্চাদিকেও লাইন গঠন করা যায়। “এবাইট টার্ন” (About turn) বলিলে সকলেই ডানদিক দিয়া উল্টা দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইবে। (‘এবাইট টার্ন’ আদেশে সর্বদা ডান দিকে ঘুরিতে হয়।) তাহারপর উপরোল্লিখিত নিয়মে লাইন গঠন করিবে।

নীচের সংকেতের সাহায্যে আকৃতি গঠন

যে কোন সতর্ক স্কাউট ট্রুপই আদেশসূচক বাণীর সাহায্যে ছাড়াই অতি সহজেই এই আকৃতিগুলি গঠন করিতে পারে। স্কাউট মাস্টার কেবল কতকগুলি সংকেত করিবেন আর স্কাউটেরা দৌড়াইয়া যার যার নির্দিষ্ট জায়গায় স্কাউট-মাস্টারের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল—

স্কাউটদের “লাইনে” দাঁড় করাইতে হইলে তিনি উভয় বাহু পাশের দিকে প্রসারিত করিবেন। যেমন—



“ওপেন কলামে” দাঁড় করাইতে হইলে বাহুদ্বয় দুইপাশে প্রসারিত করে কনুই থেকে বাহিরের দিকটা বাঁকিয়া উঠাইতে হইবে।

“ক্রোজ কলমের ” সংকেতও অনেকটা “ওপেন কোলোমেরই” মত, কিন্তু এক্ষেত্রে বাঁকানো বাহুদ্বয় পাশে না থাকিয়া সামনের দিকে ঘুরিয়া আসিবে।

“হর্স-শু” আকৃতি (Horse shoe ঘোড়ার নালের আকৃতি)-ট্রুপ প্যারেড খুবই সাধারণ ব্যাপার। ইহার সংকেত-স্কাউট মাস্টার বাহুদ্বয় অর্ধবৃত্তাকারে সামনে দিকে দোলাইতে থাকিবে।

আন্ত-পেট্রোল খেলার জন্য ‘রোজ’ (Rows) ‘কাতার’ এর প্রচলন আছে। এ-ক্ষেত্রে স্কাউটেরা “ফাইলে” (File) পেট্রোল নেতার পশ্চাতে দাঁড়াইবে। সহকারী থাকিবে সকলের পেছনে। তাহারা সবাই স্কাউট-মাস্টারের দিকে মুখ করিয়া সংখ্যানুসারে পর পর পিছনে দাঁড়াইবে। এর সংকেত-স্কাউট-মাস্টার কাঁধ থেকে দুই বাহু সামনে প্রসারিত করিয়া দাঁড়াবেন।

সংকেতের সাহায্যে চলাচল করিতে হইবে দৌড়াইয়া এবং সম্পূর্ণ নীরবে।



৭ম অধ্যায়

তাঁবু-জলসা কাহিনী-২০শ

অপরের প্রতি বীরের ন্যায় আচরণ

ভ্রমণকারী ও বিপদ বরণে উৎসুক নাইট-অপরের সাহায্য- নারীর প্রতি
সৌজন্য

প্রাচীনকালে এক শ্রেণীর লোক ছিলেন যাহাদের বলা হইত 'নাইট'। তাঁহারা ছিলেন খুব সাহসী। লৌহ-বর্ম পরিহিত হইয়া অশ্ব পৃষ্ঠে শ্যামল বনের ভিতর দিয়া যখন ইহাদেরই একজন আসিয়া হাজির হইতেন-চকচকে অস্ত্র-শস্ত্র, ঢাল এবং বর্শা লইয়া এবং পালক দুলাইয়া-তখন কি সুন্দর দেখাইত। সুদৃশ্য তেজস্বী বহনক্ষম ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহারা আসিতেন-দুশমনদের ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য তৈরি হইয়া। তাঁহারই পার্শ্বে অশ্বপৃষ্ঠে থাকিত তাঁহার তরুণ অনুচর-তাঁহার সহকারী ও সংগী। পরবর্তীকালে সে-ও হইত একজন নাইট।

তাহার পিছনে পিছনে আসিত তাঁহার দলবল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বলবান সুস্থ সবল যোদ্ধারা, তাহারা নাইট-এর সংগে সংগে দরকার হইলে মৃত্যু ভোরণ পর্যন্ত অনুসরণ করিতেও তৈরি। তাহারা ছিল সেই কালের ইংল্যান্ডের মধ্যবিত্ত কষ্টসহিষ্ণু কৃষক প্রজা। দেশের জন্য তাহারা অনেক যুদ্ধই জয় করিত-নাইট-এর প্রতি অবিচলিত আনুগত্য ও সাহসের জোরে।

শান্তির সময়ে যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকিত না নাইটরা তখন প্রতিদিন অশ্বারোহণে বাহির হইতেন প্রয়োজন মত কোন সাহায্যপ্রার্থীর উপকার করা যায় কিনা থাকিত তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই প্রকার পরোপকারের কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন তাঁহাদের বলা হইত “ভ্রমণকারী নাইট” (Knight Errant)। তাঁহার দলের অপর লোকগুলিও স্বভাবতঃই নেতাকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার মতই কাজ করিত। সেই অস্ত্রধারী দলের প্রত্যেকেই তাহার সবল হস্তে নেতারই মত দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে প্রস্তুত থাকিত। প্রাচীনকালের সেই নাইটরা ছিলেন পেট্রোল-লীডার, আর তাঁহার দলের অস্ত্রধারী বীরপুরুষেরা ছিল স্কাউট।

তোমাদের মধ্যে পেট্রোল-লীডার ও স্কাউটগণ সেই নাইট ও তাহার দলের সহকর্মীদের মতই বিশেষতঃ তোমরা যদি আত্মমর্যাদাকে সবার উপরে স্থান দিয়া বিপদাপন্ন কিংবা সাহায্যপ্রার্থীর উপকার করিতে আশ্রয় চেষ্টা কর। তোমাদের আদর্শ-অপরকে সাহায্য করিবার জন্য “প্রস্তুত থাক”। আর নাইটদের আদর্শও ছিল অনেকটা সেই রকমই-“সদা প্রস্তুত থাক।”

বীর ধর্ম

ইংল্যান্ডের রাজা আর্থার প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্বে বীরধর্ম বা নাইট সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন।

আর্থার তাঁহার কাকার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। আর্থারের পিতা রাজা উথার পেনড্রাগোনের মৃত্যুর পর কে রাজা হইবে তাহা কেহই জানিত না। এমন কি তিনি নিজেও জানিতেন না যে, তিনিই ভূতপূর্ব রাজার পুত্র।

সেই সময় গীর্জার আংগিনায় একটি পাথর পাওয়া গেল। উহাতে বসানো ছিল একটা তরবারী। সেই পাথরে খোদাই করা ছিল কয়েকটি কথা- “যে কেহ এই

তরবারীটি পাথর হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারিবে সেই ইংলণ্ডের প্রকৃত রাজা হইবার অধিকারী।”

দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদের প্রত্যেকেই একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কেহই উহা টানিয়া বাহির করিতে পারিলেন না।

একদিন এক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান ছিল। উহাতে আর্থারের চাচাত ভাইয়ের অংশগ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু মাঠে নামিয়া তিনি দেখিলেন যে ভুলক্রমে তাঁর তরবারিটি বাড়ীতেই ফেলিয়া আসিয়াছেন। তখন তিনি আর্থারকে তরবারি নিয়া আসিবার জন্য পাঠাইলেন। আর্থার সেই তরবারি কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে পড়িল গীর্জার আংগিনায় সেই তরবারির কথা। তখন সেখানে গিয়া তিনি সেই তরবারিতে টান দিলেন, তরবারিতে টান দিতেই উহা পাথর হইতে উঠিয়া আসিল। তরবারিটি তখন তিনি তাঁহার চাচাত ভাইয়ের কাছে নিয়া আসিলেন। খেলা শেষে তরবারিটি তিনি আবার পাথরের ভিতরে ঢুকাইয়া রাখিলেন। আবার সকলে চেষ্টা করিয়া দেখিল কিন্তু কেহই উহা টানিয়া তুলিতে কৃতকার্য হইল না। কিন্তু আর্থার উহা ধরিয়া টান দিতেই তরবারি সহজেই বাহির হইয়া আসিল। সুতরাং তাহাকেই রাজা বলে ঘোষণা করা হইল।

এই আর্থারই পরে কয়েকজন নাইট সংগ্রহ করিলেন। গোলটেবিলের চারিদিকে তাঁহারা বসিতেন। এ জন্য তাহাদিগকে বলা হইত-“ গোল টেবিলের নাইট।”

সেন্ট জর্জ

নাইটদের পৃষ্ঠপোষক গুরু ছিলেন সেন্ট জর্জ। সাধু পুরুষদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন অশ্বারোহী। তিনি আরো ছিলেন অশ্বারোহী সৈন্যদলের ‘সাধুপীর’ আর ইংল্যান্ডের বিশেষ গুরু। সকল দেশের “বয় স্কাউট”-দেরও তিনি শুভাকাঙ্ক্ষী এবং মুরব্বি। সুতরাং স্কাউটদের তাঁহার কাহিনী জানা দরকার।

সেন্ট জর্জ Cappadocia নামক স্থানে ৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সতের বৎসর বয়সে তিনি ভর্তি হন অশ্বারোহী সৈন্যদলে। অসামান্য বীরত্বের জন্য তিনি শীঘ্রই বিখ্যাত হইয়া উঠেন।

একবার তিনি Selem নামক এক শহরে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই শহরের সন্নিকটে এক দানব বাস করিত। উহার দৈনিক আহারের জন্য লটারীর সাহায্যে

নির্বাচিত একজন নগরবাসীকে বলি দেওয়া হইত। যেদিন সেন্ট জর্জ সেখানে গিয়া হাজির হইলেন, সেদিন ছিল সে দেশের রাজকন্যা Cleolinda'র পালা।



অনুসারী হয় সদা সতর্ক চতুর সেবক ব্রতী-পৃষ্ঠপোষক জর্জ ও তাঁহার তেজী অশ্বের পতি।

সেন্ট জর্জ স্থির করিলেন যে, তিনি রাজকন্যাকে ঐভাবে মরিতে দিবেন না। সেই দানবটি থাকিত নিকটেই এক জলাভূমিতে। তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়া উহাকে আক্রমণ করিয়া উহাকে নিহত করিলেন।

সেন্ট জর্জ ছিলেন স্কাউটদের আদর্শ। প্রত্যেক স্কাউটের তাঁহারই মত হওয়া উচিত।

যখন তিনি কোন বিপদের সম্মুখীন হইতেন সে বিপদ যত বড়ই হউক না কেন-এমনকি সেই বিপদ দানবের আকারে আসিলেও তিনি বিপদকে কখনো এড়াইতেন না কিংবা ভয় করিতেন না, বরং নিজের ও অশ্বের সমস্ত শক্তি দিয়া উহার সম্মুখীন হইতেন। এইরূপ সংগ্রামের উপযোগী অস্ত্র-শস্ত্র তাঁহার ছিল না, ছিল শুধু একটি বর্শা; তবু তিনি বীরদর্পে আক্রমণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন এবং অবশেষে এমন বিপদকে জয় করিতেন যাহার সম্মুখীন হইতে অন্য কোন লোক সাহসই করিত না।

ঠিক এইরূপভাবেই স্কাউটদেরও বিপদের সম্মুখীন হওয়া উচিত। সেই বিপদটা যত বড় কিংবা ভয়ানকই হউক না কেন, আর উহাতে অবতীর্ণ হওয়ার মত সাজ সরঞ্জাম তাহার থাকুক কি না থাকুক।

সাহস ও আত্ম-বিশ্বাস লইয়া দেহ ও মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া বিপদকে জয় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সম্ভবতঃ তাহা হইলে সে জয়লাভ করিবে।

২৩শে এপ্রিল “সেন্ট-জর্জ-দিবস” উদযাপনের তারিখ। সেই দিন সকল প্রকৃত স্কাউটই তাহাদের প্রতিজ্ঞা ও নিয়মাবলী সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করে। আগামী ২৩ এপ্রিলের কথা মনে রাখিও এবং সারা পৃথিবীব্যাপী তোমার স্কাউট ভাইদের কাছে সেই দিন তুমি অভিনন্দন পাঠাইও।

নাইটদের নীতি

নাইটদের নিয়মাবলী এইরূপ—

কেবলমাত্র রাত্রে শয়ন করিবার সময় ছাড়া সর্বদাই বর্ম পরিহিত অবস্থায় তৈরি হইয়া থাকিবে।

যেই কাজেই তুমি নিয়োজিত থাক না কেন, আত্ম-মর্যাদার ও সততার জন্য সুখ্যাতি অর্জন করিতে চেষ্টা করিবে।

দরিদ্র ও দুর্বলকে রক্ষা করিবে।

যাহারা আত্মরক্ষার্থে অক্ষম তাহাদের সাহায্য করিবে।

অন্যের মনে কিংবা শরীরে আঘাত পায় এমন কোন কাজই করিবে না।

দেশকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত থাকিবে।

লাভের চেয়ে সম্মানের জন্যই কাজ করিবে।

কখনো প্রতিজ্ঞা ভংগ করিবে না।

জীবনের বিনিময়ে দেশের ইজ্জত রক্ষা করিবে।

নির্লজ্জের মত বাঁচার চেয়ে সততার সহিত মৃত্যুবরণ করিবে। বীরধর্মের দাবী এই যে, তরুণগণ সানন্দে ও সুষ্ঠুভাবে খুব কষ্টসাধ্য ও নগণ্য কাজও সম্পন্ন করিতে এবং অপরের উপকার করিতে শিক্ষা লাভ করিবে।

এসব প্রাথমিক আইন কানুন লইয়াই আগের দিনের নাইটরা কাজ শুরু

করিয়াজিলেন। তাহা হইতেই বর্তমান স্কাউটদের আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

নাইট (বা স্কাউট) সব সময়েই জুদ্র ও বিনয়ী। অনেক লোকই মনে করে যে ভদ্রলোক হইতে হইলে ধনী হওয়া চাই। কিন্তু ধন কাহাকেও ভদ্রলোক করিতে পারে না। যে কোন লোক নাইটদের বীরধর্ম পালন করে, সে-ই প্রকৃত ভদ্রলোক।

পরার্থপরতা

প্রায় তিনশ' বছর আগে ইংলণ্ডে ক্যাপ্টেন জন স্মীথ (John Smith) নামক এক দুঃসাহসিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন কঠোর প্রকৃতির লোক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি যুদ্ধ করিয়া অনেকবার আহত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই কঠোর আচরণের ভিতরে ছিল একটা সুন্দর ও সদয় অন্তঃকরণ।

তিনি ছিলেন একজন আদর্শ স্থানীয় স্কাউট। তাঁহার প্রিয় কথা ছিল— “আমরা শুধু নিজের জন্যেই জন্মগ্রহণ করি নাই, বরং পরের উপকার করিতে জন্মলাভ করিয়াছি।” তিনি তাঁহার জীবনে উহা অনেকাংশে কাজে পরিণত করিয়াছিলেন। কারণ, তিনি একজন নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন।

আত্মত্যাগ

ক্যাপ্টেন লরেন্স ওটস্ (Lawrence Oates) দক্ষিণ মেরুতে স্কাউটের শেষ অভিযানে আত্মত্যাগের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। সেই ক্ষুদ্র দলটি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী মেরু প্রদেশে পৌঁছিয়া দেখিল যে নরওয়েবাসী অভিযাত্রী Roald Amundsem মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই সেখানে পৌঁছিয়াছিলেন। ইহাতে তাহারা নিরাশায় বিষণ্ণ হইয়া পড়িল।

ফিরিবার পথে অভিযাত্রী দলটিকে তীব্র শীত ও ভয়ানক আবহাওয়ার দরুণ ভীষণ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। দলের লোকগুলি ক্রমশঃই দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। সেই দলের একজন ছোট কর্মচারী (Petty Officer) ইভ্যান্স্ মারা গেল।

তৎপর Oates হাতে ও পায়ে গুরুতরভাবে তুষারাহত হইলেন। তিনি অপরিসীম কষ্ট সহ্য করিলেন, কিন্তু তবু কোন অভিযোগ করিলেন না। ক্রমেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অন্যান্যদের কাছে তিনি একটা ভার হইয়া উঠিয়াছেন।

তিনি জানিতেন যে যদিও তিনি অতিকষ্টে অগ্রসর হইতে পারিতেন, তথাপি তাঁহারই জন্য তাঁহার সংগীদের দেৱী হইয়া যাইবে। তিনি পিছনে পড়িয়া থাকিলে একটি লোকের খাদ্য বাঁচিয়া যাইবে এবং সংগীরা হয়ত কোন রকমে পরবর্তি ঘাঁটিতে গিয়া পৌঁছিতে সক্ষম হইবে।



(দক্ষিণ মেরুতে ক্রটের শেষ অভিযানে কাপটেন লরেন্স ওটস অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দেন।
সংগীদের জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন।)

সুতরাং একদিন সকাল বেলা তিনি চুপি চুপি তাঁহাদের ছোট্ট তাঁবুটি হইতে দৃষ্টিনাশক ঝড়ের মধ্যে বাহির হইয়া উধাও হইয়া যান। তাঁহাকে আর কখনো দেখা যায় নাই। তাঁহার সংগীদের প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি নিজের জীবন দান করিয়াছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ Oates এর এই বীরোচিত আত্মদানও তাঁহার সংগীদের বাঁচাইতে পারিল না। ক্ষুধা ও শীতের কবলে পড়িয়া তাহারা সকলেই এক সংগে মৃত্যুকে বরণ করে। কয়েক মাস পরে এক সন্ধানী দল দেখিতে পায় যে, তাহারা নিজেদের তাঁবুর ভিতরে যেন নিদ্রায় শায়িত রহিয়াছে।

বালকেরাও ঠিক এই রকম মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে পারে। Clydebank-এ Currie নামক ১৮ বৎসর বয়সের এক বালক একটি ছোট্ট বালিকাকে রেলপথে বসিয়া ক্রীড়ারত দেখিতে পায়। সেই রেলপথে একটি গাড়ী বেগে ছুটিয়া আসিতেছিল। সে ঐ বালিকাটিকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ফুটবল খেলার সময় সে পায়ে আঘাত পাইয়া খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল। সে জনোই বালিকাটিকে সারাইতে তাহার দেবী হইয়া গেল। ট্রেনখানি তাহাদের উভয়েকে ধাক্কা দিয়া তাহাদের উপর দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা উভয়ই মারা গেল কিন্তু Currie-র এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা বীরধর্মের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একটি বালিকার জীবন রক্ষার জন্যে সে তাহার জীবন বিসর্জন দিয়াছিল।

দয়া

“দয়া ও সৌজন্য উভয়ই মহৎগুণ” – ইহা স্পেন দেশের একটি প্রাচীন প্রবাদ বাক্য। আরেকটা প্রবাদ আছে।

“উপকার কর, কিন্তু কাহার উপকার করিতেছ তাহা খোঁজ করিওনা।” ইহার অর্থ বড়-ছোট ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের উপকার করিবে।



(অপরের সাহায্যের জন্য, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ও শিশুদের সাহায্যের জন্য, কাউট যথাসাধ্য চেঁচা করে, সে দৈনিক অন্ততঃ একটি পরোপকারের কাজ করে)।

নাইটদের প্রধান গুণ ছিল এই যে, তাহারা সব সময়েই লোকের প্রতি দয়া করিতেন এবং সকলেরই উপকার করিয়া যাইতেন। তাহারা মনে করিতেন, সকলকেই একদিন মরিতে হইবে কিন্তু সে সময়টি আসিবার আগে অবশ্যই কিছুটা পরোপকার করিবার সংকল্প করিতে হইবে। সুতরাং যাহা করিবার এখন করিয়া লও। কখন তোমার ডাক পড়িবে তাহা তুমি কিছুই বলিতে পারনা।

তাই স্কাউটদের একটা প্রতিজ্ঞা হইল যে আমরা সর্বদাই কাহারো না কাহারো উপকার করিব। সে উপকার যতই ছোট হউক তাহাতে যায় আসেনা। যথা কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের বোঝা উঠাইয়া দেওয়া, জনবহুল রাস্তায় শিশুকে পার হইতে সাহায্য করা, কিংবা দরিদ্র ভাগ্যেরে একটি পয়সা দান করা।

তোমাদের জীবনের প্রতিদিন কোন না কোন লোকের উপকার করা উচিত। আজ হইতেই এ নিয়মটি পালন করিতে শুরু কর। জীবনের বাকি দিনগুলিতে কখনো ইহা ভুলিওনা। তোমার গলার স্কার্ফ ও স্কাউট প্রতীকের গ্রন্থির কথা স্মরণ রাখিও। উহা পরোপকার করিবার স্মারক গ্রন্থি। কেবলমাত্র বন্ধুদের উপকার করিয়াই কর্তব্য সম্পাদন হইয়াছে মনে করিওনা। অপরিচিতদেরও উপকার করিবে।

বদান্যতা

কেহ কেহ টাকা সঞ্চয় করিতেই ভালবাসে, কখনও ব্যয় করিতে চাহেনা।

মিতব্যয়ী হওয়া ভাল সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রয়োজন মত টাকা দান করা আরো ভাল। প্রকৃতপক্ষে উহাই সঞ্চয়ের আসল উদ্দেশ্য।

দান করার ব্যাপারে বেশ সতর্ক হওয়া দরকার যেন অপাত্রে দান না কর। রাস্তার ভিক্ষককে একটা পয়সা দিতে পারা খুবই সহজ ও তৃপ্তিকর, কিন্তু তাহা করা অনুচিত। এইরূপ ভিক্ষকের প্রায় সকলেই হীন প্রতারক ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাদের দান করিয়া সেই শ্রেণীর লোকদের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে উৎসাহিত করা হয়। তোমার চোখের আড়ালে শত শত দীনদরিদ্র লোক আছে, যাহাদের সম্বন্ধে তুমি কিছুই জাননা। অথচ তোমার পয়সাটা তাহাদের দিলে খোদার আশীষ বলিয়া পরিগণিত হইবে। দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি ইহাদের কথা জানে। তাহাদের মারফত দান করিলে তোমার দানের টাকা উপযুক্ত লোকের হাতে পৌঁছিবে।

দান করিবার জন্য ধনী হওয়ার দরকার করে না। নাইটদের অনেকেই ছিলেন

দরিদ্র। এক সময়ে তাহাদের কেহ কেহ দুইজন নাইট একই ঘোড়ায় আরোহণ করার শিরঞ্জ্ঞাচিহ্ন ধারণ করিতেন। উহার অর্থ তাহার এত গরীব ছিলেন যে, প্রত্যেকের পৃথক ঘোড়া রাখিবার সামর্থ্য ছিল না।

বক্শিশ্

বক্শিশ্ গ্রহণ হীন কাজ।

যেইখানেই যাওনা কেন দেখিতে পাইবে-মানুষ সামান্য কাজটুকু করিয়াই বক্শিশ্ আশা করিবে। অথচ এইরূপ ছোটখাট উপকার করা স্বাভাবিক সদিক্কার বশবর্তী হইয়াই করা উচিত। কিন্তু স্কাউট কখনও বক্শিশ্ গ্রহণ করিবে না। কাজের পারিশ্রমিক হইলে অবশ্য আলাদা কথা। কেহ দিতে চাহিলে প্রায়ই সেইটা প্রত্যাখ্যান করা কিছুটা কঠিন। কিন্তু স্কাউটের বেলায় তাহা খুব সহজ। সে শুধু বলিবে “অসংখ্য ধন্যবাদ, আমি স্কাউট। কাহারও উপকার করিয়া কিছু গ্রহণ করা আমাদের নিয়ম বিরুদ্ধ।”

বক্শিশ্ গ্রহণ করিলে অপরের কাছে তোমার মর্যাদার অবনতি ঘটিবে। তুমি বন্ধুভাবে কাহারও জন্য কিছুই করিতে পারিবেনা, যদি তাহার কাছ হইতে কতটা বক্শিশ্ পাইবে, কেবল তাহাই চিন্তা কর; আর সে যদি তোমাকে কত বক্শিশ্ দিবে তাহাই ভাবে। স্কাউটদের শুধু বন্ধুত্বের খাতিরেই অন্যের উপকার করা উচিত।

উপকার করিয়া প্রতিদানে কিছু গ্রহণ না করার কি ফল হইতে পারে তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বর্তমানে আমেরিকায় বালক স্কাউটদের সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ। সে এক বিরাট সংখ্যা। ১৯০৯খৃঃ বিলাতের একজন বয় স্কাউটের সুকর্মের ফলেই আমেরিকায় স্কাউট আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই স্কাউটটি তাহার দৈনিক পরোপকার স্বরূপ জনৈক ভদ্রলোককে পথ দেখাইয়া দেয়। যখন বিদেশী লোকটি তাহার কাজের পারিতোষিত দিতে চাহিলেন, তখন স্বভাবতঃই বালকটি বলিয়াছিল-“না জনাব, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি একজন স্কাউট।”

“স্কাউট। সে আবার কি?” সেই ভদ্রলোক তার পূর্বে স্কাউটের নাম শুনে

নাই। তিনি বালকটিকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে লণ্ডনের স্কাউট সদর দফতরে গিয়া তিনি স্কাউটদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জানিয়া লইলেন।

তিনি ছিলেন একজন আমেরিকান-প্রয়োজন মত যে কোন লোকের উপকার করিতে প্রস্তুত, অথচ উপকার করিয়া পারিশ্রমিক নিতে নারাজ, স্কাউটদের এই অদ্ভুত ভ্রাতৃত্বের কাহিনী সংগে করিয়া তিনি আমেরিকায় ফিরিয়া গেলেন।

আমেরিকাবাসীরা এই পরিকল্পনাটি লুফিয়া লইল। সেই দেশের সর্বত্র স্কাউট দল গড়িয়া উঠিতে লাগিল। বর্তমানে পৃথিবীর সবদেশ মিলিয়া যত স্কাউট আছে, একমাত্র আমেরিকাতেই ততজন আছে। উহা ছিল বখশিশের চিন্তা না করিয়া উপকার করার ফল।

স্কাউটদের অন্যের উপকার করিয়া প্রতিদান গ্রহণ না করার এই আদর্শের জন্য আমি অনেকের কাছ হইতে প্রশংসাসূচক পত্র পাইয়াছি। স্কাউট ভাইগণ, এইসব শুনিয়া আমি বাস্তবিক আনন্দিত হইয়াছি।

অবশ্য কাজ করিয়া পারিশ্রমিক অর্জন করা অন্য কথা, উহা গ্রহণ করার অধিকার তোমার আছে।

বন্ধুত্ব ভাব

নগরবাসী ও পল্লীবাসী লোকের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তির পোশাক পরিচ্ছদে আবৃত থাকে ও শেষোক্ত ব্যক্তির কাজের জন্য কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত থাকে। পল্লীবাসী লোক সকলের সংগেই সর্বদা সরল ও প্রফুল্ল মনে মিশিয়া থাকে কিন্তু শহরের লোক জামাকাপড়ের খোলসে নিজেকে প্রতিবেশীদের কাছ হইতে লুকাইয়া রাখিতে ভালবাসে। কাহারও সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা চরিত্রের দরকার হয়। অবাধ মুক্তবায়ুতে স্বাধীনভাবে চলাফেরার ও কর্মঠ অভ্যাসের দরুন উপরের প্রবৃত্তি পল্লী বা বনবাসীদের আর থাকে না। তখন আশেপাশের সকলের কাছেই জীবন অধিকতর আনন্দময় হইয়া উঠে।

স্কাউটদের স্বরণরাখা উচিত যে, সে 'কিম'-এর মত সারা দুনিয়ার বন্ধু। কিন্তু তাই বলিয়া এই বন্ধুত্ব যেন বন্ধুদের আদর আপ্যায়নে তোমার কষ্টার্জিত সম্বল উড়াইয়া দিবার নিবুদ্ধিতার দিকে তোমাকে লইয়া না যায় সেই বিষয়ে সতর্ক থাকিবে।

আমাদের স্কাউট আইন বলে “স্কাউট অপর সব স্কাউটের ভাই”। স্কাউট জাম্বুরীর (Jamboree) সময়ে চল্লিশটি বিভিন্ন দেশ হইতে হাজার হাজার স্কাউটের সমাবেশে ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যদিও তাহারা বিভিন্ন দেশ হইতে আসিয়াছে তবু তাহাদের রুচি ও আমোদ-প্রমোদের উৎস সে এক এবং অভিন্ন এইকথা তাহারা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে। কাজেই তাহারা পরস্পরের সংগে মধুর বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয়।



স্কাউট ‘সারা দুনিয়ার বন্ধু’ এবং ‘প্রত্যেক স্কাউটের ভাই’।
বন্ধুলাভের উপায় হইল কাহারো বন্ধু হওয়া।

হে আমার স্কাউট ভাইগণ, আমি চাই যে তোমাদের সেই বন্ধুত্ব যেন স্থায়ী হয় আর দিন দিনই যেন তাহা অধিকতর ব্যাপক ও দৃঢ়তর হইতে থাকে। তোমার বিদেশী স্কাউট ভাইদের কাছে চিঠি লিখিয়া কিংবা তাহাদের শিবির পরিদর্শন করিয়া অথবা তাহাদিগকে তোমাদের শিবির পরিদর্শন করিতে আহ্বান করিয়া তোমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ়তর করিতে পার।

ইহা তোমাদের ও তাহাদের উভয়পক্ষের জন্যই বেশ আনন্দদায়ক হইবে। তাহার চেয়েও বেশী আনন্দের ব্যাপার এই যে, ইহার দ্বারা তোমাদের বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হইবে। ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিলে হঠাৎ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার দ্বারা অন্যায় ও ভ্রুর যুদ্ধবিগ্রহে শক্তি পরীক্ষা ছাড়াই একটা মীমাংসায় পৌঁছা সম্ভব হইয়া উঠিবে।

বিনয়

নাইটরা বিনয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা গল্প প্রায়ই বলিতেন। সে গল্পটা জুলিয়াস সীজার সম্পর্কে। একবার এক দরিদ্র কৃষক তাঁহাকে নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছিল। সেই লোকটি তাঁহাকে একখালা আচার খাইতে দিল। এই ভাবিয়া যে এই প্রকার আচারই তাঁহার ন্যায় উচ্চ বংশীয় রাজপুরুষ পছন্দ করিবেন। সীজার সেই আচারের সবটুকু খাইয়া সৌজন্যের পরিচয় দিলেন আর এইরূপ ভাব দেখাইলেন যে, তিনি ঐ জিনিসটা খুব ভালবাসেন। কিন্তু আসলে উহার ঝালে তাঁহার মুখ জুলিয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

স্পেন দেশে কোন লোককে পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে সে কেবলমাত্র পথ বলিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হয় না, নিজের মাথার টুপি খুলিয়া সালামকরতঃ বলে যে, সেই পথটি দেখাইবার সুযোগ পাইয়া সে ধন্য হইয়াছে। তখন সে আগন্তুকের সহিত গিয়া তাহাকে সঠিক রাস্তায় পৌঁছাইয়া আসে। কিন্তু বিনিময়ে কোন পুরস্কার গ্রহণ করে না।

ফরাসী দেশের লোক কোন অপরিচিত লোককে সম্বোধন করিতে, এমন কি পুলিশকে পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেও, মাথার টুপি খুলিয়া লয়।

ওলন্দাজ জেলেরা খুব স্থূলকায় এবং রাস্তা দিয়া চলিবার সময় সারাটা রাস্তা झুড়িয়া হাঁটিতে থাকে। কিন্তু কোন অপরিচিত লোককে আসিতে দেখিলেই তাহাকে যাইতে দেয়।

একবার এক মহিলা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পশ্চিম কানাডার কোন শহরে রাস্তা দিয়া চলিবার সময় কতকগুলি অদ্ভুত চেহারার রাখাল বালকের সংগে তাঁহার দেখা হইয়াছিল। ইহাতে তিনি রীতিমত ভয় পাইয়া গেলেন। কিন্তু নিকটে আসিয়াই তাহারা একপাশে দাঁড়ায় এবং সশ্রদ্ধভাবে মাথার টুপি খুলিয়া নিয়া তাঁহাকে পথ করিয়া দেয়।

স্ত্রীলোকদের প্রতি সৌজন্য

আগের দিনের নাইটগণ স্ত্রী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্য প্রদর্শনে বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন।

“The White Company” নামক পুস্তকে বর্ণিত “Sir Night Loring” প্রাচীনকালের বীরধর্মী নাইটদের আদর্শস্বরূপ। তিনি ছিলেন ক্ষুদ্রকায়। অল্পবয়সে কোন শত্রু তাঁহার চোখে চুন নিক্ষেপ করার ফলে তিনি প্রায় অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অতিশয় সাহসী এবং বিনয়ী। অন্যের সাহায্যের জন্য তাঁহার হস্ত সব সময়ই থাকিত প্রসারিত।

কিন্তু সবকিছুর উপরে ছিল স্ত্রীলোকদের প্রতি তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধা। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন স্থূলকায় সৌন্দর্যহীন। কিন্তু তিনি সর্বদাই তাঁহার সৌন্দর্য ও গুণের সমর্থক ছিলেন। স্ত্রীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধায় কেহ সন্দেহ করিলে তিনি তাহার সংগে যুদ্ধ করিতেও পিছপা হইতেন না। পরন্তু দরিদ্র স্ত্রীলোকদের সংগে—তাহারা বৃদ্ধাই হউক আর যুবতীই হউক—তিনি ভদ্র ব্যবহার করিতেন ও তাহাদের সাহায্য করিতেন। ঠিক এইরূপ ব্যবহারই স্কাউটদের পক্ষে সমীচীন।

নাইট প্রথার প্রবর্তনকারী রাজা আর্থার নিজেও ছিলেন স্ত্রীলোকদের প্রতি সৌজন্যপরায়ণ। একদিন এক বালিকা সাহায্যের জন্য দৌড়াইয়া তাঁহার হলঘরে গিয়া প্রবেশ করে। তাহার মাথার চুল ছিল আলুলায়িত, আর তাহাতে কাদামাটি লাগা ছিল। কাঁটার আঁচর তাহার বাহুযুগল ক্ষত বিক্ষত এবং তাহার বস্ত্র ছিল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। একদল দস্যু তাহার উপর অত্যাচার করিয়াছিল। উক্ত দস্যুদল দেশের নানাস্থানে লুটতরাজ ও মানুষের অনিষ্ট করিয়া বেড়াইতেছিল। মেয়েটির কাহিনী শুনিয়া রাজা আর্থার সেই মুহূর্তে লাফাইয়া ঘোড়ায় চড়িলেন এবং দস্যুদলের আভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও তিনি তাহাদের সংগে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। ইহাতে ভবিষ্যতে তাহারা আর তাঁহার দেশের লোকদের উপর অত্যাচার করিতে সাহস করে নাই।

কোন মহিলা বা শিশুকে সংগে নিয়া ভ্রমণকালে স্কাউট সচরাচর তাঁহাকে তাহার বাম দিকে রাখিয়া চলে। ইহাতে তাহার ডান হাত ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য মুক্ত থাকে। কিন্তু রাজপথে চলিবার কালে এই নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম হইতে পারে। সেই সময়ে রাস্তার যে দিক দিয়া গাড়ী-ঘোড়ার যাতায়াত বেশী পুরুষকে হাঁটিতে হয় সেই দিক ঘেসিয়া যাহাতে রাস্তার দুর্ঘটনা কিংবা কাদারছিটা লাগার ভয় হইতে মহিলাকে রক্ষা করা সহজ হয়।

রাস্তায় চলাচলের সময় নারী কিংবা শিশুদের সম্মুখবর্তী হইলে স্বভাবতই পুরুষদের পক্ষে উহাদের জন্য পথ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে যদি তাহাকে পাকারাস্তা হইতে নিচেও নামিতে হয়, তবুও তাহা করা উচিত।

জনাকীর্ণ মোটর বাস বা রেলগাড়ীতে ভ্রমণের সময়েও ইহাই নিয়ম। বসিবার জায়গা না থাকিলে কোন মহিলাকে দণ্ডায়মান রাখিয়া পুরুষ নামের যোগ্য কোন লোকেই বসিয়া থাকিতে পারেনা। তৎক্ষণাৎ নিজে দাঁড়াইয়া মহিলাটিকে বসিতে দিতে হইবে। স্কাউট হিসাবে তুমিই প্রথমে এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া অন্যদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে। এই কাজটি আনন্দিতচিত্তে হাসিমুখেই করা দরকার। যেন মহিলাটি মনে করিতে না পারে যে, তুমি বিরক্ত মনে এইরূপ করিতেছ।

রাস্তায় চলিবার সময়ে কোন স্ত্রীলোক কিংবা শিশুর উপকার করিতে পার কিনা সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে। তাহারা রাস্তা পার হইতে চাহিলে, কিংবা কেউ পথের সঙ্কান চাহিলে, অথবা তাহাদের গাড়ী বা ট্যাকসী ডাকিতে হইলে সাহায্য করিবার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যায়। এইসব লোককে দেখামাত্র সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইবে। কিন্তু কোন পুরস্কার গ্রহণ করিবেনা।

সেইদিন একটি বালককে দেখিলাম একজন মহিলাকে গাড়ী হইতে নামিতে সাহায্য করিতেছে। তিনি গাড়ী হইতে নামিবার পর বালকটি উহার দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়ার সংগে সংগেই মহিলাটি পিছনে ফিরিয়া উহাকে কিছু পয়সা দিতে চাহিল। তখন বালক টুপি স্পর্শ করতঃ হাসিমুখে বলিল-মাফ করিবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ইহা আমার কর্তব্য" বলিয়াই সে চলিয়া গেল। আমি সেই ছেলেটির সংগে করমর্দন করিলাম। কারণ- যদিও ছেলেটি স্কাউটের শিক্ষা পায় নাই, তবু তাহার প্রকৃতি ছিল পুরাদস্তুর স্কাউটের।

এইরূপ সৌজন্যই মানুষ বালকদের মধ্যে বেশী করিয়া দেখিতে চায়। কোন দুর্ঘটনার সময়ে পুরুষ এবং বালক সকলেই নিজেদের কথা ভাবিবার আগেই দেখিবে যে স্ত্রীলোক ও শিশুরা নিরাপত্তার ও বিপদ মুক্ত হইতে পারিয়াছে কি না। জাহাজডুবির সময়ে পুরুষদের আগে স্ত্রীলোক, শিশু ও তাহারপর বৃদ্ধদের জীবন রক্ষার জন্য কিরূপ সতর্ক ব্যবস্থা করা হয় তাহা বাস্তবিকই লক্ষ্যণীয়।

মহিলাদের সম্পর্কে সদাসর্বদাই তোমার সৌজন্যপরায়ণ হওয়া দরকার। তুমি

বসিয়া আছ এমন সময় কোন মহিলা ঘরে ঢুকিলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং পুনরায় আসন গ্রহণ করিবার পূর্বে দেখিবে তুমি তাহার কোন সাহায্য করিতে পারো কি না। তোমার বাবা-মা-ভাই ভগ্নিরা যাহার সহিত মেলামেশা পছন্দ করেন না এমন মেয়ের সহিত চলাফেরা করিয়ন সময় নষ্ট করা তোমার পক্ষে উচিত হইবে না। কোন মেয়েকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা না থাকিলে তাহাকে তোমার ভালোবাসা নিবেদন করিও না। স্ত্রী ও কয়েকটি সন্তানের ভরণপোষণের ক্ষমতা অর্জন করিবার আগে বিবাহ করিবে না।

গুরুরিয়া

আর একটা জিনিসের প্রতি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এই ক্ষুদ্র বিষয়টুকুর কথা মানুষ প্রায়ই ভুলিয়া যায়, অথচ ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রকৃত ক্লাউট যাহারা তাহাদের এই ভুলটি কখনো হইতে পারে না। তুমি অন্যের কাছ হইতে যে কোন অনুগ্রহই লাভ কর না কেন, প্রত্যেক বারেই তোমাকে বলিতে হইবে “ধন্যবাদ” বা “গুরুরিয়া”। দাতাকে ধন্যবাদ দিবার পূর্বে কোন উপহারই তোমার নিজস্ব হইতে পারে না। তোমার ক্যাম্প খতম করিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া সে জায়গাটি ঝাড়া মোছা হইয়া গিয়াছে-কোন কাজই বাক নাই। আসলে কিন্তু এখানে তোমার একটি প্রধান কাজ বাকি রহিয়া গিয়াছে। যাহার জায়গায় তাঁবু করেছিলে তাহার মালিককে, আর যাঁহার অসীম করুণায় ক্যাম্পের আনন্দ উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছ তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইবার পূর্বে তোমার ক্যাম্প শেষ হইতে পারে না।

বীরধর্ম সম্পর্কে উপদলের অনুশীলন

উপদল নেতারা মাঝে মাঝে ক্লাউটদের পরোপকার বিষয়ে উৎসাহিত করিতে পারে। সুযোগ আসিলেই উহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। কিন্তু কোন কাজেই বাড়াবাড়ি ভাল নহে। মাঝে মাঝে তাহাদেরকে কি পরোপকারের কাজ করিয়াছে নেতা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারে। দলের সঙ্গে বাইরে গেলে নেতা ব্যক্তিগত ও দলগত সুযোগের ইংগিত দিতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার-এই ব্যাপারে উপদল নেতার নিজের দৃষ্টান্তই সবচেয়ে কার্যকরী।

প্রত্যেক স্কাউটই রোজ সকালে স্কার্ফে একটি গ্রন্থি বাঁধিবে। ইহা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে, প্রতিদিন কাহারও উপকার তাহাকে করিতেই হইবে। যতদিন পর্যন্ত এটা তাহার অভ্যাসে পরিণত হইয়া না যায়। স্কাউট দৈনন্দিন জীবনে কী কী পরোপকারের কাজ করিতে পারে নেতা সে বিষয়ে আলোচনা করিবেন। কোথাও রাস্তায় কাঁদামাটি জমিয়া পথ পিচ্ছিল হইয়া আছে— সেখানে বালি ছড়াইয়া দাও।

পথে কমলা বা কলার খোসা পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা সরাইয়া ফেল। সেইগুলি মাড়াইলে পথিকরা আছাড় খাইতে পারে। বৃক্ষ লোক দেখিলে তাহাকে সাহায্য কর। রাস্তার আবর্জনা ও ছেঁড়া কাগজ তুলিয়া ফেলিয়া রাস্তা পরিষ্কার রাখ। দরিদ্র ছেলেমেয়েদের খাদ্য যোগাও। তৎপর হাতে-কলমে এইসব কাজ কিছুটা কর।

স্কাউটরা প্রত্যেকে একজন অপরিচিত বালককে একদিন সন্ধ্যায় ক্লাবে অতিথিরূপে আনিবে এবং তাহার সংগে খেলা এবং গল্প গুজব করিবে।

খেলাধুলা

নাইটের ভ্রমণ— একজন, দুইজন কিংবা পুরো উপদল হিসাবেই স্কাউটেরা বাহিরে বেড়াইতে যাইবে। শহরে হইলে কোন সাহায্যযোগ্য স্ত্রীলোক বা শিশুর সন্ধান করিতে হইবে এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের কে কি সাহায্য করিয়াছে সে সম্পর্কে আত্মমর্যাদার নামে শপথ করিয়া রিপোর্ট দিবে। আর গ্রামে হইলে কোন খামারে বা বাড়ীতে গিয়া কোন খুচরা পরিশ্রমের কাজ বিনা পয়সায় করিতে চাহিবে। ইহাকে দৌড় প্রতিযোগিতায় পরিণত করা যাইতে পারে— পরোপকার দৌড় প্রতিযোগিতা।





সপ্তম অধ্যায়

তাঁবু-জলসা কাহিনী-২১শ

আত্ম-শাসন

মর্যাদা-আদেশ পালন-সাহস-প্রফুল্লতা

যথার্থ 'নাইট' আত্মমর্যাদাকে সবার উপরে স্থান দিত। ইহা তাহার পবিত্র দায়িত্ব। আত্মমর্যাদাশীল লোককে সর্বদাই বিশ্বাস করা যায়। অসম্মানের কাজ সে কখনো করিতে পারেনা। যথা মিথ্যা বলা, উপরওয়ালাকে নিয়োগকর্তাকে কিংবা আত্মাধীনস্থ লোককে ফাঁকি দেওয়া।

এইরূপ লোক সব সময়েই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে।

জাহাজ ডুবির সময় শেষপর্যন্ত কাগান জাহাজ ত্যাগ করেনা। কেন? উহা একটা লৌহ ও কাঠের সমষ্টি মাত্র। তাহার নিজের জীবনের মূল্য জাহাজের যে

কোন স্ত্রীলোক ও শিশুর জীবনের মূল্যের চেয়ে কম নহে। তাহা সত্ত্বেও তিনি নিজের অধিকতর মূল্যবান জীবন রক্ষার কোন চেষ্টা করিবার পূর্বে প্রত্যেকটি লোকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। কেন ? কারণ— জাহাজটি যে তাহারই; তিনি এইশিক্ষাই পাইয়াছেন যে, উহাকে আঁকড়াইয়া থাকি তাহা কৰ্তব্য ও দায়িত্ব। তিনি মনে করেনঃ এইরূপ না করিয়া অন্যথা করিলে তাহার আত্মমর্যাদার হানি হইবে। সুতরাং তিনি আত্মরক্ষার উপরে স্থান দেন আত্মমর্যাদাকে।

অনুরূপভাবে স্কাউট ও তাহার আত্মমর্যাদাকে অন্য যে কোন জিনিসের চেয়ে বেশী মূল্য দিবে।

লর্ড কিচেনার (Lord Kitchener) স্কাউটদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন— “শুধুমাত্র একটা ধারণা আমি তোমাদের সকলের মনে অংকিত করিতে চাই। একবার যাহারা স্কাউট হয়, সারা জীবনই তারা স্কাউট থাকিবে।” উহার দ্বারা তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, স্কাউটরা বড় হইয়াও বাল্যকালের শিক্ষানুসারে কাজ করিতে থাকিবে। বিশেষ করিয়া সারাজীবনই তাহারা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও বিশ্বাসী থাকিবে।

ন্যায়-নীতি

আগে নিজে ‘ন্যায় নীতি’ পালন কর, তাহারপর অন্যকে তাহা করিতে উৎসাহিত কর।

যখন দেখিবে যে, একটি যোয়ান ডেংগা ছেলে আরেকটি বাচ্চা দুর্বল ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাইতেছে, তখনই তাহাকে বাধা দিবে; কারণ এটা ন্যায়সংগত আচরণ নহে। কোনো মল্লযোদ্ধা যুদ্ধ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূপাতিত করিলে সে পুনরায় না উঠা পর্যন্ত পরাজিত ব্যক্তিকে আঘাত করিবেনা।

আসল কথা— ন্যায়নীতি প্রাচীন বীরধর্মের একটি আদর্শ যাহা আমরা সেকালের নাইটদের কাছ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি। সর্বদাই আমাদের এই নীতি রক্ষা করা উচিত।

সাধুতা

সাধুতা আত্মমর্যাদারই একটি রূপ। মর্যাদাবান লোককে যত খুশী টাকা পয়সা বা যে কোন মূল্যবান বস্তু দিয়া বিশ্বাস করা যায়। সে যে উহা হরণ বা আত্মসাৎ

করিবেনা এই বিষয়ে সবাই নিশ্চিত ।

প্রভারণা সকল সময়েই নীচ কাজ । এই কাজ মানুষে চোখের আড়ালে লুকাইয়া করিয়া থাকে ।

খেলায় জয়লাভের উদ্দেশ্যে যখন প্রভারণা করিবার ইচ্ছা হয়, কিংবা তুমি অংশগ্রহণ করিয়াছ এমন কোন খেলায় পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনায় তুমি বিষণ্ণ হও, সেই অবস্থায় নিজেকে বলিও— “এইটা খেলা বৈত অন্য কিছুই নয় । খেলায় হারিয়া গেলে আমি মরিয়া যাইব না । বারে বারে একজনেই জয়লাভ করেনা । আমাকে অবশ্য লাগিয়া থাকিতেই হইব । শেষ পর্যন্ত সুযোগ আসে কিনা দেখার জন্য ।”

এইভাবে মাথা ঠাণ্ডা রাখিলে দেখিতে পাইবে যে অতিব্যস্ত বা নিরাশ না হওয়াতে অনেক সময় তোমারই জয় হইবে । যখনই খেলায় পরাজিত হও, প্রকৃত স্কাউটের মত তখনই বিজয়ী দলকে অভিনন্দন জানাইতে ভুলিওনা; যে লোকটি তোমাকে পরাজিত করিয়াছে তাহার সহিত করমর্দন করিয়া তাহাকে মুবারকবাদ জানাইবে ।

স্কাউটদের সকল প্রকার খেলা ও প্রতিযোগিতায় এই নিয়ম রক্ষা হয় ।

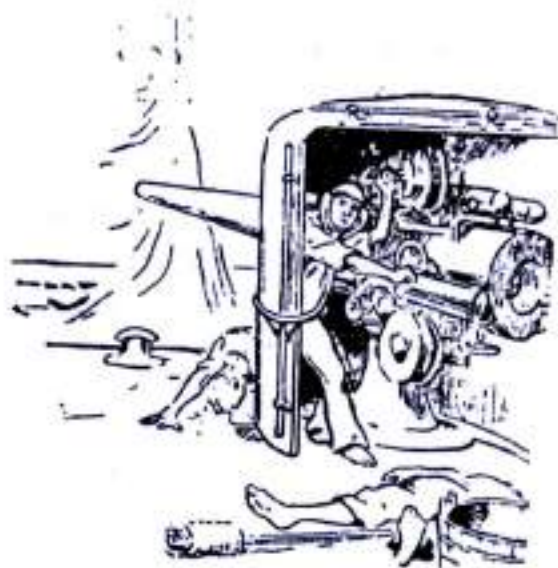
“হে খোদা, আমাকে জয়ী হইতে সাহায্য করো । কিন্তু আমার জয়ী হওয়া যদি তোমার অভিপ্রেত না হয়, তবে—হে খোদা, আমার পরাজয়কে যেন সহজে বরণ করিতে পারি ।”

আনুগত্য

নাইটদের পক্ষে আনুগত্য ছিল অন্যান্য বিশেষ গুণগুলোর অন্যতম । তাহারা সর্বদাই রাজা ও দেশের প্রতি ছিলেন ভক্তিভরে অনুগত । প্রয়োজন হইলে ইহাদের জন্য প্রাণ দিতেও তাহারা প্রস্তুত ও উৎসুক ছিলেন । অনুরূপভাবে নাইটদের অনুসারীরাও তাহাদের উপরওয়ালাদের প্রতি থাকিবে অনুগত —তা তাহারা উপরস্থ কর্মচারীই হউক আর নিয়োগকর্তাই হউক । কর্তব্য হিসাবেই তাহারা আপদে বিপদে সকল সময়েই অটলভাবে তাহাদের পক্ষে থাকিবে । কেহ নাইটদের প্রতি অনুগত থাকিতে না চাহিলে নিজের মর্যাদা ও পৌরুষের খাতিরে তাহাকে কাজে ইস্তফা দিতে হইবে ।

নিজের পরিবার পরিজন ও বন্ধুদের প্রতিও তাহাকে সমভাবে অনুরক্ত থাকিতে হইবে। সুদিনে দুর্দিনে তাহাদের ভরণ পোষণ ও সমর্থন করিবে।

“ভিসুভিয়াসের” অগ্ন্যুৎপাতের সময় যখন “পম্পেই” নগরী ধুম, ভস্ম ও গলিত পদার্থে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল তখন যে রোমান সৈনিক কর্তব্যে অটল ছিল সে কর্তব্যের প্রতি আনুগত্য দেখাইয়াছিল। তাহার দেহ বিশেষ আজও সেইখানে বর্তমান। হস্তের সাহায্যে নাক মুখ ঢাকিয়া দম বন্ধ হইয়া মরার হাত হইতে বাঁচিয়াছিল; কিন্তু পরিণামে মৃত্যুকে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।



জ্যাক কর্ণওয়াল ছিল একটি তরুণ বালক। কিন্তু জুটল্যাণ্ডের অদূরে সামুদ্রিক যুদ্ধে সে প্রমাণ করে যে বয়স্ক বীরের কাজ গ্রহণ করিতে সে সক্ষম।

সর্বান্তে কর্তব্য

বিলাতের সব বালকই জ্যাক কর্ণওয়ালের নাম ও খ্যাতির খবর জানে। এই বালক ১৯১৬ খৃঃ জুটল্যাণ্ডের অদূরে সামুদ্রিক যুদ্ধকালে সকল নাবিকেরাই নিহত বা আহত হইয়া যাওয়ার পরেও প্রাণ বাঁচাইবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও না পলাইয়া কামান চালাইবার চেষ্টায় জাহাজে স্থায় কর্তব্যে অটল রহিয়াছিল।

সে নিজেও গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্য স্থির করার দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাহাকে থাকিতে হইত কামানের কাছে। দীর্ঘ বিশ মিনিট কাল অবিরাম গোলা বর্ষণের মধ্যে সে সেইখানে অটল রহিয়াছিল যদি তাহার দরকার হয় সেই উদ্দেশ্যে।

যুদ্ধ শেষে 'chester' জাহাজ যখন তিনটি জার্মান ক্রুযারের সংগে ভীষণ যুদ্ধে বিজয়ী প্রমাণিত হইল, তখন জাহাজের একমাত্র অক্ষত নাবিকটি তাহাকে বলিয়াছিল—“সাবাস্ বালক, সাবাস! তুমি কৃতিত্বের সাথে নিজের কাজ সম্পন্ন করিয়াছ। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, তুমি অক্ষত আছ।”

“না জনাব, আমিও আহত হইয়াছি— এই দেখুন আমার বুকে কিন্তু আমরা কি জয়লাভ করিয়াছি?”

“হ্যাঁ বৎস আমরা জয়ী হইয়াছি।”

শুনিয়াই বালকটি অজ্ঞান হইয়া লুটাইয়া পড়িল। কয়েকদিন হাসপাতালে অবস্থানের পর সেই আঘাতের ফলেই তাহার মৃত্যু হইল। কিন্তু সে-যে ভালমতে তাহার কর্তব্য সমাধা করিতে পরিয়াছিল সেই তৃপ্তি নিয়াই সে মৃত্যুবরণ করিয়াছিল।

সেই বালক যেমন কর্তব্যে অটল প্রত্যেক স্কাউটেরই তাহা করা উচিত।

আজ্ঞা পালন ও শৃংখলা

স্কাউট ও সৈনিকদের পক্ষে বীরত্ব যেমন দরকার তেমনি দরকার শৃংখলা ও আজ্ঞা পালন।

"Birkenhead" জাহাজটি ছিল সৈন্যবাহী জাহাজ। উহাতে ৬৩০ জন সৈন্য ও তাহাদের পরিবার এবং ১৩০জন নাবিক ছিল। এক রাত্রিতে “উত্তমাশা” অন্তরীপের নিকটবর্তী কোন পর্বত গায়ে ধাক্কা খাইয়া উহা ক্রমশ ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

তৎক্ষণাৎ সৈন্যদের ডেকের উপরে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করান হইল। কয়েকজনকে আদেশ করা হইল—নৌকাগুলি নামাইয়া স্ত্রীলোক ও শিশুদের উহাতে তুলিয়া দিতে। অন্যদের বলা হইলঃ জাহাজের খোল হইতে ঘোড়াগুলিকে তুলিয়া সাগরের জলে ছাড়িয়া দিতে—যাহাতে বেচারীরা সাঁতার কাটিয়া তীরে পৌঁছিতে

চেপ্টা করিতে পারে। এইসব করা শেষ হইলে দেখা গেল যে, পুরুষদের জন্য যথেষ্ট নৌকা আর নাই। সুতরাং তাহাদিগকে যথাস্থানে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে থাকিবার আদেশ দেওয়া হইল।

তখন জাহাজখানি অর্ধেক বিদীর্ণ তলাইয়া যাইতে লাগিল। কাপ্তান চীৎকার করিয়া পুরুষদের সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী Colonel Seaton বলিলেন, “না তোমরা স্বস্থানে দাড়াইয়া থাকো।” কারণ, তিনি বুদ্ধিতে পারিলেন যে, যদি তাহারা সাঁতরাইয়া নৌকাতে উঠিবার চেপ্টা করে তবে হয়ত নৌকাগুলিও ডুবাইয়া দিবে।

কাজেই তাহারা যথাস্থানে অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জাহাজটি দোল খাইয়া উলটাইয়া যাওয়ার সময় তাহারা সবাই হর্ষ ধ্বনি করিয়া জাহাজের সংগে ডুবিয়া গেল। জাহাজের ৭৬০ জন আরোহীর মধ্যে মাত্র ১৯২ জন প্রাণে বাঁচিয়াছিল। কিন্তু তাহাদেরও হয়ত জীবন রক্ষা হইত না, অন্যদের সুশৃংখলা ও আত্মদান ব্যতীত।

“Fort Jackson” নামক একটি বৃটিশ ট্রেনিং জাহাজ বালক নাবিকদের নিয়া চলিবার সময় আরেকটি জাহাজের সংগে ধাক্কা খায়। কিন্তু “Birkenhead” জাহাজের মতই উহাতেও কোন ভীতি বা আতর্নাদ শুনা যায় না। বালকেরা ঝটপট সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া গিয়া জীবন রক্ষক বেল্ট পরিধানকরতঃ ধীর শান্তভাবে বিপদের সম্মুখীন হইল। সুখের বিষয় একটি জীবনও নষ্ট হয় নাই।

বিনয়

নাইট্রা অন্যান্য গুণের সহিত বিনয় বা নম্রতাও অভ্যাস করিতেন। যদিও যুদ্ধ বিদ্যায় তাহারা সচরাচর অন্যান্য লোকদের তুলনায় অনেক উন্নত ছিলেন, তবু তাহারা কখনো উহা লইয়া অহংকার করিতেন না। কখনও বড়াই করিও না।

তুমি নিজে যাহা উপার্জন কর তাহা ছাড়া অন্য কোন অধিকার তোমার আছে তাহা কল্পনাও করিও না। যদি সর্বদা সত্য কথা বলিয়া তুমি বিশ্বাস অর্জন করিয়া থাক তবেই তুমি অন্যের বিশ্বাস দাবী করিতে পারিবে। আর যদি চুরি করিয়া থাক তবে তুমি জেলে যাইবার অধিকার অর্জন করিয়াছ।

অনেক লোককেই তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে চীৎকার করিতে শোনা যায়। কিন্তু তাহারা অধিকার অর্জনের কোন কাজই করে নাই। আগে নিজের কর্তব্য পালন কর, তবেই আদায় করিতে পারিবে তোমার অধিকার।



দুঃসাহসী না হইলে রেড ইন্ডিয়ানরা বাঁচিতে পারিত না। খাদ্যের জন্য তাহাদিগকে মহিষের মাংসের নির্ভর করিতে হইত। মহিষ শিকার ছিল বিপজ্জনক।

সাহস

অতি অল্প লোকই বীর হইয়া জনগ্রহণ করে। কিন্তু চেষ্টা করিলে যে কোন লোক সাহসী হইতে পারে, বিশেষতঃ ছেলেবেলা হইতে চেষ্টা শুরু করিলে।

সাহসী লোক নিঃশঙ্কচিত্তে বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে। কিন্তু কম সাহসী লোক গড়িমসি করিয়া থাকে। ইহা অনেকটা গোসল করার মত। অনেক বালক গোছল করিবার জন্য নদীর কূলে আসে। তাহাদের অনেকেই তীরে দাঁড়াইয়া নদীতে জল কত গভীর, খুব ঠাণ্ডা কিনা ইত্যাদি ভাবিয়া ভয়ে কাঁপিতে থাকে। কিন্তু সাহসী বালকেরা এইসব আজেবাজে চিন্তা না করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া ডুব দেয় আর ক্ষণেক পরেই সানন্দে সাঁতার কাটিতে থাকে।

ব্যাপারটা হইল এই-বিপদ যখন সামনে আসে, একটিবারের জন্যও উহার দিকে তাকাইতে দাঁড়াইও না। যতই তাকাইবে ততই তোমার ভয় বাড়িয়া যাইবে। সাহস সঞ্চয় করিয়া বিপদের মাঝে ঝাঁপ দাও। আগে উহা যত ভীষণ মনে হইয়াছিল, একবার বিপদের মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইলে দেখিবে উহা তত ভয়ঙ্কর নহে,

দৃঢ়তা

নাইটগণ একেবারে মরিয়া যাওয়ার পূর্বে কখনো মরণের কথা মুখে উচ্চারণ করিতেন না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহারা এই নিয়মটি মানিয়া চলিতেন। কিন্তু প্রায় সকল মানুষের মধ্যেই এই দোষটি দেখা যায় যে, বিপদ আসিলে প্রয়োজনের অনেক আগেই তাহারা উহার কাছে ভয়ে আত্ম-সমর্পণ করে। অনেক লোকই কাজ করার সংগে সংগেই সাফল্য লাভ করিতে না পারিলে পরিশ্রম করাই ছাড়িয়া দেয়; আরো কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরিয়া কাজে লাগিয়া থাকিলে হয়ত সফলতা আসিত। যদি কেহ আগে কঠোর পরিশ্রম করে তবেই সে পরিণামে সফলতা আশা করিতে পারে।

তোমাদের কেহ কেহ “দুই ভেকের গল্প” টি শুনিয়া থাকিবে। যদি না শুনিয়া থাক তবে শুন। একদিন দুইটি ভেক বেড়াইতে বাহির হইল। তাহারা দুধের সরে পরিপূর্ণ একটা বড় বাটির কাছে আসিল। ভিতরে কি আছে দেখিতে পাইয়া তাহারা বাটির মধ্যে পড়িয়া গেল।

একজন বলিল, “এ আমার কাছে একপ্রকার নতুন পানি। এই রকম শক্ত বস্তুর উপর দিয়া কিভাবে সাঁতার কাটা যায়? চেষ্টা করিয়া কোন ফল হইবেনা।” কাজেই সে উহাতে তলাইয়া গেল, কারণ তাহার মনের বল ছিলনা।

কিন্তু অপর ভেকটির বেশ পৌরুষ ছিল। নিজের দেহটিকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখিবার জন্য হাত ও পায়ের সমস্ত শক্তি দিয়া সে সাঁতরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। যখনই মনে হইত যে সে ডুবিয়া যাইতেছে, তখনই আরো বেশী পরিশ্রম করিত। কোনক্রমেই সে আশা ছাড়ে নাই।

অবশেষে যখন সে বাস্তবিকই ক্লান্ত হইয়া সাঁতারে ফ্রান্ত দিবে ভাবিতেছিল,

তখন ঘটিল এক মজার ব্যাপার। তাহার হাতের ও পায়ের কঠোর পরিশ্রমের দরুন সর এত বেশী আলোড়িত হইয়াছিল যে সে হঠাৎ নিজেকে এক ঢেলা মাখনের উপর নিরাপদে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল।

কাজেই যখনই কোন বিপদ ঘনাইয়া আসে মনে মনে ছোট্ট পাখীটির মত গান গাহিতে থাক "লেগে থাক, লেগে থাক, লেগে থাকে।" তাহা হইলে নিশ্চয় তোমার বিপদ কাটিয়া যাইবে। লাভের প্রধান উপায়-নৈরাশ্য ও ব্যর্থতায় দমিয়া না যাওয়া।

প্রফুল্লতা

নাইটগণ মেজাজ ঠিক রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। মেজাজ গরম হওয়া এবং ক্রোধ প্রকাশ করাকে অশিষ্টতা মনে করিতেন।

ক্যাপটেন জন স্মিথ (Captain Smith) ছিলেন একজন আদর্শ প্রফুল্লমনা লোক। তাহার জীবনের শেষভাগে তিনি দুইটি বালকের নিকট তাঁর দুঃসাহসিক কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। সেই-বালক দুইটি পুস্তকাকারে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা পরে বলিয়াছে যে-নিজের দুঃখকষ্টের কাহিনী বিবৃত করিবার সময় তিনি এত উচ্চহাস্য করিতেন যে অনেক সময় সেই বর্ণনা তাহাদের বুদ্ধিতে কষ্ট হইত। এই কথা নিশ্চিত যে, তিনি যদি এই প্রকার সদা প্রফুল্ল লোক না হইতেন, তাহা হইলে জীবনের বিভিন্ন সময়ে যত সব বিপদ আপদ অতিক্রম করিয়াছেন উহার অর্ধেকও তিনি সহ্য করিতে সক্ষম হইতেন না।

বারংবার তিনি দুশমনদের হাতে বন্দী হইয়াছেন এবং কখনো কখনো বর্বরদের হাতেও। কিন্তু তাহার নিজের মধুর ব্যবহারের দ্বারা শত্রুদের মন জয় এবং তাহাদের বন্ধুত্ব অর্জন করিয়া তিনি প্রতিবারই মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; অথবা পলায়ন করিলে তাহারা তাহাকে আর কষ্ট করিয়া ধরিতে চেষ্টা করিত না।

হাসিমুখে কাজ করিলে দেখিবে যে- তোমার কাজ আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছে। আর তুমি নিজে প্রফুল্ল থাকিলে অন্যেরাও তোমার দেখাদেখি প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে। স্কাউট হিসাবে ইহা তোমার কর্তব্যের মধ্যে গণ্য।



কাপ্তান জন স্মিথ একবার পক্ষে পতিত হন। তাঁহার দেশীয় পথ প্রদর্শকের হাত তাঁহার কবজির সহিত আবদ্ধ ছিল। স্বেচ্ছতার হইলে তাঁহার প্রফুল্লতা তাঁহার মুক্তি অর্জনে সাহায্য করে।

Sir J.M. Barrie লিখিয়াছেন-“যাহারা অন্যের জীবনে সূর্যালোক ও আনন্দ দেয়, তাহারা নিজেরাও অসুখী থাকিতে পারেনা।” অন্যকে সুখী করিলে নিজেই সুখী হইবে।

তোমাদের যে কোন কাজ সহজ করিবার একটা মন্ত্র আমি তোমাদের বলিয়া দিতেছি। স্কুলের পাঠ, নিয়োগ কর্তার অধীনে কোন কাজ, কিংবা কারখানায় বা অফিসের কাজ-যে কোন কাজ করিতে করিতে ইচ্ছা করিলে তুমি ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতে পার। কাজ শেষ করিয়া কি আমোদ-প্রমোদ করিবে, আর যাহাদের কাজ করিতে হয় না তাহারা কত সুখে আছে- এইসব চিন্তা করিলে কাজের প্রতি আসে বিতৃষ্ণা। তখন হাতের কাজ আর শেষ হইতে চাহেনা, আর যেটুকু করা হয় তাহাও ভাল হয়না। এইরূপ কাজে উন্নতিও হয়না।

কিন্তু যদি তুমি ইহার অপর দিকটা চিন্তা করিয়া তোমার কাজের কি ফলাফল হইবে এবং ইহার দ্বারা তোমার নিজের ও অপরের কি মংগল হইবে তাহা ভাবিয়া

দেখ, তাহা হইলে আগ্রহ সহকারে কাজ করিতে পারিবে।

অনতিবিলম্বেই তুমি দেখিবে যেন যে কাজকে তুমি ঘৃণা করিতে তাহাকেই তুমি পছন্দ করিতে শুরু করিয়াছ। এইরূপভাবে তোমার কাজ দিনদিন ভালো হইতে থাকিবে।

যে-কোন ব্যাপারকে সহজে ও হাস্যমুখে গ্রহণ করিতে যখনই কোন বাধাবিপত্তি, তিক্ততা ও বিপদ আপদ বড় হইয়া দেখা দিবে তুমি বুদ্ধিমান হইলে উহাকে জোর করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবে। অবশ্য প্রথম প্রথম এইটা খুবই শক্ত মনে হইবে তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তাহা সত্ত্বেও যে মুহূর্তে তুমি হাসিতে পারিবে, সেই মুহূর্তেই বাধাবিঘ্ন অনেকটা হালকা হইয়া আসিবে। তখন তোমার পক্ষে উহা আয়ত্তে আনা সহজ হইয়া উঠিবে।

খুশ মিজাজ

ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে যে কোন বালক খুশ-মিজাজী হইতে পারে। দুনিয়ার যে কোনো কাজে উহা তাহাকে সাহায্য করিবে বিশেষ করিয়া বাধা বিপত্তি ও বিপদের সময়। যে অবস্থায় বদ মিজাজী বালক কাজ হইতে বিতাড়িত হয়, অথবা ক্রোধের আতিশয্যে নিজেই উহা ত্যাগ করে সেই অবস্থায় খুশ মিজাজী বালক টিকিয়া থাকিতে পারে।

বালকেরা ধূমপানের মতই অশ্লীল কথা বলিয়া বা কথায় কথায় হলফ করিয়া অন্যকে দেখাইতে চাহে যে তাহারা বীর পুরুষ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে তাহাদের বোকামিই প্রকাশ পায়। যাহারা কথায় কথায় হলফ করে তাহারা সাধারণত সহজেই বিচলিত হইয়া পড়ে; বিপদকালে বুদ্ধিহারা হইয়া যায়। এইরূপ লোকের উপর কখনো নির্ভর করা যায় না।

কঠিন বিপদের সময়েও তুমি অবিচলিত থাকিতে চাও। যখন তুমি নিজেকে বিশেষভাবে উদ্ভিগ্ন, উত্তেজিত কিংবা ত্রুঙ্ক দেখিতে পাও তখন হলফ না করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আন। তাহা হইলে মুহূর্তকাল মধ্যেই তোমার মিজাজ ঠাণ্ডা হইয়া আসিবে।

Captain John Smith ধূমপান করিতেন না কিংবা হলফ করিতেন না।

তিনি এক বিশেষ পদ্ধতিতে হলফকারীদের প্রতিকার ব্যবস্থা করিতেন। কাউটরাও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে। তিনি তাঁর রোজনামচায় লিখিয়াছেন যে, যখন তাঁহার অনুচরেরা গাছ কাটিত, তখন কুড়ালের হাতলের ঘর্ষণে তাহাদের কোমল আংগুলে ফোস্কা পড়িত। এইজন্য প্রত্যেক তৃতীয় আঘাতের সময়ে তাহারা এত জোরে একটা হলফ উচ্চারণ করিত যে কুড়ালের আঘাতজনিত শব্দটি আর শুনা যাইত না।

উহার প্রতিকারার্থে তিনি একটি ফন্দি বাহির করিলেন। তিনি প্রত্যেকটি লোকের শপথবর্তা লিখিয়া রাখিতেন। রাত্রে প্রত্যেক শপথের জন্য তাহাদের আস্তিনের ভিতরে একপাত্র পানি ঢালিয়া দিতেন। ইহাতে হলফকারী এমনভাবে ভিজিত যে, পরের সপ্তাহে আর তাহাদের হলফ মুখে আনিতে শুনা যাইত না।





৭ম অধ্যায়

তাঁবুজলসা কাহিনী-২২শ

আত্মোন্নতি

ধর্ম-মিতব্যয়িতা-স্কাউটদের অর্থ উপার্জন-উন্নতির পন্থা

আগের দিনের নাইটগণ ছিলেন ধর্ম-ভীরু। তাঁহারা খুব নিয়মিতভাবে ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান করিতেন, বিশেষত: যুদ্ধ যাত্রা ও কোন কঠিন কার্যভার গ্রহণ করার পূর্বে। সকল সময়েই মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকাকে তাঁহারা কর্তব্য বিবেচনা করিতেন। গীর্জায় উপাসনা ছাড়াও নাইটগণ সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন প্রাণী, লতা-পাতা-গাছ ও বিচিত্র প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিকর্তার কর্মশক্তির স্পর্শ অনুভব করিতেন।

বর্তমানে শান্তির কাজে নিয়োজিত স্কাউটদের বেলাও ঠিক তাহাই। তাহারা যেখানেই যায়, সেখানেই বন-ভূমি, পাহাড় পর্বত ও শ্যামল প্রশস্ত সমতল ভূমির

প্রতি অনুরক্ত হয়। সেইখানে যেসব প্রাণীর বাস, তাহাদের জীবন যাত্রা পর্যবেক্ষণ করিতে এবং তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে তাহারা আগ্রহশীল। সেখানকার বিচিত্র লতাপাতা, ফুল ইত্যাদি খোদার অপূর্ব সৃষ্টি-মহিমা লক্ষ্য করে।

যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং তাঁহার আইন-কানুন মানিয়া চলে না তাহারা ভাল লোক হয় না। কাজেই প্রত্যেক ক্বাউটেরই ধর্মে বিশ্বাস থাকা চাই।

আসলে ধর্ম অনুসরণ বেশ সহজ।

প্রথমতঃ আল্লাহকে ভালবাস এবং তাঁহার সেবা কর। দ্বিতীয়তঃ প্রতিবেশীদের ভালবাস ও তাহাদের সেবা কর।

আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করিতে সর্বদাই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। যখনই তুমি কোন আনন্দ কিংবা ভাল খেলা উপভোগ কর অথবা কোন সংকাজ করিবার সুযোগ পাও, উহার জন্য আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানাও। আহা করিতে বসিয়া যেমন আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য তাকে শুকরিয়া জানাও, ঠিক সেই রকমভাবে দুই একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেই চলিবে। লোকের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা ভাল কাজ। যেমন-একটা রেলগাড়ী স্টেশন হইতে যাত্রা করিতেছে; সমস্ত যাত্রীদের নিরাপত্তা ও মংগলের জন্য তুমি আল্লাহর কাছে মুনাজাত কর।

মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন করিতে তোমাকে সেবাপরায়ণ ও উদার হইতে হইবে। অন্যেরা তোমার প্রতি যে দয়া করিয়াছে, তাহার জন্য সর্বদাই তোমাকে কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। তুমি যে উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ তাহা প্রকাশ করিবে। তোমাকে কেহ উপহার দিলে তাহার জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করা পর্যন্ত সে উপহার তোমার হইতে পারে না।

যতদিন পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছ, এমন কিছু সংকাজ কর যাহা তোমার মৃত্যুর পরও থাকিয়া যাইবে।

জনৈক লেখক বলিয়াছেন-"আমি প্রায়ই মনে করি যে যখন সূর্য অস্ত

যায়, তখন পৃথিবী বেহেশ্তের নির্মল জ্যোতি হইতে একটা বড় কমল দ্বারা আবৃত হয়। কিন্তু তারকাগুলি সেই বিরাট আবরণের মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্ররূপ। যাহারা দুনিয়াতে সৎকাজ করিয়া গিয়াছে তাহারা যেন কমলখানিতে এক একটি ছিদ্র করিয়া গিয়াছেন। তারকারা সবগুলি সমান আকারের নহে, কতকগুলি বড় কতক ছোট। ইহাতে বোঝা যায় যে-কেহ বড় কাজ করিয়াছেন কেহ ছোট কাজ করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই বেহেশ্তে যাওয়ার আগেই তাহাদের নিজ নিজ ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছেন।”

এই পৃথিবীতে যতক্ষণ আছ, সৎকার্য দ্বারা কমলে ছিদ্র করিয়া যাও।

নিজে সৎ হওয়া ভাল, কিন্তু সৎ কাজ করা উত্তম।



ক্লাউট সৎকার্য করিতে থাকে- শুধু সৎ হইয়া বসিয়া থাকে না। অপরের সাহায্য করা ও তাহাদের প্রতি বদান্য হওয়া তাহার কর্তব্য।

মিতব্যয়

খুবই মজার ব্যাপার এই যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা এই কথাগুলি পড়িতেছ, তাহাদের অনেকেই জীবনে ধনশালী হইবে আবার কেহ কেহ দুঃখ ও দারিদ্রের ভিতর দিয়া মৃত্যুকে বরণ করিবে। কে কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে তোমাদের নিজেদেরই উপর।

অনতিকাল মধ্যেই তোমার ভবিষ্যত কিরূপ হইবে তাহা তুমি বলিয়া দিতে পারিবে।

যে-ব্যক্তি বাল্যকালেই টাকা রোজগার করিতে শুরু করে, সে বড় হইয়াও তাহা করিতে থাকিবে। প্রথম প্রথম এই কাজটি তোমার কাছে কিছুটা শক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু পরে ইহা সহজ হইয়া যাইবে। যদি অর্থোপার্জন শুরু করিয়া থাক মনে রাখিবে, পরিণামে তোমার সম্বলতা সুনিশ্চিত, বিশেষত তুমি যদি পরিশ্রম করিয়া টাকা রোজগার কর।



বেড়া রং করা, বাগানের কাজ, ফুট ফর্মায়িশ খাটা ইত্যাদি নানা প্রকার
কাজ করিয়া বালকেরা অর্থ উপার্জন করিতে পারে।

জুয়া বা ঘোড়দৌড় বাজী ধরিয়া অনায়াসে টাকা রোজগারের চেষ্টা করিলে কিছুদিনের মধ্যেই তোমাকে ফতুর হইতে হইবে। যাহারা বাজী ধরে, তাহারা কখনো পরিণামে জয়ী হইতে পারে না।

যে ব্যক্তি বাজী খেলার হিসাব রাখে অর্থাৎ যে বাজীর টাকা জমা নেয়, সে-ই শুধু লাভবান হয়। কিন্তু হাজার হাজার নির্বোধ আছে যাহারা কবে একবার বাজী জিতিয়াছিল ভবিষ্যতে আবার জিতবে সেই আশায় বারে বারেই বাজী ধরিয়া টাকা নষ্ট করে।

অনেক গরীব ছেলেই ধনী হইয়াছে। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রথম হইতে ধনী হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া। ইহার জন্য তাহারা কঠোর পরিশ্রম করিয়াছে এবং শুরু থেকেই সঞ্চয়ের প্রত্যেকটি পয়সা তাহারা ব্যাংকে জমা রাখিয়াছে।

সুতরাং অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ তোমাদের সকলের আছে, যদি সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে চাও।

নাইটদের আইনের অনুশাসন ছিল মিতব্যয়ী হওয়া; নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য বেশী টাকা-পয়সা খরচ না করা এবং যাহাতে অন্যের গলগ্রহ না হইতে হয়। সেজন্য নিজের ভরণ পোষনের উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করা। সঞ্চয় বেশী হইলে বেশী টাকা দান করা যায় ইহাও ছিল আরেকটা উদ্দেশ্য। নিজের কাছে টাকা না থাকিলে ভিক্ষা করিয়া টাকা যোগাড় করিতে দেওয়া হইত না, যে কোন কাজের বিনিময়ে উপার্জন করিতে হইত। ইহাতে দেখা যায় যে টাকা রোজগারের সহিত পৌরুষ, কঠোর পরিশ্রম ও মিতাচারের নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে।

স্কাউটদের অর্থ উপার্জনের পন্থা

স্কাউটদের ব্যক্তিগতভাবে বা পেট্রোল হিসাবে একত্রে টাকা রোজগারের অনেক উপায় আছে। যেমন-

পুরাতন আসবাবপত্র মেরামত এবং উহার গিলাফ পরিবর্তন করিলে বেশ দুইপয়সা রোজগার করা যায়। ছবির ফ্রেম, পাখীর খাঁচা, খেলনা তৈরি করিয়া সহজেই বিক্রি করা যায়। হাঁস-মুরগী, পাখী, খরগোস ইত্যাদি পালন করিলে পয়সা আসে। মৌমাছির চাষ করাও মন্দ লাভের নয়।



স্কাউটের উপদল পুরাতন ধাতু এবং বাজে কাগজ সংগ্রহ করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে পারে।

পুরাতন মালের বাক্স ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া চেলা করার পর আঁটি বাঁধিয়া জ্বালানি কাঠ হিসাবে বিক্রি করা যাইতে পারে। কোন কোন জায়গায় ছাগল পালিয়া দুধ বিক্রি করা লাভজনক হয়। বাঁশ ও বেতের কাজ, মাটির হাঁড়ি পাতিল তৈরি, পুস্তক বাঁধাই ইত্যাদি দ্বারাও ভাল রোজগার করা যায়।

মফঃস্বল শহরে স্কাউটের এক উপদল একত্রে সংবাদবাহকের কাজ করিতে পারে, বাগান করিয়া ফুল ও তরিতরকারী বিক্রয় করা যায়, অথবা গান গাহিয়া, বাজনা বাজাইয়া কিংবা স্কাউটের খেলাধুলা প্রদর্শন ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াও টাকা রোজগার করা সম্ভবপর।

এইখানে মাত্র অল্প কয়েকটি কাজের ইংগিত দেওয়া হইল। ইহা ছাড়াও টাকা রোজগারের বিস্তর পথ খোলা রহিয়াছে। যাহা স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করতঃ তোমরা ভাবিয়া বাহির করিয়া লইতে পার।

কিন্তু টাকা রোজগার করিতে হইলে তোমাকে কাজ করিতেই হইবে।

“Ted Payne” নামক একজন অভিনেতা তাঁহার এক নাটকে বলিতেন-
 “আমার কি হইয়াছে কিছুই বুঝি না। আমি বেশ পান আহার করি, আরামে ঘুমাই;
 কিন্তু যখনই কেহ আমার কাছে ‘কাজ’ এই শব্দটি উচ্চারণ করে, তখনই আমার

সমস্ত দেহে এক শীতল শিহরণ অনুভব করি।”

এইরূপ অনেক ভীষণ প্রকৃতির লোক আছে, যাহারা কাজ দেখিলেই 'সারা দেহে শীতল শিহরণ অনুভব করে'।

বাড়ীতে একটি "সঞ্চয় বাক্স" রাখ। যখন যাহা উপার্জন কর, উহাতে রাখিয়া দাও। বেশ কিছু টাকা জমিলে উহা ব্যাংকে রাখিয়া নিজের নামে একটা হিসাব খোল।

উন্নতির পস্থা

অনেক বৎসর আগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কিউবা দ্বীপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত ছিল; আমেরিকার রাষ্ট্রপতি "Mckinley" কিউবার নেতা গারসিয়ার (Garcia) নিকট একটি পত্র পাঠাইতে चाहিলেন। বিপদসংকুল অন্য অঞ্চলে বিদ্রোহীরা আমেরিকার সহিত লড়াই করিতেছিল, এমতাবস্থায় চিঠিখানা পৌছাইবার কোন উপায়ই তিনি চিন্তা করিয়া পাইলেন না।



মধ্য আমেরিকা ও কেরিবিয়ান সাগরের এই মানচিত্রে কিউবা দ্বীপ দেখা যায়।
রোয়ান ইহার মধ্য দিয়াই গারসিয়ার কাছে গিয়াছিল।

উপদেষ্টা অফিসারদের সংগে আলোচনা প্রসংগে একজন বলিলেন, -“
রোওয়ান (Rowan) নামে এক যুবক আছে; তাহাকে যে কোন কাজই দিন সে
তাহাই সম্পন্ন করিতে সক্ষম বলিয়া মনে হয়। তাহাকে একবার যাচাই করিয়া
দেখিলে কেমন হয়?”

রোওয়ানকে ডাকিয়া পাঠানো হইল। সে আসিলে, কিজন্যে তাহাকে ডাকিয়া
আনা হইয়াছে রষ্ট্রপতি তাহা বুঝাইয়া চিঠিটা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, “আমি
চাই, এ চিঠিটা গার্সিয়ার হাতে পৌছাইয়া দিতে।”

মৃদু হাসিয়া রোওয়ান চিঠিটা গ্রহণ করিল। ঘর থেকে বাহির হইয়া সে রওনা
হইয়া গেল।

কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন রোওয়ান ফিরিয়া আসিয়া রষ্ট্রপতির নিকট বলিলঃ
“জনাব আমি আপনার চিঠি গার্সিয়াকে পৌছাইয়া দিয়াছি।” রোওয়ান কিভাবে এই
কঠিন কার্য সমাধা করিয়াছিল তাহা খুলিয়া বলিতে Mckinley তাহাকে আদেশ
করিয়াছিলেন।

রোওয়ান একটা নৌকা নিয়া কিউবার উপকূলে পৌছিয়া সেখানকার জংগলে
অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। তিন সপ্তাহের মধ্যে সে দুষ্মনদের এলাকার ভিতর দিয়া
গমনকরতঃ গার্সিয়াকে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং চিঠিখানি তাহাকে দিয়া দ্বীপের
অপর পার্শ্বে গিয়া হাজির হইল।



‘অ-সম্ভব’ শব্দের ‘অ’ হরফটিকে লাথি মারিয়া রোওয়ান তাহার কর্তব্য করিয়াছিল। যে-কেহ
এইরূপ কাজ করিতে পারে তাহার উন্নতি অবশ্যজারী।

রোওয়ান ছিল একজন প্রকৃত স্কাউট। স্কাউটরা কোন কাজের নির্দেশ পাইলে সেভাবে তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকে রোওয়ান সেই পদ্ধতিতে কাজটি সমাধা করিয়াছিল। কাজটি যত কঠিনই হোক না কেন, হাস্যমুখে সে তাহা সমাধা করিবে। আদেশ যত বেশী কঠোর হইবে, উহা পালন করিবার আনন্দ হইবে তত বেশী।

অধিকাংশ লোকই বহু প্রশ্ন করিত-কিভাবে যাত্রা করিতে হইবে; কোন্ পথে সেইখানে পৌঁছাইবে, কোথায় খাদ্য মিলিবে-ইত্যাদি। কিন্তু রোওয়ান সেইরূপ পাত্র নয়। সে কেবলমাত্র জানিয়া নিল-তাহাকে কি করিতে হইবে। তাহারপর- 'অসম্ভব'-শব্দটির 'অ' হরফটিকে লাথি মারিয়া উড়াইয়া দিয়া নিজেই বাকি কাজটুকু সমাধা করিয়া ফেলিল। যে কেহ এইভাবে কাজ করিতে পারে তাহার উন্নতি অবশ্যস্বাভাবী।

স্কাউটদের অনেকেই বিশেষ সংবাদ প্রেরণের কাজ করিয়া থাকে। এই সকল বালকদের প্রায়ই খুব শক্ত কাজ করিতে দেওয়া হয়। সকলেই আশা করে যে, কাজটি তাহারা সফলতার সহিত সম্পাদন করিবে। তাহারাও পরিপূর্ণ আত্ম-বিশ্বাসের সাথে কাজ গ্রহণ করে। নির্বোধের মত কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহারা পাকা কর্মীর মত চটপট কাজে হাত দেয় আর তাহা সম্পন্ন করে।

জীবনের যে কোন সমস্যা সমাধানের রীতিও তাহাই। তুমি যদি কোন কাজ পাও, অথবা এমন কোন বিপদের সম্মুখীন হও যাহা তোমার সাধ্যের অতীত মনে হয়, তবে উহাকে কখনও এড়াইতে চেষ্টা করিও না। মুখে হাসি টানিয়া আন, আর ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই কাজটি কি ভাবে সাফল্যের সহিত সমাধা করা যায় তাহার পন্থা বাহির কর; তাহারপর লাগিয়া যাও।

মনে রাখিও-“কোন বিপদই আর বিপদ থাকে না, যখন একবার তুমি হাসিমুখে উহাকে পরিহাস করিয়া সাহসের সহিত আক্রমণ কর।”

ভুল করিতে ভয় পাইও না। নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন, “যে কোনদিন ভুল করে না, সে জীবনে কিছুই করিতে পারে না।”

স্মরণ-শক্তি

নানা বিষয় ও বস্তু স্মরণ রাখার অভ্যাস করিতে হইবে। যাহার স্মরণশক্তি প্রখর সে-ই উন্নতি করিতে পারে। কারণ অনেক লোক আছে যাহারা অভ্যাস করে না বলিয়া কোন কিছুই মনে রাখিতে পারে না।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীব একত্রে হইয়া গঠিত হয় বিশাল প্রবাল দ্বীপ। সেইরূপ ছোট ছোট বিষয়সমূহ লক্ষ্য করিয়া তাহা মনের মধ্যে প্রথিত করিয়া রাখিলে মানুষ মহাজ্ঞানের অধিকারী হইয়া উঠে।



স্ক্রাউট থাকাকালে যে বালক যথাসাধ্য
শিক্ষা গ্রহণ করে তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

ভাগ্য

তুমি যদি বাসে চড়িতে চাও, তবে অলসভাবে বসিয়া থাকিয়া গাড়ীটিকে চলিয়া যাইতে দিবে না আর বলিবেনা, “আমি কি দুর্ভাগা”। বরং তুমি দৌড়াইয়া গিয়া লাফ দিয়া গাড়ীতে উঠ। কোন কোন লোক যে ভাগ্যের কথা বলে, উহাও ঠিক এইরূপ। তাহারা অভিযোগ করে যে, তাহাদের ভাগ্য কখনো সুপ্রসন্ন হয় না। প্রকৃতপক্ষে ভাল কিছু পাওয়ার বা বড় কিছু করার সুযোগই হইল ভাগ্য। আসলে

কর্তব্য হইল প্রত্যেকটা সুযোগের সন্ধান করা ও তাহার সদ্ব্যবহার করা-দৌড়াইয়া গিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়া; অলসভাবে বসিয়া থাকিয়া সুযোগ হারাইওনা। সুযোগ জিনিসটা কতকটা মোটর বাসের মত। কিন্তু সেই গাড়ী থামে খুব কম জায়গাতেই।

পছন্দমত জীবন পস্থা বাছিয়া লও

ভবিষ্যৎ জীবনে কি ঘটিতে পারে তাহার জন্য আজই তোমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। বাল্যকালেই যদি তোমার টাকা রোজগারের কোন উপায় হয়, সেইকাজ শেষ হইয়া গেলে পরে তুমি কি করিবে? তোমাকে শিখিতে হইবে প্রকৃত কোন পেশা এবং বর্তমান উপার্জন হইতে তুমি টাকা সঞ্চয় করিবে যাহার সাহায্যে ভবিষ্যতে উপযুক্ত কাজ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি চলিতে পার।

শুধুমাত্র একটি কাজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিও না। দ্বিতীয় আরেকটি পেশা শিখিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। কোন কারণে প্রথমটিতে সুবিধা না হইলে দ্বিতীয়টির উপর নির্ভর করা চলিবে। এইরূপ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।



নিষ্ঠুর হইওনা। উন্নতি চাইলে কোন সং পেশা অবলম্বন কর।

একজন নিয়োগ কর্তা একবার আমাকে বলিয়াছিল যে, যে-বালকের আংগুলের অগ্রভাগ (ধূমপানের জন্য) হলদে হইয়া গিয়াছে, অথবা, যে-ছেলে মুখ হা করিয়া চলে, তাহাকে তিনি কখনও কাজ দেন না। (কারণ যে-ছেলে মুখের ভিতর দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করে তাকে বোকার মত দেখায়)। যে-ব্যক্তির ব্যাংকে সঞ্চিত টাকা আছে সে মদ্যপান করেনা এবং সদা প্রফুল্ল থাকে। তাহার কাজ পাওয়া সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকিতে পারেনা।

অসংখ্য অপব্যয়ী ও দুর্বলচিত্তের লোককে দুনিয়াতে বিচরণ করিতে দেখা যায়। তাহাদের অনেকেই জীবনে উন্নতি করিতে পারেনা। কিন্তু যে-সকল যুবকের কাজ করিবার অকপট আগ্রহ এবং অটলভাবে কাজে লাগিয়া থাকিবার শক্তি আছে, যাহারা সততার সহিত কাজ করে এবং মদ্য স্পর্শ করে না দুনিয়ায় তাহাদের কেহ অকৃতকার্য হইয়াছে বলিয়া আমি শুনি নাই।





অষ্টম অধ্যায়

তাঁবু-জলুসা কাহিনী-২৩শ

দুর্ঘটনার প্রতিকারের জন্যে তৈরি হওয়া

সেন্ট জনের সেবক নাইটগণ-দুর্ঘটনা-বালক-বীরগণ- জীবনরক্ষার পদক পূর্বকালের নাইটদের বলা হইত “সেবক নাইট বা চিকিৎসাকারী বীর”। কারণ রোগী, নিঃসহায় ও যাহারা দুর্ঘটনায় ও যুদ্ধে আহত তাহাদের চিকিৎসার জন্য ইহাদের হাসপাতাল ছিল, নাইটদের সঞ্চয়ের টাকায় সেইসব হাসপাতাল পরিচালিত হইত। সাহসী যোদ্ধা হইলেও হাসপাতালে তাহারা নিজেরই শুশ্রূষাকারী ও চিকিৎসকের কাজ করিত।

প্রায় আটশত বছর আগে যেরুযালেমের সেন্ট জন নাইটগণ এই কাজে

বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আজিকার বৃটিশ “সেন্ট-জন-এম্বুলেন্স বাহিনী” এবং “রেড-ক্রস” সেই নাইটদেরই প্রতিনিধি।

আবিষ্কার-অভিযাত্রী, শিকারী ও পৃথিবীর দুর্গম প্রদেশবাসী স্কাউটদের নিজেদের বা তাহাদের অনুচরদের কোন দুর্ঘটনা ও অসুখ বিসুখের সময় কি করিতে হয় সেইটা জানা দরকার। কারণ তাহাদের প্রায়ই থাকিতে হয়-ডাক্তার থেকে শত শত মাইল দূরে। এই কারণেই রোগীর তত্ত্বাবধান ও দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা করিতে স্কাউটদের অবশ্যই শিক্ষা উচিত।

আমার ভাই একদা অস্ট্রেলিয়ার দূর বনাঞ্চলে তাহার এক বন্ধুর সহিত শিবির বাস করিতেছিল। বন্ধুটি একবার দুই হাঁটুর মধ্যখানে বোতল চাপিয়া ধরিয়া উহার ছিপি খুলিতেছিল। সহসা বোতলটি ভাংগিয়া উহার একটি ধারালো কিনারা তাহার উরুদেহে গভীরভাবে ঢুকিয়া একটা ধমনী কাটিয়া ফেলিল, তৎক্ষণাৎ আমার ভাইটি পাথর কুড়াইয়া উহা রুমালে জড়াইয়া একটি গদির মত প্যাড প্রস্তুত করিলেন। এবং ক্ষতস্থানের উপরের দিকে উরু বেটন করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। ইহাতে ধমনীতে বেশ চাপ পড়িল। তখন তিনি একটি কঞ্চি আনিয়া উহা রুমালের ফাঁকের ভিতরে ঢুকাইয়া-পেঁচাইতে লাগিলেন।

এইরূপ করার ফলে ব্যাণ্ডেজটি খুব দৃঢ় হইয়া রক্তপড়া বন্ধ হইয়া গেল। এইরূপ অবস্থায় কি করা দরকার তিনি তাহা না জানিলে, লোকটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই রক্তপাতের দরুন মারা যাইত। কাজটি জানা থাকায় এবং অবিলম্বে তা সম্পন্ন করিতে পারায় তিনি তাঁর বন্ধুটির জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

আকস্মিক দুর্ঘটনা

আকস্মিক দুর্ঘটনা সদাসর্বদাই ঘটিয়া থাকে। আর বয়-স্কাউটরাও সব সময়েই সুযোগ পায় প্রাথমিক প্রতিবিধান দ্বারা সাহায্য করিতে।

যে-ব্যক্তি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া অন্যের জীবন রক্ষা করে তাহার সম্বন্ধে আমরা উচ্চ ধারণ পোষণ করি। সে প্রকৃত বীর।

বিশেষ করিয়া বালকেরাই তাঁহাকে বীর আখ্যা দেয়। কারণ,-তাহাদের কাছে মনে হয়-সে যেন তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু আসলে তাহা নহে। প্রত্যেক বালকেরই অপরের জীবন-রক্ষক বীরপুরুষ হওয়ার সুযোগ রহিয়াছে। যদি সে উহার জন্য তৈরি হওয়ার ক্রেশ স্বীকার করে।



কচি কদম টমি-১০নং; রাত্তার উপর টমি। “পথ-বোকা” টমি নামে গাড়ী থেকে ঐ না দেখিয়া আগে পিছে পড়ে হৈ চৈ।

ইহা এক রকম ধ্রুব সত্য যে স্কাউটদের মধ্যে প্রায় সকলেই একদিন না একদিন কোন দুর্ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে হাজির থাকিবে। সে সময় কি করা দরকার তাহা জানা থাকিলে এবং কাজটি চটপট করিতে পারিলে তোমারই মত আর একজন মানুষের জীবন রক্ষা করিতে বা তাহাকে সাহায্য করিতে পারিয়াছ বলিয়া তুমি চিরকালের জন্য আত্ম-তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে।

প্রস্তুত থাক

তোমার আদর্শ বাণী স্বরণ কর-“প্রস্তুত থাক”। আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য তৈরি থাক, কোন রকম সম্ভাব্য দুর্ঘটনায় কি করিতে হইবে তাহা আগে হইতেই শিখিয়া

লইয়া যেই মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে, তৎক্ষণাৎ তোমার কাজটুকু করিবার জন্য প্রস্তুত থাক।

বিভিন্ন প্রকারের দুর্ঘটনায়, কি কি করিতে হইবে, তাহা এখন আমি তোমাদের কাছে বলিব। যতটা সম্ভব তোমরা এইসব কাজ করিবার অভ্যাস করিবে। তবে স্কাউট ভাইগণ, তোমাদের সর্বদা মনে রাখা দরকার যে যেখানেই থাক আর যে কাজই কর-সব সময়েই চিন্তা করিবেঃ এইখানে কি ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে? আর যদি তাহা ঘটে “আমার কর্তব্য কি হইবে?”

তবেই তুমি প্রয়োজনানুসারে চটপট কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিতে পারিবে।

যখন সত্যই দুর্ঘটনা ঘটে মনে রাখিবে স্কাউট হিসাবে তোমার কর্তব্য হইবে সর্বাঙ্গে উদ্ধার কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়া। কোন বাহিরের লোককে তোমার আগে সেই কাজে হাত দিতে সুযোগ দিবে না।

আগেই ভাবিয়া রাখ

দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর যে, তুমি কোন জনাকীর্ণ রেলস্টেশন প্রাট্‌ফর্মের ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছ। এমন সময় তুমি মনে মনে ভাবিবে “ধরিয়া নিলাম, হঠাৎ কেহ এখন প্রাট্‌ফর্ম থেকে রেলপথের উপরে পড়িয়া গেল। ঠিক সেই সময়েই গাড়ী স্টেশনের ভিতরে চুকিতেছে। তখন আমাকে কি করিতে হইবে? আমি তখন লাফাইয়া নিচে নামিব এবং হেঁচকা টান দিয়া লোকটিকে রেলপথের অপর পার্শ্বে সরাইয়া লইব। এমন অবস্থায় তাহাকে টানিয়া প্রাট্‌ফর্মের উপরে তোলায় সময় থাকিবে না। কিংবা ট্রেনটি যদি খুব নিকটে আসিয়া থাকে, তখন একমাত্র উপায় হইবে-লোকটি সহ সটান দুই রেলের মাঝখানটায় শুইয়া পড়া। তাহা হইলে গাড়ীটি নিরাপদে আমাদের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে।”

তাহারপর সত্যিই যদি এই দুর্ঘটনা ঘটে, তবে তুমি তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া পড়িয়া তোমার পরিকল্পনানুসারে কাজ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু অন্য লোকজন তখন উত্তেজিতভাবে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি ও চীৎকার ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিবে না।

এইরূপ একটি ঘটনা সত্যই ঘটিয়াছিল। লন্ডনের “Finsbury Port

Station"-এ এক মহিলা প্রাট্ফরম হইতে নিচে পড়িয়া গিয়াছিলেন ঠিক যখন গাড়ীও স্টেশনের ভিতরে চুকিতেছিল।

"Albert Hardwick" নামক এক ব্যক্তি লাফাইয়া নিচে পড়িল এবং দুই রেলের মাঝখানে সটান চীৎ হইয়া শুইয়া পড়িল এবং মহিলাটিকেও ধরিয়া ওয়াইয়া রাখিল। সেই মুহূর্তে গাড়ী উহাদের উভয়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল, আর তাহারা দুজনই সম্পূর্ণ অক্ষত রহিল।

[আমাদের দেশে ট্রেনের তলায় দুই রেলের মধ্যে এইভাবে পড়িয়া বাঁচিতে পারা যায় না। কারণ ইঞ্জিনের সম্মুখে লোহার বাঁকা রেলিং -এর মতো যে Catcher থাকে তাহার ধাক্কায় আঘাত লাগিবে।]

পক্ষান্তরে আরেকটি লজ্জাজনক দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল Hampstead-এ। সেইখানে একজন খ্রীলোক একপাল মানুষের চোখের সামনে এক অগভীর পুকুরের পানিতে ডুবিয়া মরিল। ইহাতে তাহার প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। জনতার মধ্যে এমন একজন লোক ছিলনা যে সাহস করিয়া পানিতে নামিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে। কেহ কল্পনাও করিতে পারেনা যে এতগুলি লোক তীরে দাঁড়াইয়া কেবল চীৎকার করিতে পারে। অথচ তাহাদের চির কলংকের কথা এই যে ব্যাপারটা ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল।

প্রথম যে লোকটি এ দৃশ্য দেখিল, সে নিজে পানিতে না নামিয়া আরেকজনকে ডাকিল। এইভাবে ক্রমে লোকসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। পূর্ববর্তীরা পানিতে নামে নাই দেখিয়া তাহাদের মনে এক ভৌতিক আশংকা জাগিয়া উঠিল। কাজেই তাহারা কেহই পানিতে নামিল না। এইরূপে সেই হতভাগ্য খ্রীলোকটি এতগুলি মানুষের চোখের সামনে অসহায়ভাবে ডুবিয়া মরিল।

স্কাউটেরা কি করিতে পারে

সেইখানে কোন বয়-স্কাউট উপস্থিত থাকিলে আমার বিশ্বাস এই গল্পটি অন্যভাবে লিখা হইত।

সাধারণ লোকের চেয়ে স্কাউটের পার্থক্য দেখাইবার ইহা ছিল এক চমৎকার সুযোগ।

সে নিশ্চয়ই তাহার শিক্ষার কথা স্মরণ রাখিত ।

তোমার কর্তব্য করিয়া যাও । সকল মানুষকে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের সাহায্য কর । অন্যেরা কর্তব্যে অবহেলা করিলে কিছুই মনে করিওনা ।

সাহসে ভর করিয়া ঝাঁপ দাও এবং তোমার ঈশ্পিত বস্তুটির দিকে লক্ষ্য রাখ । নিজের নিরাপত্তার কথা আগে ভাবিওনা । বালকদের ধারণা যে, জীবন রক্ষা কার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণের পক্ষে তাহারা খুবই অল্পবয়স্ক ও ছোট । তাহারা বড় জোর এইকাজে বাহির হইতে কিছুটা সাহায্য করিতে পারে । কিন্তু এই ধারণাটা ভ্রান্ত ।

আমার এই পুস্তক লেখার পর হইতে হাজার হাজার ঘটনা ঘটিয়াছে যেখানে স্কাউটেরা পানিতে ঝাঁপাইয়া অনেক ডুবন্ত লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছে । কিন্তু উপস্থিত জনতার মধ্য হইতে কেহই সাহায্য করিতে সাহস করে নাই ।

স্কাউট আন্দোলনে বীরত্বের জন্য পদকের ব্যবস্থা আছে । সেই পদক বীরত্ব ও জীবন-রক্ষার জন্য দেওয়া হইয়া থাকে । প্রত্যেক বয়-স্কাউটকেই সেই পদক লাভ করিবার জন্য তৈরি হইতে হইবে । কোনদিন হয়ত তোমার চোখের সামনেই এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়া তোমার সুযোগ আসিবে । তখন কি করিতে হইবে আগেই জানা থাকিলে, তুমি তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করিয়া সম্ভবতঃ পদক অর্জন করিবে । যাহাই হউক, তুমি এমন কিছু পাইবে, যাহার মূল্য পদকের চেয়ে অনেক বেশী । নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও একটি মানুষের জীবন রক্ষা করিতে পারার অসীম তৃপ্তি, সেই অমূল্য ধন ।





অষ্টম অধ্যায়
 তাঁবু-জলসা কাহিনী -২৪শ
 দুর্ঘটনা ও উহার প্রতিবিধান

আকস্মিক ভীতি-অগ্নি-জলমগ্ন হওয়া-ছুটন্ত অশ্ব- পাগলা কুকুর-বিবিধ

প্রতি বৎসর আকস্মিক ভীতির দরুন অনেক জীবনই নষ্ট হইয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়; উহার কারণ খুবই তুচ্ছ। দুই একজন লোক মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারিলেই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটতে পারিত না।

কয়েক বৎসর আগে এক সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের (New York) পোতাশ্রয়ে খেয়া নৌকায় একটি লোক কাঁকড়া ধরিতেছিল। সে মনে করিল : একটি কাঁকড়া পাটাতনের উপর ছাড়িয়া দিলে বেশ মজা হইবে। একটি কাঁকড়া জাহাজের বিড়ালটিকে কামড়াইয়া ধরিল। ইহাতে বিড়ালটি চোঁচাইতে লাগিল এবং শেষে লাফাইয়া গিয়া পড়িল স্কুলের মেয়েদের এক ভীড়ের মধ্যখানে। তৎক্ষণাৎ মেয়েরা

সবাই এক সংগে ভয়ে আতর্নাদ করিয়া ছড়াইয়া পড়িল। জাহাজের শত শত যাত্রীদের মধ্যে জাগিয়া উঠিল এক অভাবনীয় আতংকের শিহরণ। যাত্রীরা যার যেরূপে খুশী ছুটিতে লাগিল। মুহূর্ত মধ্যে জাহাজের রেলিং ভাংগিয়া ৮ জন লোক জাহাজ হইতে জলে পড়িয়া গেল। কেহ তাহাদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই হত-ভাগারা স্রোতের টানে ডুবিয়া মৃত্যুকে বরণ করিল।

কয়েক বৎসর আগের কথা। রাশিয়ার এক শহরে জনৈক দোকানদার সকালে দোকান খুলিয়া দেখিতে পাইল, কাউন্টারের উপরে কালো রং-এর একটি বড় বোমা রহিয়াছে। দেখিয়াই সে উহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য দৌড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। একজন পুলিশ তাহাকে দৌড়াইতে দেখিয়া চোর বলিয়া ভুল করিল। তাহাকে থামাইতে না পারিয়া গুলি ছুঁড়িল। সেই গুলি তাহার গায়ে না লাগিয়া আরেক জনের উপর পড়িল। ইহাতে শহরময় আতংকের সৃষ্টি হইল, আর নষ্ট হইল অনেকগুলি জীবন।

এত সব কিছুর পরে লোকটি তাহার দোকানে ফিরিয়া দেখিতে পাইল সেই 'বোমা'টি তখনো কাউন্টারের উপর রহিয়াছে! আসলে সেইটা বোমাই ছিলনা, ছিল একটা কালো রং-এর তরমুজ।

অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে "Barnsley"-র অতিরিক্ত জনসমাগম পূর্ণ এক থিয়েটার ঘরে সম্পূর্ণ বিনা কারণে এক নিদারুণ আতংকের সৃষ্টি হয়, ফলে জনতার চাপে সেইখানে আটটি ছেলেমেয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। দুইটি লোক মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া যদি ঠিক কাজটি না করিত, তবে মৃতের সংখ্যা যে আরো অনেক বেশী হইত তাহা সুনিশ্চিত। Gray নামক এক ব্যক্তি ছেলেমেয়েদের কয়েকজনকে মিঠে গলায় সম্বোধন করিয়া অন্য পথে আসিতে ডাকিল। আর যে লোকটি সিনেমা দেখাইতেছিল, সে পর্দার উপর একটা দৃশ্য প্রতিফলিত করিয়া অবশিষ্টদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। ইহাতে অতি সহজে ভীতির ভাবটা কাটিয়া গেল। পরিষ্কার বুঝা যায়ঃ যদি দুইএকটি লোক ঠিক মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া ঠিক কাজটি করিতে পারে, তবে তাহারা অনায়াসেই শত শত লোককে শান্ত রাখিয়া তাহাদের জীবন বাঁচাইতে পারে।

তোমার চারদিকে লোকজনের মধ্যে হঠাৎ শংকার ভাব দেখা দিলে তোমারও তাহাদেরই মত আচরণ করিতে ঝোক উঠিতে পারে। সেইটা একদিকে অকারণে দৌড় দেওয়া, কিংবা ঠায় দাঁড়াইয়া “মাথো” বলিয়া চীৎকার করাও হইতে পারে। যখন মনের অবস্থা এইরূপ হইয়া উঠে, তখন নিজেকে সংযত করা দরকার। দেখিও তোমাকেও যেন আতংকে পাইয়া না বসে। অন্যকে এ অবস্থায় দেখা মাত্র, মাথা ঠাঙ্গ রাখিয়া ভাবিয়া দেখিও তখন কি করা তোমার উচিত। এবং যাহা কর্তব্য মনে কর তৎক্ষণাৎ তাহা করিবে।

আগুন হইতে উদ্ধার

জলন্ত গৃহ হইতে জীবন উদ্ধারের বীরত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখা যায়। ঋবরের কাগজ খুলিলেই এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। এইসব ঘটনাগুলি মনোযোগ দিয়া পড়া উচিত। তুমি হইলে ঐ অবস্থায় কি করিতে তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনায় কখন কি করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করা যায়।

কয়েক বৎসর পূর্বে এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। “George Obney” নামে একজন তরুণ নাবিক ইংলণ্ডের চ্যাথামে অবস্থিত রাজকীয় নৌবাহিনীর “Andromeda” জাহাজে নিযুক্ত ছিল। একদিন সে “Kingsland” রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ সে দেখিল যে, একটি বাড়িতে আগুন লাগিয়াছে। বাড়িটির বেশ কয়েক তলা উপর হইতে একজন স্ত্রীলোক কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া জানাইল যে, ওখানে তাহার কয়েকটি ছেলেমেয়ে আছে, কিন্তু তাহাদের কেহই বাহির হইতে পারিতেছে না।

নাবিকটি তাহার বন্ধুদের কাছ হইতে দৌড়াইয়া গিয়া কোন রকমে দেওয়ালটি বাহিয়া স্ত্রীলোকটি যে জানালায় দাঁড়াইয়াছিল উহার নিকট পৌছিল। তাহারপর জানালায় কাচ ভাঙিয়া দাঁড়াইবার খানিকটা জায়গা করিয়া নিল। উপরে জানালায় যে স্ত্রীলোকটি দাঁড়াইয়া ছিল সে তখন একটি করিয়া শিশুকে তাহার হাতে

নামাইয়া দিল। এইভাবে একটি একটি করিয়া নাবিক ছয়টি শিশুকেই মাটিতে নামাইয়া আনিতে সক্ষম হইল। সর্বশেষে সে দুইজন স্ত্রীলোককেও সেইভাবে উদ্ধার করিল। তাহারপর নাবিকটি নিজেই ধূম্রজালে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া গেল। ভাগ্যিস নিচের লোকজন তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার দৃষ্টান্ত হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে, কিভাবে সময় নষ্ট না করিয়া দ্রুত কর্তব্য করিতে হয়। কিন্তু বাধা-বিঘ্ন ও বিপদের কথা চিন্তা করিলে কর্তব্য সম্পাদন সম্ভব হয় না।

“Shoreham Beach”-এ এক বাড়ীতে আগুন লাগে। তৎক্ষণাৎ স্থানীয় স্কাউট দলটি ঘটনাস্থলে গিয়া হাজির হইল। তাহারা প্রকৃত স্কাউটের মতই তাহাদের কাজ করিয়া গেল। তাহারা কেবল আগুন নিবাইয়া উহা আয়ত্তে আনিবার কাজই করিলনা, অধিকন্তু দুইজন মহিলা ও একটি শিশুকেও উদ্ধার করিয়া তাহাদের প্রাণ বাঁচাইল। তারপর তাহারা উহাদের প্রাথমিক শুশ্রূষা করিয়া ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল।

বাড়ীতে আগুন লাগিলে-

কোন বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে দেখিলেই তোমার উচিত-

(ক) ভিতরের লোকজনকে সতর্ক করা।

(খ) নিকটতম পুলিশ বা ফায়ার স্টেশনে খবর দেওয়া।

(গ) প্রতিবেশীদের ডাকিয়া মই, সতরঞ্চ, কার্পেট ইত্যাদি আনিতে বলা যাহাতে লাফাইয়া পড়া লোকদের ধরা যায়।

এইরূপ ক্ষেত্রে দম্‌কল আসা মাত্র বালকদের পক্ষে সর্বোত্তম কাজ হইবে অগ্নিনির্বাপকারীদের এলাকা হইতে লোকজনকে সরাইয়া রাখার কাজে পুলিশকে সাহায্য করা।

জ্বলন্ত বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া বৃদ্ধ কিংবা অজ্ঞান লোকের খোঁজ নিতে হইলে সেই সময় একটা ভিজা রুমাল বা কাপড় দিয়া নাক মুখ ঢাকিয়া নেওয়া দরকার।



কম্বল বা গালিচা মুড়িয়া মেঝেয় গড়াগড়ি দেওয়া মোটেই আনকুশল নয়। কিন্তু কাহারও কাপড়ে আগুন লাগিলে এই উপায়েই তাহাকে সাহায্য করা যায়। তোমার নিজের কাপড়ে যাহাতে আগুন না লাগে সেই বিষয় সাবধান থাকিবে।

তাহারপর মস্তক নত করিয়া অথবা হামাগুড়ি দিয়া মেঝের খুব কাছাকাছি ঘেসিয়া অগ্রসর হইবে। নিচের দিকে ধোঁয়া কিংবা গ্যাস খুবই কম থাকে। জলন্ত আগুন বা আগুনের ফুলকির ভিতর দিয়া যাইতে হইলে একটি ভিজা কম্বলের মাঝখানে ছিদ্র করিয়া, ছিদ্রপথে মাথা গলাইয়া লইবে। উহাতে এমন একটি আবরণ হইবে যাহার সাহায্যে আগুনের শিখা ও ফুলকির ভিতর দিয়া অনায়াসে চলিতে পারিবে।

নিকটে কোথাও আগুন লাগিলেই যথাসম্ভব সত্বর স্কাউটের উপদলগুলি একত্রিত হইয়া আগুনের শিখা কিংবা ধূম লক্ষ্যকরতঃ স্কাউট পদক্ষেপে সেইদিকে অগ্রসর হইবে। তৎপর উপদল নেতা পুলিশ অথবা অগ্নি-নির্বাণকারীদের নিকট খবর দিবে এবং তাহাদের প্রয়োজনবোধে লাইনে দাঁড়াইয়া জনতাকে সরাইয়া রাখিতে পারে, সংবাদ প্রেরণের কাজ বা সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কিংবা অন্য যে কোন প্রকারে সাহায্য করিতে পারে।

কাহারও কাপড়ে আগুন লাগিলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিবে। কারণ, আগুনের শিখা কেবল উর্ধ্বগামী, তখন সেই লোকটাকে সতরঞ্চি, গালিচা বা কম্বল চাপা দিয়া মুড়িয়া ফেলিবে। দেখিবে তোমার নিজের

কাপড়ে যেন আগুন না ধরিয়ে যায়। এইরূপভাবে কম্বল চাপা দিবার কারণ হইল
ঃ বায়ু বন্ধ হইলে আগুন নিবিয়া যাইতে বাধ্য।

কাহাকেও অজ্ঞানে অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলে (ভয়ের দরুন অনেক
সময় বিছানা বা টেবিলের নিচে গিয়া লুকায়) হয় তাহাকে কাঁধে বহন করিয়া
বাহিরে লাইয়া যাইবে অথবা, তীব্র ধূম বা গ্যাসের আগুনে সচরাচর যাহা আরও
সহজে করা যায়, চাদর বা রশি এক প্রান্ত তোমার গলায় এবং অপর প্রান্ত তাহার
শরীরে বাঁধিয়া নিজে হামাগুড়ি দিয়া মেঝের উপর দিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির
করিবে।

এইরূপ করার আগে রশির উভয় প্রান্তে একটি 'বোলন' গ্রহি দিয়া লইবে।
এক প্রান্ত অজ্ঞান ব্যক্তির বাহুর নিচে বন্ধস্থলে পরাইয়া দিবে আর অপর প্রান্ত
থাকিবে তোমার নিজের গলায়। তাহার পর উহাকে পিছনে ফেলিয়া হামাগুড়ি দিয়া
সম্মুখে অগ্রসর হও। কিন্তু দেখিবে, উহার মাথার দিক যেন সম্মুখের দিকে চলে।
'বোলিন' পেরোটির দৈর্ঘ্য ঠিক হইলে উহা রোগীর মাথাটি মাটি হইতে উপরে
তুলিয়া রাখিবে। ইহাতে মাথায় আঘাত লাগার ভয় থাকিবে না।

পানিতে ডোবা হইতে উদ্ধার

বয়-স্কাউট বীরগণ যত লোককে ডুবিয়া মরা হইতে উদ্ধার করিয়াছে তাহার
তালিকা দেখিলেই বোঝা যায় যে সাঁতার না জানার দরুনই লোক পানিতে ডুবিয়া
মরে। কাজেই সাঁতার শিখা প্রত্যেক লোকের পক্ষেই খুব প্রয়োজনীয়। তাহার
পরেই তাহাদের শিখিতে হইবে—পানিতে ডোবার হাত থেকে অন্যকে কিভাবে
রক্ষা করা যায়।

নিয়ম কানুন জানা থাকিলে মধ্যম ধরনের সাঁতারুও ডুবন্ত ব্যক্তির জীবন
বাঁচাইতে পারে, যদি সে বন্ধু-বান্ধবদের সহিত কয়েকবার উহার অনুশীলন করিয়া
থাকে।

ডুবন্ত ব্যক্তি পুরোপুরি ডুবিয়া যাওয়ার আগে তিনবার ভাসিয়া উঠে—এই
জনশ্রুতি সত্য নহে, বাজে কথা। তাহাকে সাহায্য করিবার কেহ না থাকিলে

প্রথমবারেই ডুবিয়া যাইতে পারে ।

ডুবন্ত ব্যক্তির কাছে গেলে সে যেন তোমাকে জাপ্টাইয়া ধরিতে না পারে, সেই বিষয়ে খুব সতর্ক থাকিতে হইবে । তাহা না হইলে সে নিজেও মরিবে, তোমাকেও ডুবাইয়া মারিবে । সর্বদাই এইরূপ লোকের পিছনের দিকে থাকিবে ।

এক বাছ তাহার বুকে রাখিয়া বগলে জড়াইয়া ধরিবে । ধস্তাধস্তি না করিয়া তাহাকে শান্তভাবে থাকিতে বলিবে । তোমার কথা মানিয়া চলিলে খুব সহজেই তাহাকে ভাসাইয়া রাখিতে পারিবে । নতুবা তোমাকে সাবধান থাকিতে হইবে, আতংকে পাশ ফিরিয়া সে যেন তোমাকে জাপ্টাইয়া না ধরিতে পারে । সে যদি তোমার ঘাড় জড়াইয়া ধরে, তুমি তাহার কোমর ধরিয়া, আরেক হাতের তালু উপর দিক রাখিয়া তাহার চিবুক স্পর্শকরতঃ আংগুলের সাহায্যে নাক চাপিয়া ধরিবে । সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে টানিতে ও ঠেলিতে থাকিবে, তাহা হইলে সে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে ।

সে যদি তোমার কব্জি চাপিয়া ধরে, তুমি তোমার কব্জি দ্বারা তাহার বুড়ে আংগুল চাপিয়া সজোরে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবে । অন্যান্য ছেলেদের নিয়া আগে অভ্যাস না করিলে কিছুতেই এইসব মনে রাখিত পারিবে না । প্রত্যেককেই পরপর ডুবন্ত ব্যক্তি উদ্ধারকারী সাজিয়া পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিবে ।



বরফের ফাঁকের ভিতর দিয়া কেহ পড়িয়া গেলে তাহার কাছে একটা মই ঠেলিয়া দাও

তোমাদের মধ্যে যাহারা সাঁতার শিখ নাই, তাহারা যদি হঠাৎ গভীর জলে পড়-নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে তোমাদের তলাইয়া যাইতে হইবে না। প্রথমতঃ মাথাটি পিছন দিকে হেলাইয়া মুখ উপরের দিকে রাখিবে। দ্বিতীয়তঃ গভীর শ্বাস টানিয়া ফুস্ফুস বায়ু পরিপূর্ণ করিয়া রাখ, এবং খুব কম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে। তৃতীয়তঃ বাহু দুটি রাখিবে পানির নিচে। এইরূপ সময় চিৎকার করার দরকার নাই। তাহাতে তোমার ফুস্ফুস খালি হইয়া যাইবে। এদিক ওদিক বাহু ছুঁড়িবে না কিংবা সাহায্যের জন্য ইংগিত করিবে না। কারণ ঐরূপ করিলে তুমি ডুবিয়া যাইবে।

তুমি নিজে সাঁতার জাননা। সেই অবস্থায় কোন লোককে পানিতে ডুবিয়া যাইতে দেখিলে তাহার কাছে একটা রশি বা একটা নৌকার দাঁড় কিংবা একটা তখতা নিক্ষেপ করিবে, যেন সে উহা আকড়াইয়া ধরিতে পারে। কেহ বরফের ভিতর ডুবিয়া যাইতে থাকিলে এবং কিনারা ভাংগার দরুন সে যদি উহা হইতে উঠিয়া আসিতে অক্ষম হয়, তবে তাহার কাছে একটি রশির প্রান্ত নিক্ষেপ করিয়া শান্তভাবে থাকিবার জন্য বলিয়া দাও। ইহা তাহাকে সাময়িকভাবে সাহস যোগাইবে। তৎপর একটা লম্বা মই কিংবা কাষ্ঠখণ্ড আনিয়া ছিদ্রের কাছে কঠিনভাবে স্থাপন করিবে। ইহাতে সে হামাগুড়ি দিয়া উঠিয়া আসিতে পারিবে কিংবা তুমি নিজেও হামাগুড়ি দিয়া তাহার কাছে গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতে পারিবে।

“জীবন-সূত্র” নিক্ষেপ

কেহ পানিতে পড়িয়া গেলে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য পানিতে লাফাইয়া পড়ার চেয়ে একটা লম্বা রশি ডুবন্ত লোকটির হাতের কাছে নিক্ষেপ করিলে সে উহা ধরিয়া পানি থেকে তীরে আসিয়া উঠিতে পারে। নতুবা শেষ পর্যন্ত একের পরিবর্তে দুইজনকে টানিয়া উঠাইবার প্রয়োজন হইতে পারে।

“জীবন-সূত্রের” সুবিধাজনক দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট। যদি বিশেষ ধরনের জীবন-সূত্র তৈরি করা হয় নিতে পার তবে বেশ নমনশীল ও পাকানো রশি লইবে যাহার ব্যাস

হইবে এক-চতুর্থ ইঞ্চি। খুব দূরে নিষ্ক্ষেপ করিতে হইলে বাহিরের প্রান্তে ভারী একটা গেরো দিয়া লইতে হয়। কখনও কখনও উহাতে একটা ছোট বালিপূর্ণ থলে বাঁধিয়া নিষ্ক্ষেপ করা হয় যাহাতে রশিটি খুব দূরে গিয়া পড়ে। কিন্তু দেখিতে হইবে, যেন সেটি গ্রহণকারীর প্রসারিত হাতের কাছে পড়ার পরিবর্তে তাহার চোখে মুখে গিয়া না পড়ে।



“জীবন” সূত্র সঠিকভাবে নিষ্ক্ষেপ করা শিক্ষিতে অভ্যাসের দরকার—যেন নিজেই উহাতে জড়াইয়া বাঁধা না পড়ে।

এইবার ঠিক করিয়া লও, কোন্ হাতে রশি নিষ্ক্ষেপ করিবে। প্রায় লোকেই স্বভাবতঃ ডান হাত ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহা হইলে সেই হাতে রশিটি ঘড়ির কাঁটার মত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কুণ্ডলীকৃত করিয়া লও। কুণ্ডলীর ব্যাস হইবে ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ। রশির অর্ধেক পরিমাণ কুণ্ডলীকৃত হইয়া গেলে একটা আংগুল তুলিয়া সেইটুকু পৃথক রাখ এবং বাকিটুকু জড়াইয়া লও।

যখন সবটুকু রশি কুণ্ডলীকৃত হইয়া যাইবে তখন উহার প্রান্ত ভাগ বাঁ-হাতের তিন আংগুলের মধ্যে শক্ত করিয়া কব্জিতে বাঁধিয়া নেওয়া হয় তাহা হইলে উহা

খসিয়া যাওয়ার ভয় থাকেনা। রশির দ্বিতীয় দফায় কুণ্ডলীগুলি তৎপর বা হাতে নিয়া দুই আংগুলে হালকাভাবে ধরিয়া রাখ। এইবার তোমার উভয় হাতেই খানিকটা করিয়া কুণ্ডলী রহিল।

ডান হাতের কুণ্ডলীই প্রথম নিষ্কিণ্ড হইবে। প্রায় সংগে সংগেই বাঁ-হাতের কুণ্ডলীও ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু রশির প্রান্ত ভাগ কখনো ছাড়িয়া দিওনা। এইভাবে নিষ্কিণ্ড রশি কখনো জট বাঁধিবেনা। ইহাতে সবটুকুই সোজাভাবে নিষ্কিণ্ড হইয়া দূরে গিয়া পড়িবে। এক সংগে সবটুকু কুণ্ডলী পাকাইয়া নিষ্ক্রেপ করিলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ফল এই হইবে যে কুণ্ডলীর সবটা রশি ঠিকমত খুলিবে না আর উহার প্রান্ত বেশী দূর পৌঁছিবে না।

রশি নিষ্ক্রেপ দুইভাবেই করা যাইতে পারে—নিচের দিক ঘুরাইয়া বা উপরের দিকে ঘুরাইয়া। পরেরটি বেশ চমৎকার এবং কোনো প্রাচীর, দালান ইত্যাদির পশ্চাদ্ধিক হইতে নিষ্ক্রেপ করিতে হইলে উহা খুব সুবিধাজনক। কিংবা অগ্নিকাণ্ডের সময় উপর তলায় রশি নিষ্ক্রেপ করিতে হইলেও উহা বেশী কার্যকরী হয়।

ছুটন্ত অশ্বের কবল হইতে উদ্ধার

জনাকীর্ণ রাস্তা দিয়া ছুটন্ত অশ্বের দ্বারা কখন কখন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কিভাবে ধাবমান ঘোড়াকে থামাইয়া দেওয়া যায় তাহা সকলেরই জানা থাকা ভাল। তাহা হইলে লোকের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকিবে না।

ধাবমান ঘোড়াকে থামাইতে হইলে দৌড়াইয়া উহার সামনে গিয়া হাত দোলাইলেই হইবে না। অনেক লোকই এইরূপ করিয়া থাকে। তাহা না করিয়া উহার পাশাপাশি দৌড়াইতে থাক। ঘোড়ার বোম (Shaft) ধরিয়া দৌড়াইলে পড়িবার ভয় থাকিবে না। অন্য হাতে লাগাম ধরিয়া তারপর ঘোড়ার মাথা টানিয়া তোমার দিকে ঘুরাইয়া আন। এইভাবে উহাকে কোন দেওয়াল, ঘর বা অনুরূপ অপর কোন বস্তুর পাশে আনিয়া উহাকে থামিতে বাধ্য কর। অবশ্য বালকদের পক্ষে ক্ষুদ্র শরীর নিয়া এইরূপ কাজ করা খুবই শক্ত। এই ব্যাপারে তাহারা যেইটুকু কাজ করিতে পারে তাহা হইল ধাবমান ঘোড়ার দ্বারা যে-সব লোক আহত হইয়াছে তাহাদের পরিচর্যা করা।

অন্যান্য দুর্ঘটনা

দুনিয়াতে কত রকম দুর্ঘটনা ঘটয়া থাকে। একজনের একার পক্ষে সবগুলিতেই সমানভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু স্কাউটের মনে রাখিতে হইবে যে, সব সময়েই তাহাকে মাথা ঠিক রাখিতে এবং সেই মুহূর্তে কি করা কর্তব্য চিন্তা করিয়া ঠিক কাজটি করিতে হইবে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত অবস্থাতেও তাহাকেই অগ্রসর হইতে হইবে কর্তব্য পালন করিতে সবার আগে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম "Bloemfontein Troop"-এর স্কাউট J.C. Davel একদা একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে ছাদের উপরকার বিজলীর তारे আটকাইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। তাহাকে সেখানে যাইতে নিষেধ করা হইল, কারণ, উহাতে সে-ও মারা যাইতে পারে। সে উপরে উঠিয়া মেয়েটিকে নামাইয়া আনিল। দুর্ভাগ্যবশত মেয়েটির মৃত্যু হইয়াছিল আগেই।

প্রথম "Atherstone Troop"-এর স্কাউট "Lockley" এক মেলায় "নাগর দোলা" দেখিতেছিল। সেই যন্ত্রটি চালিত হইতেছিল একটা বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্বারা সঞ্চালিত বিদ্যুতের সাহায্যে। ইঞ্জিন-চালক সহসা ঝুঁকিয়া পড়ায় তাহার কাপড় ইঞ্জিনে আটকাইয়া যায়। ইঞ্জিন তাহাকে টানিয়া ভিতরে নিয়া যাইতেছিল। এমন সময় Lockley লাফাইয়া উহার কাছে গিয়ে কলকব্জা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান থাকায় উহার বিশেষ একটি লিভার টানিয়া ধরিল। অমনি কল থামিয়া গেল, আর সে ইঞ্জিন চালকটি অল্পের জন্য বাঁচিয়া গেল। দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্যে "প্রস্তুত থাকার"-ঠিক ঠিক কাজ জানা এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া কাজটি করার ইহা এক চমৎকার দৃষ্টান্ত।

জীবন রক্ষা সম্পর্কে উপদলের অনুশীলন

লাঠির সাহায্যে "বেড়া" তৈরি করিয়া জনতাকে ঠেকাইয়া রাখা অভ্যাস কর। ইহাকে খেলায় পরিণত করা যায়। ট্রুপের স্কাউটদের দুই দলে ভাগ করিয়া লও। একদল হইবে "জনতা" আরেক দল "স্কাউট"।

স্কাউটদের নিকটবর্তী পানির কল, পুলিশ ফাঁড়ি, অগ্নি-সংকেত যন্ত্র, অগ্নিনির্বাপ বাহিনী, এম্বুলেন্স, হাসপাতাল ইত্যাদির অবস্থান সম্পর্কে জানাইয়া দিবে।

“বোলিন” গেরোট দিয়া কিভাবে অজ্ঞান লোককে টানিয়া আনিতে হয় তাহা অভ্যাস করিবে।

স্কাউটদের সঁতার শিখাইতে সব প্রকারের চেষ্টা করিবে। শহরে হইলে সুইমিং পুলে এবং পল্লী গ্রামে স্কাউটদের সবচেয়ে উত্তম সুযোগ—নদী কিংবা হ্রদের ধারে গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা যেখানে নিরাপদে তাহারা সঁতার শিখিতে পারে।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করার বিভিন্ন পদ্ধতি অভ্যাস করিবে।

অগ্নি হইতে উদ্ধার কার্য সম্পর্কে খেলাঃ—

নিকটবর্তী কোন ঘরে বা দালানে প্রচুর ধূমময় অগ্নি প্রজ্বলিত কর। গোপনে কয়েকটি ছেলের সহিত ব্যবস্থা কর যেন তাহারা অগ্নি সংকেত দেওয়ার সংগে সংগে ভীতভাবে ছুটাছুটি করিয়া আতংকের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে।

হঠাৎ কেউ ঘরে দৌড়াইয়া আসিয়া আগুনের সংবাদ জানাইবে কিংবা পটকা ফুটাইয়া অগ্নিকাণ্ডের সংকেত জানাইবে। তৎপর উপদল নেতার নেতৃত্বে এক কিংবা একাধিক পেট্রোল আগুন নিবাইতে চেষ্টা করিবে। তাহারা ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিবে। আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে কিনা দেখিবার জন্য স্কাউটদের বিভিন্ন স্থানে পাঠাইবে। কোন মানুষকে উদ্ধার করিবার প্রয়োজন আছে কিনা তাহারা তাহাও দেখিবে।

এই স্কাউটেরা ভিজা রুমালে নাক মুখ ঢাকিয়া লইবে। টেবিল ইত্যাদির নিচে অজ্ঞান লোক বা বস্তার তৈরি মানুষের প্রতিকৃতি থাকিবে। স্কাউটগণ তাহাদের উদ্ধার করিবে, হয় কাঁধে বহন করিয়া নতুবা টানিয়া বাহির করিয়া। লাফাইয়া পড়ার চাদরের ব্যবহার দেখাইবে। আর এক দল পানির পাইপ (Hose) লাগাইয়া পানির ব্যবস্থা করিবে বা লাইন করিয়া বালতি বহন করিবে। অন্য একদল উদ্ধারকৃত লোকদের চিকিৎসা করিবে। আরেক দল পুলিশকে সাহায্য করিবার জন্য জনতাকে বেড়া তৈরি করিয়া পিছনে হটাইবে।



অষ্টম অধ্যায়
তাঁরু-জলসা কাহিনী-২৫শ
পরোপকার

এই অনুচ্ছেদে উল্লেখিত প্রাথমিক প্রতিবিধানের
অনেক পদ্ধতি এখন পরিবর্তন হয়েছে।

প্রাথমিক প্রতিবিধান-স্নায়বিক আঘাত-রক্তপাত-
কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া-অন্যবিধ প্রাথমিক
প্রতিবিধান-রোগীকে বহন করার প্রণালী

আকস্মিক দুর্ঘটনা তোমার নজরে আসিলে একটা কথা মনে রাখিবে যে
তুমি ডাক্তার নও। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী হিসাবে অবিলম্বে ডাক্তারের জন্যে
লোক পাঠাইবে। কিন্তু আঘাত ছোট খাটো ধরনের হইলে তাহার দরকার
হইবে না। তোমার কর্তব্য হইল-ডাক্তার না আসা পর্যন্ত যাহাতে রোগীর আর

অনিষ্ট না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা। রোগীর 'শক্' বা মূর্ছা হইলে তাহার প্রতিকার করা, রক্তপাত বন্ধ করা, কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্রিন্য়া সম্পাদন করা কিংবা দরকারবোধে এই প্রকার আরও অন্যান্য কাজ তোমাকে করিতে হইবে।

দুর্ঘটনার সময় তোমার সংগীয় কোন লোক আহত অবস্থায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলে তাহাকে পিঠের উপর শোওয়াইয়া দিয়া মাথাটা খানিকটা উঁচু করিয়া রাখিবে। রোগীকে একদিকে কাত করিয়া শোয়াইবে তাহা হইলে শ্বাস টানিতে তাহার কষ্ট হইবে না। ইহাতে রোগীর বমি হইলেও, তাহা সহজেই মুখ হইতে গড়াইয়া বাহির হইয়া যাইবে। তাহার গলা ও বক্ষস্থলের জামা কাপড় টিলা করিয়া দিবে। শরীরটা উত্তপ্ত রাখার জন্য কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। তাহার দেহের কোথায় আঘাত লাগিয়াছে তাহা দেখিয়া তোমার প্রাথমিক প্রতিবিধানের শিক্ষা অনুসারে কাজ করিয়া যাও।

লোকটিকে যদি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাইয়া থাক তাহা হইলে তাহার চারদিককার ভূমিতে কোন "চিহ্ন" আছে কিনা খুব সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। তাহারপর সেইগুলি এবং তাহার অবস্থান টুকিয়া নিতে হইবে। পরে যদি প্রকাশ পায় যে, কেহ তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল তবে এইসব বিশেষ কাজে আসিবে।

তুমি উপদলের স্কাউটদের নিয়া বাহিরে কোথাও গিয়াছ। এমন সময় তোমাদের নিকটে দুর্ঘটনা ঘটিলে বা সেইখানে কোন আহত লোক দেখিতে পাইলে উপদল নেতা একজন স্কাউটকে ডাক্তারের জন্যে পাঠাইবে আর একজন স্কাউটের সহায়তায় রোগীর প্রতি মনোযোগ দিবে। সহকারী অন্যান্য স্কাউটদের কাজে লাগাইবে পানি বা কম্বল আনিতে, "ট্রেচার" তৈরি করিতে, জনতার ভিড় হইলে তাহাকে পিছনে লাঠি দ্বারা সরাইয়া দিতে। বিধিমত প্রথম অবস্থায় রোগীকে স্থির ও শান্তভাবে রাখাই সর্বোত্তম। প্রয়োজন না হইলে তাহাকে স্থানান্তরিত করিবে না। খানিকটা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে বিরক্ত করিও না।

‘শক্’ (Shock) স্নায়বিক সংঘাত

‘শক্’ এক বিপজ্জনক স্নায়বিক অবস্থা। প্রায় সকল প্রকার আঘাতের ফলেই উহার আবির্ভাব হইতে পারে। এই বিষয়ে তোমাদের খুবই সতর্ক থাকা দরকার। যখনই বুঝিবে যে রোগীর শক্ লাগিয়াছে- বরং ধরিয়া লইবে যে শক্ লাগিয়াছে, তখনই যাহাতে অবস্থা আরো শোচনীয় না হয় সেইজন্য উহার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

‘শক্’ লাগিলে রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠে। অনেক সময় সংজ্ঞা লোপ পায়। সম্ভব হইলে তাহাকে সংজ্ঞাহীন হইতে না দেওয়াই শ্রেয়। তৎক্ষণাৎ রোগীকে চীৎ করিয়া শোয়াইয়া দিবে। মাথা এক পাশে কাত করিয়া রাখিবে। তাহার গায়ে কম্বল বা কোট চাপা দিয়া দেহ উত্তপ্ত রাখিবে।

রক্তপাত

যখন কাহারও দেহ হইতে আঘাতের দরুন প্রবল বেগে রক্তপাত হইতে থাকে তখন ক্ষতস্থানের উপরকার মাংসপেশীতে অর্থাৎ ক্ষতস্থান ও হৃৎপিণ্ডের মাঝামাঝি স্থানে জোরে চাপ দিবে। বৃদ্ধাংগুলির দ্বারা ধমনীতে জোরে চাপ দাও যাহাতে রক্ত শিরায় প্রবাহিত হইতে না পারে। তৎপর একটা গোলাকার চেপটা প্রস্তর খণ্ডের মত বস্তু দ্বারা একটা গদি তৈরী করিয়া ক্ষতস্থানের উপরে চাপিয়া বাঁধিয়া দিবে।

প্রবল বেগে রক্তপাত হইতে থাকিলে ক্ষতস্থানের উপরিভাগে চারদিক ঘুরাইয়া একটা রুমাল টিলাভাবে বাঁধ এবং উহার ভিতরে একটা কঞ্চি ঢুকাইয়া (রক্ত বন্ধন হওয়া পর্যন্ত মোচড়াইতে থাক)। ইহাকে বলা হয় “টুর্নিকেট (Tourniquet)। অন্তত প্রতি পনের মিনিট অন্তর “টুর্নিকেট শিথিল করিয়া দিতে হইবে, নতুবা ইহার দ্বারা স্থায়ী শারীরিক ক্ষতি সাধিত হইতে পারে। সম্ভব হইলে আহত আংগটি দেহের বাকি অংশ থেকে উপরে তুলিয়া রাখিবে। যত শীগগির পারা যায় ডাক্তার ডাকিয়া আনিবে।

আঘাত সামান্য হইলে উহাতে “আয়োডিন”(Iodine) লাগাইয়া পরিষ্কার নেকড়া দ্বারা ড্রেসিং করিবে এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে।

উপর হইতে পড়িয়া গিয়া কানের ভিতর হইতে রক্তপাত হইলে কিংবা অজ্ঞান

হইয়া গেলে বুঝিতে হইবে-মাথার খুলিতে আঘাত লাগিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় সম্ভব হইলে রোগীকে একটুকুও নাড়াচাড়া করিবে না। ঘটনাস্থলেই তাহাকে শোয়াইয়া রাখা উত্তম। মাথায় ঠাণ্ডা পানি কিংবা বরফ দিবে। ডাক্তার না আসা পর্যন্ত রোগীকে স্থির ও শান্ত রাখিবে।

রোগীর খুতুর সংগে রক্ত আসিলে কিংবা মুখ দিয়া রক্তপাত হইলে বুঝিতে হইবে আঘাত দেহের অভ্যন্তরে। কিংবা দেহের ভিতরকার রক্ত কোষ কাটিয়া গিয়াছে এরূপ হইতে পারে। রক্তের বর্ণ হালকা লাল এবং ফেনাযুক্ত হইলে মনে করিবে ফুসফুসে আঘাত লাগিয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই রোগীকে শান্ত রাখিয়া বরফ চুষিয়া খাইতে কিংবা ঠাণ্ডা পানি চুমুক দিতে দিবে। সত্বর ডাক্তারের কাছে লোক পাঠাইবে।

কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া

জলমগ্ন হওয়ার দরুন কিংবা ধূম বা বাষ্পের আক্রমণ হেতু কাহারও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে, কৃত্রিম উপায়ে সেই ব্যক্তির শ্বাসকার্য পুনঃ পরিচালিত করা দরকার। সেই অবস্থায় রোগীকে বুকের উপর উপর করিয়া শোয়াইয়া তাহার দেহের ভিতর হইতে চাপের সাহায্যে বায়ু বাহির করতঃ পুনরায় বায়ু প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১) পানি হইতে উঠাইয়া আনার অব্যবহিত পরেই রোগীকে উপুড় করিয়া শোয়াইবে। তাহার একটি বাহু থাকিবে প্রসারিত আর মুখ থাকিবে আরেক বাহুর উপর ন্যস্ত অবস্থায় একদিকে ফিরানো। রোগীর এক পাশে কিংবা ঘোড়ায় চড়ার মত করিয়া হাঁটু পারিয়া বসিবে। তোমার মুখ সামনে রোগীর মাথার দিকে থাকিবে।

(২) এইবার তোমার হাত দুইটি রোগীর পিঠের সরু অংশের দুইদিকে স্থাপন কর। হাতের আংগুলগুলি সংলগ্নভাবে সর্বনিম্ন পঞ্জরাস্থির উপর থাকিবে।

(৩) বাহু দুইটি সোজা রাখিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পঞ্জরের উপর দৃঢ়ভাবে নিম্নচাপ দিতে থাক। সংগে সংগে আন্তে আন্তে গুনিতে থাক-“এ-ক হা-জা-র, দু-

ই হা-জা-র" এই পর্যন্ত। এইভাবে মাটির সাথে চাপ দিলে রোগীর বুকের ভিতর হইতে বায়ু বাহির হইয়া যাইবে।

(৪) তৎপর পিছন দিকে তোমার দেহ হেলাইয়া হাতের চাপ শিথিল কর কিন্তু হাত সরাইওনা। তখন আঙুলে আঙুলে গুনিবে তিন-হা-জা-র, চা-র-হা-জা-র। এইভাবে সামনে ও পিছনে পর্যায়ক্রমে রোগীকে মাটির সংগে চাপ দাও এবং হাত শিথিল কর। ইহাতে একবার তাহার বুক ও মুখের ভিতর হইতে বায়ু নির্গত হইবে, আবার ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিবে। ক্রমাগত এইরূপ করার ফলে রোগী নিজেই শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে সক্ষম হইবে। এইভাবে প্রতি মিনিটে বারোবার উঠানামা করিতে হইবে।



কিভাবে কৃত্রিম শ্বাস গ্রহণ ক্রিয়া পরিচালিত করিতে হয় তাহা প্রত্যেক
কাউটের জানা প্রয়োজন।

যখনই দেখ রোগীর শ্বাসকার্য চলা আরম্ভ হইয়াছে তখন চাপ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে পার। কিন্তু তখনও তাহাকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করিও। যদি আবার শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, পুনরায় তাহা ফিরিয়া না চলা পর্যন্ত পূর্ববৎ চাপ দিতে থাকিবে।

এইকাজে কিছুক্ষণ পর পরই হাত বদলানো দরকার হইতে পারে।

রোগীর শ্বাস ক্রিয়া স্থায়ীভাবে চলিতে থাকিলে তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় গুইতে দিবে। তাহার দেহ গরম করিবার উদ্দেশ্যে গরম কাপড় বা গরম পানির বোতল দিয়া দুই উরুর মাঝখানে, দুই বগলে এবং পায়ের তালুতে সেক দিবে।

সমস্ত ভিজা কাপড় খুলিয়া ফেল। তাহার দেহে গরম কম্বল ছড়াইয়া দাও। রোগীকে যত কম বিরক্ত করা যায় ততই ভাল। যাহাতে সে ঘুমাইতে পারে সেই ব্যবস্থা কর। ঘুমাইবার পর অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক পর্যন্ত তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। এইবার আরেকজন স্কাউটের সংগে এই ব্যাপারে কয়েকবার মহড়া দিয়া অভ্যাস কর। তাহা হইলে কিভাবে কাজটি করিতে হইবে তাহা ঠিকমত বুঝিতে পার। এই রকম করিয়া প্রস্তুত থাক যেন একদিন হতভাগ্যের প্রয়োজনের সময় তুমি সত্যিই এই কাজে সাহায্য করিতে পার।

বিবিধ প্রকার প্রাথমিক প্রতিবিধান

এসিড দহন হওয়া (Acid Burning) : জনৈকা স্ত্রীলোক একজন লোকের মুখমণ্ডলে তুতিয়া (Vitriol) নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইহা এক ভয়ানক এসিড, দেহের যেইখানে লাগুক, ইহা মাংসকে পুড়িয়া ক্ষয় করিয়া ফেলে। সৌভাগ্যক্রমে একজন পুলিশ সেইস্থানে উপস্থিত ছিল। এইসব ব্যাপারে কি করিতে হয় তা তাহার জানা ছিল। তৎক্ষণাৎ সে সোডা মিশ্রিত জল প্রচুর পরিমাণে ক্ষত স্থানে ঢালিতে শুরু করিল। ইহাতে এসিড, ধুইয়া গেল। তারপর সাধারণ পোড়া হিসাবে উহার চিকিৎসা করা হইল।

এ্যাপেনডিসাইটিস্ (Appendicitis) অস্ত্রোপাঙ্গ-প্রদাহ

কোন কোন লোকের হঠাৎ এই রোগ হইতে দেখা যায়। যদিও সাধারণত পূর্বে শরীরে গ্ৰানি বোধ হইয়া থাকে। এই অসুখ হইলে তলপেটে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। বেদনা নাভি মূলের দুই ইঞ্চি ডাইনে নীচের দিকে অনুভূত হইয়া থাকে। এরূপ হইলে অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা উচিত।

ব্যাণ্ডেজ্ (Bandages)

আহত কিংবা ভগ্ন অংগকে বাঁধিবার জন্য তোমার দরকার হইবে ত্রিকোণ বিশিষ্ট বড় ব্যাণ্ডেজের। তোমার স্কাউট স্কার্ফও এইকাজে ব্যবহার করা যায়। ইহার

দুই পার্শ্বের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য হইতে হইবে প্রায় ৪০ ইঞ্চি।

বাহু কিংবা কর্ণাস্থি ভাংগিয়া গেলে “ঝুলনা” (Armsling) প্রস্তুত করিতে হয়। ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজটি ভাঁজ করিয়া উহার দ্বারা রোগীর আহত হস্তটি জড়াইয়া দুই প্রান্ত তাহার ঘাড়ের পিছন দিকে “রীফ-নট” এর সাহায্যে বাঁধিয়া দিবে। ব্যাণ্ডেজের অপর কোণটি থাকিবে তাহার আহত বাহুর দিকে। এই ঝুলনার সাহায্যে বাহুটিকে পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হইবে। তৃতীয় কোণটি দ্বারা কনুইটি মুড়িয়া সেফটিপিন দিয়া আটকাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে কনুই স্বস্থানে আরামে থাকিবে।

মাথার খুলিতে ক্ষত হইলে ড্রেসিং ঠিক রাখিবার জন্যে মাথায় ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করা হয়। সেই ক্ষেত্রে ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজের ভাঁজ খুলিয়া উহার নিচের দিকটা দুই ইঞ্চি পরিমাণ ভাঁজ করিয়া লও। সেই ভাঁজের ঠিক মাঝখানটা রোগীর কপালে স্ক্রু ঠিক উপরেই স্থাপন কর। তাহা হইলে উহার বিপরীত দিকের কোণটি মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়া ঘাড়ের পিছনে দিকে খুলিতে থাকিবে। এইবার কাপড়ের দুইটি প্রান্ত মাথার পিছন দিকে আড়াআড়ি ভাবে ঘুরাইয়া আন এবং কপালের উপর “রীফনট” দিয়া বাঁধিয়া দাও। পিছনের প্রান্ত ঘুরাইয়া আনিয়া মাথার উপরিভাগে পিন দিয়া আটকাইয়া দাও। সাবধান মাথার পার্শ্বের ভাঁজ যেন পরিষ্কন্ন ও দুই প্রান্ত ভালভাবে গুটান থাকে।



কাউন্টের কার্ফ ব্যাণ্ডেজ ও ঝুলনা (Sling) রূপে ব্যবহার করা যায়। প্রান্তভাগ গুটাইয়া রাখিয়া ব্যাণ্ডেজ পরিষ্কন্ন করিতে চেষ্টা করিবে। তীর ফলকের চিহ্নদ্বারা উহা দেখান হইয়াছে।

নাসিকা হইতে রক্তপাত

সাধারণতঃ ইহার দ্বারা বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না বা ইহাতে বিপদের কোন আশংকা থাকে না। অনেক সময় রক্তপাত একেবারেই বন্ধ হইতে চায়না, সেইজন্য রোগীর দেহ থেকে প্রচুর রক্ত ক্ষয় হয়। রক্তপাত বন্ধ করিতে হইল রোগীকে একটা চেয়ারে বসাইয়া মাথা পিছন দিকে হেলাইয়া মুখের ভিতর দিয়া শ্বাসকার্য চালাইতে বল। সেই সময় রোগীর ঘাড়ের পিছনে বরফ বা ভিজা কুমাল চাপা দিলে কতোটা কাজ হইতে পারে।

রক্ত বিষাক্ত হওয়া

ক্ষতস্থানে ময়লা পড়িলেই উহার দ্বারা রক্ত বিষাক্ত হইতে পারে। তখন ক্ষতস্থানটি ফুলিয়া উঠে। বিষম বেদনা অনুভূত হয়, আর শিরা লাল হইয়া ভাসিয়া উঠে। গরম পানি দ্বারা সেক দেওয়া উত্তম প্রতিকার। এইরূপ অবস্থায় ডাক্তার দেখান অত্যাवশ্যক।

অস্থিভংগ

বাহু কিংবা পায়ের হাড় ভাংগিয়া গেলে আহত স্থানের স্ফীতি এবং বেদনা দ্বারা কোথায় কোন হাড়টি ভাংগিয়াছে তাহা বলিয়া দিতে পার। কখনওবা অংগটি অস্বাভাবিকভাবে বাঁকিয়া যায়। রোগী তখন সেই অংগটি ব্যবহার করিতে পারে না। তখনই ডাক্তার ডাক আর নিজে 'শক্' এর প্রতিবিধান কর।

আহত অংগটি একদম নাড়াচাড়া করিবে না। যদি রোগীকে স্থানান্তরিত করা অত্যাवশ্যক হইয়া পড়ে; তবে শক্ত কোন কিছুর সংগে সেই অংগটি বাঁধিয়া ফেল। রোগীকে অন্যত্র কিংবা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিবার সময়ে উহা আহত অংগটির ক্ষতি হইতে দিবে না। উহাকে Spelint বা সোজা কথায় "চটিধা" বলে।

এক টুকরা কাঠ, স্কাউটের লাঠি, শক্ত করে ভাঁজ করা খবরের কাগজ ইত্যাদিকে 'চটি' রূপে ব্যবহার করা যায়। উহা যথেষ্ট লম্বা হওয়া দরকার; তাহা

হইলে আহত অংগের উপর ও নিচে ভগ্নস্থলের বাহিরে গিয়া পৌঁছিতে পারিবে। সম্ভব হইলে অংগটির উভয় পার্শ্বেই চটি লাগাইবে। তখন রুমাল, কার্ফ, কাপড়ের পাড়, অথবা সরু কাপড় দিয়া চটির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পেঁচাইয়া বাঁধিবে কিন্তু “চটি বাঁধা” যেন খুব শক্ত না হয় যাহাতে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ হয় কিংবা ফোলা স্থানে চাপ লাগে।

হঠাৎ পড়িয়া গিয়াও কঠাস্থি ভাংগিয়াছে সেইদিকের হাত বাঁকাইয়া বুকের সংগে আড়াআড়িভাবে তুলিয়া ধর এবং ঝুলনায় (Armsling) ন্যস্ত কর। তারপর হস্ত ঝুলনার উপরে বাটি সহ একটি সরু কাপড় শরীরের সাথে বাঁধিয়া দাও।

পোড়া ও ঝলসানো (Burns and Scalds)

আকস্মিকভাবে কাহারও দেহ আগুনে পুড়িয়া বা গরম পানির ভাপ লাগিয়া ঝলসাইয়া দেহের চামড়া লালবর্ণ হইয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ দস্তস্থানে ভেসেলিনের (Armsling) মতো চর্বিজাতীয় কোন পদার্থ লাগাইয়া শিথিলভাবে ব্যাগেজ বাঁধিয়া দাও। সামান্য দস্ত হইলে পানির সহিত ব্যাকিং সোডা (Baking Soda) মিশাইয়া মলম তৈরি করিয়া প্রলেপ দাও। “রৌদ্র দস্ত” হইলেও এইভাবেই চিকিৎসা করা যায়।

কাপড়ের কোন অংশ দস্তস্থানে বসিয়া গেলে, উহাকে টানিয়া খুলিওনা। ধারালো ছুরি কিংবা কাঁচি দিয়া কাপড়ের চারদিক যতটা সম্ভব কাটিয়া ফেল। তৎপর যতশীঘ্র সম্ভব দস্ত স্থানটিকে বায়ু হইতে রক্ষা কর।

গুরুতরভাবে দস্ত হইয়া ঠোসা পড়িলে বা মাংস অংগার প্রায় হইয়া গেলে তখন ডাক্তার ডাক এবং ‘শক’-এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন কর। ঠোসাগুলি কখনো ভাংগিও না যেন।

দমবন্ধ হইয়া যাওয়া

শ্বাসকার্যে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হইলে রোগীকে সামনের দিকে ঝুঁকাইয়া দুই ঝঙ্কাস্থির মাঝখানে খুব জোরে চাপড় দিবে। শিশু হইলে পা উপর দিকে তুলিয়া

পিঠে চাপড় দিবে। ইহাতে কাজ না হইলে বলপূর্বক হইলেও রোগীর মুখ খুলিয়া জিহ্বা বরাবর দুইটি আংগুল মুখে ঢুকাইয়া দাও। গলদেশের পশ্চাত্তাগে আংগুল গলাইয়া সেইস্থানে যাহা কিছু পাওয়া যায় বাহির করিয়া আন। ইহাতে যদি বমি হয়, তৎক্ষণাৎ রোগীর মাথা পাশে ঘুরাইয়া দাও। গলদেশ কোন কারণে সহসা ফুলিয়া উঠিলে ফ্লানেল কাপড় (Flannel) গরম পানিতে ভিজাইয়া উহা দ্বারা রোগীর ঘাড়ের উপর তাপ দিবে। সংগে সংগে রোগীকে বরফ চুষিতে কিংবা ঠাণ্ডা পানি চুমুক দিয়া পান করিতে দিবে।

আঘাত বা বিহ্বলতা (Concussion)

সাধারণতঃ হঠাৎ পতন বা গুরুতর আঘাতের দরুনই ইহা হইতে দেখা যায়। এইরূপ অবস্থায় রোগীকে সম্পূর্ণরূপে স্থির ও তাহার দেহ গরম রাখিবে। যথাসম্ভব শীঘ্র ডাক্তার ডাকিয়া আনিবে। এই সময়ে মদ্য কিংবা কোন উত্তেজক দ্রব্য খাইতে দিলে বা রোগীকে নাড়াচাড়া করিলে তাহার জন্য মারাত্মক ক্ষতি হইবে।

বৈদ্যুতিক সংঘাত (Electrical Shock)

বৈদ্যুতিক তার বা রেইল স্পর্শ হেতু অনেক লোকই ধাক্কা খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। রোগীকে তৎক্ষণাৎ উক্ত তার বা 'রেইল' থেকে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। এই কাজে তোমার নিজের বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার। তাহা না হইলে তোমারও বৈদ্যুতিক ধাক্কা লাগার আশংকা আছে। সম্ভব হইলে বৈদ্যুতিক সংযোগ কাটিয়া দিতে হইবে। অন্যথায় কাচ কিংবা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া রবারের জুতা পরিয়া রোগীকে স্পর্শ করিবে। রবারের দস্তানা হাতে পরিয়া লইলে আরো ভাল হয়। কোন কিছুই হাতের কাছে পাওয়া না গেলে অনেকগুলি শুষ্ক কাপড়-চোপড় হাতে পেঁচাইয়া লইয়া একটা শুষ্ক লাঠির সাহায্যে রোগীকে টানিয়া সরাইয়া আন। কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরাইয়া আনার দরকার হইতে পারে। শ্বাসকার্য চলিতে থাকিলে শক এর চিকিৎসা করিবে।

ফরাসী দেশে সেন্ট উয়েনে (St Ouen) একদা এক বালক প্রজাপতি শিকার করিতেছিল। সহসা সে বৈদ্যুতিক রেলপথের উপর পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মারা যায়। জনৈক পখিক তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিয়া তাহার পার্শ্বেই মরিয়া পড়িয়া থাকে।

আরেকজন ইষ্টক নির্মাতা উহাদের উদ্ধার করিতে ছুটিয়া গিয়া একই ভাবে মৃত্যুবরণ করে। দুইজন ভাবী উদ্ধারকারীই এইরূপ ক্ষেত্রে কি করা উচিত তাহা পূর্বে না শিখিয়া কাজে হাত দেওয়ার দরুন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

মূর্ছা (Fainting)

রোগী মূর্ছিত হইয়া চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেলে তাহাকে বসাইয়া দিয়া মাথাটি দুই হাঁটুর মাঝখানে নামাইয়া দাও। মাথায় রক্তহীনতার দরুনই এই অবস্থা হইয়া থাকে। তখন ঠাণ্ডা পানি দিয়া চোখ মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া দিবে। মুখের চেহারা রক্তাক্ত হইয়া উঠিলে মাথা তুলিয়া দিবে। কারণ তথায় অত্যধিক রক্ত সঞ্চয় হইয়াছে। মূর্গী রোগে বা সর্দিগর্মিতেও এরূপ হইয়া থাকে।

পাত্রচর্মে বড়শী বিদ্ধ হওয়া

একদা আমার হাতের আংগুলে বড়শী ঢুকিয়া গিয়াছিল। একটি ছুরি নিয়া আমি টোপ সূতা কাটিয়া ফেলিলাম। তাহারপর বড়শীটি আংগুলে আরো ঠেলিয়া দিলাম। ইহাতে উহার অগ্রভাগ চামড়ায় গিয়া ঠেকিল। তখন তীক্ষ্ণ ছুরি চামড়ায় একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া দিলাম। ইহাতে বড়শীর অগ্রভাগ অনায়াসেই বাহির হইয়া আসিল। সেই অংশটি ধরিয়া টান দিতেই সমস্ত বড়শীটি খুলিয়া আসিল। বলাবাহুল্য পিছন দিকে টানিয়া বড়শী কখন খোলা যায় না, সেই অবস্থায় উহার 'আল' (উল্টা কাঁটা) মাংসে আরও বিদ্ধ হয়।

সংগে সংগেই ক্ষতস্থানটি ধুইয়া পরিষ্কার করিবে।

আকস্মিক কারণে মূর্ছা (Fits)

“ফিট” হইলে হঠাৎ চীৎকার করিয়া রোগী মাটিতে পড়িয়া যায়, হাত পা ছুঁড়িতে থাকে এবং মুখ দিয়া ফেনা বাহির হয়। তখন তাহার জন্যে কিছু করা বৃথা। কেবলমাত্র রোগীর মাড়ির মধ্যে কাঠের টুকরা বা ছিপি পুরিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে দাঁতে কামড়াইয়া জিহ্বা কাটিয়া ফেলার ভয় থাকিবে না। চেতনা ফিরিয়া আসিলে রোগীকে ভালমতো ঘুমাইতে দিবে।

চোখে ধুলাবালি ইত্যাদি পড়া

চোখে ধুলাবালি কিংবা অন্য কিছু পড়িলে রোগী যেন চোখ না রগড়ায়। চোখ রগড়াইলে জ্বালা করিয়া চোখ ফুলিয়া উঠিতে পারে। তাহা হইলে ময়লা দ্রব্যটি বাহির করিয়া আনা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িবে।

ধূলিকণাটি চোখের নিচেকার পাতায় থাকিলে পাতাটি যতটা পারা যায় নিচে টানিয়া ভিজা রুমালের প্রান্ত দ্বারা উহা নরম হাতে মুছিয়া আনিবে।

আর যদি তাহা উপরকার পাতায় থাকে, তবে পাতাটি টানিয়া চক্ষু তারকা হইতে সরাইয়া লইবে এবং নিচের পাতা উপরে ঠেলিয়া উপরে পাতার সংগে সংযুক্ত কর। ইহাতে নিচের পাতার লোমগুলি উপরের পাতার ভিতরের দিকটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে।

আরেকটা উপায় আছে। প্রত্যেক ক্কাউটদেরই সেইটা আয়ত্ত করা দরকার। রোগীকে বসাইয়া তাহার পিছন দিকে দাঁড়াও। তাহার মাথার পিছনটা থাকবে তোমার বুকের উপর। এইবার চোখের উপরকার পাতার উপরিভাগে একটা দেশলাইয়ের কাঠি স্থাপন কর। তৎপর পাতাটির কিনারা ধরে টানিয়া উল্টাইয়া আনিবে। তখন রুমালের প্রান্তভাগ ভিজাইয়া আস্তে আস্তে ধূলিকণাটি বাহির করিয়া আন। পরে চোখের পাতাটি যথাস্থানে স্থাপন করিবে।

চোখ জ্বালা করিলে বা ফুলিয়া গেলে ঈষদুষ্ণ পানিতে উহা ধুইয়া দিবে।

ধূলিকণা চোখের ভিতর দৃঢ়ভাবে বসিয়া গেলে এক ফোঁটা জলপাই তেল কিংবা রেড়ির তেল চোখের নিচের পাতার ভিতরে ঢালিয়া দিবে। তাহারপর চোখ বন্ধ করিয়া ভিজা কোমল কাপড়ের গদি উহার উপর রাখিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধ। রোগীকে দেখিবার জন্য ডাক্তার ডাকিয়া আন।

মৃগী রোগ Hysterics

স্বাভাবিক দুর্বলতা-বিশিষ্ট লোক, বিশেষ করে স্ত্রীলোকেরা কোন কারণে উত্তেজিত হইলে এই রোগে আক্রান্ত হয়। তখন তাহারা উচ্চৈশ্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদে, হাসে এবং অর্থহীন ভাষায় বক্বক করে। এই রোগের সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা হইল, রোগীকে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত নির্জন ঘরে একাকী আবদ্ধ রাখা। এইরূপ রোগীকে মিষ্টি কথায় সান্ত্বনা দিতে গেলে রোগ আরো বাড়িয়া যাইবে।

বিষ ক্রিয়া (Poisoning)

কেহ কোন খাদ্য খাওয়ার পরে অসুস্থ হইয়া পড়িলে কিংবা বিষ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া জানা গেলে প্রথম কাজই হইল ডাক্তারের জন্য লোক পাঠান। তৎপর বিষদ্বারা মুখে ফোঁস্কা না পড়িলে কিংবা মুখ দন্ধ না হইয়া থাকিলে রোগীকে লবণ গরম পানি অথবা সরিষার তেল-গরম পানি দিয়া কিংবা গলদেশের অভ্যন্তরে পালকের সাহায্যে সুরসুরি দিয়া বমি করাইতে চেষ্টা কর। কিন্তু বিষ এসিড জাতীয় দাহ পদার্থ হইলে রোগীকে বমি করাইতে চেষ্টা করিবে না। তখন পানির সহিত ম্যাগনেসিয়াম কিংবা ব্যাকিং সোড়া মিশাইয়া খাইতে দিলে এসিডের দাহকশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। রোগীর তন্দ্রার ভাব হইলে তাহাকে ঘুমাইতে দিবে না।

ধূম, দূষিত বাষ্প অথবা গ্যাস

খনিতে, মাটির তলার নর্দমায়া এবং ঘর বাড়ীতে সচরাচরই গ্যাস বাহির হইয়া দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

এইরূপ দুর্ঘটনার কবল হইতে কাহাকে উদ্ধার করিতে হইলে নাক মুখ ভিজা রুম্মালে আবৃত করিয়া লইবে। তখন মাথাটি মেঝের যতটা কাছাকাছি রাখা যায় ততই মংগল। অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারে যেই নিয়মে অচেতন লোককে টানিয়া আনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এখানেও সেই নিয়ম প্রযোজ্য। যথাসম্ভব শীঘ্র রোগীকে মুক্ত বায়ুতে টানিয়া আনিবে। এই ক্ষেত্রে আরো অধিক ক্ষিপ্ততার সহিত কাজ করিতে হইবে, নতুবা দেহী হইলেই সেই তীব্র গ্যাসের আক্রমণে তুমি নিজেই অসুস্থ হইয়া পড়িবে। তৎপর রোগীর গলা ও বুকের দিকের কাপড়-চোপড় টিলা করিয়া দিবে। তাহার চোখে মুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দিবে। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া অচল হইলে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় উহা ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিবে- জলমগ্ন ব্যক্তির বেলায় যাহা করা হইয়া থাকে।



বেহুশ লোককে টানিয়া বাহির করিবার জন্য রশিতে 'বোল্ডিন' গ্রন্থি বাঁধিয়া লইবে।

সর্প-দংশন (Snake Bite)

মনে রাখিও সর্প-দংশনের বিষ রোগীর শরীরে নাড়ী কয়েকবার চলিলেই রক্তের সহিত মিশিয়া সারা দেহে ছড়াইয়া পড়ে। কাজেই তখন যাহা করণীয়, তৎক্ষণাৎ করিতে হইবে। সবচেয়ে বড় কাজ হইল-বিষ যাহাতে দেহের শিরায়-উপশিরায় বিস্তার লাভ না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। রোগীর যেইস্থানে সর্পদংশন করিয়াছে উহার ঠিক উপরিভাগে রশি কিংবা রুমাল দিয়া সংগে সংগেই বাঁধিয়া দিলে বিষাক্ত রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে পৌছিতে পারিবে না। তখন ক্ষতস্থানটিকে আরো গভীর করিয়া কটিয়া দিবে যাহাতে অধিক রক্তপাতের সহিত বিষ বাহির হইয়া যাইতে পারে। দরকার হইলে মুখে চুম্বিয়াও বিষ বাহির করা যায়। মুখে ক্ষত না থাকিলে উক্ত বিষে কোন ক্ষতি হয় না।

রোগীকে চা, কফি ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খাইতে দিবে। তাহাকে ঘুমাইতে দিবে না। হাঁটাইয়া বা আঘাত করিয়া ডাক্তার আসিয়া তাহার দায়িত্ব না লওয়া পর্যন্ত তাহাকে সজাগ রাখিবে।

গোড়ালি মচকান (Sprained Ankle)

হাড় মচকাইলে শক্ত করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে। রোগীকে হাঁটা হাটি করিতে কিংবা পায়ের উপর কোন ভার লইতে দিবে না, অন্যের সাহায্য রোগীকে বাড়ী বহিয়া লইয়া যাইবে। পা'টি, কিছুটা উপরে তুলিয়া রাখিবে এবং সতর্কভাবে জুতা খুলিয়া লইবে। পায়ে ঠাণ্ডা প্রয়োগ করিবে যাহাতে বেদনা কমে, আর ফুলিয়া না উঠে। কাপড়ের টুকরা বা ছোট তোয়ালে কয়েকবার ভাজ করিয়া নিয়া খুব ঠাণ্ডা পানিতে ভিজাইবে এবং গোড়ালির উপর দিয়া রাখিবে।

ইহাতে ব্যাথা না কমিলে গরম সেক দেওয়া যাইতে পারে। এই কাজে কয়েকটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে— ভাজ করা কাপড়ের উপর ফুটন্ত পানি ঢাল। তাহার পর ইহাকে পাতলা তোয়ালে বা কাপড় দ্বারা পেচাইয়া ভাজকরা কাপড় হইতে চাপিয়া পানি বাহির করিয়া ফেল। যতটা সম্ভব পানি বাহির করিয়া ফেলিবে তাহা না হইলে রোগীর পায়ে গরম পানিতে ফোস্কা পরিয়া যাইতে পারে। এইবার কাপড়টি ঝাকি দিয়া ছড়াইয়া কাপড় গরম থাকা অবস্থায়, ব্যাথার স্থানে জড়াইয়া দাও। ব্যাথা উপশম হইলে সেক দেয়ার কাপড়টি সরাইয়া ফেল।

হলুদ ফুটা (Stings)

সকল প্রকার হলু এর প্রতিষেধক হইতেছে অ্যামোনিয়া। ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম দুইটি অক্ষর দ্বারা ইহা সহজে মনে রাখা যায় (A) mmonia) অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হয় (B)ec মৌমাছির হলু এর চিকিৎসার কাচে। ব্যাকিং সোডাও এই কাজে ভালো ফল দেয়। পরিষ্কার সূচ দ্বারা হল বাহির করিয়া নিতে হইবে।

আত্মহত্যা (Suicides)

কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কি করা দরকার তাহা একজন স্কাউটের জানা থাকা উচিত।

যদি কোন ব্যক্তি তাহার নিজের গলা কাটিয়া ফেলে তখন ধমনীর রক্ত বন্ধ করিতে হইবে। কণ্ঠাস্থি এবং বক্ষাস্থি যেখানে মিলিত হইয়াছে এবং চৌয়ালের পার্শ্ব দিয়া ধমনী গিয়াছে। রক্ত বন্ধ করিতে হইলে হার্টের নিকটবর্তী এই সকল স্থানে বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়া জোরে চাপিয়া ধরিতে হইবে। ডাক্তার বা অন্য কোন দক্ষ সহযোগী আসিবার পূর্ব পর্যন্ত চাপ অব্যাহত রাখিতে হইবে।

আত্মহত্যার জন্য বিষপান করিয়া থাকিলে উপরে বর্ণিত বিষক্রিয়ার চিকিৎসা প্রদান কর।

ফাঁসির ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক রশিটি কাটিয়া দিতে হইবে। রশি কাটিবার সময় এক হাতে উক্ত ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে যাহাতে সে ব্যাথা না পায়। ফাঁসটি কাটিয়া দাও, বুক এবং কাঁধের সকল কাপড় ঢিলা করিয়া দাও। রোগীকে যথাসম্ভব নির্মল বায়ু গ্রহণের সুযোগ করিয়া দাও। মুখে ও বুকে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দাও; একবার ঠাণ্ডা আবার গরম পানির ঝাপটাও দেওয়া যাইতে পারে। পূর্বে বর্ণিত উপায়ে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রদান কর।

একজন কচি কদম অজ্ঞান বা মৃত ব্যক্তিকে ধরিতে ভয় পায়। এমনকি রক্ত দেখিলে বিচলিত হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে সে তেমন উপকারে আসিবে না। এই নির্বোধ বেচারী তাহাকে আঘাত করিতে সক্ষম হইবে না। এবং তাহাকে নিজের উন্নয়নের জন্য নিজেকেই ধরিতে হইবে। একবার এইরূপ করিতে পারিলেই তাহার ভয় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

কিরূপে রোগীকে বহন করিতে হয়

দুইজন স্কাউট মিলিয়া 'চার হাতি' আসন গঠন করিতে পারে। প্রত্যেক স্কাউটই নিজের ডান হান দিয়া বাঁ কবজি আঁকড়াইয়া ধরিবে এবং অনুরূপভাবে



বাঁ-হাত দিয়া অপর স্কাউটের ডান কবজি আঁকড়াইয়া ধরিবে। আসনে ঠেস দিয়া বসিবার দরকার হইলেও এ পদ্ধতিতেই তিনহাতে তাহা করা যায়। তখন একজন স্কাউট অপরের কাঁধের কাছে পরের বাহু ধরিলেই হইল। নিম্নে বর্ণিত উপায়ে "রোগীর খাট" (Stretcher) তৈরী করা যায়ঃ-

(ক) দরজার বা ফটকের পাছার উপরে খড়কুটো, লতাপাতা, কাপড় চট ইত্যাদি বিছাইয়া।

(খ) দুইটি শক্ত লাঠির উপর সতরঞ্চি, গালিচা, কয়ল, চট ত্রিপাল বিছাইয়া দুই পাশ লঠিতে গুটাইয়া মাথার কাছে কাপড় ভাঁজ করিয়া দিলে বালিশের কাজ হইবে।

(গ) দুইটি কোট লইয়া আস্তিনগুলি ভিতরের দিকে রাখ। তাহারপর আস্তিনের ভিতরে দুইটি লাঠি ঢুকাইয়া বোতাম আঁটিয়া দিবে।

(ঘ) দুইটি চটের ছালার ভিতরে দুইটি লাঠি ঢুকাইয়া নিয়া ছালাগুলির কোনায় ছিদ্র করিয়া লাঠি ঢুকাইতে হইবে।

এইরূপ খাটের উপর রোগীকে তুলিয়া নিয়া যাত্রা করিবার আগেই ভাল করিয়া দেখিবে-রোগী আরামে আছে কিনা। উভয় দিকের বাহকই এক সংগে খাট উঠাইবে। তারা সমান তালে ঘন ঘন পা ফেলিয়া চলিবে। পিছন দিকের বাহকের কর্তব্য হইবে রোগীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

লাঠিগুলি খাটো হইলে দুইজনের পরিবর্তে চারজন বাহকের দরকার হইবে। খাটের প্রতি কোনেই একজন করিয়া বাহক থাকিবে।

প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে উপদলের অনুশীলন

প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কিত স্কাউটদের ট্রেনিং হইতে হইবে পাকা ও নৈপুণ্যপূর্ণ। কারণ, জনসাধারণ স্কাউটদের কাছে অনেক কিছুই আশা করে।

পেট্রোল ও ট্রুপ মিটিং এর সময়ে আকস্মিক 'দুর্ঘটনা'র ব্যবস্থা করিবে। দলের বিভিন্ন স্কাউটেরা তখন বিভিন্ন ভূমিকায় কাজ করিবে।

অবসর সময়ে রোগীর খাট তৈরি, চার হাতি আসন, কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, আহত লোকের জন্যে চটি তৈরি ইত্যাদি কাজের অভ্যাস করিতে পার।

প্রাথমিক পরিচর্যা সম্পর্কীয় খেলা
পরহিতব্রতী

প্রতি স্কাউট পর্যায়ক্রমে পর্যটক বা পরহিতব্রতী সাজিবে। কতকগুলি সাধারণ রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ঔষধ তাহার থাকিতে হইবে। পরপর তিনজন রোগী তাহার কাছে চিকিৎসার জন্যে লইয়া আসা হইবে। প্রত্যেকের অসুখ হইবে ভিন্ন প্রকারের। তাহাদের কাহার কি ধরনের চিকিৎসা করাইতে হইবে তাহা সে বাংলাইয়া দিবে।

আহত বন্দী

ক্যাম্প হইতে অন্ততঃ পঞ্চাশ গজ দূরে দূরে বিভিন্ন স্থানে বন্দী স্থাপন করিতে হইবে প্রতি প্রতিযোগীর জন্য একজন করিয়া ইহাদের সাটে লাগান থাকিবে এক একটা কাগজ। উহাতে লেখা থাকিবে রোগের বা আঘাতের বিবরণ।

সংকেতের সাথে সাথেই প্রতিযোগীরা নিজ নিজ কয়েদীর দিকে ধাবিত হইয়া প্রয়োজন মত তাহাকে প্রাথমিক প্রতিবিধান প্রদান করতঃ বাড়ী লইয়া আসিবে। যে স্কাউট রোগীকে সঠিকভাবে চিকিৎসা করিয়া সর্বাগ্রে ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিতে পারিবে, তাহারই জিত।

অভিনয় (Displays)

জীবন রক্ষা সম্পর্কিত ক্রীড়া কৌশল অভিনেতা ও দর্শক উভয়েরই কাছে বেশ আকর্ষণীয়।

সাইকেল দুর্ঘটনা- বালকেরা ক্যাম্প হইতে বাড়ি ফিরিতেছে। একজন বেপরোয়া সাইকেল চালক। কৃত যখম গুলির প্রতি বিধান করিয়া উপস্থিত মতো তৈরি খাটে রোগীদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত কর।

গ্যাস বিস্ফোরণ- মিসেস Coddles ও তার পরিবারবর্গ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বাড়ী ফিরিবার পথে তাহার দেখা হইল জনৈকা বন্ধুর সাথে। গ্যাসের স্টোভ (Stove) জ্বলাইয়া পিতার জন্যে চা করিতে মেরিয়াকে পাঠান হইল। পিতা কাজ হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখেন, সারা বাড়ী গ্যাসে পূর্ণ। উদ্ধার করিবার জন্যে এম্বুলেন্স বাহিনী আসিল। মেরিয়াকে টানিয়া বাহির করিয়া কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় শ্বাসকার্য চালনার চেষ্টা হইল। ঘটনাস্থলে পাহারাওলা এডোর আবির্ভাব। গ্যাস নিষ্ক্রমন কিভাবে সন্ধান করিতে হয় সে সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞানতা। ফলে একজন সাহসী ও অবিবেচক পুলিশের শোচনীয় মৃত্যু।

অগ্নিকাণ্ডের অভিনয়- সন্ধ্যাকাল। অদূরে ৫ নং হোসেন মঞ্জিলে সহসা অগ্নি সংকেত। অধিবাসীদের জাগান। জনতাকে হটাইয়া রাখিবার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা। অগ্নি নির্বাপক দলের আগমন। সংগে উপর হইতে লাফাইয়া পড়ার ঝাম্প সীট, জীবন সূত্র এবং মই। অবশিষ্ট বাসিন্দাদের উদ্ধার।

কারখানায় আগুন- শ্রমিকগণ দিনের কাজে ব্যস্ত। এমন সময় বিস্ফোরণের ফলে ভিতরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

বাইরের দিকের একটা দেয়াল ধসিয়া পড়ায় একজন পথিক আহত হইল। অক্ষত শ্রমিকরা তাহাদের হতভাগ্য বন্ধুদের গুরুত্বায় নিযুক্ত। সাহায্যের জন্য অন্যদের ছুটাছুটি এবং এম্বুলেন্স ও অগ্নিনির্বাপক সাজসরঞ্জাম লইয়া প্রত্যাগমন। জ্বলন্ত দালান হইতে কয়েকজনকে উদ্ধার করা হইল। তাহারা উপর তলা হইতে ঝাম্প সতরঞ্চির উপর লাফাইয়া পড়িল।



নবম অধ্যায়

নাগরিক হিসাবে আমাদের কর্তব্য তাঁরু জলসা কাহিনী-২৬শ নাগরিকত্ব

নাগরিক হিসাবে স্কাউটের কর্তব্য- দুনিয়ার নাগরিক

প্রত্যেক স্কাউটকেই তাহার দেশের তথা সারা পৃথিবীর একজন সুস্থ নাগরিক হিসাবে তৈরি হইতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যে বাল্যকাল থেকেই অবশ্য তোমাকে অপরাপর বালকদিগকে বন্ধু রূপ গণ্য করিতে হইবে। মনে রাখিবে ধনীই হও আর দরিদ্রই হও, শহরেই থাক আর পাড়াগাঁয়েই থাক, দেশের কাজে সকলকেই কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া এক সংগে দাঁড়াইতে হইবে। নিজেদের মধ্যেই যদি বিভক্ত থাক তবে দেশের ক্ষতি করিবে। তোমাদের সকল প্রকার অনৈক্য ভুলিয়া যাইতে হইবে।

অপর ছেলেরা তোমার চেয়ে গরীব বলিয়া তুমি যদি তাহাদের ঘৃণা কর, তবে

তুমি উন্মাসিক (অহংকারী) ছাড়া কিছুই নও। আর তোমার চেয়ে যারা ধনীর ঘরের ছেলে তাহাদের তুমি যদি ঈর্ষা করো তাহা হইলেও তুমি একদম বোকা।

আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুসারে দুনিয়ার সাধ্যমত কাজ করিয়া যাইতে হইবে। আমাদের আশে পাশে যাহারা আছে তাহাদের সংগে মিলিয়া মিশিয়া একত্র কাজ করিতে হইবে।

আমরা প্রত্যেকেই দেওয়ালের এক একটি ইটের মত। যদিও প্রকাণ্ড দেওয়ালের মধ্যে একটি ইটকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইবে, তবু আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জায়গা আছে সেইখানে। একটা ইটও স্বস্থান থেকে খসিয়া পড়িলে অপরগুলির উপর অস্বাভাবিক চাপ পড়িয়া দেওয়ালে ফাটল ধরিবে এবং পরিণামে উহা ধসিয়া পড়িবে।

কিন্তু নিজেকে অগ্রগ্রামী করিবার জন্য খুব বেশী ব্যস্ত হইবার দরকার নাই। ঐভাবে জীবন যাত্রা শুরু করিলে তোমার ভাগ্যে জুটিবে অপরিসীম ব্যর্থতা।

তোমার নিজের দেশের মংগলের জন্য কিংবা তুমি যে কাজে নিয়োজিত আছ, তাহার উন্নতির জন্য কাজ করিয়া যাও। তাহা হইলে অচিরেই তুমি দেখিতে পাইবে যে, তুমি জীবনে যে উন্নতি ও কৃতকার্যতা লাভের আশায় কাজ করিতেছ তাহা তুমি পাইতে শুরু করিয়াছ।

স্কুলে শিক্ষকগণ তোমাকে যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেন, খুব মনোযোগের সহিত সেই পাঠ গ্রহণ করিয়া তুমি নিজেকে তৈরি করিতে চেষ্টা কর। কেবলমাত্র আমোদ পাও বলিয়াই তাহা করিবেনা বরং নিজেকে উন্নত করা, দেশের প্রতি তোমার কর্তব্য বলিয়াই তাহা করিতে হইবে। তুমি অংক, ইতিহাস ও ভাষা এইসব বিষয়ের প্রত্যেকটিকে অকৃত্রিম মনোযোগ দিয়া শিক্ষা কর। তাহা হইলে তোমার উন্নতি অবশ্যজ্ঞাবী।

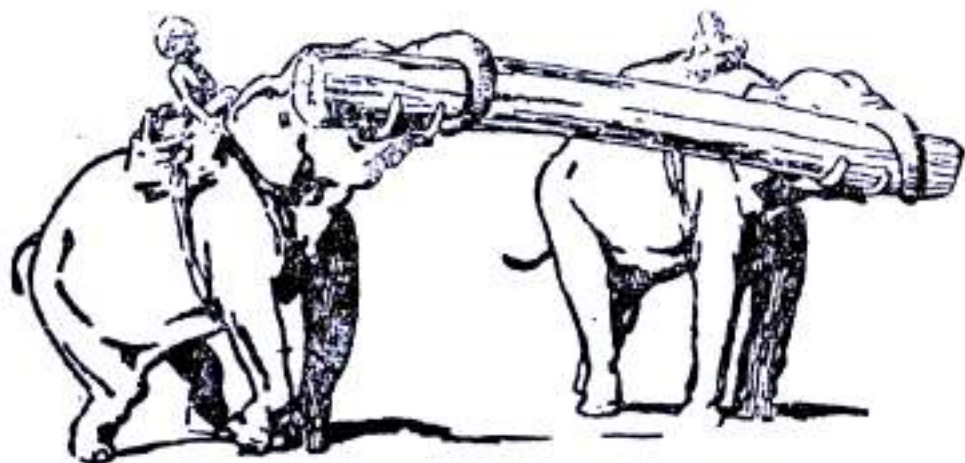
নিজের কথা না ভাবিয়া দেশের কথা ভাব। তোমার কার্য দ্বারা লোকের কি মংগল সাধিত হইবে তাহাও চিন্তা কর।

তুমি যখন বড় হইবে

বড় হইয়া যখন তুমি নির্বাচকমণ্ডলীর একজন হইবে, তখন তুমি দেশের শাসন কার্য পরিচালনার একজন অংশীদার হইবে।

আর তোমাদের মধ্যে অনেকেই দেখাদেখি তোমার পিতা বা বন্ধুগণ যে রাজনৈতিক দলভুক্ত আছেন সেইদলে যোগ দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিবে। আমি তোমার স্থলে হইলে তাহা কখনো করিতাম না। প্রত্যেক দলের কথাই আমি ভালো করিয়া শুনিতাম। শুধু এক দলের কথা শুনিলে তোমার মনে হইবে যে তাহারা যাহা বলে তাহাই ঠিক, আর অন্যেরা যাহা বলে তাহার সবই বেঠিক। কিন্তু আরেক দলের কাছে গিয়া তাহাদের কথা মনোযোগ দিয়া শুনিলে বুঝিতে পারিবে যে তাহাদের কথাই সত্যি, আর আগের দল যাহা বলিয়াছিল তাহা মিথ্যা।

সকল দলের কথাই শুনিতে হইবে, কিন্তু কারুর কথাই বিনা বিচারে গ্রহণ করিবে না। তাহারপর প্রকৃত মানুষ হও, ভাল মতে চিন্তা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে চেষ্টা কর। ভাবিয়া দেখ কোনটা সমস্ত দেশের জন্য বেশী মংগলজনক হইবে। দেশের কোন নির্দিষ্ট অংশের জন্য কল্যাণকর হইলে চলিবে না। এইরূপ মনোভাব নিয়া চিন্তাকরতঃ যে দলকে তোমার পছন্দ হয়, তাহাকেই সমর্থন কর। যত দিন সেই দল দেশের মংগল করিতে থাকিবে, ততদিন তাহাদের সমর্থন করিয়া যাইবে।



ব্রহ্মদেশের হস্তীতালি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে একটি পাঠ শিক্ষা দিতে পারে। পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া তাহারা সবচেয়ে ভারী বোঝা ও সহজে বহন করিতে পারে।

অনেক লোকই কোন নতুন চরমপন্থী রাজনীতিকের দ্বারা পথভ্রষ্ট হইয়া যায় । সব দিক বিচার করিয়া দেখার আগে কোন একজনের মতবাদকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করিও না । চরমপন্থী মতবাদ কদাচিত সুফল-প্রসূ হইয়া থাকে । ইতিহাসের পাতা খুলিলেই তুমি ইহার নজির পাইবে । দেখিতে পাইবে যে, চরমপন্থী বিচারের সম্মুখীন হইয়াছে ও ব্যর্থ হইয়াছে ।

তোমার পূর্ব পুরুষেরা দেশকে তোমাদের জন্য গঠন করিতে কঠোর পরিশ্রম , নির্মম যুদ্ধ বিগ্রহ এবং কঠিন মৃত্যুকে বরণ করিয়া গিয়াছেন । তুমি আজ কেবল হাত দুইটি পকেটে পুরিয়া নিষ্কর্মার মত আড্ডা দিতেছ এবং দেশের উন্নতির জন্য কিছুই করিতেছ না । এই দৃশ্য যেন তাহাদের পরলোক হইতে না দেখিতে হয় ।

“সারা দুনিয়ার বন্ধু”

আর এ কথাটিও মনে রাখিবে যে, ক্লাউট শুধুমাত্র তাহার পাড়া প্রতিবেশীদেরই বন্ধু নয়, সে সারা দুনিয়ার বন্ধু । বন্ধুতে বন্ধুতে মারামারি হয় না । আমরা যদি সাগর পারের আমাদের প্রতিবেশী বিদেশী রাষ্ট্রের লোকের সহিত বন্ধুত্ব করি আর তাহারা যদি সে বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করে, তবে আমরা যুদ্ধ করিতে চাহিব না । ভবিষ্যতে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করিয়া পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উহাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় ।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ লাগিবার অন্যতম কারণ এই যে উক্ত দেশগুলির লোকেরা পরস্পরের সন্ধকে ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ কিছু জানে না । সে জন্য ঐ সকল দেশের সরকার তাহাদিগকে বলে যে অপর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই ন্যায় সংগত । কাজেই তাহারা যুদ্ধ করে এবং শেষ পর্যন্ত ইহার জন্য তাহাদের পত্তাইতে হয় ।

বি,পি,র
জীবন কথা



লর্ড বেডেন পাউয়েল অব গিলওয়েল

১৮৫৭-১৯৪১

বয় স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা

বিশ্বের প্রধান স্কাউট

স্কাউট আন্দোলন ভালরূপে বৃদ্ধিতে হইলে ইহার প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার,। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বালক নেতা লর্ড বেডেন পাউয়েল অব গিলওয়েল, বিশ্বের প্রধান স্কাউট, সকল স্কাউটের কাছে আদরের বি,পি, নামে পরিচিত।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২২ শে ফেব্রুয়ারী লণ্ডন শহরে রবার্ট স্টিফেনসন স্বীথ লর্ড বেডেন পাউয়েল জন্মগ্রহণ করেন। আমেরিকানগণ সেই দিন জর্জ ওয়াশিংটনের ১২৫ তম জন্মদিনের উৎসব পালন করিতেছিল। তাঁহার পিতা ছিলেন অক্সফোর্ডের অধ্যাপক, রেভারেণ্ড এইচ, জি, বেডেন পাউয়েল। তাঁহার মাতা ছিলেন বৃটিশ এডমিরাল ডব্লিউটি স্বীথের কন্যা। তাঁহার প্রপিতামহ, যোসেফ ব্রয়ার স্বীথ নিউ জারসীতে ঔপনিবেশিক হিসাবে আমেরিকায় গিয়াছিলেন। কিন্তু ফিরিয়া আসার পথে তাঁহার জাহাজ ধ্বংস হয়। কাজেই বেডেন পাউয়েল ছিলেন একদিকে এক ধর্ম-যাজকের এবং অন্যদিকে নতুন জগতে এক অভিযাত্রী ঔপনিবেশিকের বংশধর।

বালকরূপে বি-পি,

রবার্টের বয়স যখন তিন বৎসর তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। চৌদ্দ বৎসরের কমবয়সী সাতটি সন্তান লইয়া তাহার মাতা বিধবা হন। এই বৃহৎ পরিবারকে অনেক সময় দুঃখকষ্টে কাঠাইতে হয়। কিন্তু সন্তানদের জন্য মাতার এবং মাতার জন্য সন্তানদের গভীর ভালবাসার দৌলতে তাহারা সহজেই দুঃখ কষ্ট কাটাইয়া উঠে। রবার্ট তাহার চারটি ভাইয়ের সহিত ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে পদব্রজে ভ্রমণ ও তাবু-বাস করিয়া আনন্দময় মুক্ত জীবন উপভোগ করিতে সক্ষম হয়।

১৮৭০ সনে একটি বৃত্তি লইয়া বি,পি, লন্ডনের চার্টার হাউস স্কুলে ভর্তি হন। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন না-তবে তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রাণবন্ত। যখনই



চার্টার হাউস স্কুলের চারিদিকের বনভূমিতে গোপন অনুসরণের যে-কৌশল বি-পি শিখা করিয়াছিলেন তাহা ভারতে ও আফ্রিকায় তাঁহার বিশেষ কাজে আসিয়াছিল।

স্কুল প্রাংগণে কোন অনুষ্ঠান হইত তিনি থাকিতেন তাহার পুরোভাগে। শীঘ্রই তিনি চর্টার হাউজ ফুটবল দলে গোলরক্ষক হিসাবে তাহার দক্ষতার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সহপাঠীরা তাহার অভিনয় শক্তির বিশেষ গুণগ্রাহী হইয়া উঠে। যখনই অনুরুদ্ধ হইতেন, তিনি এমন অভিনয় কৌতুকের ব্যবস্থা করিতেন যে সাড়া স্কুল আনন্দে মাতিয়া উঠিত।

সংগীতেও তাহার দখল ছিল। তাহার অংকন শক্তির সাহায্যে পরবর্তী জীবনে নিজের রচনা চিত্রিত করা সম্ভব হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে বি.পি

১৯ বৎসর বয়সে বি-পি চর্টার হাউসের শিক্ষা সমাপ্ত করা মাত্র সাব-লেফটেনেন্ট হিসাবে ভারতে যাইবার সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি সেইখানে যেই বাহিনীতে যোগ দেন উহাই পরে ক্রাইময়ার যুদ্ধে সুবিখ্যাত হালকা বাহিনীর আক্রমণকারী (Change of The Light Brigade) অশ্বারোহী শ্রেণীর দক্ষিণাংশ গঠন করিয়াছিল।

ফোজী কাজে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়া তিনি ২৬ বৎসর বয়সে কাপ্তান পদে উন্নীত হন। তাহা ছাড়া তিনি ক্রীড়ার জন্য করা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। উহা বরাহ শিকার অর্থাৎ অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে একমাত্র অস্ত্র হিসাবে একটি খর্ব বর্শাধারা বন্য বরাহ শিকার করিবার জন্য দেওয়া হইত। বন্য বরাহ সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে যে উহাই একমাত্র পশু ব্যাঘ্রের সহিত এক ঘণ্টে পানি খায়। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে যে এই ক্রীড়া কিরূপ বিপজ্জনক।

আফ্রিকায় রণাভিযান

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আমরা বি-পি-কে দেখি আফ্রিকায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। পরে-তিনি হিংস্র এশান্তি গোত্র এবং বর্বর মাতা বেলি যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করেন। দেশীয় লোকেরা তাহার সাহস, ক্লাউটিং নৈপুণ্য এবং বিশ্বয়কর চিহ্ন অনুসরণ শক্তি জন্য তাহাকে এত বেশী ভয় করিত যে তাহারা তাহার নাম দিয়াছিল ইমপিসা-Impeesa. বা "সদা জাগ্রত নেকড়ে বাঘঃ।

চাকুরীতে বেডেন পাউয়েলের উন্নতি এত নিয়মিতভাবে হইত যে উহা প্রায় স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে তিনি হঠাৎ সুবিখ্যাত হইয়া উঠেন।

১৮৯৯ সাল। বি-পি তখন কর্বেল পদে উন্নীত হইয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিপদ ঘটাইতেছিল। ট্রানস্‌ভাল প্রজাতন্ত্র ও বৃটিশ সরকারের সম্পর্ক তিক্ত ও ভগ্ন প্রায় হইয়া



(ভারতে বন্য বরাহ শিকারের জন্যে বি-পি বিখ্যাত ক্রীড়া পুরস্কার লাভ করেন ।
বরাহ শিকার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরূপে তিনি সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করেন)

উঠিয়াছিল । অশ্বরোহী বন্দুকধারী দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার কেন্দ্রস্থলে মাফেকিং শহরে যাইবার জন্য বেডেন পাউয়েলকে নির্দেশ দেওয়া হইল । দেশীয় লোকদের মধ্যে প্রবাদ ছিল, মাফেকিং যাহার দখলে দক্ষিণ আফ্রিকা তাহারই প্রধানতঃ ইহার সত্যতা কার্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছিল ।

মাফেকিং অবরোধ

যুদ্ধ বাধিল । ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর হইতে ২১৭ দিন পর্যন্ত বি-পি অবরুদ্ধ মাফেকিং সংখ্যায় বহুগুণ শত্রুর বিরুদ্ধে রক্ষা করিলেন । অবশেষে ১৯০০ সনের ১৮ই মে সাহায্য বাহিনী পথে যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার কাছে পৌছাইতে সমর্থ হয় ।

সুদীর্ঘ কয়েকমাস ধরিয়া বিলাতের লোকেরা অধীরভাবে এই অভিযানের ফলাফল প্রতীক্ষা করিতেছিল, অবশেষে মাফেকিং এ সাহায্য পৌছাইবার খবর আসিলে লোকে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠে । তোমারা ইংরেজী অভিধানে Mafeking শব্দটি খুঁজিয়া বাহির করা । উক্ত শহরের নামানুসারে সেই উন্মুক্ত আনন্দের দিনে যে দুইটি শব্দ রচনা করা হইয়াছিল তাহাও সেখানানে দেখিতে পাইবে Maffick এবং Maffication অর্থাৎ হল্লাসহ আনন্দোৎসব করা ।

এই সময় বি,পি, মেজর জেনারেল প্রদে উন্নীত হন এবং স্বদেশবাসীদের চোখে তিনি বীরের মর্যাদা লাভ করেন।

স্কাউটিং এর জন্ম

১৯০১ খৃষ্টাব্দে বি,পি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন তখন দেশের লোক এবং বালকদের কাছে তিনি এক মহান বীর রূপে প্রতিভাত হন, এবং তাহারা তাহার উপর সর্বপ্রকার সম্মান বর্ধন করিতে থাকে। তিনি বিশ্বয়ের সহিত লক্ষ্য করেন যে তাহার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার দরুণ ফোজী লোকদের জন্য রচিত তাহার Aids to Scouting পুস্তকটি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বালকদের স্কুলে পুস্তকটি পাঠ্য পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইতেছিল।



“Scouting for Boys” পুস্তকের প্রথম খণ্ডের মলাট, জানুয়ারি-১৯০৮

বি,পি ইহাতে এক বিরাট সংগ্রামের আহ্বান শুনিতে পাইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে দেশের বালকদিগকে শক্তিমান পুরুষরূপে গড়িয়া তোলার সাহায্য করিবার এক মহান সুযোগ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। বয়স্কদের জন্য লিখিত স্কাউটিং অনুশীলনের পুস্তকটি যদি বালকদেরও আকর্ষণ এবং অনুপ্রাণিত করিতে পারে তবে বালকদের জন্য বিশেষভাবে লিখিত পুস্তক নিশ্চয় অনেক বেশী আকর্ষণ করিতে ও প্রেরণা দিতে সক্ষম হইবে।

তিনি তাহার ভারতীয় এবং আফ্রিকার যুলু এবং অন্যান্য কর্ভর গোত্রে লক্ষ অভিজ্ঞতা অভিযোজন করিতে লাগিয়া গেলেন। এবং এক বিশেষ গ্রন্থলয় সংগ্রহ করিয়া সপাটান বালক প্রাচীন বৃটিশ ও রেড ইন্ডিয়ান হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বালকদের শিক্ষা ও অনুশীলন সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিতে শুরু করিলেন।



১৯০৭ সনের গ্রীষ্মকালে ব্রাউনসী দ্বীপে দুনিয়ার প্রথম স্কাউট শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

ধীরে ধীরে ও সতর্কভাবে বি.পি, স্কাউটিং এর পরিকল্পনা রচনা করিতে লাগিলেন। এই পরিকল্পনা সত্যই কার্যকরী হইবে কি না সেই সম্বন্ধে তিনি স্থির নিশ্চয় হইতে চাহিলেন। কাজেই ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ইংলিশ চ্যানেলে অবস্থিত ব্রাউন-সী দ্বীপে তিনি বিশটি বালকের একটি দলকে দুনিয়ার প্রথম বর স্কাউট শিবিরে গেলেন। এই শিবির আশাতীত সাফল্য লাভ করে।

স্কাউটিং ফর বয়েজ, পুস্তক

তারপর ১৯০৮ সনের গোড়ার দিকে ছয়টি পাক্ষিক খণ্ডে তাহার শিক্ষা প্রণালী-Scouting for Boys নিজের হাতে লিখিত করিয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি তখন স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই যে উক্ত পুস্তকখানি এমন একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করিবে যাহা সারা দুনিয়ার বালক জীবনকে প্রভাবান্বিত করিবে। Scouting for Boys পত্রিকা ও পুস্তকের দোকানে দেখা দিতে না দিতেই সর্বত্র স্কাউট দল ও উপদল গজাইয়া উঠিতে লাগিল শুধু ইংলণ্ডেই নহে বরং আরও কয়েকটি দেশে।

বি.পি,র দ্বিতীয় জীবন

এই আন্দোলন ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। অবশেষে ১৯১০ সালে ইহা এত বিরাট আকার ধারণ করে যে বি.পি বুঝিতে পারেন যে স্কাউটের কাজই হইবে

তাঁহার জীবনের প্রধান কাজ। তাঁহার দূরদৃষ্টি ও বিশ্বাসের দ্বারা তিনি নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিলেন যে গুটিকতক লোককে সম্ভব্য ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য শিক্ষা দিবার পরিবর্তে জাতির বভিষ্যৎ নাগরিকদের সুশিক্ষা দিতে পারিলে তিনি দেশের অনেক বেশী উপকার করিতে পারিবেন।

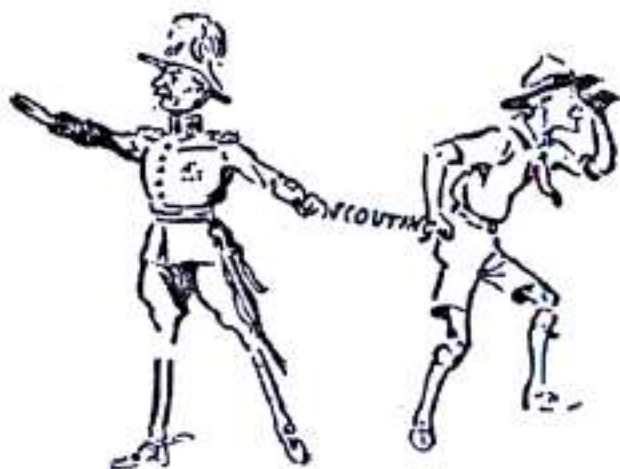
সামরিক চাকুরীতে তিনি তখন লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি উহাতে ইস্তিফা দিলেন, এবং তাঁহার নিজের কথায়-দ্বিতীয় জীবন শুরু করিলেন, ক্লাউটিং এর মারফত দুনিয়ার সেবা করার জীবন।

ক্লাউট আন্দোলনের প্রসার এবং সারা দুনিয়ার বালকদের প্রীতি ও শ্রদ্ধার মধোই তিনি জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইলেন।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব

১৯১২ সনে বিভিন্ন দেশের ক্লাউটদের সহিত মিলিত হইবার জন্য তিনি ভূ-প্রদক্ষিণে বাহির হন। বিশ্বভ্রাতৃ-বন্ধনরূপে ক্লাউটিং এর অবির্ভাবে ইহাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। প্রথম মহাসমরের সময় ক্লাউটিং এর কাজ সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। যুদ্ধশেষে এই কাজ আবার পুরাদমে চলিতে থাকে। ১৯২০ সনে দুনিয়ার সকল দেশের ক্লাউটেরা প্রথম আন্তর্জাতিক সমাবেশে প্রথম বিশ্ব জাম্বুরীতে লওনে মিলিত হয়।

৬ই আগষ্ট এই জাম্বুরীর শেষ সন্ধ্যায় হর্ষোৎফুল্ল বিরাট বালক জনতা বি-পি-কে “বিশ্বের প্রধান ক্লাউটঃ রূপে ঘোষণা করে। ক্লাউট আন্দোলনের প্রসার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার একবিংশ জন্মদিনে যেদিন এই আন্দোলন ‘সাবালক’ হয়, সেইদিন পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশে ক্লাউটের সংখ্যা দাঁড়ায় দুই লক্ষের উপরে।



মানুষের নেতা হিসাবে বি-পি-র প্রথম জীবনের সহিত বালকদের মহত্তর নেতা রূপে তাহার দ্বিতীয় জীবনের যোগসূত্র ছিল ক্লাউটিং।

সেই উপলক্ষ্যে রাজা পঞ্চম জর্জ বি-পি-কে "লর্ড বেডেন পাউয়েল অব গিলওয়েল" উপাধি ভূষিত করিয়া সম্মানিত করেন।

.... তাহা সত্ত্বেও স্কাউটের নিকট তিনি বিশ্বের প্রধান স্কাউট "বি-পিঃ রুপে সর্বদা পরিচিত থাকিবেন। প্রথম বিশ্ব জাধুরীর পরে আরও এই প্রকার জাধুরী হইতে থাকে- ১৯২৪ সনে ডেনমার্ক, ১৯২৯ সনে ইংল্যান্ড, ১৯৩৩ সনে হাংগেরীতে, ১৯৩৭ সনে হল্যান্ডে। ইহার প্রত্যেক জাধুরীতে বেডেন পাউয়েলই ছিলেন প্রধান ব্যক্তি যেই স্থানেই



বি.পি, যে স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করেন উহাতে নিজেই সম্পূর্ণরূপে জড়াইয়া পড়েন। তাঁহার স্কাউটেরা তাঁহাকে দুনিয়ার সব কোণায় কোণায় টানিয়া (লইয়া গিয়াছে)

গিয়াছেন তাঁহার বালকরা তাঁহাকে সমস্তরে হর্ষধ্বনি করিয়া সম্বর্ধনা জানাইয়াছে। কিন্তু স্কাউটিং এর মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টায় এই জাধুরীগণি ছিল একটি অংশ মাত্র। বি-পি স্কাউটিং এর উন্নতিকল্পে বহু দেশে ভ্রমণ করেন অনেক দেশের স্কাউট নেতাদের সহিত তিনি পত্র বিনিময় করেন। স্কাউটিং এর বিভিন্ন দিক নিয়া তিনি প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিতে থাকেন এবং নিজের অংকিত ছবি দ্বারা উহা চিত্রিত করেন।

বি-পি-র শেষ বৎসরগুলি

অবশেষে আশি বৎসর যখন তাঁহার শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে তখন তাঁহার স্ত্রী লেডী বেডেন পাউয়েলকে লইয়া তিনি তাঁহার প্রিয় আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

লেডী বেডেন পাউয়েল তাঁহার সমুদয় প্রচেষ্টায় উৎসাহী সহধর্মিনী ছিলেন এবং নিজে বেডেন পাউয়েল দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত গার্ল গাইড (বালিকা স্কাউট) আন্দোলনের প্রধান কর্মী ছিলেন।

তাঁহারা কীনিয়ার এক শান্ত এলাকায় বসতি স্থাপন করেন যেখান হইতে মাইলের পর মাইল বনের উপর দিয়া তুষাররাকৃত পর্বত শৃংগ পর্যন্ত চমৎকার দৃশ্য পরিলক্ষিত হইত।

সেইখানে ১৯৪১ সনের ৮ই জানুয়ারী তাঁহার ৮৪শ জন্মদিনের কয়েকদিন পূর্বে বি-পি পরলোক গমন করেন।

স্কাউট প্রধানের শেষ বাণী

প্রিয় স্কাউটেরা

তোমার Peter Pan নাটকের অভিনয় দেখিয়া থাকিলে হয়ত তোমাদের মনে আছে যে দস্যুসর্দার কিভাবে সর্বদাই তাহার অন্তিম বক্তৃতা দিতে থাকিত এই ভয়ে



(ওক বীজ বিরাট মহিষ্কহে পরিণত হয়। বেডেন পাউয়েল ব্রাউন-সী দ্বীপে স্কাউটের যে ওক বীজ বপন করিয়া ছিলেন তাহার শাখা প্রশাখা সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়াছে।)

যে যখন যথার্থই তাহার মৃত্যুর সময় আসিবে তখন হয়ত বক্তৃতা করিবার সুযোগ আর সে পাইবে না। আমারও হইয়াছে প্রায় সেই অবস্থা। যদিও এখনই আমার মৃত্যু ঘটিতেছে না, তবে যে কোন দিন হয়ত আমার মৃত্যু আসিবেঃ কাজেই আমি তোমাদিগকে শেষবারের মত বিদায় সম্বাষণ করিতে চাই।

মনে রাখিও যে ইহাই হইবে তোমাদের কাছে আমার শেষ কথা। সুতরাং ভালরূপে চিন্তা করিয়া দেখিও।

আমার জীবন পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছে। আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকেই অনুরূপ সুখী হও।

(১) আমার বিশ্বাস, আল্লাহ আমাদিগকে এই আনন্দময় পৃথিবীতে সুখী হইতে ও জীবন উপভোগ করিতে পাঠাইয়াছেন।

(২) কেবল ধনী হইলে, বা জীবনে সাফল্য লাভ করিলে কিংবা ইন্দ্রিয় সেবা দ্বারা সুখলাভ করা যায় না।

(৩) সুখলাভের একটি উপায় হইল বাল্যকালে নিজেকে সুস্থ ও সবল করিয়া গড়িয়া তোলা যেন পরিণত বয়সে তুমি কর্মক্ষম হইয়া পরোপকার করিতে এবং জীবন উপভোগ করিতে পার।

প্রকৃতিপাঠে বুঝিতে পারিবে যে তোমাদের উপভোগের জন্য খোদা এই পৃথিবীকে কত সুন্দর ও বিস্ময়কর বস্তুতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। তোমার যাহা আছে তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে এবং উহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা কর। প্রত্যেক জিনিসের উজ্জ্বল দিক দেখিবে, অন্ধকার দিকে তাকাইবে না।

(১) কিন্তু সুখ লাভের প্রকৃত প্রহ্লা হইল অপরকে সুখী করা

(২) দুনিয়াকে যেমন পাইয়াছ তাহার চেয়ে একটু শ্রেষ্ঠতর রাখিয়া যাইতে চেষ্টা কর। যেন তোমার মৃত্যুর পালা যখন আসিবে তখন সানন্দে মৃত্যু বরণ করিতে পার, এই অনুভূতি লইয়া যে তুমি অশ্রুতঃ তোমার জীবন নষ্ট কর নাই বরং সাধ্যমত উহার সদ্ব্যবহার করিয়াছে। এইভাবে সুখে বাঁচিতে ও সুখে "মরিতে প্রস্তুত থাকঃ।

(৩) সর্বদা তোমার স্কাউট প্রতিশ্রুতি আঁকড়াইয়া থাক বাল্যকাল চলিয়া গেলেও। খোদা এই কার্যে তোমার সহায় হউন।

তোমাদের বন্ধু

গিলওয়েলের বেডেন পাউয়েল

(১৯৪১ বনের ৮ই জানুয়ারী বেডেন পাউয়েলের মৃত্যুর পর তাহার কাগজ পত্রের মধ্যে প্রাপ্ত)

-সমাপ্ত-



Rover Library



